হিসাববিজ্ঞান

নবম ও দশম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
নবম ও দশম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

হিসাববিজ্ঞান

নবম ও দশম শ্রেণি

২০২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য পরিমার্জিত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম সংস্করণ রচনা ও সম্পাদনা

প্রফেসর মমতাজ উদ্দিন আহমেদ

প্রফেসর ড. ধীমান কুমার চৌধুরী

মোঃ শওকত আলী

মোহাম্মদ মিজানুর রহমান

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর, ২০১২

পরিমার্জিত সংস্করণ : সেপ্টেম্বর, ২০১৬

পরিমার্জিত সংস্করণ : সেপ্টেম্বর, ২০১৭

পরিমার্জিত সংস্করণ : অক্টোবর, ২০২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ-কথা

বর্তমানে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উপযোগ বহুমাত্রিক। শুধু জ্ঞান পরিবেশন নয়, দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার মাধ্যমে সমৃদ্ধ জাতিগঠন এই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। একই সাথে মানবিক ও বিজ্ঞানমনস্ক সমাজগঠন নিশ্চিত করার প্রধান অবলম্বনও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে জাতি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াতে হলে আমাদের মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এর পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের দেশপ্রেম, মূল্যবোধ ও নৈতিকতার শক্তিতে উজ্জীবিত করে তোলাও জরুরি।

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড আর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রাণ শিক্ষাক্রম। আর শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ উপকরণ হলো পাঠ্যবই। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর উদ্দেশ্যসমূহ সামনে রেখে গৃহীত হয়েছে একটি লক্ষ্যাভিসারী শিক্ষাক্রম। এর আলোকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) মানসম্পন্ন পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, মুদ্রণ ও বিতরণের কাজটি নিষ্ঠার সাথে করে যাচ্ছে। সময়ের চাহিদা ও বাস্তবতার আলোকে শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও মূল্যায়নপদ্ধতির পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিশোধনের কাজটিও এই প্রতিষ্ঠান করে থাকে।

বাংলাদেশের শিক্ষার স্তরবিন্যাসে মাধ্যমিক স্তরটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বইটি এই স্তরের শিক্ষার্থীদের বয়স, মানসপ্রবণতা ও কৌতূহলের সাথে সংগতিপূর্ণ এবং একইসাথে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের সহায়ক। বিষয়জ্ঞানে সমৃদ্ধ শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞগণ বইটি রচনা ও সম্পাদনা করেছেন। আশা করি বইটি বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান পরিবেশনের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মনন ও সৃজনের বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

হিসাববিজ্ঞানের প্রাথমিক ধারণা প্রদান করার লক্ষ্যে মাধ্যমিক স্তরের **হিসাববিজ্ঞান** পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা পরিবার ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের লেনদেন লিপিবদ্ধ, হিসাব তৈরি ও প্রকৃত আর্থিক অবস্থা নির্ণয় ও বিশ্লেষণ করতে পারবে। তাছাড়া উচ্চ শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে হিসাববিজ্ঞান বিষয়ের শক্তিশালী একটি ভিত্তি তৈরির প্রতি লক্ষ রেখে সহজপাঠ্য, আকর্ষণীয় ও সহজবোধ্য করে এ পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

পাঠ্যবই যাতে জবরদস্তিমূলক ও ক্লান্তিকর অনুষঙ্গ না হয়ে উঠে বরং আনন্দাশ্রয়ী হয়ে ওঠে, বইটি রচনার সময় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছে। সর্বশেষ তথ্য-উপাত্ত সহযোগে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হয়েছে। চেষ্টা করা হয়েছে বইটিকে যথাসম্ভব দুর্বোধ্যতামুক্ত ও সাবলীল ভাষায় লিখতে। ২০২৪ সালের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রয়োজনের নিরিখে পাঠ্যপুস্তকসমূহ পরিমার্জন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ২০১২ সালের শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রণীত পাঠ্যপুস্তকের সর্বশেষ সংস্করণকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির প্রমিত বানানরীতি অনুসৃত হয়েছে। যথাযথ সতর্কতা অবলম্বনের পরেও তথ্য-উপাত্ত ও ভাষাগত কিছু ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। পরবর্তী সংস্করণে বইটিকে যথাসম্ভব ত্রুটিমুক্ত করার আন্তরিক প্রয়াস থাকবে। এই বইয়ের মানোন্নয়নে যে কোনো ধরনের যৌক্তিক পরামর্শ কৃতজ্ঞতার সাথে গৃহীত হবে।

পরিশেষে বইটি রচনা, সম্পাদনা ও অলংকরণে যাঁরা অবদান রেখেছেন তাঁদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

অক্টোবর ২০২৪

প্রফেসর ড. এ কে এম রিয়াজুল হাসান

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

অধ্যায়	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
১	হিসাববিজ্ঞান পরিচিতি	১–৭
২	লেনদেন	৮–২৩
৩	দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি	২৪–৩৬
৪	মূলধন ও মুনাফা জাতীয় লেনদেন	৩৭–৪৭
৫	হিসাব	৪৮–৫৮
৬	জাবেদা	৫৯–৭৮
৭	খতিয়ান	৭৯–১০৩
৮	নগদান বই	১০৪–১২৫
৯	রেওয়ামিল	১২৬–১৪০
১০	আর্থিক বিবরণী	১৪১–১৭৯
১১	পণ্যের ক্রয়মূল্য, উৎপাদন ব্যয় ও বিক্রয়মূল্য	১৮০–১৯৪
১২	পারিবারিক ও আত্মকর্মসংস্থানমূলক উদ্যোগের হিসাব	১৯৫–২১৩
	উত্তরমালা	২১৪–২১৬

প্রথম অধ্যায়

হিসাববিজ্ঞান পরিচিতি

ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান তথা সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে অর্থ সম্পর্কিত ঘটনা পরিলক্ষিত হয়। এ সকল ঘটনার সংখ্যা অগণিত ও বৈচিত্র্যময়। নির্দিষ্ট পদ্ধতি ও কৌশল ব্যতীত এ সকল আর্থিক ঘটনার সামগ্রিক ফলাফল ও প্রভাব জানা কঠিন। হিসাববিজ্ঞান হচ্ছে একটি প্রক্রিয়া, যেখানে সংঘটিত আর্থিক ঘটনাসমূহের সামগ্রিক প্রভাব এবং ফলাফল নির্ণয়ের পদ্ধতি ও কৌশল আলোচনা করা হয়। প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক বিভিন্ন পক্ষ হিসাব তথ্য জানতে সর্বদা আগ্রহী। তাই হিসাববিজ্ঞান আর্থিক লেনদেনসমূহের সংরক্ষণ ও পর্যালোচনার মাধ্যমে এদের প্রভাব ও ফলাফল নির্ণয় করে বিভিন্ন পক্ষকে প্রতিবেদন আকারে অবহিত করে।

চিত্র : পরিবেশ ও হিসাববিজ্ঞান

এই অধ্যায় শেষে আমরা–

- হিসাববিজ্ঞানের ধারণা বর্ণনা করতে পারব ;
- হিসাববিজ্ঞানের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারব ;
- হিসাববিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব ;
- হিসাববিজ্ঞানের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ব্যাখ্যা করতে পারব ;
- হিসাব তথ্যের ব্যবহারকারীদের শনাক্ত করতে পারব ;
- মূল্যবোধ ও জবাবদিহিতা সৃষ্টিতে হিসাববিজ্ঞানের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারব ;
- সমাজ ও পরিবেশের সাথে হিসাবব্যবস্থার সম্পর্ক বর্ণনা করতে পারব ;
- দৈনন্দিন, ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকাণ্ডে হিসাব রাখতে আগ্রহী হব।

হিসাববিজ্ঞানের ধারণা

হিসাববিজ্ঞান এমন একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় আর্থিক কার্যাবলি যেমন– খরচ পরিশোধ, আয় আদায়, সম্পদ ক্রয় ও বিক্রয়, পণ্য ক্রয় ও বিক্রয়, দেনাদার হতে আদায় এবং পাওনাদারকে পরিশোধ ইত্যাদি হিসাবের বইতে সুষ্ঠুভাবে লিপিবদ্ধ করা যায় এবং নির্দিষ্ট সময় শেষে আর্থিক কার্যাবলির ফলাফল জানা যায়। হিসাববিজ্ঞান বিষয়ে ব্যবসায়ের আর্থিক লেনদেন লিপিবদ্ধকরণ, শ্রেণিবদ্ধকরণ, ব্যাখ্যাকরণের পদ্ধতি আলোচনা করা হয়। এর ফলে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন নির্ণয় করা যাবে এবং এসব তথ্যাবলি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করবে। হিসাববিজ্ঞানের জ্ঞান ব্যবহার করে হিসাবের বিভিন্ন বিবরণী ও প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়, যার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা জানা যায়। তাই হিসাববিজ্ঞানকে 'ব্যবসায়ের ভাষা' বলা হয়।

হিসাববিজ্ঞানের মাধ্যমে আর্থিক ঘটনাসমূহ হিসাবের নির্দিষ্ট বইতে যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ, শ্রেণিবদ্ধ ও বিশ্লেষণ করে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক ফলাফল ও আর্থিক অবস্থা নিরূপণ করা যায়।

কাজ: একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় আর্থিক কার্যাবলির তালিকা করো।

হিসাববিজ্ঞানের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা :

১. লেনদেনসমূহ সঠিকভাবে হিসাবের বইতে লিপিবদ্ধকরণ ব্যতীত প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ফলাফল ও আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে জানা সম্ভব নয়। তাই হিসাববিজ্ঞানের প্রথম উদ্দেশ্য লেনদেনসমূহকে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করে সঠিকভাবে হিসাবের বইতে লিপিবদ্ধ করা।

২. হিসাববিজ্ঞানের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য আর্থিক ফলাফল ও আর্থিক অবস্থা নিরূপণ করা। লাভ-ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয়ের মাধ্যমে ব্যবসায়ের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করা সম্ভব। যাবতীয় আয় ও ব্যয় সঠিকভাবে লিপিবদ্ধকরণের মাধ্যমে ব্যবসায়ের লাভ-ক্ষতি নির্ণয় করা সম্ভব।

৩. প্রতিষ্ঠানের সম্পদ, দায় ও মালিকানা স্বত্বের পরিমাণ নির্ণয়ের মাধ্যমে আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা লাভ করা সম্ভব।

৪. ব্যয় নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জন করা সম্ভব। হিসাববিজ্ঞান ব্যবসায়ের যাবতীয় ব্যয় সঠিকভাবে লিপিবদ্ধকরণের মাধ্যমে ব্যয় নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে।

৫. ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে প্রতারণা ও জালিয়াতি রোধে হিসাববিজ্ঞানের কোনো বিকল্প নেই। যথাযথ হিসাবরক্ষণের মাধ্যমে প্রতারণা ও জালিয়াতি রোধের পাশাপাশি তা নিয়ন্ত্রণ করাও সম্ভব।

৬. আর্থিক তথ্যাবলি সংশ্লিষ্ট পক্ষকে জানানো এবং ব্যবসায়ের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যবহার করা।

৭. প্রতিষ্ঠানের একাধিক বছরের আর্থিক বিবরণীর তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে উন্নতি ও অবনতির বিভিন্ন দিক চিহ্নিতপূর্বক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব।

৮. বিভিন্ন সেবামূলক অমুনাফাভোগী প্রতিষ্ঠান যেমন– স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, ক্লাব ও সোসাইটিতে বিভিন্ন উৎস হতে অর্থের আগমন ও বহির্গমনের পরিমাণ সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করে নির্দিষ্ট সময়ান্তে এ সকল প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন হিসাবের উদ্বৃত্ত নির্ণয় করা যায়।

৯. সরকার বিভিন্ন উৎস হতে কর, শুল্ক, ভ্যাট ধার্যের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় করে এবং বিভিন্ন নিয়মিত ও উন্নয়নমূলক খাতে ব্যয় করে। সরকারের এ সকল কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য হিসাববিজ্ঞান সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

তাছাড়া হিসাবের বই এবং সংশ্লিষ্ট দলিলাদি প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কাজে লাগে যেমন ব্যাংক বা ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ গ্রহণ, পণ্যের বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ, ভবিষ্যৎ কার্যক্রম নির্ধারণ ইত্যাদি। সুন্দর, সুশৃঙ্খল ও মিতব্যয়ী জীবন গঠনের জন্য হিসাব রাখার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। যথাযথ হিসাব না রাখলে প্রতিষ্ঠানের ভালো ও খারাপ দিকগুলো জানা যাবে না। সঠিকভাবে হিসাব সংরক্ষণের মাধ্যমে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করে অপচয় রোধ এবং আর্থিক সচ্ছলতা অর্জন করা সম্ভব।

কাজ: তোমার দৈনন্দিন জীবনে হিসাববিজ্ঞান কীভাবে সাহায্য করতে পারে বলে মনে করো।

হিসাববিজ্ঞানের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ :

সভ্যতার সূচনা হতে মানুষ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বা হিসাব গাছের গায়ে, গুহায় বা পাথরে চিহ্ন দিয়ে রাখত। একসময় মানুষ সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস শুরু করল এবং কৃষিকাজ আরম্ভ করল। ঘরে দাগ কেটে এবং রশিতে গিঁট দিয়ে ফসল ও মজুদের হিসাব রাখা শিখল। আস্তে আস্তে মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, সমাজ বিস্তার লাভ করে, বিনিময় প্রথা চালু হয়, মুদ্রার প্রচলন হয় এবং ব্যবসায়–বাণিজ্য শুরু হয়। ক্রয়-বিক্রয়, জমা–খরচ, দেনা–পাওনা এবং অন্যান্য লেনদেন হিসাবের বইতে অঙ্কের মাধ্যমে লেখা শুরু হয়। ১৪৯৪ খ্রিষ্টাব্দে লুকা প্যাসিওলি নামে একজন ইতালীয় গণিতবিদ 'সুম্মা ডি এরিথমেটিকা জিওমেট্রিয়া প্রপোরশনিয়েট প্রপোরশনালিটা' নামে একটি গ্রন্থ লিখেন এবং এতে হিসাবরক্ষণের মূল নীতি **'দুতরফা দাখিলা (Double Entry)'** ব্যাখ্যা করা হয়।

সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যের অগ্রগতি হয় এবং এরই ফলে হিসাববিজ্ঞানেরও উন্নতি হয়। ব্যবসায় যেমন ছোট থেকে বড় হতে থাকে তেমনি এর পরিধিও বৃদ্ধি পেতে থাকে। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের পাশাপাশি ব্যবসায়ী, অব্যবসায়ী, সরকারি, বেসরকারি, মুনাফাভোগী ও অমুনাফাভোগী সকল ধরনের প্রতিষ্ঠানে হিসাববিজ্ঞানের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির সাথে হিসাববিজ্ঞানের উন্নতি সম্পর্কিত। বর্তমান কম্পিউটারের যুগে বড় বড় প্রতিষ্ঠানে হিসাবের বই হাতে লেখার পরিবর্তে কম্পিউটারে করা হয়। ফলে সময় ও শ্রম লাঘবের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত দ্রুত গ্রহণ করা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সহজ হয়।

কাজ: বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কীভাবে হিসাববিজ্ঞানের উন্নতি ঘটায়?

হিসাব তথ্যের ব্যবহারকারী :

হিসাববিজ্ঞানকে একটি 'তথ্যব্যবস্থা' (Information System) নামে অভিহিত করা হয়। অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক বিভিন্ন ব্যবহারকারীর চাহিদা বিবেচনা করেই লেনদেনসমূহ হিসাবের বইতে লিপিবদ্ধ ও আর্থিক বিবরণী আকারে প্রস্তুত করা হয়।

অভ্যন্তরীণ ব্যবহারকারী :

মালিক ও ব্যবস্থাপক : হিসাবরক্ষক হিসাবের বই এবং সংশ্লিষ্ট হিসাব বিবরণী তৈরি করেন। ব্যবসায়ের মালিক এবং তাঁর ব্যবস্থাপক এসব হিসাব বিবরণী থেকে ব্যবসায়ের লাভ-ক্ষতি ও আর্থিক অবস্থার পরিমাণ ও পরিবর্তন জানতে পারেন। ফলে ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারেন।

বাহ্যিক ব্যবহারকারী :

১. **ঋণ প্রদানকারী** : প্রতিষ্ঠানকে ঋণ সরবরাহের পূর্বে ঋণ পরিশোধ ক্ষমতা যাচাইয়ের জন্য ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ব্যবসায়ের যাবতীয় হিসাব পর্যালোচনা করেই ঋণ সরবরাহ করে থাকে।

২. **সরকার** : সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ব্যবসায়ের হিসাব হতে যথাযথভাবে শুল্ক, ভ্যাট, কর এবং আয়কর আদায় ও পরিশোধ করা হচ্ছে কি না, তা নিশ্চিত হতে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন।

৩. **পাওনাদার** : বাকিতে পণ্য বিক্রয়ের পূর্বে ব্যবসায়ের দায় পরিশোধ ক্ষমতা যাচাই করেই সরবরাহকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান পণ্য সরবরাহ করেন। সংরক্ষিত হিসাব হতে সহজেই এই ধারণা লাভ করা সম্ভব।

এছাড়া হিসাব নিরীক্ষক, বিনিয়োগকারী, ভোক্তা এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান হিসাব তথ্য ব্যবহার করে থাকেন।

কাজ : হিসাব তথ্যের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ব্যবহারকারীদের পৃথক তালিকা প্রস্তুত করো।

সমাজ ও পরিবেশের সাথে হিসাবব্যবস্থার সম্পর্ক :

হিসাববিজ্ঞান শুধু মুনাফা নির্ণয়ের জন্যই ব্যবহার করা হয় না। মুনাফা নির্ণয়ের পাশাপাশি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সমাজ এবং পরিবেশেরও যাতে কোনো রকম ক্ষতি না হয়, হিসাববিজ্ঞান সেদিকটিতেও অবদান রাখে। নিচের উদাহরণগুলো থেকে সমাজ ও পরিবেশ সম্পর্কে হিসাববিজ্ঞানের করণীয় বোঝা যাবে।

১. জলবায়ুদূষণ রোধে প্রতিষ্ঠান কিছু অর্থ খরচ করবে এবং হিসাবরক্ষক তার হিসাব রাখবে এবং সে হিসাব থেকে বোঝা যাবে ব্যবসার মালিক সমাজ এবং পরিবেশ সম্পর্কে কতটুকু সজাগ। বিশেষ করে তেল কোম্পানিগুলো বায়ুদূষণ রোধে অনেক ব্যয় করে থাকে।

২. শিল্প-কারখানা থেকে নির্গত ধোঁয়া আশপাশের পরিবেশ ও মানবস্বাস্থ্যের ক্ষতি করে। ব্যবসায়ের মালিক ও হিসাবরক্ষককে এর প্রতিরোধে অর্থ খরচ করতে হয়, হিসাব রাখতে হয় এবং এ বিষয়ে সরকারের নিয়মনীতিকে অনুসরণ করে চলতে হয়।

৩. পণ্য তৈরিতে স্বাস্থ্যসম্মত কাঁচামাল ব্যবহার করা হয়, যথাসম্ভব কম বিদ্যুৎ খরচ করা হয়, যন্ত্রপাতির শব্দ কম হতে হয় এবং আবর্জনা সঠিক স্থানে ফেলতে হয়। এসব কাজ করার জন্য কিছু অর্থ খরচ হয়। হিসাবরক্ষককে এ খরচের জন্য অর্থ বরাদ্দের পাশাপাশি ব্যয় করা অর্থের যথাযথ হিসাব রাখতে হয়।

৪. প্রতিটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে সমাজের জন্য কিছু খরচ করতে হয়, যেমন- গরিব ও মেধাবী ছাত্রদের বৃত্তি প্রদান। এ জন্য প্রতিষ্ঠান বছরে কত টাকা খরচ করল তার হিসাব রাখতে হয়।

কাজ: সমাজ ও পরিবেশের হিতকর কাজ করতে একটি ব্যবসায়ের কী কী ব্যয় হয় তার একটি তালিকা করো।

মূল্যবোধ সৃষ্টিতে ও জবাবদিহি প্রক্রিয়ায় হিসাববিজ্ঞানের ভূমিকা :

মূল্যবোধ হলো ব্যক্তি ও সমাজের চিন্তাচেতনা, বিশ্বাস, ধ্যান ধারণা প্রভৃতির সমন্বয়ে দীর্ঘদিন ধরে গড়ে ওঠা একটি মানদণ্ড, যার দ্বারা মানুষ কোনো বিষয়ের ভালো-মন্দ বিচার করে ভালোকে গ্রহণ ও মন্দকে বর্জন করে। নিচে মূল্যবোধ সৃষ্টিতে হিসাববিজ্ঞান কীভাবে সহায়তা করে তা ব্যাখ্যা করা হলো-

১. **সততা ও দায়িত্ববোধের বিকাশ** : হিসাবরক্ষণের ক্ষেত্রে হিসাববিজ্ঞানের রীতি-নীতি ও কলাকৌশল যথাযথভাবে অনুসরণ করা হলে আর্থিক দুর্নীতি, জালিয়াতি, সম্পদ ইত্যাদির উপর নিয়ন্ত্রণ থাকে এবং হিসাবের স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পায়। আর বছরের পর বছর এর অনুসরণের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদেরও দায়িত্ববোধ বিকশিত হয়।

২. **ঋণ পরিশোধ সচেতনতা সৃষ্টি** : হিসাববিজ্ঞান ঋণগ্রহীতাদের মধ্যে ঋণ পরিশোধে সচেতনতা সৃষ্টি করে এবং তাদের মূল্যবোধ জাগ্রত করে। ফলে ঋণখেলাপি হওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস পায়।

৩. **ধর্মীয় মূল্যবোধ সৃষ্টি** : সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার এবং অপ্রয়োজনীয় ব্যয় পরিহার ধর্মীয় মূল্যবোধের অংশ। সঠিক হিসাব সংরক্ষণ করলে ব্যক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে আয় বুঝে ব্যয় করার মানসিকতা সৃষ্টি ও সম্পদের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত হয়।

৪. **সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ববোধ সৃষ্টি** : সরকারের আয়ের অন্যতম উৎসগুলো হচ্ছে ভ্যাট, কাস্টমস ডিউটি, আয়কর প্রভৃতি। হিসাববিজ্ঞানের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে সঠিক আয় ও ব্যয় নির্ণয় করা সম্ভব। ফলে কর ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা হ্রাস পায়।

৫. **জালিয়াতি ও প্রতারণা প্রতিরোধ** : সুষ্ঠু হিসাবব্যবস্থা প্রচলিত থাকলে সম্ভাব্য শাস্তি ও দুর্নামের ভয়ে প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের মধ্যে জালিয়াতি, তহবিল তছরুপ, প্রতারণাসহ বিভিন্ন অনিয়মের প্রবণতা হ্রাস পায়।

জবাবদিহিতায় হিসাববিজ্ঞান :

কোনো কার্যসম্পাদনের দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট হলে কাজের ফলাফলের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে তার কাজের জন্য দায়ী করা যায়। নিজের কাজের জন্য তৃতীয় পক্ষের নিকট দায়বদ্ধতাই জবাবদিহিতা। এই জবাবদিহিতা কার্যক্রমকে গতিশীল রাখার ক্ষেত্রে হিসাববিজ্ঞানের ভূমিকা উল্লেখ করা হলো–

ক) **ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ জবাবদিহিতা** : আধুনিক বিকেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থায় আয়, ব্যয় ও বিনিয়োগের জন্য নির্দিষ্ট ব্যক্তিগণকে পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হয়, যাতে করে দায়িত্বপালনে পূর্ণ মনোযোগ প্রদান সম্ভব হয় এবং নির্দিষ্ট হিসাবকাল শেষে অর্পিত দায়িত্বের ফলাফল সম্পর্কে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের প্রশ্নের জবাব প্রদানেও সক্ষম হয়।

খ) **মালিক, ঋণদাতা ও বিনিয়োগকারীদের নিকট জবাবদিহিতা** : প্রতিষ্ঠানের হিসাবরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের এই মর্মে জবাবদিহি করতে হয় যে প্রস্তুতকৃত বিবরণীতে প্রতিষ্ঠানের সঠিক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, বিনিয়োগকৃত অর্থের সঠিক ব্যবহার কতটুকু নিশ্চিত হয়েছে, অর্জিত মুনাফা ও প্রাক্কলিত মুনাফার সংগতি রক্ষা হয়েছে কি না ইত্যাদি। এরূপ জবাবদিহিতার অনুপস্থিতিতে আর্থিক অনার্থিক সকল ক্ষেত্রে চরম বিশৃঙ্খলা ও অবনতি পরিলক্ষিত হয়।

গ) **সরকারের নিকট জবাবদিহিতা** : সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বিভিন্ন নিয়মনীতি যথাযথভাবে পালন করে প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হচ্ছে কি না এবং যথাযথভাবে শুল্ক, ভ্যাট ও কর আদায় ও পরিশোধ করা হচ্ছে কি না, তা দেখার অধিকার সরকারের সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের রয়েছে। যথাযথ হিসাব সংরক্ষণের মাধ্যমে এই জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। হিসাববিজ্ঞান–

ক) সমাজের একের সাথে অন্যের সম্পর্ক আলোচনা করে
খ) উৎপাদনব্যবস্থার আলোচনা করে
গ) পণ্য ক্রয় এবং বিক্রয়ের হিসাব রাখে
ঘ) একটি প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা ও ফলাফল নিরূপণ করে

২। কীসে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জন সম্ভব?

ক) সম্পদ ক্রয়ের ফলে
খ) সঠিক সিদ্ধান্ত নিলে
গ) ব্যয় নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে
ঘ) পণ্য ক্রয়ের দ্বারা

৩। একটি ব্যবসায়ের হিসাব তথ্যের অভ্যন্তরীণ ব্যবহারকারী—

(i) মালিক
(ii) ব্যবস্থাপক
(iii) ঋণ প্রদানকারী

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii
খ) i ও iii
গ) ii ও iii
ঘ) i, ii ও iii

৪। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি—

ক) হিসাবরক্ষণকে সংকুচিত করে
খ) হিসাবরক্ষণকে ব্যয়বহুল করে তুলে
গ) হিসাবরক্ষণের গতি রোধ করে
ঘ) হিসাবরক্ষণের উন্নতি ঘটায়

৫। হিসাববিজ্ঞানকে কী নামে অভিহিত করা হয়?

ক) হিসাবব্যবস্থা
খ) তথ্যব্যবস্থা
গ) নিরীক্ষাব্যবস্থা
ঘ) বিবরণী-ব্যবস্থা

৬। হিসাববিজ্ঞান তথ্যের বাহ্যিক ব্যবহারকারী কে?

ক) মালিক
খ) ব্যবস্থাপক
গ) কর কর্তৃপক্ষ
ঘ) অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষক

৭। সেবামূলক অমুনাফাভোগী প্রতিষ্ঠানের উদাহরণ হলো —

i) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান
ii) বিজ্ঞাপনী সংস্থা
iii) সামাজিক সংঘ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii
খ) i ও iii
গ) ii ও iii
ঘ) i, ii ও iii

৮। হিসাববিজ্ঞানের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য কোনটি?

ক) আর্থিক ফলাফল ও আর্থিক অবস্থা নির্ণয়
খ) ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করা
গ) জালিয়াতি ও প্রতারণা রোধ করা
ঘ) আর্থিক বিবরণীর তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা

দ্বিতীয় অধ্যায়

লেনদেন

মানুষ সুপ্রাচীনকাল থেকেই দৈনন্দিন জীবনে হিসাবব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে আসছে। আদিকালে প্রত্যেকে তার প্রাত্যহিক জীবনের প্রয়োজনগুলো মেটানোর জন্য নিজেদের মধ্যে পণ্য বিনিময় করত। যে ঘটনাগুলো কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন করে কেবল ঐ ঘটনাগুলো থেকেই লেনদেনের জন্ম হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে সকল ঘটনাই লেনদেন হবে না। ব্যবসায়ের প্রকৃত আর্থিক চিত্র পাওয়ার জন্য শুধু অর্থ সম্পর্কিত ঘটনাগুলোই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের লেনদেন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

চিত্র: লেনদেনের প্রমাণপত্র

এই অধ্যায় শেষে আমরা–

- লেনদেনের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব ;
- লেনদেনের প্রকৃতি শনাক্ত করতে পারব ;
- হিসাব সমীকরণ বিশ্লেষণ করতে পারব ;
- হিসাব সমীকরণে ব্যবসায়িক লেনদেনের প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারব ;
- ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের লেনদেনের উৎস দলিলাদির তালিকা তৈরি করে বর্ণনা করতে পারব ;
- লেনদেনের সমর্থনে প্রয়োজনীয় দলিলাদি যথাযথভাবে প্রস্তুত করতে পারব।

লেনদেনের ধারণা :

আধুনিক সমাজব্যবস্থায় হিসাব লিপিবদ্ধকরণের ক্ষেত্রে লেনদেন শব্দটির অর্থ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ব্যবসায় জগতে বিভিন্ন ঘটনার উদ্ভব হয়। কিন্তু সমস্ত ঘটনাকে হিসাবের বহিতে লিপিবদ্ধ করা হয় না। অর্থের অঙ্কে পরিমাপযোগ্য ঘটনা, যা ব্যবসায়ের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন করে, সেই সমস্ত ঘটনাকেই লেনদেন হিসেবে হিসাবের বহিতে লিপিবদ্ধ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, সীমান্ত ট্রেডার্স ৫,০০০ টাকা দিয়ে অফিসের জন্য একটি আলমারি ক্রয় করলেন, আবার দোকান থেকে ফেরার পথে প্রতিষ্ঠানের মালিক দুর্ঘটনায় আহত হলেন, উল্লিখিত দুটি ক্ষেত্রেই ঘটনার জন্ম হলো। কিন্তু প্রথমটি যেহেতু অর্থের দ্বারা পরিমাপযোগ্য এবং ব্যবসায়ের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন করেছে, সেজন্য প্রথম ঘটনাটি লেনদেন, দ্বিতীয় ঘটনায় যেহেতু আর্থিক সংশ্লিষ্টতা নেই এবং ব্যবসায়ের আর্থিক অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি, সেহেতু দ্বিতীয় ঘটনাটি ব্যবসায়ের লেনদেন হিসেবে লিপিবদ্ধ হবে না।

লেনদেন শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো গ্রহণ ও প্রদান অর্থাৎ নেওয়া ও দেওয়া।

লেনদেন দুই ধরনের। যথা: (১) বাহ্যিক লেনদেন ও (২) অভ্যন্তরীণ লেনদেন
বাহ্যিক লেনদেনে কোনো অর্থনৈতিক ঘটনা দুটি পক্ষকে বা দুটি প্রতিষ্ঠানকে প্রভাবিত করে। উদাহরণস্বরূপ কোনো সরবরাহকারীর কাছ থেকে বাবুল স্টোরস্ কর্তৃক পণ্যদ্রব্য ক্রয় অথবা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাড়িওয়ালাকে মাসিক ভাড়া প্রদান। পক্ষান্তরে অভ্যন্তরীণ লেনদেন ব্যবসায়ের শুধু অভ্যন্তরীণ আর্থিক অবস্থাকে প্রভাবিত করে। উদাহরণস্বরূপ যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে উদ্ভূত অবচয় বা মূল্যহ্রাস।

নগদ টাকার আদান-প্রদান বা বাকিতে ক্রয়-বিক্রয় ছাড়াও সেবা আদান-প্রদানের মাধ্যমে লেনদেনের উদ্ভব হতে পারে। যেমন মিসেস মাহ্‌বুবাকে কাজের বিনিময়ে ২,০০০ টাকা বেতন দেওয়া হলো অথবা ঘর ভাড়া বাবদ ৩,০০০ টাকা পাওয়া গেল, এটাও লেনদেন। আবার অদৃশ্যভাবে কোনো আর্থিক ঘটনা ঘটে থাকলে তা-ও লেনদেন হতে পারে। যেমন : দীর্ঘদিন সম্পদ ব্যবহারের ফলে যে মূল্য হ্রাস হয়, এর মাধ্যমেও লেনদেনের সৃষ্টি হয়।

অর্থের আদান-প্রদান বা অর্থের মাপকাঠিতে পরিমাপযোগ্য কোনো ঘটনা (Event) বা সেবা (Service) আদান-প্রদানের মাধ্যমে কোনো প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটলে ঐ সমস্ত ঘটনা বা আদান-প্রদানকে লেনদেন বলা হয়। বস্তুত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের বিনিময়ের ফলে কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা ব্যবসায়ের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটলে লেনদেনের সৃষ্টি হয়।

কাজ : "প্রত্যেক লেনদেন ঘটনা, প্রত্যেক ঘটনা লেনদেন নয়" ব্যাখ্যা করো।

লেনদেনের প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্য :

আমরা ইতোমধ্যে জেনেছি, প্রত্যেকটি লেনদেনই ঘটনা কিন্তু প্রত্যেকটি ঘটনা লেনদেন নয়। লেনদেনের ধারণাটিকে বিশ্লেষণ করলে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষ করা যায়।

ক) অর্থের অঙ্কে পরিমাপযোগ্য :

লেনদেনের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো ঘটনাকে অবশ্যই অর্থের অঙ্কে পরিমাপযোগ্য হতে হবে নতুবা উক্ত ঘটনাকে লেনদেন বলা যাবে না। যেমন : ব্যবসায়ের ম্যানেজারের মৃত্যু একটি ক্ষতি, যা অর্থ দ্বারা পরিমাপযোগ্য নয়, তাই এটি কোনো লেনদেন নয়। কিন্তু আগুনে পণ্য পুড়ে যাওয়ায় ২০,০০০ টাকা ক্ষতি হলো- এটি একটি লেনদেন।

খ) আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন :

কোনো ঘটনা দ্বারা যদি কোনো প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন সাধিত হয়, তবে সেটিই লেনদেন হবে। যেমন : নগদ ৫,০০০ টাকা দিয়ে অফিসের জন্য আসবাবপত্র ক্রয় করা হলো। এখানে প্রতিষ্ঠানের আসবাবপত্র বৃদ্ধির পাশাপাশি নগদ ৫,০০০ টাকা হ্রাস পেয়েছে। সুতরাং এই ঘটনা দিয়ে যেহেতু প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন এসেছে, সেহেতু এটি লেনদেন। আবার যদি ৫,০০০ টাকার আসবাবপত্র ক্রয়ের ফরমায়েশ (Order) দেওয়া হয়, তবে এটি কোনো লেনদেন হবে না, কারণ এই ঘটনা দিয়ে আর্থিক অবস্থার এখনও কোনো পরিবর্তন হয়নি।

গ) দ্বৈত স্বত্বা:

প্রতিটি লেনদেনেই দুটি পক্ষ থাকতে হবে। অর্থাৎ একপক্ষ সুবিধা গ্রহণ করবে এবং অন্য পক্ষ সুবিধা প্রদান করবে। যেমন– কর্মচারীদের বেতন দেওয়া হলো ৫,০০০ টাকা। এখানে একটি পক্ষ বেতন খরচ হিসাব এবং অপর পক্ষ নগদান হিসাব।

ঘ) স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বতন্ত্র :

লেনদেনের আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো প্রতিটি লেনদেন স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থাৎ একটি আরেকটি হতে সম্পূর্ণ আলাদা। যেমন – ১০,০০০ টাকায় পণ্য বিক্রয় করে ৭ দিন পর টাকা পাওয়া গেল। এখানে ধারে বিক্রয় একটি লেনদেন এবং ৭ দিন পরে টাকা প্রাপ্তি আরেকটি লেনদেন।

ঙ) দৃশ্যমানতা :

লেনদেন দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান উভয়ই হতে পারে। যেমন: আসবাবপত্র ক্রয় ১০,০০০ টাকা। এটা একটি দৃশ্যমান লেনদেন। আবার আসবাবপত্রের অবচয় ১,০০০ টাকা একটি অদৃশ্যমান লেনদেন।

চ) ঐতিহাসিক ঘটনা :

যে সকল আর্থিক ঘটনা পূর্বে ঘটে গেছে, সেগুলোকে ঐতিহাসিক ঘটনা বলা হয়। ঐতিহাসিক ঘটনাকে লেনদেন বলা হয়। আবার ভবিষ্যতে ঘটতে পারে এমন ঘটনা ব্যবসায়ের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন সাধন করলে অবশ্যই তা লেনদেন বলে গণ্য হবে। যেমন – অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি, বাট্টা সঞ্চিতি ইত্যাদি।

ছ) হিসাব সমীকরণে প্রভাব বিস্তার :

প্রতিটি লেনদেনই হিসাব সমীকরণকে প্রভাবিত করে। লেনদেনের ফলে হিসাব সমীকরণের বিভিন্ন উপাদানে পরিবর্তন সাধিত হয়। "সম্পদ=দায়+মালিকানা স্বত্ব"—এটি হলো হিসাব সমীকরণ। সুতরাং কোনো ঘটনা লেনদেন কি না, তা হিসাব সমীকরণের পরিবর্তনের মাধ্যমে যাচাই করা যায়।

লেনদেন চিহ্নিতকরণ :

কোন ঘটনা লেনদেন এবং কোন ঘটনা লেনদেন নয়, তা নিচে কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে বোঝানো হলো–

সোহেল এন্টারপ্রাইজের ২০১৭ সালের জানুয়ারি মাসে নিম্নলিখিত ঘটনাগুলো সংঘটিত হয়েছে :

১। ৫০,০০০ টাকা মূলধন নিয়ে ব্যবসা আরম্ভ করা হলো।

২। নগদে ১৫,০০০ টাকার পণ্য ক্রয়।

৩। একজন পাওনাদারকে ১০,০০০ টাকা পরিশোধ।

৪। ৮,০০০ টাকার পণ্য ক্রয়ের ফরমায়েশ প্রদান।

৫। বিজ্ঞাপন বাবদ ২,০০০ টাকা প্রদান।

৬। জনাব মামুনকে মাসিক ৭,০০০ টাকা বেতনে ব্যবসায়ের ম্যানেজার নিয়োগ।

৭। ব্যবসা থেকে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে মালিক ৩,০০০ টাকা উত্তোলন করেছেন।

৮। মালিকের ব্যক্তিগত অর্থ হতে ৫০০ টাকা চুরি হয়েছে।

৯। হাশেম ব্রাদার্স হতে প্রতি মাসে ১০,০০০ টাকার পণ্য ক্রয়ের জন্য চুক্তি সম্পাদন।

১০। ১০,০০০ টাকা মূল্যের পণ্য হানিফ ট্রেডার্সের নিকট ধারে বিক্রয়।

এসব ঘটনা লেনদেন কি না তা কারণসহ ব্যাখ্যা করা হলো–

সমাধান :

নং	লেনদেন কি না	কারণসহ ব্যাখ্যা
১.	লেনদেন	নগদ অর্থ প্রতিষ্ঠানে মূলধনস্বরূপ আনয়ন করায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে এবং উক্ত লেনদেনের দুটি পক্ষ– একটি পক্ষ মালিকের মূলধন এবং অপর পক্ষ প্রতিষ্ঠানের নগদ টাকা।
২.	লেনদেন	পণ্যমূল্য অর্থের মাপকাঠিতে পরিমাপযোগ্য। পণ্য ক্রয়ের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে, নগদ অর্থ প্রদানের ফলে নগদ অর্থ হ্রাস পেয়েছে।
৩.	লেনদেন	পাওনাদারকে পরিশোধের ফলে ব্যবসায়ের দায় ও নগদ অর্থ উভয়ই হ্রাস পেয়েছে, ফলে আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে।
৪.	লেনদেন নয়	পণ্য ক্রয়ের ফরমায়েশ প্রদান, পণ্য ক্রয় করা বুঝায় না। পণ্যের কোনো আদান-প্রদান এখনও ঘটেনি ফলে আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন হয়নি।
৫.	লেনদেন	বিজ্ঞাপন খরচ প্রদানের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান সুবিধা গ্রহণ করেছে এবং উক্ত সুবিধার মূল্য নগদে পরিশোধ করায় আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে।
৬.	লেনদেন নয়	চাকরির নিয়োগপত্র প্রদানের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান কোনো সুবিধা তাৎক্ষণিক গ্রহণ বা প্রদান করেনি এবং এতে অর্থেরও কোনো আদান-প্রদান হয়নি।

নং	লেনদেন কি না	কারণসহ ব্যাখ্যা
৭.	লেনদেন	ব্যবসা হতে নগদ অর্থ গ্রহণের মাধ্যমে মালিক প্রতিষ্ঠান হতে সুবিধা গ্রহণ করেছেন, ফলে প্রতিষ্ঠানের নগদ অর্থের পরিবর্তন ঘটেছে।
৮.	লেনদেন নয়	ব্যক্তিগত অর্থ চুরির ফলে প্রতিষ্ঠানের কোনো ক্ষতি হয়নি, ক্ষতিটি মালিকের নিজস্ব। তাই প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি।
৯.	লেনদেন নয়	পণ্য ক্রয়ের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন, এখনও পণ্য ক্রয় করেননি এবং মূল্যও পরিশোধ করেননি। ফলে আর্থিক অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি।
১০.	লেনদেন	ধারে পণ্য বিক্রয়ের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান হানিফ ট্রেডার্সকে সুবিধা প্রদান করেছেন, যা প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি আয়। এতে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে।

হিসাব সমীকরণ :

কোনো প্রতিষ্ঠানের একটি নির্দিষ্ট সময়ের মোট সম্পদের পরিমাণ, মালিকানা স্বত্ব ও বহির্দায়ের সমান হবে। যে সমীকরণের মাধ্যমে এই সমতা প্রমাণ করা হয়, তাকেই হিসাব সমীকরণ বলা হয়। হিসাবশাস্ত্রবিদগণ হিসাব সমীকরণ (সম্পদ = দায় + মালিকানা স্বত্ব)–এর উপাদানগুলোর পরিবর্তনকারী ঘটনাকে লেনদেন বলে আখ্যায়িত করেছেন। অর্থাৎ সম্পদ, দায় এবং মালিকানা স্বত্বে পরিবর্তন আনয়নকারী ঘটনা লেনদেন হিসাবে গণ্য হয়।

হিসাব সমীকরণটি নিম্নরূপ :

A=L+OE | যেখানে, A= Assets (সম্পদসমূহ)
L= Liabilities (দায়সমূহ)
OE = Owner's Equity (মালিকানা স্বত্ব)

সম্পদ : সম্পদ বলতে বোঝায় অর্থনৈতিক পরিসম্পদ, যা কোনো ব্যবসায়ের মালিকানাধীন থাকে এবং যা মুনাফা অর্জনের কাজে ব্যবহৃত হয়। যেমন : ব্যবসায়ের মালিকানাধীন আসবাবপত্র, দালানকোঠা, কলকব্জা ইত্যাদি।

দায় : দায় হচ্ছে ব্যবসায়ের আর্থিক দায়বদ্ধতা, যা ব্যবসায়ের একটি নির্দিষ্ট সময় পরে অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে অর্থাৎ ব্যবসায়ের মোট সম্পদের উপর তৃতীয় পক্ষের দাবিই হচ্ছে দায়।

মালিকানা স্বত্ব : ব্যবসায়ের মোট সম্পদ থেকে তৃতীয় পক্ষের দাবি বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে, তা-ই হচ্ছে মালিকানা স্বত্ব। অর্থাৎ মোট সম্পদের উপর মালিকের যে দাবি, তা-ই হচ্ছে মালিকানা স্বত্ব। মালিকানা স্বত্বকে প্রভাবিত করার চারটি উপাদান রয়েছে। যথা :

- মালিকের বিনিয়োগ
- আয়
- উত্তোলন
- ব্যয় বা খরচ

চিত্রের সাহায্যে বিষয়টি দেখানো হলো –

হিসাব সমীকরণটিকে বর্ধিত করলে পাওয়া যায় –

$$A = L + (C - D + R - E)$$

সম্পদ = দায় + মূলধন – উত্তোলন + আয় – খরচ

যেখানে,
A=Assets (সম্পদ)
L=Liabilities (দায়)
C=Capital (মূলধন)
R=Revenue (রেভিনিউ বা আয়)
E =Expenses (খরচ বা ব্যয়)
D=Drawings (উত্তোলন)

কোনো ঘটনা লেনদেন হতে হলে তা হিসাব সমীকরণের উপাদানগুলোকে নিম্নলিখিত যেকোনো একটি পরিবর্তন সাধন করবে। যথা :

১। মোট সম্পদ বাড়লে মোট দায় অথবা মালিকানা স্বত্ব বাড়বে।

২। মোট সম্পদ কমলে মোট দায় অথবা মালিকানা স্বত্ব কমবে।

৩। একটি সম্পদ বাড়লে অপর একটি সম্পদ কমবে।

৪। মালিকানা স্বত্ব বাড়লে মোট দায় কমবে।

৫। মালিকানা স্বত্ব কমলে মোট দায় বাড়বে।

উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি বোঝানো হলো–

১। (ক) নগদ ৫,০০০ টাকা নিয়ে ব্যবসায় শুরু করা হলো

A (সম্পদ)			=	L (দায়)	OE (মালিকানা স্বত্ব)
নগদ	যন্ত্রপাতি	আসবাবপত্র		পাওনাদার	মূলধন – উত্তোলন + আয় – ব্যয়
৫,০০০			=		৫,০০০

সম্পদ (নগদ) এবং মালিকানা স্বত্ব (মূলধন) বৃদ্ধি পেয়েছে।

১। (খ) ধারে ৫,০০০ টাকার যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হলো–

A (সম্পদ)			=	L (দায়)	OE (মালিকানা স্বত্ব)
নগদ	যন্ত্রপাতি	আসবাবপত্র		পাওনাদার	মূলধন – উত্তোলন + আয় –ব্যয়
	৫,০০০		=	৫,০০০	

সম্পদ (যন্ত্রপাতি) এবং দায় (পাওনাদার) বৃদ্ধি পেয়েছে।

২। (ক) পাওনাদারকে পরিশোধ ৩,০০০ টাকা

A (সম্পদ)			=	L (দায়)	OE (মালিকানা স্বত্ব)
নগদ	যন্ত্রপাতি	আসবাবপত্র		পাওনাদার	মূলধন – উত্তোলন + আয় –ব্যয়
–৩,০০০			=	–৩,০০০	

সম্পদ (নগদ অর্থ) হ্রাস এবং দায় (পাওনাদার) হ্রাস পেয়েছে।

২। (খ) নগদে বেতন পরিশোধ করা হলো ২,০০০ টাকা

A (সম্পদ)			=	L (দায়)	OE (মালিকানা স্বত্ব)
নগদ	যন্ত্রপাতি	আসবাবপত্র		পাওনাদার	মূলধন – উত্তোলন + আয় –ব্যয়
–২,০০০			=		–২,০০০ (বেতন খরচ)

সম্পদ (নগদ) হ্রাস এবং মালিকানা স্বত্ব (খরচ) হ্রাস পেয়েছে।

৩। নগদ আসবাবপত্র ক্রয় ১,০০,০০০ টাকা

A (সম্পদ)			=	L (দায়)	OE (মালিকানা স্বত্ব)
নগদ	যন্ত্রপাতি	আসবাবপত্র		পাওনাদার	মূলধন – উত্তোলন + আয় –ব্যয়
–১,০০,০০০		১,০০,০০০			

সম্পদ (আসবাবপত্র) বৃদ্ধি এবং সম্পদ (নগদ) হ্রাস পেয়েছে।

৪। মালিক কর্তৃক ব্যক্তিগতভাবে ব্যবসায়ের ঋণ পরিশোধ ৫,০০০ টাকা

A (সম্পদ)			=	L (দায়)	OE (মালিকানা স্বত্ব)
নগদ	যন্ত্রপাতি	আসবাবপত্র		ঋণ	মূলধন – উত্তোলন + আয় –ব্যয়
				–৫,০০০	৫,০০০ (মূলধন)

দায় (ঋণ) হ্রাস এবং মালিকানা স্বত্ব (মূলধন) বৃদ্ধি পেয়েছে।

৫। বাকিতে পণ্য ক্রয় ৭,০০০ টাকা

A (সম্পদ)			=	L (দায়)	OE (মালিকানা স্বত্ব)
নগদ	যন্ত্রপাতি	আসবাবপত্র		পাওনাদার	মূলধন – উত্তোলন + আয় –ব্যয়
				৭,০০০	–৭,০০০ (ক্রয় ব্যয়)

দায় (পাওনাদার) বৃদ্ধি এবং মালিকানা স্বত্ব (খরচ) হ্রাস পেয়েছে।

হিসাব সমীকরণের উপর লেনদেনের প্রভাব–

হাসান এন্ড এসোসিয়েটস জানুয়ারি ১, ২০১৭ তারিখে আইন পেশার অফিস চালু করে। প্রথম মাসের লেনদেনগুলো নিম্নরূপ:

জানু: ১ আইন পেশায় ৫০,০০০ টাকা মূলধনস্বরূপ বিনিয়োগ করা হলো।

জানু: ২ জানুয়ারি মাসের অফিস ভাড়া পরিশোধ করা হলো ৩,০০০ টাকা।

জানু: ৭ ধারে অফিস যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হলো ১৫,০০০ টাকা।

জানু: ১০ মক্কেলদের নগদে আইনি সেবা দেওয়া হলো ৬,০০০ টাকা।

জানু: ১৫ অফিস কর্মচারীর বেতন পরিশোধ ২,০০০ টাকা।

জানু: ২০ ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়া হলো ২০,০০০ টাকা।

জানু: ২৪ মক্কেলদের ধারে আইনি সেবা দেওয়া হলো ৭,০০০ টাকা।

জানু: ২৯ বাকিতে ক্রীত যন্ত্রপাতির মূল্য পরিশোধ ১০,০০০ টাকা।

হাসান এন্ড এসোসিয়েটসের ২০১৭ সালের জানুয়ারি মাসে সম্পন্ন লেনদেনগুলো বিশ্লেষণ করে নিম্নে বর্ণিত হিসাবসমূহ চিহ্নিত করা যায়।

১. নগদান হিসাব
২. মূলধন হিসাব
৩. ভাড়া হিসাব
৪. অফিস যন্ত্রপাতি হিসাব/সেবা সরঞ্জাম হিসাব
৫. প্রদেয় হিসাব/যন্ত্রপাতি সরবরাহকারী হিসাব
৬. সেবা আয় হিসাব
৭. বেতন হিসাব
৮. ব্যাংক ঋণ হিসাব
৯. দেনাদার/প্রাপ্য হিসাব

হাসান এন্ড এসোসিয়েটসের
২০১৭ সালের জানুয়ারি মাসের লেনদেনসমূহের প্রভাব হিসাব সমীকরণে দেখানো হলো :

তারিখ	উদ্বৃত্ত	সম্পদ			=	দায়		+	মালিকানা স্বত্ব	মন্তব্য
		নগদ	দেনাদার/ প্রাপ্য হিসাব	যন্ত্রপাতি	=	ব্যাংক ঋণ	পাওনাদার/ প্রদেয় হিসাব			
২০১৭ জানু: ১		৫০,০০০			=			+	৫০,০০০	মূলধন আনয়ন
	উদ্বৃত্ত	৫০,০০০			=				৫০,০০০	
জানু: ২		−৩,০০০			=			+	−৩,০০০	ভাড়া খরচ
	উদ্বৃত্ত	৪৭,০০০			=				৪৭,০০০	
জানু: ৭				১৫,০০০	=		১৫,০০০	+		
	উদ্বৃত্ত	৪৭,০০০		১৫,০০০	=		১৫,০০০		৪৭,০০০	
জানু: ১০		৬,০০০			=			+	৬,০০০	সেবা আয়
	উদ্বৃত্ত	৫৩,০০০		১৫,০০০	=		১৫,০০০		৫৩,০০০	
জানু: ১৫		−২,০০০			=			+	−২,০০০	বেতন খরচ
	উদ্বৃত্ত	৫১,০০০		১৫,০০০	=		১৫,০০০		৫১,০০০	
জানু: ২০		২০,০০০			=	২০,০০০		+		
	উদ্বৃত্ত	৭১,০০০		১৫,০০০	=	২০,০০০	১৫,০০০		৫১,০০০	
জানু: ২৪			৭,০০০		=			+	৭,০০০	সেবা আয়
	উদ্বৃত্ত	৭১,০০০	৭,০০০	১৫,০০০	=	২০,০০০	১৫,০০০		৫৮,০০০	
জানু: ২৯		−১০,০০০			=		−১০,০০০	+		
	উদ্বৃত্ত	৬১,০০০	৭,০০০	১৫,০০০	=	২০,০০০	৫,০০০	+	৫৮,০০০	
	মোট	৮৩,০০০			=	৮৩,০০০				

কাজ : হিসাব সমীকরণে নিম্নোক্ত লেনদেনসমূহের প্রভাব দেখাও

জনাব নার্গিস আক্তার মার্চ ১,২০১৭ তারিখে 'নার্গিস টেইলার্স' নামে ব্যবসায় শুরু করেন। প্রথম মাসে নিম্নলিখিত লেনদেনগুলো সম্পন্ন হয়:

- মার্চ ১ ২০,০০০ টাকা মূলধনস্বরূপ বিনিয়োগ করা হলো।
- মার্চ ৩ মার্চ মাসের দোকান ভাড়া পরিশোধ করা হলো ৫,০০০ টাকা।
- মার্চ ৯ নগদে সেলাই মেশিন ক্রয় করা হলো ১৫,০০০ টাকা।
- মার্চ ১৪ কাপড় সেলাই বাবদ মজুরি আদায় ২,০০০ টাকা।
- মার্চ ১৭ দোকানের প্রচারণা বাবদ ব্যয় ১,০০০ টাকা।
- মার্চ ২২ গ্রাহক হতে সেলাইয়ের মজুরি বাবদ প্রাপ্য ১,৫০০ টাকা।
- মার্চ ২৫ সেলাই মেশিন মেরামত করা হলো ৩০০ টাকা।
- মার্চ ৩০ ২২ তারিখের বিলের অর্থ আদায় ১,২০০ টাকা।

ব্যবসায়িক লেনদেনের উৎস এবং এতৎসংক্রান্ত দলিলপত্রাদি :

প্রতিটি লেনদেনের সমর্থনে এক বা একাধিক প্রমাণপত্র থাকে। লেনদেনের সত্যতা নিশ্চিত করতে এ সকল প্রমাণপত্র ব্যবহার হয়। যেমন: যেকোনো ব্যবসায়ী একই দিনে বহুবিদ লেনদেন সম্পন্ন করেন। বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট পণ্য বিক্রয়, পণ্য ক্রয়, ক্রয়কৃত পণ্য ফেরত, বিক্রীত পণ্য ফেরত, ব্যাংকে টাকা জমা দেওয়া বা ব্যাংক

থেকে টাকা উত্তোলন করা—এরকম বহুবিদ ঘটনা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ঘটতে পারে। আর এ সমস্ত ঘটনাই হলো মূলত ব্যবসায়ের লেনদেনের উৎস। সারা বছরের লেনদেনগুলো মুখস্থ রাখা সম্ভব নয়। কাজেই লেনদেনগুলোকে প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনেই গুরুত্ব সহকারে হিসাবের বহিতে লিপিবদ্ধ করা হয়। একজন হিসাবরক্ষক যখন এই লিপিবদ্ধকরণের কাজটি সমাধা করেন, তখনই লেনদেনের পক্ষে প্রয়োজনীয় দলিলও প্রস্তুত করেন। দলিলপত্রগুলো হচ্ছে চালান, ভাউচার, ক্যাশ মেমো, বিল, ডেবিট নোট, ক্রেডিট নোট, ভ্যাট চালান ইত্যাদি। এই সমস্ত দলিল পত্রাদির ব্যাখ্যা, এদের নমুনা এবং ব্যবহার বর্ণনা করা হলো।

১। **চালান** : চালান হলো পণ্য ক্রয় এবং বিক্রয়ের একটি প্রামাণ্য দলিল। বিক্রেতা যখন পণ্য বিক্রয় করেন, তখন পণ্যের পূর্ণ বিবরণ-সংবলিত একটি লিখিত দলিল ক্রেতাকে হস্তান্তর করেন। এই লিখিত দলিলই হচ্ছে চালান। চালানে ক্রেতার নাম ও ঠিকানা, মালের পরিমাণ, মালের বিবরণ, মালের মূল্য এবং মূল্য পরিশোধের শর্ত ইত্যাদি লিপিবদ্ধ থাকে। বিক্রেতার নিকট এটা বহির্চালান এবং ক্রেতার নিকট তা আন্তচালান বলে গণ্য হয়। এই চালানের ভিত্তিতে ক্রেতা প্রাথমিক পর্যায়ে ক্রয় জাবেদায় এবং বিক্রেতা বিক্রয় জাবেদায় লিপিবদ্ধ করেন।

নিচে একটি চালানের নমুনা দেখানো হলো—

চালান নং–০৫৭২৮

সুমন ট্রেডার্স

৫৩, নিউমার্কেট, ঢাকা

তারিখ: ১০ মার্চ ২০১৭

চালান

ক্রেতার নাম: মেসার্স জাদিদ ট্রেডার্স
ঠিকানা: বোর্ডবাজার, গাজীপুর।

ক্র/নং	মালের বিবরণ	দর (টাকা)	পরিমাণ	টাকার পরিমাণ
১	নাজির শাইল চাল	৪০	১,০০০ কেজি	৪০,০০০
	বাদ: কারবারি বাট্টা (৫%)			২,০০০
				৩৮,০০০

টাকা (কথায়): আটত্রিশ হাজার মাত্র।
বিক্রয় শর্ত: ২/১০, নিট ৩০
বি.দ্র. ভুল-ত্রুটি সংশোধনযোগ্য।

বিক্রেতার স্বাক্ষর

টীকা : মালের মোট মূল্যের উপর যে পরিমাণ টাকা মওকুফ করে ক্রেতাকে মূল্য পরিশোধ করতে বলা হয়, সেই মওকুফকৃত টাকাই হলো কারবারি বাট্টা।

২। **ভাউচার** : লেনদেনে যে প্রমাণপত্র ব্যবহৃত হয়, তাকে ভাউচার বলে। যেমন : ৫,০০০ টাকার পণ্য বিক্রয় বাবদ বিক্রেতা ক্রেতাকে ৫,০০০ টাকার একটি ভাউচার দিয়ে থাকেন, আবার বাড়ি ভাড়া বাবদ ২,০০০ টাকা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে মালিক ভাড়াটিয়াকে ২,০০০ টাকা ভাউচার প্রদান করে থাকেন।

ভাউচার দুই প্রকার : যথা :

১. ডেবিট ভাউচার
২. ক্রেডিট ভাউচার

ক) ডেবিট ভাউচার : পণ্য ক্রয়ে এবং বিভিন্ন ব্যয়ের স্বপক্ষে ডেবিট ভাউচার ব্যবহৃত হয়। ডেবিট ভাউচারের সাথে চালান, ক্যাশমেমো যুক্ত করে ধারাবাহিকভাবে ভাউচার নম্বর প্রদানপূর্বক ক্যাশবুক বা নগদান রেজিস্ট্রারের ক্রেডিট দিক বা খরচের দিকে লিপিবদ্ধ করা হয়।

ডেবিট ভাউচার নমুনা ছক

আলী এন্ড হায়দার
আন্দরকিল্লা চট্টগ্রাম

তারিখ : --------------------

ডেবিট ভাউচার নম্বর :--------------- গ্রহণকারীর নাম : ----------------

হিসাব খাতের নাম : --------------- ঠিকানা:--------------------

নং	খরচের বিবরণ	টাকা

টাকা (কথায়): ---------------------------------

ক্যাশিয়ারের স্বাক্ষর হিসাবরক্ষকের স্বাক্ষর ব্যবস্থাপকের স্বাক্ষর গ্রহীতার স্বাক্ষর

খ) ক্রেডিট ভাউচার : পণ্য বিক্রয় ও বিভিন্ন আয়ের জন্য যে ভাউচার ব্যবহার করা হয়, তাকে বলা হয় ক্রেডিট ভাউচার। ক্রেডিট ভাউচারের সাথে চালানের কপি, ক্যাশমেমো ইত্যাদি সংযুক্ত করে তাতে ধারাবাহিকভাবে ক্যাশবুকের ডেবিট দিকে (অর্থ প্রাপ্তির দিকে) লিপিবদ্ধ করা হয়।

ক্রেডিট ভাউচারের নমুনা ছক

জহির এন্ড ব্রাদার্স
ফুলতলা, খুলনা

ক্রেডিট ভাউচার নম্বর :--------------------- তারিখ: --------------

হিসাব খাতের নাম : ---------------------- গ্রহণকারীর নাম:----------

ঠিকানা:---------------

নং	আয়ের বিবরণ	টাকা

টাকা (কথায়): ---------------------------------

ক্যাশিয়ারের স্বাক্ষর হিসাবরক্ষকের স্বাক্ষর ব্যবস্থাপকের স্বাক্ষর গ্রহীতার স্বাক্ষর

৩। **ক্যাশমেমো :** নগদ মূল্যে পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্যাশমেমো ব্যবহৃত হয়। পণ্য বিক্রেতা পণ্য ক্রেতাকে ক্যাশমেমো দিয়ে থাকে। ক্যাশমেমোর উপরিভাগে বিক্রয় প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা মুদ্রিত থাকে। পণ্য বিক্রেতা বিক্রিত পণ্যের নাম, পরিমাণ, দর, মোট মূল্য, নিট মূল্য, কমিশন ইত্যাদি উল্লেখপূর্বক স্বাক্ষর করে ক্রেতাকে প্রদান করে। ক্রেতা ক্যাশমেমো অনুসারে পণ্যমূল্য পরিশোধ করে পণ্য গ্রহণ করে থাকে। সাধারণত ক্যাশমেমো তিন সেট তৈরি করা হয়।

ক্যাশমেমোর নমুনা ছক

ভাউচার নং ৫৬ **আলম জেনারেল স্টোর** তারিখ: ১ জানুয়ারি ২০১৭
৩৫, নিউমার্কেট, ঢাকা

ক্যাশমেমো

ক্রেতার নাম : সীমান্ত এন্ড ব্রাদার্স
ঠিকানা : চান্দনা, গাজীপুর

নং	বিবরণ	দর (টাকা)	পরিমাণ	টাকার পরিমাণ
১	জেল কলম বাদঃ কারবারি বাট্টা (৫%)	৫.০০	১,০০০ পিস	৫,০০০ ২৫০
				৪,৭৫০

টাকা (কথায়): চার হাজার সাত শত পঞ্চাশ মাত্র।

ক্রেতার স্বাক্ষর বিক্রেতার স্বাক্ষর

বি: দ্র: বিক্রীত পণ্য ফেরত নেওয়া হয় না।

৪। **ডেবিট নোট :** ক্রয়কৃত পণ্য ফরমায়েশ অনুযায়ী না হলে অথবা নিম্নমানের হলে ক্রেতা বিক্রেতাকে বর্ণিত পণ্য ফেরত পাঠায়। এভাবে বিক্রীত পণ্য যখন কোনো কারণে সংশ্লিষ্ট বিক্রেতার নিকট ফেরত আসে, তখন ক্রেতা উক্ত ফেরত মালের পূর্ণ বিবরণ যথা– পণ্যের পরিমাণ, দর, মূল্য ইত্যাদি একখানা কাগজে লিখে ফেরত পণ্যের সাথে বিক্রেতার নিকট প্রেরণ করে। নোটের মাধ্যমে বিক্রেতাকে জানিয়ে দেওয়া হয় যে, তার বা তাদের হিসাব খাত উক্ত ফেরত পণ্যের জন্য ডেবিট করা হয়েছে। এরূপ নোটকে ডেবিট নোট বলা হয়। ডেবিট নোট ক্রেতা তৈরি করে থাকেন।

ডেবিট নোটের নমুনা ছক

ডেবিট নোট নং–১৭৩ **ইমরান ব্রাদার্স** তারিখ: ১৮ আগস্ট ২০১৭

মালিটোলা, বংশাল

প্রাপকের নাম: মেসার্স স্বপ্না এন্টারপ্রাইজ

ঠিকানা: ৩৭, রাইনখোলা, মিরপুর–৬, ঢাকা।

ডেবিট নোট

সূত্র: ক্রয়/চালান নম্বর ১২৬৫/৩ আগস্ট ২০১৭

ক্র: নং	মালের বিবরণ ও ফেরতের কারণ	পরিমাণ (টাকা)
১	প্রতি পিছ ১৩০০ টাকা করে ১০ পিছ জামদানি শাড়ি ছেঁড়া হওয়ায় ফেরত পাঠানো হলো এবং ফেরত পণ্যের মূল্য দ্বারা আপনাদের হিসাবকে ডেবিট করা হলো।	১৩,০০০
	বাদ: কারবারি বাট্টা	১,০০০
		১২,০০০

টাকা (কথায়): বারো হাজার মাত্র।

ক্রয় ব্যবস্থাপক

৫। **ক্রেডিট নোট :** বিক্রেতার কাছে বিক্রীত পণ্য ফেরত এলে বিক্রেতা প্রাপ্ত মালের পূর্ণ বিবরণ যথা : মালের পরিমাণ দর, মূল্য একটি কাগজে লিখে ক্রেতার নিকট প্রেরণ করে জানিয়ে দেয় যে, তার বা তাদের হিসাব খাত উক্ত ফেরত মালের মূল্যের জন্য ক্রেডিট করা হয়েছে। এরূপ নোটকে ক্রেডিট নোট বলা হয়। ক্রেডিট নোট বিক্রেতা তৈরি করে থাকে।

ক্রেডিট নোটের নমুনা ছক

ক্রেডিট নোট নং–২৩৭ **মেসার্স স্বপ্না এন্টারপ্রাইজ** তারিখ: ২০ আগস্ট ২০১৭

৩৭, রাইনখোলা, মিরপুর–৬, ঢাকা

প্রাপকের নাম: ইমরান ব্রাদার্স

ঠিকানা: মালিটোলা, বংশাল

ক্রেডিট নোট

সূত্র: ডেবিট নোট ১৭৩/১৮ আগস্ট ২০১৭

ক্র: নং	মালের বিবরণ ও ফেরতের কারণ	পরিমাণ (টাকা)
১	প্রতি পিছ ১৩০০ টাকা করে ১০ পিছ জামদানি শাড়ি ছেঁড়া হওয়ায় ফেরত পাওয়া গেছে এবং আপনাদের হিসাবকে ফেরত মালের মূল্য দ্বারা ক্রেডিট করা হয়েছে।	১৩,০০০
	বাদ: কারবারি বাট্টা	১,০০০
		১২,০০০

টাকা (কথায়) : বারো হাজার মাত্র।

বিক্রয় ব্যবস্থাপক

কাজ : ২৫,০০০ টাকা পণ্য ক্রয়ের জন্য কাল্পনিক নাম, ঠিকানা ব্যবহার করে একটি ডেবিট ভাউচার প্রস্তুত করো।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। কোনটি ব্যবসায়ের জন্য লেনদেন বোঝানো না?

ক) জামালের নিকট হতে ধারে পণ্য ক্রয় ২,০০০ টাকা খ) পলাশের নিকট ৬,০০০ টাকার পণ্য বিক্রয়

গ) তানিয়ার নিকট ২,০০০ টাকার পণ্য ক্রয়ের ফরমায়েশ প্রদান ঘ) পলাশ ২,৫০০ টাকার পণ্য ফেরত দিলো

২। লেনদেন-সংক্রান্ত ঘটনা–

i) দৃশ্যমান হতে পারে

ii) অদৃশ্যমান হতে পারে

iii) কখনই দৃশ্যমান নয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৩। ডেবিট নোট ব্যবহৃত হয়–

ক) ধারে ক্রয়কৃত পণ্য ফেরত পাঠানোর ক্ষেত্রে খ) ধারে বিক্রয়কৃত পণ্য ফেরত আসার জন্য

গ) নগদে ক্রয়কৃত পণ্য ফেরত পাঠানোর ক্ষেত্রে ঘ) নগদে বিক্রয়কৃত পণ্য ফেরত আসার জন্য

৪। A=L+OE সমীকরণটির OE উপাদানটি কী নির্দেশ করে?

ক) সম্পদ খ) মালিকানা স্বত্ব

গ) দায় ঘ) মুনাফা

নিচের তথ্য থেকে ৫, ৬, ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

মনির ট্রেডার্স ১ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে ৫০,০০০ টাকা নিয়ে ব্যবসায় আরম্ভ করেন। বিক্রয়কৃত ১০,০০০ টাকার পণ্যের মধ্যে ৩,০০০ টাকার পণ্য ফেরত এসেছে। তিনি ব্যক্তিগতভাবে একটি স্কুলে ২,০০০ টাকা অনুদান দিলেন।

৫। ৫০,০০০ টাকার লেনদেনটির ফলে হিসাব সমীকরণের কোন উপাদানে প্রভাব পড়বে?

ক) সম্পদে খ) দায়ে

গ) সম্পদ ও দায়ে ঘ) সম্পদ ও মালিকানা স্বত্বে

৬। ৩,০০০ টাকার লেনদেনটির জন্য মনির ট্রেডার্স যে নোট প্রস্তুত করে তা হলো–

ক) ডেবিট নোট

খ) ক্রেডিট নোট

গ) প্রাপ্য নোট

ঘ) প্রদেয় নোট

৭। স্কুলে ২,০০০ টাকা অনুদান দেওয়ায় ব্যবসায় পরিবর্তন হবে –

ক) সম্পদ কমবে খ) মূলধন কমবে

গ) সুনাম বাড়বে ঘ) ব্যবসায় কোনো প্রভাব পড়বে না

৮। 'ব্যক্তিগত প্রয়োজনে নগদ অর্থ উত্তোলন'–এই লেনদেনের ফলে হিসাব সমীকরণে হ্রাস পাবে–

i) সম্পদ

ii) দায়

iii) মালিকানা স্বত্ব

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৯। লেনদেনের দ্বারা–

i) মোট সম্পদ হ্রাস পেলে, মালিকানা স্বত্ব হ্রাস পাবে

ii) মোট সম্পদ বৃদ্ধি পেলে, মোট দায় হ্রাস পাবে

iii) একটি সম্পদ বৃদ্ধি পেলে অপর একটি সম্পদ হ্রাস পাবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১০। নিচের কোনটি সঠিক?

ক) A=L-OE খ) OE=A-L গ) L=A+OE ঘ) A+L=OE

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। 'রিফাত এন্টারপ্রাইজ' একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। ২০১৭ সালের ডিসেম্বর মাসে উক্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ঘটনাগুলো সংঘটিত হয়েছে–

ডিসেম্বর ১	৫,০০,০০০ টাকা নিয়ে ব্যবসায় শুরু করা হলো।
ডিসেম্বর ৩	ব্যাংকে ৫০,০০০ টাকা নিয়ে একটি হিসাব খোলা হলো।
ডিসেম্বর ৫	ধারে পণ্য ক্রয় ২৫,০০০ টাকা।
ডিসেম্বর ১০	মালিক কর্তৃক ব্যাংক হতে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ঋণ গ্রহণ ৪০,০০০ টাকা।
ডিসেম্বর ১৫	৪৫,০০০ টাকার আসবাবপত্র ক্রয়ের ফরমায়েশ প্রদান।
ডিসেম্বর ২০	পাওনাদারকে পরিশোধ ১৫,০০০ টাকা।

ক) ব্যবসায়িক লেনদেন নয় এমন ঘটনাসমূহ চিহ্নিত করে মোট পরিমাণ নির্ণয় করো।

খ) ঘটনাসমূহ হতে লেনদেন চিহ্নিত করে সমীকরণ পদ্ধতিতে তার কারণ ব্যাখ্যা করো।

গ) হিসাব সমীকরণের উপর লেনদেনের প্রভাব দেখাও।

২। ২০১৭ জানুয়ারি মাসে 'চয়ন ব্রাদার্স'–এর ব্যবসায়ে নিম্নোক্ত লেনদেনগুলো সংঘটিত হয়–

জানুয়ারি ১	ব্যবসায় মূলধন আনা হলো ৭৫,০০০ টাকা।
জানুয়ারি ২	১৮,০০০ টাকা বেতনে একজন ম্যানেজার নিয়োগ দেওয়া হলো।
জানুয়ারি ৭	ধারে পণ্য বিক্রয় ৫০,০০০ টাকা।
জানুয়ারি ১০	নগদে মনিহারি ক্রয় ২,২০০ টাকা।
জানুয়ারি ১২	মালিক তার ব্যক্তিগত তহবিল থেকে ছেলের স্কুলের বেতন দিলেন ২,০০০ টাকা।
জানুয়ারি ২০	সুমনা ট্রেডার্সের নিকট হতে ৩০,০০০ টাকা পাওয়া গেল।

ক) লেনদেন নয় এমন ঘটনাসমূহ চিহ্নিত করে মোট পরিমাণ নির্ণয় করো।

খ) 'চয়ন ব্রাদার্স'-এর লেনদেনগুলোর সমীকরণ পদ্ধতিতে কারণসমূহ ব্যাখ্যা লেখো।

গ) 'চয়ন ব্রাদার্স'-এর লেনদেনগুলো দ্বারা হিসাব সমীকরণের উপর প্রভাব দেখাও।

৩। 'লিগ্যাল এইড' নামে জনাব আসফিয়া ২ মে ২০১৭ তারিখে তার আইন ব্যবসায় চালু করেন। প্রথম মাসের ঘটনাগুলো নিম্নরূপ:

মে	২	আইন পেশায় ১,০০,০০০ টাকা বিনিয়োগ করা হলো।
মে	৪	অফিস ভাড়া পরিশোধ করা হলো ১৮,০০০ টাকা।
মে	৮	ধারে সেবা সরঞ্জাম ক্রয় করা হলো ৪০,০০০ টাকা।
মে	১২	মক্কেলদের নগদে আইনি সেবা দেওয়া হলো ৩০,০০০ টাকা।
মে	১৬	অফিস কর্মচারীর বেতন পরিশোধ ১০,০০০ টাকা।
মে	২৫	ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়া হলো ১,০০,০০০ টাকা।
মে	২৭	মক্কেলদের ধারে আইনি সেবা দেওয়া হলো ৬০,০০০ টাকা।
মে	৩০	বাকিতে ক্রীত সেবা সরঞ্জামের মূল্য পরিশোধ ৩০,০০০ টাকা।

ক) সেবা সরঞ্জামের অপরিশোধিত মূল্য নির্ণয় করো।

খ) মাস শেষে জনাব আসফিয়ার মালিকানা স্বত্বের পরিমাণ নির্ণয় করো।

গ) মে মাসের ৮, ১২, ১৫ ও ৩০ তারিখের লেনদেনের দ্বারা হিসাব সমীকরণে প্রভাব দেখাও।

৪। সেলিম ট্রেডার্স ফেব্রুয়ারি ২০১৭-এ জয় ট্রেডার্সের নিকট নিম্নোক্ত পণ্য বিক্রয় করেন:

ফেব্রুয়ারি	১	নগদে ৫৫ টাকা দরে ১১৫ কেজি চিনি।
ফেব্রুয়ারি	৭	৫২ টাকা দরে ৫৬ কেজি চিনি।
ফেব্রুয়ারি	১৫	১১০ টাকা দরে ৩৫ কেজি মসুর ডাল।

সেলিম ট্রেডার্স মোট বিক্রয়ের উপর ১০% কারবারি বাট্টা মঞ্জুর করেন।

ক) সেলিম ট্রেডার্সের মোট বিক্রয়ের পরিমাণ নির্ণয় করো।

খ) ফেব্রুয়ারি ১ তারিখের লেনদেনের ভিত্তিতে একটি ক্যাশমেমো প্রস্তুত করো।

গ) ফেব্রুয়ারি ১৫ তারিখের লেনদেন হতে চালান প্রস্তুত করো।

৫। জেমস ট্রেডার্স ২০১৭ সালের ১ জানুয়ারি তারিখে নগদ ১,২০,০০০ টাকা ও ৭০,০০০ টাকার আসবাবপত্র নিয়ে একটি ব্যবসায় শুরু করল। সারা মাসে প্রতিষ্ঠানের নিম্নোক্ত লেনদেনগুলো সংঘটিত হয়–

২০১৭

জানুয়ারি	২	প্রাইম ব্যাংকে ৫০,০০০ টাকা জমা দিয়ে প্রতিষ্ঠানের নামে একটি ব্যাংক হিসাব খোলা হলো।
জানুয়ারি	৪	বেলাল এন্টারপ্রাইজের নিকট হতে ৪৫,০০০ টাকার পণ্য ক্রয়, নগদ প্রদান ২০,০০০ টাকা ও চেকে প্রদান ১৫,০০০ টাকা।
জানুয়ারি	৬	৮০,০০০ টাকার পণ্য বিক্রয়, নগদ ৩০,০০০ টাকা ও চেকে ২৫,০০০ টাকা পাওয়া গেল।
জানুয়ারি	৯	বেলাল এন্টারপ্রাইজের অবশিষ্ট পাওনা ১০,০০০ টাকা পরিশোধ করা হলো।
জানুয়ারি	১৮	মালিক নিজ প্রয়োজনে ব্যাংক থেকে উত্তোলন করলেন ৮,০০০ টাকা।

ক) জেমস ট্রেডার্সের প্রারম্ভিক মূলধনের পরিমাণ নির্ণয় করো।

খ) জানুয়ারি ১, ২, ৩, ৪ ও ৯ তারিখের লেনদেনগুলোর মাধ্যমে প্রমাণ করো যে, A= L+OE

গ) জেমস ট্রেডার্সের মালিকানা স্বত্বের পরিমাণ নির্ণয় কর।

২০১৬

৬। সাকিব আল-হাসান ২০১৭ সালের ১ জানুয়ারি তারিখে নগদ ১৫,০০,০০০ টাকা এবং ব্যাংক জমা ৭,২০,০০০ টাকা নিয়ে 'সাকিব আল-হাসান' নামে একটি রেস্টুরেন্ট চালু করেন। উক্তমাসে তার রেস্টুরেন্টে সংঘটিত লেনদেনগুলো নিম্নরূপ-

জানুয়ারি ৫ গ্রাহকদের সেবা প্রদান ৭৫,০০০ টাকা।
জানুয়ারি ৯ চেকের মাধ্যমে মাসিক ভাড়া প্রদান ৪০,০০০ টাকা।
জানুয়ারি ১১ বিজ্ঞাপন বাবদ পরিশোধ করা হলো ১২,০০০ টাকা।
জানুয়ারি ২১ ধারে অফিস সাপ্লাইজ ক্রয় করা হলো ১৭,০০০ টাকা।
জানুয়ারি ২৮ গ্রাহককে ধারে ১,৭৫,০০০ টাকার সেবা প্রদান।
জানুয়ারি ৩০ ২৮ তারিখে গ্রাহকের প্রদত্ত সেবার বিল চেকে প্রাপ্তি।
জানুয়ারি ৩১ অফিস সাপ্লাইজের মূল্যে পরিশোধ করা হলো ১০,০০০ টাকা।

ক) অফিস সাপ্লাইজের অপরিশোধিত মূল্য নির্ণয় করো।
খ) ৯ তারিখের লেনদেনের ভিত্তিতে একটি ভাউচার প্রস্তুত করো।
গ) ব্যবসায়ের জানুয়ারি ১, ৫, ১১ ও ২৮ তারিখের লেনদেনের জন্য আর্থিক অবস্থার ওপর লেনদেনগুলোর প্রভাব দেখাও।

৭। ২০১৭ সালের জানুয়ারি মাসে বড়ুয়া ট্রেডার্সের ব্যবসায়ে নিম্নোক্ত ঘটনাগুলো সংঘটিত হয়:

জানুয়ারি ১ বিক্রয়ের জন্য পণ্যদ্রব্য ক্রয় ৬০,০০০ টাকা।
জানুয়ারি ১২ অফিসের জন্য আসবাবপত্র ক্রয় ২৬,৫০০ টাকা।
জানুয়ারি ২৩ অনিক ট্রেডার্সের নিকট পণ্য বিক্রয় ১,২৫,০০০ টাকা।
জানুয়ারি ২৫ অফিস ভাড়া প্রদান ১৫,০০০ টাকা।
জানুয়ারি ২৮ ব্যাংকে জমা দেওয়া হলো ৩২,০০০ টাকা।
জানুয়ারি ৩০ মনির ব্রাদার্সের নিকট থেকে পণ্য ক্রয় ২৮,০০০ টাকা।

ক) জানুয়ারি মাসের ক্রয়ের পরিমাণ নির্ণয় করো।
খ) উক্ত মাসে বড়ুয়া ট্রেডার্সের নগদ লেনদেনের পরিমাণ নির্ণয় করো।
গ) বড়ুয়া ট্রেডার্সের জানুয়ারি ১২, ২৩, ২৫ ও ৩০ তারিখের লেনদেনগুলো দ্বারা দেখাও যে, A= L+ OE।

৮। ২০১৭ সালের জানুয়ারি মাসের ১ তারিখে জনাব জহির একটি গাড়ি মেরামতের "জহির ওয়ার্কশপ" নামে ব্যবসা শুরু করেন। তার প্রতিষ্ঠানে নিম্নের লেনদেনগুলো সংঘটিত হয়:

জানুয়ারি ১ জনাব জহির ৫,০০,০০০ টাকা ও ৫০,০০০ টাকার আসবাবপত্র ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করেন।
জানুয়ারি ১৬ প্রতিষ্ঠানে ব্যবহার করার জন্য ৬৫,০০০ টাকা দিয়ে যন্ত্রপাতি ক্রয় করেন।
জানুয়ারি ২১ গাড়ি মেরামত করে ৮০,০০০ টাকা আয় করেন।
জানুয়ারি ২৬ ওয়ার্কশপের ভাড়া প্রদান ২১,০০০ টাকা।
জানুয়ারি ২৮ প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের বেতন প্রদান করেন ২৫,০০০ টাকা।
জানুয়ারি ৩০ মালিকের গাড়ি মেরামত ১৫,০০০ টাকা।

ক) জহির ওয়ার্কশপের মূলধনের পরিমাণ নির্ণয় করো।
খ) জানুয়ারি মাসে ব্যবসায়ের মোট আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ নির্ণয় করো।
গ) জানুয়ারি ১, ১৬, ২৮ ও ৩০ তারিখের সংঘটিত লেনদেনগুলোর হিসাব সমীকরণে প্রভাব দেখাও।

তৃতীয় অধ্যায়

দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি

সমগ্র বিশ্বব্যাপী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহে হিসাব সংরক্ষণের জন্য নির্ভরযোগ্য, বিজ্ঞানসম্মত ও পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতি হিসেবে দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচিত। দুতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে অর্থ বা আর্থিক মূল্যে পরিমাপযোগ্য প্রতিটি লেনদেনকে দ্বৈত স্বত্বায় প্রকাশ করা হয়। ব্যবসায়ের সঠিক ফলাফল ও প্রকৃত আর্থিক অবস্থা জানার জন্য দুতরফা দাখিলা পদ্ধতির কোনো বিকল্প নেই।

এই অধ্যায় শেষে আমরা–

- লেনদেনের দ্বৈত স্বত্বা নীতি ব্যাখ্যা করতে পারব ;
- দুতরফা দাখিলা পদ্ধতির ধারণা ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারব ;
- দুতরফা দাখিলা পদ্ধতির সুবিধাসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারব ;
- লেনদেনে জড়িত দুটি পক্ষ অর্থাৎ ডেবিট ও ক্রেডিট পক্ষ শনাক্ত/চিহ্নিত করতে পারব ;
- হিসাবচক্রের বিভিন্ন ধাপ ব্যাখ্যা করতে পারব ;
- লেনদেনের জন্য উপযুক্ত হিসাবের বই চিহ্নিত করতে পারব ;
- একতরফা দাখিলার ধারণা নিয়ে ব্যবসায়ের মুনাফা নির্ণয় করতে পারব।

দুতরফা দাখিলা পদ্ধতির ধারণা :

ইতালির প্রসিদ্ধ গণিতবিদ লুকা প্যাসিওলি (Luca Pacioli) ১৪৯৪ খ্রিষ্টাব্দে আর্থিক ঘটনাবলি সঠিক ও সুচারুভাবে লিপিবদ্ধ করার একটি পদ্ধতি বর্ণনা করেন। উক্ত পদ্ধতিটি দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি নামে পরিচিত। দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি হিসাবরক্ষণের একমাত্র নির্ভরযোগ্য, বিজ্ঞানসম্মত ও পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। এই পদ্ধতিতে প্রতিটি লেনদেনের দ্বৈত স্বত্তার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিটি লেনদেনে দুই বা ততোধিক হিসাবখাত থাকে। এই হিসাবখাতগুলো দ্বৈত স্বত্বায় লিপিবদ্ধ করা হয়। একটি হলো ডেবিট, অপরটি ক্রেডিট। দুতরফা দাখিলা পদ্ধতির মাধ্যমে লেনদেনের দুটি পক্ষ অর্থাৎ ডেবিট ও ক্রেডিট পক্ষ লিপিবদ্ধ করা হয়। এই পদ্ধতিতে প্রতিটি ডেবিট লিখনের জন্য সমান অর্থের ক্রেডিট লিখন হবে। ফলে বছরের যে কোনো সময় হিসাবের মোট ডেবিট টাকার অঙ্ক মোট ক্রেডিট টাকার অঙ্কের সমান হয়। সঠিকভাবে হিসাব প্রণয়নের জন্য যে ব্যবস্থায় লেনদেনসমূহের দ্বৈত স্বত্বা যাথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়, তাকে দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি বলে।

উদাহরণের সাহায্যে দুতরফা দাখিলা পদ্ধতির ব্যাখ্যা প্রদান করা হলো:

অফিসের কর্মচারীকে বেতন বাবদ ৫,০০০ টাকা প্রদত্ত হলো।

এ লেনদেনটিকে হিসাব বইতে দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি অনুসারে লিপিবদ্ধ করতে হলে প্রথমে এর মধ্যস্থিত দুটি পক্ষ নির্ধারণ করতে হবে। এ লেনদেনটির মধ্যস্থিত পক্ষ দুটি হচ্ছে–

ক) বেতন হিসাব

খ) নগদান হিসাব

যেহেতু বেতন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের একটি ব্যয়, সেহেতু ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় বেতন হিসাব ৫,০০০ টাকা ডেবিট হবে। আবার যেহেতু বেতন প্রদানের ফলে নগদ টাকা ব্যবসায় হতে চলে গিয়েছে, সেহেতু নগদ তথা সম্পদ হ্রাস পাওয়াতে নগদান হিসাব ৫,০০০ টাকা ক্রেডিট হবে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, এ লেনদেনটির জন্য বেতন হিসাব যে পরিমাণ ডেবিট হয়েছে, নগদান হিসাবটি সমপরিমাণ ক্রেডিট হয়েছে। এটাই হচ্ছে দুতরফা দাখিলা পদ্ধতির মূলনীতি।

দুতরফা দাখিলা হিসাবপদ্ধতির মূলনীতি বা বৈশিষ্ট্য :

হিসাববিজ্ঞানের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য, বিজ্ঞানসম্মত, পূর্ণাঙ্গ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ হিসাব সংরক্ষণ পদ্ধতিই হচ্ছে দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি। দুতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে অর্থ বা আর্থিক মূল্যে পরিমাপযোগ্য প্রতিটি লেনদেনকে দ্বৈত স্বত্বায় প্রকাশ করা হয় ফলে একটি হিসাব খাতকে প্রাপ্ত সুবিধার জন্য ডেবিট এবং অপর হিসাব খাতকে প্রদত্ত সুবিধার জন্য ক্রেডিট করা হয়। দুতরফা দাখিলা পদ্ধতির মূলনীতি বা বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ:

১। **দ্বৈত স্বত্বা :** প্রতিটি লেনদেনে কমপক্ষে দুটি হিসাব থাকে। ডেবিট ও ক্রেডিট নির্ণয় করার পূর্বে প্রতিটি লেনদেনে জড়িত হিসাবখাতসমূহ বের করে তাদের প্রত্যেকটি কোন শ্রেণির হিসাব তা নিরূপণ করতে হয়। তারপর দুতরফা দাখিলা অনুযায়ী প্রতিটি হিসাবের ডেবিট ও ক্রেডিট নির্ণয় করতে হয়।

২। **দাতা ও গ্রহীতা :** প্রতিটি লেনদেনে সুবিধা গ্রহণকারী গ্রহীতা ও সুবিধা প্রদানকারী দাতা হিসেবে কাজ করে।

৩। **ডেবিট ও ক্রেডিট করা :** সুবিধা গ্রহণকারী হিসাবকে ডেবিট ও সুবিধা প্রদানকারী হিসাবকে ক্রেডিট করা হয়।

৪। **সমান অঙ্কের আদান–প্রদান :** প্রতিটি লেনদেনের ডেবিট ও ক্রেডিট টাকার পরিমাণ সমান হবে।

৫। **সামগ্রিক ফলাফল :** যেহেতু প্রতিটি লেনদেন ডেবিট-ক্রেডিট বিশ্লেষণ করে সমপরিমাণ টাকার অঙ্ক দ্বারা লিপিবদ্ধ করা হয়, সেহেতু সামগ্রিক ফলাফল নির্ণয় সহজ হয়। মোট লেনদেনের ডেবিট দিকের যোগফল ক্রেডিট দিকের যোগফলের সমান হয়।

দুতরফা দাখিলা পদ্ধতির সুবিধাসমূহ :

দুতরফা দাখিলা হিসাব পদ্ধতি হচ্ছে একটি পূর্ণাঙ্গ, নির্ভরযোগ্য, বিজ্ঞানসম্মত ও স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি পদ্ধতি। এ হিসাব পদ্ধতির বিভিন্ন সুবিধা রয়েছে। দুতরফা দাখিলা হিসাব পদ্ধতির সুবিধার কারণে বড় বড় ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের হিসাব সংরক্ষণের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি বেশ জনপ্রিয়। এর সুবিধাগুলো নিচে বর্ণনা করা হলো।

১। **পরিপূর্ণ হিসাব সংরক্ষণ :** প্রতিটি লেনদেনকে ডেবিট ও ক্রেডিট বিশ্লেষণ করে সমপরিমাণ টাকায় লিপিবদ্ধ করা হয় বলে যেকোনো লেনদেনের পূর্ণাঙ্গ হিসাব জানা যায়।

২। **লাভ–লোকসান নিরূপণ :** এ পদ্ধতিতে ব্যবসায়ের মুনাফা জাতীয় আয়-ব্যয়ের পরিপূর্ণ ও সঠিক হিসাব সংরক্ষণ করা হয় বলে নির্দিষ্ট সময় পরে বিশদ আয় বিবরণী তৈরির মাধ্যমে ব্যবসায়ের নিট মুনাফা বা নিট লোকসান নির্ণয় করা যায়।

৩। **গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই :** প্রতিটি লেনদেনের ডেবিট পক্ষের বিপরীতে সমপরিমাণ অঙ্কের ক্রেডিট দাখিলা লিপিবদ্ধ করতে হয়। ফলে কোনো নির্দিষ্ট তারিখে রেওয়ামিল প্রস্তুত করে হিসাবের গাণিতিক নির্ভুলতা যাচাই করা যায়।

৪। **আর্থিক অবস্থা নিরূপণ :** একটি নির্দিষ্ট তারিখে আর্থিক অবস্থার বিবরণী তৈরির মাধ্যমে কারবারের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

৫। **ভুল-ত্রুটি ও জালিয়াতি উদ্‌ঘাটন ও প্রতিরোধ :** এ পদ্ধতিতে হিসাব সংরক্ষণ করলে খুব সহজেই ভুল ত্রুটি ও জালিয়াতি চিহ্নিত করে প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা যায়।

৬। **ব্যয় নিয়ন্ত্রণ :** এ পদ্ধতিতে অতিরিক্ত ব্যয় সহজেই নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

৭। **মোট দেনা-পাওনার পরিমাণ নির্ণয় :** এ পদ্ধতিতে হিসাব রাখার ফলে ব্যবসায়ের মালিক যেকোনো সময় তার মোট পাওনা ও দেনার পরিমাণ চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

৮। **সঠিক কর নির্ধারণ :** এ পদ্ধতিতে সঠিক হিসাব রাখার ফলে এর ভিত্তিতে নির্ণীত বিভিন্ন কর যথা আয়কর, ভ্যাট, আমদানি শুল্ক ও রপ্তানি শুল্ক ইত্যাদি কর কর্তৃপক্ষের নিকট গ্রহণযোগ্য হয়।

৯। **সহজ প্রয়োগ :** দুতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে প্রতিটি লেনদেনকে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ডেবিট–ক্রেডিট বিশ্লেষণ করে লিপিবদ্ধ করা হয়। তাই ছোট–বড় সকল প্রতিষ্ঠানেই এই পদ্ধতি সহজে ব্যবহার করা যায়।

১০। **সর্বজনীন স্বীকৃতি :** দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি একটি বিজ্ঞানসম্মত, পূর্ণাঙ্গ, নির্ভুল, স্বয়ংসম্পূর্ণ ও নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি বিধায় সমগ্র বিশ্বে এ পদ্ধতি একটি সর্বজনস্বীকৃত পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে।

ডেবিট ক্রেডিট নির্ণয়ের নিয়মাবলি :

পূর্বেই বলা হয়েছে, দুতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে হিসাব রাখলে হিসাবের মোট ডেবিট ও মোট ক্রেডিটের টাকার অঙ্ক সমান হয়। এই ধারণাই হিসাব সমীকরণের ভিত্তি। হিসাব সমীকরণের মূল উপাদানগুলো হলো: সম্পদ, দায় ও মালিকানা স্বত্ব। আবার মালিকানা স্বত্বকে বিশ্লেষণ করলে মূলধন, উত্তলন আয় ও ব্যয় পাওয়া যায়।

অতএব, বলা যায়, আমরা ব্যবসায়ে প্রধাণত নিম্নোক্ত ধরনের হিসাব দেখতে পাই :

১। সম্পদ ২। দায় ৩। মূলধন ৪। আয় ও ৫। ব্যয়

বিভিন্ন শ্রেণির হিসাবের ডেবিট-ক্রেডিট নির্ণয়ের পদ্ধতি নিচে বর্ণনা করা হলো :

১। **সম্পদ :** লেনদেনের ফলে সম্পদ বাড়তে পারে বা কমতে পারে। যেমন– আসবাবপত্র ক্রয় করা হলে সম্পদ বৃদ্ধি এবং বিক্রয় করা হলে হ্রাস পায়। সম্পদ বৃদ্ধি পেলে ডেবিট ও সম্পদ হ্রাস পেলে ক্রেডিট হয়।

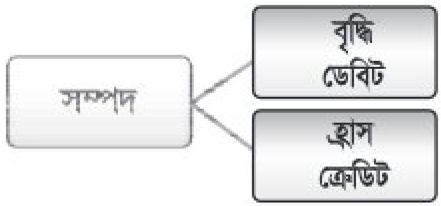

২। **দায় :** সম্পদের মতোই লেনদেনের ফলে দায় বৃদ্ধি বা হ্রাস পেতে পারে। যেমন– ব্যাংক থেকে ঋণ নিলে দায় বৃদ্ধি পায় আবার ঋণের কিস্তি পরিশোধ করলে দায় হ্রাস পায়। সম্পদের সাথে দায়ের সম্পর্ক বিপরীত। তাই দায় বৃদ্ধি পেলে ক্রেডিট ও হ্রাস পেলে ডেবিট হয়।

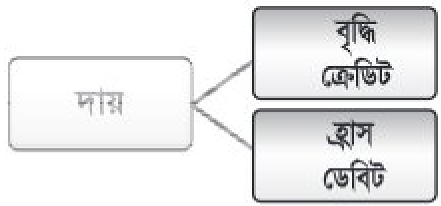

৩। **মালিকানা** স্বত্ব : ব্যবসা শুরু করার জন্য মালিক প্রথমে মূলধন আনে। ফলে মালিকানা স্বত্ব বৃদ্ধি পায়। আবার মালিক ব্যবসায় থেকে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে উত্তোলন করলে মালিকানা স্বত্ব হ্রাস পায়। মালিকানা স্বত্ব প্রতিষ্ঠানের জন্য এক ধরনের দায়। কারণ হিসাববিজ্ঞানের নীতি অনুযায়ী মালিক ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান আলাদা সত্তা। ফলে দায়ের মতোই মালিকানা স্বত্ব বৃদ্ধি পেলে ক্রেডিট এবং হ্রাস পেলে ডেবিট হয়।

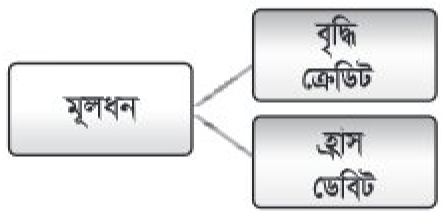

৪। **রেভিনিউ বা আয় :** ব্যবসায়ের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে মুনাফা অর্জন করা। প্রকৃতপক্ষে মুনাফা হচ্ছে রেভিনিউ বা আয়ের ঐ অংশ, যা ব্যয় অপেক্ষা অধিক। সুতরাং আমরা বলতে পারি, রেভিনিউ বা আয় মালিকানা স্বত্বের বৃদ্ধি ঘটায়। তাই রেভিনিউ বা আয় বৃদ্ধি পেলে ক্রেডিট এবং হ্রাস পেলে ডেবিট হয়।

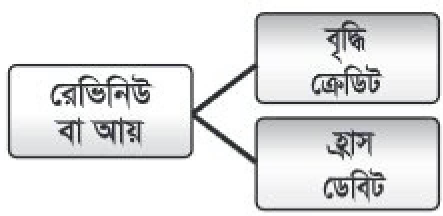

৫। **ব্যয় :** ব্যয় রেভিনিউ বা আয়ের বিপরীত। রেভিনিউ বা আয় যেহেতু মালিকানা স্বত্বের বৃদ্ধি ঘটায়, তাই ব্যয়ের ফলে মালিকানা স্বত্বের হ্রাস ঘটবে। ব্যবসায়ের ব্যয় মালিকানা স্বত্বকে কমিয়ে দেয়। তাই ব্যয় বৃদ্ধি পেলে ডেবিট এবং হ্রাস পেলে ক্রেডিট হয়।

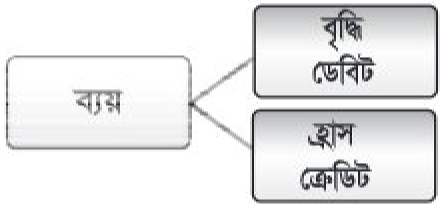

লেনদেনে দুতরফা দাখিলা পদ্ধতির প্রভাব উদাহরণের সাহায্যে বর্ণনা করা হলো:

১। জনাব হাসান নগদ ৫০,০০০ টাকা মূলধনস্বরূপ এনে ব্যবসায় শুরু করলেন।
২। অফিসের জন্য আসবাবপত্র ক্রয় করা হলো ৫,০০০ টাকা।
৩। কর্মচারীদের বেতন প্রদান ৬,০০০ টাকা।
৪। পণ্য ক্রয় ২০,০০০ টাকা।
৫। ব্যাংকে জমা দেওয়া হলো ২৫,০০০ টাকা।
৬। পণ্য বিক্রয় করা হলো ১৮,০০০ টাকা।
৭। বিজ্ঞাপন বাবদ চেক প্রদান করা হলো ৭,০০০ টাকা।
৮। কমিশন পাওয়া গেল ৩,০০০ টাকা।
৯। ব্যাংকের নিকট হতে সুদ পাওয়া গেল ১,২০০ টাকা।
১০। ধারে পণ্য বিক্রয় করা হলো ১৫,০০০ টাকা।
১১। ভাড়া বাবদ চেক প্রদান করা হলো ৬,০০০ টাকা।
১২। ব্যবসায়ের প্রয়োজনে ব্যাংক হতে উত্তোলন ৮,০০০ টাকা।

উপর্যুক্ত লেনদেনসমূহের ডেবিট ও ক্রেডিট পক্ষ কারণসহ চিহ্নিত করা হলো: (এটি কোনো অনুমিত ছক নয়)

১	নগদান হিসাব মূলধন হিসাব	ডেবিট ক্রেডিট	৫০,০০০ ৫০,০০০	প্রতিষ্ঠানের নগদ অর্থ (সম্পদ) বৃদ্ধি পাওয়ায় নগদান হিসাব ডেবিট। অন্যদিকে মালিক প্রতিষ্ঠানে নগদ অর্থ আনয়ন করায় মালিকানা স্বত্ব বেড়েছে, তাই মূলধন হিসাব ক্রেডিট।
২	আসবাবপত্র হিসাব নগদান হিসাব	ডেবিট ক্রেডিট	৫,০০০ ৫,০০০	আসবাবপত্র ক্রয়ের ফলে প্রতিষ্ঠানে একদিকে আসবাবপত্র নামক সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অন্যদিকে নগদ অর্থ হ্রাস পেয়েছে। তাই আসবাবপত্র হিসাব ডেবিট ও নগদান হিসাব ক্রেডিট।
৩	বেতন হিসাব নগদান হিসাব	ডেবিট ক্রেডিট	৬,০০০ ৬,০০০	বেতন প্রদানের ফলে খরচ বৃদ্ধি পাওয়ায়, বেতন হিসাব ডেবিট অন্য দিকে নগদ অর্থ হ্রাস পাওয়ায় নগদান হিসাব ক্রেডিট।
৪	ক্রয় হিসাব নগদান হিসাব	ডেবিট ক্রেডিট	২০,০০০ ২০,০০০	পণ্য ক্রয় করাতে ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে, ফলে ক্রয় ডেবিট অন্যদিকে নগদ অর্থ হ্রাস পাওয়ায় তা ক্রেডিট।
৫	ব্যাংক হিসাব নগদান হিসাব	ডেবিট ক্রেডিট	২৫,০০০ ২৫,০০০	ব্যাংকে নগদ অর্থ জমা দেওয়ায় ব্যাংকের ব্যালেন্স বৃদ্ধি পেয়েছে ফলে ব্যাংক হিসাব ডেবিট, অন্যদিকে নগদ অর্থ হ্রাস পাওয়ায় তা ক্রেডিট।
৬	নগদান হিসাব বিক্রয় হিসাব	ডেবিট ক্রেডিট	১৮,০০০ ১৮,০০০	পণ্য বিক্রয়ের ফলে নগদ অর্থ বৃদ্ধি পাওয়ায় তা ডেবিট, অন্যদিকে বিক্রয়ের ফলে আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট।
৭	বিজ্ঞাপন খরচ হিসাব ব্যাংক হিসাব	ডেবিট ক্রেডিট	৭,০০০ ৭,০০০	বিজ্ঞাপন বাবদ খরচ বৃদ্ধি পাওয়ায় তা ডেবিট, অন্যদিকে ব্যাংক থেকে টাকা পরিশোধ করায় সম্পদ হ্রাস পাওয়ায় ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট।
৮	নগদান হিসাব কমিশন আয় হিসাব	ডেবিট ক্রেডিট	৩,০০০ ৩,০০০	কমিশন নগদে প্রাপ্ত হওয়ায় নগদ সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে তাই নগদান হিসাব ডেবিট। অন্যদিকে কমিশন নামক আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় তা ক্রেডিট।

৯	ব্যাংক হিসাব ব্যাংক সুদ হিসাব	ডেবিট ক্রেডিট	১,২০০ ১,২০০	ব্যাংক সুদ মঞ্জুর করায় ব্যাংক ব্যালেন্স বৃদ্ধি পেয়েছে, ফলে ব্যাংক ডেবিট, অন্যদিকে সুদ নামক আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় তা ক্রেডিট।
১০	দেনাদার হিসাব বিক্রয় হিসাব	ডেবিট ক্রেডিট	১৫,০০০ ১৫,০০০	ধারে বিক্রয়ের ফলে দেনাদার হতে অর্থ আদায়ের অধিকার পাওয়ায় দেনাদার নামক সম্পদ ডেবিট, অন্যদিকে বিক্রয়ের ফলে আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় বিক্রয় ক্রেডিট।
১১	ভাড়া হিসাব ব্যাংক হিসাব	ডেবিট ক্রেডিট	৬,০০০ ৬,০০০	ভাড়া পরিশোধের ফলে খরচ বৃদ্ধি পাওয়ায় ভাড়া হিসাব ডেবিট, অন্যদিকে চেক প্রদানের ফলে ব্যাংক ব্যালেন্স হ্রাস পাওয়ায় ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট।
১২	নগদান হিসাব ব্যাংক হিসাব	ডেবিট ক্রেডিট	৮,০০০ ৮,০০০	ব্যবসায়ের প্রয়োজনে ব্যাংক হতে নগদ অর্থ উত্তোলন করায় নগদ অর্থ বৃদ্ধি পেয়েছে, ফলে তা ডেবিট, অন্যদিকে ব্যাংকের ব্যালেন্স হ্রাস পাওয়ায় ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট।

কাজ : মেসার্স জয়া এন্ড কোং-এর নিম্নোক্ত লেনদেনসমূহের ডেবিট ও ক্রেডিট পক্ষ কারণসহ উল্লেখ করো–

১। মিসেস জয়া মুখার্জি ব্যবসায়ে আরো ২০,০০০ টাকা বিনিয়োগ করলেন।

২। অফিসের জন্য একটি কম্পিউটার ক্রয় করা হলো ২৫,০০০ টাকা।

৩। অফিস ভাড়া তিন মাসের অগ্রিম প্রদান করা হলো ১৮,০০০ টাকা।

৪। রাজনের নিকট বিক্রয় করা হলো ২৫,০০০ টাকা।

৫। ব্যাংক চার্জ ধার্য করল ১,৫০০ টাকা।

৬। ব্যাংক হতে উত্তোলন করা হলো ৬,০০০ টাকা।

৭। ধারে পণ্য ক্রয় করা হলো ১৫,০০০ টাকা।

৮। মজুরি প্রদান করা হলো ৩,০০০ টাকা।

৯। ক্রয় ফেরত ২,০০০ টাকা।

১০। মালিক কর্তৃক উত্তোলন ১০,০০০ টাকা

দুতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে রক্ষিত হিসাবের বই :

দুতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে যে সকল প্রধান হিসাবের বই রাখা হয়, তার শ্রেণিবিভাগ নিচে দেখানো হলো–

ক) জাবেদা : লেনদেন সংঘটিত হওয়ার পর তা চিহ্নিত করে দুতরফা দাখিলা পদ্ধতির নীতি অনুযায়ী ডেবিট ও ক্রেডিট বিশ্লেষণ করে প্রথম যে বইতে লিপিবদ্ধ করা হয়, তাকেই হিসাবের প্রাথমিক বই বা জাবেদা বলে। জাবেদা বিভিন্ন প্রকার হতে পারে:

১। ক্রয় জাবেদা : ক্রয় জাবেদায় ধারে পণ্য ক্রয়সংক্রান্ত লেনদেন লিপিবদ্ধ করা হয়।

২। **বিক্রয় জাবেদা :** বিক্রয় জাবেদায় ধারে পণ্য বিক্রয়সংক্রান্ত লেনদেন লিপিবদ্ধ করা হয়।

৩। **ক্রয় ফেরত জাবেদা :** ক্রয় ফেরত জাবেদায় ধারে ক্রীত পণ্য ফেরতসংক্রান্ত লেনদেন লিপিবদ্ধ করা হয়।

৪। **বিক্রয় ফেরত জাবেদা :** বিক্রয় ফেরত জাবেদায় ধারে বিক্রীত পণ্য ফেরত এলে তা লিপিবদ্ধ করা হয়।

৫। **নগদ প্রাপ্তি জাবেদা :** নগদ অর্থ প্রাপ্তিসংক্রান্ত লেনদেন নগদ প্রাপ্তি জাবেদায় লিপিবদ্ধ করা হয়।

৬। **নগদ প্রদান জাবেদা :** নগদ অর্থ প্রদানসংক্রান্ত লেনদেন নগদ প্রদান জাবেদায় লিপিবদ্ধ করা হয়।

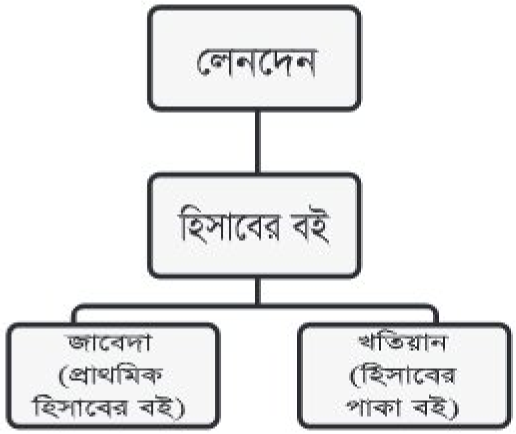

৭। **প্রকৃত জাবেদা :** যে সকল লেনদেন উপরোক্ত কেনো প্রাথমিক বইতে লিপিবদ্ধ করা যায় না, সেগুলো প্রকৃত জাবেদায় লিপিবদ্ধ করা হয়।

খ) খতিয়ান : জাবেদায় লিপিবদ্ধকৃত লেনদেনসমূহকে আলাদা আলাদা শ্রেণিবিন্যাস করে উপযুক্ত শিরোনামের হিসাবের ছকে স্থায়ীভাবে লিপিবদ্ধ করার প্রক্রিয়াকে খতিয়ান বলে ।

হিসাব চক্র :

চলমান ধারণা অনুযায়ী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম অনন্তকাল ধরে চলতে থাকবে বলে অনুমান করা হয়। ব্যবসায়ের হিসাব সংরক্ষণের ধারাবাহিক আবর্তনকেই হিসাব চক্র বলে।

১। **লেনদেন শনাক্তকরণ :** হিসাব চক্রের প্রথম ধাপে ব্যবসায়ের প্রতিটি ঘটনাকে বিশ্লেষণ করে লেনদেন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

২। **লেনদেন বিশ্লেষণ :** এই ধাপে প্রতিটি লেনদেন বিশ্লেষণ করে সংশ্লিষ্ট হিসাবখাতগুলো চিহ্নিত করা হয়। যেমন: ৫,০০০ টাকার যন্ত্রপাতি কেনা হলো। এখানে দুটি হিসাব বিদ্যমান। একটি যন্ত্রপাতি হিসাব ও অপরটি নগদান হিসাব।

চিত্র: হিসাব চক্র

৩। **জাবেদাভুক্তকরণ :** বিশ্লেষণকৃত হিসাবখাতগুলো দুতরফা দাখিলা অনুসারে প্রযোজ্য হিসাবের প্রাথমিক বইতে ডেবিট-ক্রেডিট বিশ্লেষণ করে তারিখের ক্রমানুসারে জাবেদায় লিপিবদ্ধ করা হয়।

৪। **খতিয়ানে স্থানান্তর :** এই ধাপে জাবেদায় লিপিবদ্ধকৃত লেনদেনগুলোকে আলাদা আলাদা হিসাবের শিরোনামে লিপিবদ্ধ করা হয়। প্রতিটি হিসাবখাতের জন্য আলাদা আলাদা খতিয়ান তৈরি করে প্রতিটি হিসাবের নির্দিষ্ট সময়ান্তে উদ্বৃত্ত নির্ণয় করা হয়।

৫। **রেওয়ামিল প্রস্তুতকরণ :** লেনদেনসমূহ নির্ভুলভাবে হিসাব বহিতে লিপিবদ্ধ হয়েছে কি না তা যাচাই করার উদ্দেশ্যে খতিয়ানের ডেবিট উদ্বৃত্ত ও ক্রেডিট উদ্বৃত্তের সাহায্যে রেওয়ামিল প্রস্তুত করা হয়।

৬। **সমন্বয় দাখিলা :** ব্যবসায়ের প্রকৃত আর্থিক অবস্থা নির্ণয়ের জন্য সংশ্লিষ্ট হিসাবকালের প্রাপ্য আয়, বকেয়া খরচ, অগ্রিম খরচ এবং অনুপার্জিত আয় ইত্যাদি দফাগুলোকে সমন্বয় করতে সমন্বয় দাখিলা প্রদান করা হয়।

৭। **কার্যপত্র প্রস্তুত :** আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত সহজতর করার উদ্দেশ্যে ঐচ্ছিক কাজ হিসেবে বহুঘরবিশিষ্ট একটি বিবরণী প্রস্তুত করা হয়, যাকে কার্যপত্র (Worksheet) বলে।

৮। **আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত :** আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের মাধ্যমে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের লাভ–ক্ষতি, সম্পদ, দায় ও মালিকানা স্বত্বের পরিমাণ নির্ণয় করা হয়।

৯। **সমাপনী দাখিলা :** কারবারের মুনাফাজাতীয় আয় এবং মুনাফাজাতীয় ব্যয়গুলোর জের ও উত্তোলন হিসাব বছরান্তে বন্ধ করতে হয়। এক বছরের আয়–ব্যয় পরবর্তী হিসাব বছরে যাবে না, তাই সমাপনী দাখিলার প্রয়োজন হয়।

১০। **হিসাব-পরবর্তী রেওয়ামিল বা প্রারম্ভিক জাবেদা :** সমাপনী দাখিলা প্রদানের মাধ্যমে ব্যবসায়ের আয়, ব্যয় ও উত্তোলন হিসাব বন্ধ হয়ে যায়। অবশিষ্ট সম্পদ, দায় ও মালিকানা স্বত্ব হিসাবের জের নিয়ে পরবর্তী হিসাব বছর শুরু করা হয়। এর জন্য হিসাব পরবর্তী রেওয়ামিল বা প্রারম্ভিক জাবেদা প্রস্তুত করা হয়।

হিসাবের ধারাবাহিকতা রক্ষা পদ্ধতি :

চলমান ধারণার নীতি অনুসারে প্রতিটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত চলতে থাকবে। প্রতিটি হিসাবকাল শেষে পুনরায় একই ধারাবাহিকতায় হিসাবরক্ষণের কার্যসমূহ পরিচালিত হয়। অর্থাৎ চলতি হিসাবকাল শেষে ধারাবাহিকভাবে পরবর্তী হিসাবকাল আরম্ভ হয় এবং নতুনভাবে হিসাব লেখা শুরু হয়। ফলে দেখা যায় ব্যবসায়িক লেনদেন সংঘটিত হওয়ার পর থেকে আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত পর্যন্ত প্রতিবছর হিসাবসংক্রান্ত বিষয়গুলো পর্যায়ক্রমে ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকে। চলতি বছরের সম্পদ ও দায়ের সমাপনী জেরসমূহকে পরবর্তী বছরের প্রারম্ভিক জের হিসাবে দেখানো হয়। এক্ষেত্রে চলতি বছরের শেষ তারিখের সম্পদসমূহকে ডেবিট এবং দায়সমূহকে ক্রেডিট করে পরবর্তী হিসাব বছরের শুরুতে প্রারম্ভিক দাখিলা প্রদানের মাধ্যমে হিসাবের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হয়।

একতরফা দাখিলা পদ্ধতি

যে সকল ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আয়তন ছোট ও লেনদেনের সংখ্যা কম, সে সকল প্রতিষ্ঠানে একতরফা দাখিলা পদ্ধতি অনুযায়ী হিসাব সংরক্ষণ করা হয়। এই পদ্ধতিতে কোনো লেনদেনের একটি পক্ষের, কোনো লেনদেনের দুটি পক্ষেরই এবং কোনো লেনদেনের কোনো পক্ষই লিপিবদ্ধ করা হয় না। প্রকৃতপক্ষে একতরফা দাখিলা বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি নয়।

এই পদ্ধতিতে কিছু সম্পদ ও দায়ের হিসাব সংরক্ষণ করা হলেও আয় ও ব্যয় হিসাবগুলো সংরক্ষণে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। ব্যবসায়ের লাভ-ক্ষতি নিরূপণের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত সূত্র/পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

২০২৫

লাভ/ক্ষতি = {(সমাপনী মূলধন+উত্তোলন)–(প্রারম্ভিক মূলধন+অতিরিক্ত মূলধন)}
প্রারম্ভিক মূলধন = প্রারম্ভিক মোট সম্পদ–প্রারম্ভিক মোট দায়
সমাপনী মূলধন = সমাপনী মোট সম্পদ– সমাপনী মোট দায়

সমাপনী মূলধন ও উত্তোলনের সমষ্টি প্রারম্ভিক ও অতিরিক্ত মূলধনের সমষ্টি অপেক্ষা পরিমাণে বড় হলে পার্থক্যটি লাভ এবং পরিমাণে ছোট হলে পার্থক্যটি ক্ষতিস্বরূপ গণ্য করা হয়। উদাহরণের মাধ্যমে দেখানো হলো–

মিসেস শাহেলা খাতুন একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। নিম্নোক্ত তথ্য তার হিসাব বই হতে সংগ্রহ করা হয়েছে।

	০১/০১/২০১৭	৩১/১২/২০১৭
মোট সম্পদ	১,২০,০০০	১,৫০,০০০
মোট দায়	৩৫,০০০	৫৫,০০০

২০১৭ সালে অতিরিক্ত মূলধন আনয়ন ২০,০০০ টাকা এবং মালিকের মোট উত্তোলন ৩০,০০০ টাকা। ২০১৭ সালের শাহেলা খাতুনের লাভ/ক্ষতি নির্ণয় করো:

সমাধান:

প্রারম্ভিক মূলধন = প্রারম্ভিক মোট সম্পদ–প্রারম্ভিক মোট দায়
= (১,২০,০০০–৩৫,০০০) = ৮৫,০০০
সমাপনী মূলধন = সমাপনী মোট সম্পদ– সমাপনী মোট দায়
= (১,৫০,০০০–৫৫,০০০) = ৯৫,০০০
∴ লাভ/ক্ষতি = {(সমাপনী মূলধন+উত্তোলন)–(প্রারম্ভিক মূলধন+অতিরিক্ত মূলধন)}
= {(৯৫,০০০+৩০,০০০)−(৮৫,০০০+২০,০০০)}
= (১,২৫,০০০−১,০৫,০০০)
= ২০,০০০
∴ লাভের পরিমাণ = ২০,০০০ টাকা

কাজ : পলাশ কুমার পাল একজন মুদি ব্যবসায়ী। ২০১৭ সালের ১ জানুয়ারি তার মূলধনের পরিমাণ ছিল ৭০,০০০ টাকা। উক্ত বছরে তার উত্তোলনের পরিমাণ ১৫,০০০ টাকা এবং তিনি কোন অতিরিক্ত মূলধন আনয়ন করেননি। ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে মোট সম্পদ ১,২০,০০০ এবং মোট দায় ৩০,০০০ টাকা ছিল। লাভ/ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় করো।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. হিসাব সংরক্ষণের জন্য ‘দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি’ বেশি জনপ্রিয় কেন?

ক. সহজ পদ্ধতি বলে
খ. জটিল এবং বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি বলে
গ. সহজ এবং অসম্পূর্ণ পদ্ধতি বলে
ঘ. পূর্ণাঙ্গ এবং বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি বলে

২। দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হলো–

i) এ পদ্ধতিতে দাতা ও গ্রহীতা দুটি পক্ষ থাকবে।
ii) মোট ডেবিট অঙ্ক সর্বদাই মোট ক্রেডিট অঙ্কের সমান হবে।
iii) গ্রহীতার হিসাব ক্রেডিট ও দাতার হিসাব ডেবিট হবে।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

নিম্ন বর্ণিত উদ্ধৃতিটি পড়ে ৩, ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
১ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে রুমা ট্রেডার্সের মোট সম্পদ ও মোট দায়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১,৮০,০০০ ও ৭৫,০০০ টাকা। ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে:
নগদ ৮০,০০০ টাকা, মজুদ পণ্য ৩৪,০০০ টাকা, দেনাদার ৯৬,০০০ টাকা, আসবাবপত্র ৪০,০০০ টাকা, পাওনাদার ৪৫,০০০ টাকা, ব্যাংক ঋণ ৫০,০০০ টাকা, বছরের মাঝামাঝি মালিক অতিরিক্ত আনয়ন করেন ৬০,০০০ টাকা এবং ব্যবসায় হতে মালিক নগদ উত্তোলন করেন ৩৫,০০০ টাকা।

৩। ব্যবসায়ের প্রারম্ভিক মূলধনের পরিমাণ কত?

ক) ১,০৫,০০০ টাকা খ) ১,৫৫,০০০ টাকা
গ) ১,৮০,০০০ টাকা ঘ) ২,৫০,০০০ টাকা

৪। সমাপনী দায়ের পরিমাণ কত?

ক) ৭৫,০০০ টাকা খ) ৯৫,০০০ টাকা
গ) ১,৫৫,০০০ টাকা ঘ) ১,৭০,০০০ টাকা

৫। ২০১৭ সালে মুনাফার পরিমাণ কত?

ক) মুনাফা ২৫,০০০ টাকা খ) মুনাফা ৭৫,০০০ টাকা
গ) মুনাফা ১,২৫,০০০ টাকা ঘ) মুনাফা ১,৭৫,০০০ টাকা

৬। একতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে সাধারণত হিসাব সংরক্ষণ করা হয়–

i) সম্পদ ii) দায় iii) ব্যয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৭। নিচের কোনটি সঠিক?

ক) প্রারম্ভিক মূলধন = প্রারম্ভিক মোট সম্পদ – সমাপনী মোট সম্পদ
খ) সমাপনী মূলধন = প্রারম্ভিক মোট দায় + সমাপনী মোট দায়
গ) প্রারম্ভিক মূলধন = প্রারম্ভিক মোট সম্পদ – প্রারম্ভিক মোট দায়
ঘ) সমাপনী মূলধন = প্রারম্ভিক মোট সম্পদ + সমাপনী মোট সম্পদ

৮। আর্থিক বিবরণীর খসড়াস্বরূপ ব্যবহার করা হয়–

ক) রেওয়ামিল
খ) সমন্বয় দাখিলা
গ) সমাপনী দাখিলা
ঘ) কার্যপত্র

৯। কোন ধারাবাহিকতাটি সঠিক?

ক) রেওয়ামিল, সমন্বয় দাখিলা, কার্যপত্র, আর্থিক বিবরণী
খ) সমন্বয় দাখিলা, রেওয়ামিল, আর্থিক বিবরণী, কার্যপত্র
গ) কার্যপত্র, রেওয়ামিল, সমন্বয় দাখিলা, আর্থিক বিবরণী
ঘ) রেওয়ামিল, কার্যপত্র, সমন্বয় দাখিলা, আর্থিক বিবরণী

১০। প্রারম্ভিক মূলধন ৭০,০০০ টাকা এবং সমাপনী মূলধন ৯০,০০০ টাকা হলে, লাভ/ক্ষতির পরিমাণ কত?

ক) লাভ ২০,০০০ টাকা
খ) ক্ষতি ২০,০০০ টাকা
গ) ক্ষতি ৭০,০০০ টাকা
ঘ) লাভ ৯০,০০০ টাকা

১১। দুতরফা দাখিলা পদ্ধতির মূলনীতি কোনটি?

ক) ক্রয় বৃদ্ধি ডেবিট, আয় হ্রাস ক্রেডিট
খ) ব্যয় বৃদ্ধি ডেবিট, আয় হ্রাস ক্রেডিট
গ) সুবিধা গ্রহণকারী ডেবিট, সুবিধা প্রদানকারী ক্রেডিট
ঘ) সুবিধা গ্রহণকারী ক্রেডিট, সুবিধা প্রদানকারী ডেবিট

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। 'কবি এন্ড ছবি ট্রেডার্স' দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি অনুসারে যথাযথভাবে প্রতিটি হিসাবের বই সংরক্ষণ করে থাকেন। ২০১৭ সালের ডিসেম্বর মাসে ব্যবসায়ে সংঘটিত লেনদেনগুলো নিম্নরূপ :

ডিসেম্বর	১	নগদ ১৫,০০,০০০ টাকা মূলধন ব্যবসায়ে আনা হলো।
ডিসেম্বর	১২	২,৫০,০০০ টাকার (কাপড়) ধারে ক্রয় করা হলো।
ডিসেম্বর	২৩	নগদে ৬০,০০০ টাকার আসবাবপত্র ক্রয় করা হলো।
ডিসেম্বর	২৪	ম্যানেজার শাকিলাকে বেতন প্রদান করা হলো ৪৮,০০০ টাকা। ভাউচার নং ১০২
ডিসেম্বর	৩০	নগদে কমিশন প্রাপ্তি ৮,৫০০ টাকা।
ডিসেম্বর	৩১	৫% বাট্টায় চেক দ্বারা পণ্য ক্রয় ১,২০,০০০ টাকা।

ক) ডিসেম্বর মাসে মোট কত টাকার পণ্য ক্রয় করা হয়েছে?
খ) 'কবি এন্ড ছবি ট্রেডার্স'-এর উপর্যুক্ত লেনদেনের ডেবিট ও ক্রেডিট নির্ণয় করো।
গ) 'কবি এন্ড ছবি ট্রেডার্স'-এর ২৪ ডিসেম্বর তারিখের লেনদেন অবলম্বনে একটা ভাউচার প্রস্তুত করো।

২০২৫

২। জনাব শহীদুল ইসলাম তার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান 'রিয়াদ এন্টারপ্রাইজ'-এর ব্যবসায়ের বিস্তারিত হিসাব সংরক্ষণ করেন না। ১ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে তার ব্যবসায়ের মোট সম্পদ ও দায়ের পরিমাণ যথাক্রমে ৫,৫০,০০০ টাকা ও ১,৭০,০০০ টাকা। উক্ত বছরে জনাব শহীদুল ইসলাম আরও ৫০,০০০ টাকা নতুন করে ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করেন। উক্ত বছরে তিনি মোট ৪০,০০০ টাকা নগদ উত্তোলন করেন। ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে তার ব্যবসায়ে নিম্নোক্ত সম্পদ ও দায়সমূহ ছিল-

নগদ ১,৮৫,০০০ টাকা; আসবাবপত্র ১,৮০,০০০ টাকা; দেনাদার ১,৩০,০০০ টাকা; মজুদ পণ্য ৯০,০০০ টাকা; ব্যাংক ঋণ ৬০,০০০ টাকা এবং পাওনাদার ৫৫,০০০ টাকা।

ক) 'রিয়াদ এন্টারপ্রাইজ'-এর প্রারম্ভিক মূলধনের পরিমাণ নির্ণয় করো।
খ) 'রিয়াদ এন্টারপ্রাইজ'-এর সমাপনী মূলধনের পরিমাণ নির্ণয় করো।
গ) ২০১৭ সালে জনাব 'রিয়াদ এন্টারপ্রাইজ'-এর লাভ/ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় কর।

৩। 'আব্দুর রহমান এন্টারপ্রাইজ' ২০১৭ সালের মার্চ ১ তারিখে নগদ ২,৪০,০০০ টাকা; ৫৬,০০০ টাকার যন্ত্রপাতি; ২১,০০০ টাকার পণ্যদ্রব্য নিয়ে ব্যবসায় আরম্ভ করেন। উক্ত মাসে অন্যান্য লেনদেন-

মার্চ	৩	কাশেম ট্রেডার্সের নিকট থেকে পণ্য ক্রয় ৩৪,০০০ টাকা।
মার্চ	৬	জাহিদ স্টোরের নিকট বিস্কুট বিক্রয় করেন ১৫,০০০ টাকা।
মার্চ	৭	দোকান ভাড়া প্রদান ১৬,৫০০ টাকা।
মার্চ	১০	নগদে পণ্য বিক্রয় ৭৫,০০০ টাকা।
মার্চ	১৭	নগদে পণ্য ক্রয় ৩৫,০০০ টাকা।
মার্চ	১৯	কেক বিক্রয় ৬০,০০০ টাকা।
মার্চ	২১	জনতা ট্রেডার্সের নিকট থেকে ময়দা ক্রয় ১৭,৫০০ টাকা।
মার্চ	২৮	মালিক নিজ প্রয়োজনে ব্যবসায় থেকে উত্তোলন করেন ৪,৫০০ টাকা।

ক) বিক্রয়ের পরিমাণ নির্ণয় করো।
খ) ১, ৩, ৭ ও ১০ তারিখের লেনদেনগুলোর বিবরণী ছকে হিসাব সমীকরণের উপর লেনদেনের প্রভাব দেখাও।
গ) মার্চ ৬, ১৭, ১৯, ২৮ তারিখের লেনদেনগুলোর ডেবিট-ক্রেডিট নির্ণয় করো।

৪। 'আলম সার্ভিসেস সেন্টার' ১ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে নগদ ৫,০০,০০০ টাকা; ৭৫,০০০ টাকার আসবাবপত্র ও ৫৫,০০০ টাকার ব্যাংক ঋণ নিয়ে একটি কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র শুরু করেন। উক্ত মাসে তার অন্য লেনদেনগুলো ছিল নিম্নরূপ :

জানুয়ারি	২	অফিস ভাড়া পরিশোধ ২২,০০০ টাকা
জানুয়ারি	১০	কাগজ ক্রয় করা হলো ৫,০০০ টাকা
জানুয়ারি	১২	কম্পিউটার মেরামত করা হলো ৩২,০০০ টাকা
জানুয়ারি	২০	চেকে মজুরি প্রদান করা হলো ৮,৫০০ টাকা
জানুয়ারি	২৫	বিসিটি ব্যাংক হতে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রাপ্তি [ভাউচার নং ৫০৩] ১৩,০০০ টাকা

ক) প্রারম্ভিক মূলধনের পরিমাণ নির্ণয় করো।
খ) উপর্যুক্ত লেনদেনগুলোর কারণসহ ডেবিট-ক্রেডিট নির্ণয় করো।
গ) ২৫ জানুয়ারির লেনদেন অবলম্বনে ক্রেডিট ভাউচার প্রস্তুত করো।

৫। জনাব খালেক শেখ ২০১৭ সালের ১ জুলাই ১,২০,০০০ টাকা এবং ৭৫,০০০ টাকার পণ্য নিয়ে পিউ ট্রেডার্স নামে একটি ব্যবসা আরম্ভ করলেন। উক্ত মাসে তার অন্য লেনদেনগুলো ছিল নিম্নরূপ :

জুলাই ৪ নগদে ৬৬,০০০ টাকার আসবাবপত্র ক্রয় করা হলো।
জুলাই ৮ ধারে ৮৫,০০০ টাকার পণ্য বিক্রয়ের আদেশ পাওয়া গেল।
জুলাই ১২ নগদে ৩০,০০০ টাকার পণ্য ক্রয় করা হলো।
জুলাই ১৫ মাসিক ১৫,০০০ টাকা বেতনের একজন কর্মচারী নিয়োগ করা হলো।
জুলাই ২০ ব্যবসায়ের প্রয়োজনীয় মনিহারি ক্রয় করে নগদ ৮,০০০ টাকা প্রদান করা হলো।
জুলাই ২৫ চেক দ্বারা বিক্রয় ৮০,০০০ টাকা।
জুলাই ৩০ মালিক কর্তৃক উত্তোলন ৫,৭৫০ টাকা।

ক) লেনদেন নয় এমন ঘটনাসমূহের মোট টাকার পরিমাণ নির্ণয় করো।
খ) পিউ ট্রেডার্সের জুলাই মাসের লেনদেনগুলোর কারণসহ ডেবিট-ক্রেডিট নির্ণয় করো।
গ) পিউ ট্রেডার্সের জুলাই মাস শেষে মালিকানা স্বত্বের পরিমাণ নির্ণয় করো।

৬। জনাব রোকেয়া পানামা সঙ্গের মালিক, ২০১৭ সালের জানুয়ারি মাসে নিম্নোক্ত ঘটনাগুলো সংঘটিত হয়েছে:

জানুয়ারি ১ ৫,৫০,০০০ টাকার পণ্য নগদে বিক্রয় করা হলো।
জানুয়ারি ১০ একজন ক্রেতার নিকট থেকে ১,২০,০০০ টাকার পণ্যের ফরমায়েশ পাওয়া গেল।
জানুয়ারি ১৮ নগদে ৮০,০০০ টাকার পণ্য ক্রয় করা হলো।
জানুয়ারি ২২ ফরমায়েশ অনুযায়ী ক্রেতাকে পণ্য সরবরাহের বিল তৈরি করা হলো ১০,০০০ টাকা।
জানুয়ারি ২৫ মালিক ব্যবসায়ের জন্য ৯০,০০০ টাকা অতিরিক্ত মূলধন আনলেন।
জানুয়ারি ৩০ অতীতের পাওনা বাবদ ১,১০,০০০ টাকা নগদে পাওয়া গেল।

ক) লেনদেন নয় এমন ঘটনাগুলোর মোট টাকার পরিমাণ নির্ণয় করো।
খ) যেসব ঘটনা লেনদেন, সেগুলো আধুনিক পদ্ধতিতে কারণসহ লেখো।
গ) পানামা সঙ্গের সমীকরণ পদ্ধতিতে লেনদেনসমূহ কারণসহ ডেবিট ও ক্রেডিট নির্ণয় করো।

চতুর্থ অধ্যায়
মূলধন ও মুনাফা জাতীয় লেনদেন

একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্ট কালব্যাপী চলমান থাকবে, যা সকলেই আশা করে। নির্দিষ্ট সময় পর পর ব্যবসায়ের লাভ–ক্ষতি ও সার্বিক অবস্থা জানাও প্রয়োজন। কিছু লেনদেন এমন, যাদের সুবিধা নির্দিষ্ট সময়েই শেষ হয়ে যায় এবং কিছু লেনদেন এমন, যাদের সুবিধা দীর্ঘ সময়ব্যাপী পাওয়া যায়। এই অবস্থা বিবেচনা করেই লেনদেনসমূহকে মূলধন ও মুনাফা জাতীয় এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। লেনদেনসমূহ সঠিকভাবে বিভক্তকরণের উপরই ব্যবসায়ের প্রকৃত লাভ–ক্ষতি ও আর্থিক অবস্থা জানা নির্ভর করে। তাই মূলধন ও মুনাফা জাতীয় লেনদেন সঠিকভাবে চিহ্নিত করার মাধ্যমে হিসাববিজ্ঞানের উদ্দেশ্য অর্জন ত্বরান্বিত হয়।

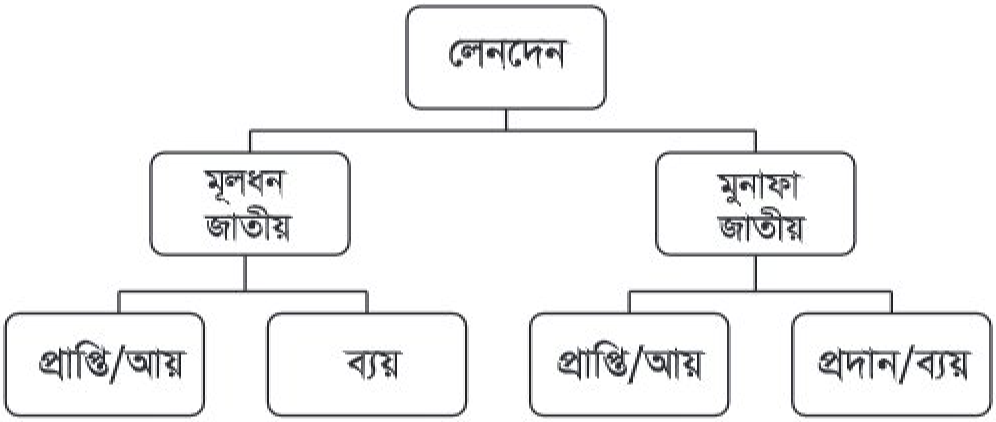

চিত্র : লেনদেনের শ্রেণিবিভাগ

এই অধ্যায় শেষে আমরা–

- মূলধন ও মুনাফা জাতীয় লেনদেনের ধারণা বর্ণনা করতে পারব ;
- মূলধন ও মুনাফা জাতীয় লেনদেনের পার্থক্য নিরূপণ করতে পারব ;
- মূলধন ও মুনাফা জাতীয় লেনদেনের পার্থক্যকরণের প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করতে পারব ;
- লাভ–ক্ষতি পরিমাপ এবং আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকালে মূলধন ও মুনাফা জাতীয় লেনদেনসমূহ যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে পারব।

মূলধন ও মুনাফা জাতীয় লেনদেনের ধারণা

ব্যবসায়ের সকল লেনদেন দুই ভাগে বিভক্ত, মূলধন জাতীয় ও মুনাফা জাতীয়। মূলধন জাতীয় লেনদেনের সুবিধা ভোগের মেয়াদ মুনাফা জাতীয় লেনদেন অপেক্ষা অধিক। মুনাফা জাতীয় লেনদেন যেখানে নিয়মিত সংঘটিত হয়, সেখানে মূলধন জাতীয় লেনদেন অনিয়মিত। এরূপ আরও কতিপয় দিক/বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা এই দুই ধরনের লেনদেনকে পরস্পর পৃথক করে।

লেনদেনের ক্ষেত্রে সাধারণত আমরা দেখেছি– লেনদেনটি নগদ না অনগদ; লেনদেনটি দৃশ্যমান না অদৃশ্যমান প্রভৃতি বিষয়। লেনদেনসমূহকে নিম্নোক্ত অবস্থা থেকে বিবেচনা করা যায়–

কাজ : উপরোক্ত তিনটি অবস্থা বিবেচনা করে নিম্নোক্ত লেনদেনসমূহকে দুই ভাগে বিভক্ত করো–

- ব্যাংক হতে ১,০০,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ।
- পণ্য বিক্রয় ৫,০০০ টাকা।
- বাকিতে আলমারি ক্রয় ২০,০০০ টাকা।
- কর্মচারীকে বেতন পরিশোধ ৩,০০০ টাকা।
- পুরাতন মোটর গাড়ি বিক্রয় ৭০,০০০ টাকা।
- ব্যাংকে জমাকৃত অর্থের উপর সুদ প্রাপ্তি ৫০০ টাকা।

যে সকল লেনদেন হতে দীর্ঘমেয়াদি (১ বছরের অধিক) সুবিধা পাওয়া যায়, যার টাকার অঙ্কে সাধারণত অপেক্ষাকৃত বড় এবং লেনদেন নিয়মিত সংঘটিত হয় না, তা মূলধন জাতীয় লেনদেন। অপরদিকে, যে সকল লেনদেন হতে স্বল্পমেয়াদি সুবিধা পাওয়া যায়, লেনদেনের টাকার অঙ্কের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত ছোট কিন্তু নিয়মিত সংঘটিত হয় (নির্দিষ্ট সময় পর পর), তা মুনাফা জাতীয় লেনদেন।

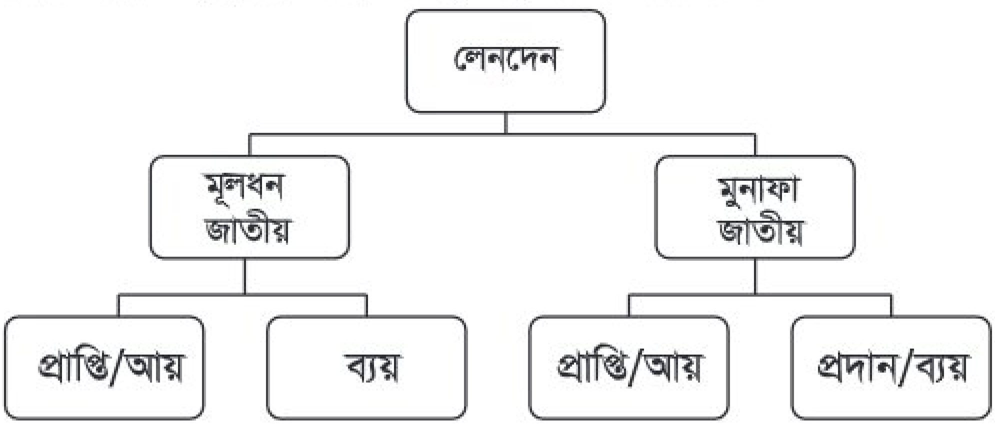

মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি ও আয় :

যে সকল প্রাপ্তি অনিয়মিত, টাকার পরিমাণ বড় এবং এক বছরের অধিক সময় সুবিধা ভোগ করা যায়, তাই মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি। ব্যবসায়ে মূলধন আনয়ন, ব্যাংক হতে ঋণ গ্রহণ, স্থায়ী সম্পদ (আসবাবপত্র, জমি, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি) বিক্রয় প্রভৃতি মূলধন জাতীয় প্রাপ্তির উদাহরণ। মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি ও মূলধন জাতীয় আয় একরূপ মনে হলেও কিছুটা পার্থক্য বিদ্যমান। মূলধন জাতীয় আয় মূলধন জাতীয় প্রাপ্তিরই একটি অংশ।

মূলধন জাতীয় আয়ও প্রতিবছর হয় না এবং উদাহরণও খুব বেশি নেই। কোনো যন্ত্রপাতি কয়েক বছর ব্যবহারের পর যদি বিক্রয় করা হয়, সেখান থেকে কিছু আয় হতে পারে। ধরা যাক একটি পুরাতন যন্ত্রপাতি বিক্রয় হলো ৮০,০০০ টাকা, যার ব্যবহার পরবর্তী মূল্য ছিল ৬৫,০০০ টাকা। এখানে মূলধনী আয় হয়েছে ১৫,০০০ টাকা (৮০,০০০−৬৫,০০০)। লক্ষ রাখতে হবে যে মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি ৮০,০০০ টাকার সবটুকুই মূলধন জাতীয় আয় নয়।

কাজ : জনাব রতন ২০১৫ সালে একটি জমি ২,৮০,০০০ টাকায় ক্রয় করেন, যা ২০১৭ সালে ৪,০০,০০০ টাকায় বিক্রয় করেন। মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি ও মূলধন জাতীয় আয়ের পরিমাণ নির্ণয় করো।

মূলধন জাতীয় ব্যয় :

যে সকল ব্যয় অনিয়মিত, টাকার পরিমাণ বড় এবং ১ বছরের অধিক সময় সুবিধা ভোগ করা যায়, ঐ সকল ব্যয়ই মূলধন জাতীয় ব্যয়। স্থায়ী সম্পদ (জমি, আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি, মোটরগাড়ি ইত্যাদি) ক্রয়, স্থায়ী সম্পদ ক্রয় সম্পর্কিত অন্যান্য খরচ (সম্পদ ক্রয়ের আমদানি শুল্ক, জাহাজ ভাড়া, পরিবহণ খরচ, সংস্থাপন ব্যয় প্রভৃতি) মূলধন জাতীয় ব্যয় স্বরূপ গণ্য। এখানে উল্লেখ্য, যে সকল ব্যয়ের ফলে সম্পদ সম্প্রসারিত ও আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি পায়, তা-ও মূলধন জাতীয় ব্যয়। যেমন : একটি মেশিন পুরনো হয়ে যাওয়ার পর ১০,০০০ টাকা মূল্যের নতুন যন্ত্রাংশ সংযোজন করে মেরামত করা হলো, ফলে মেশিন সচল হওয়ার পাশাপাশি তার মেয়াদও বৃদ্ধি পাবে। অতএব বলা যায়, যে সকল ব্যয়ের উপযোগিতা বর্তমান হিসাব বছরের পাশাপাশি পরবর্তী একাধিক বছরসমূহেও পাওয়া যাবে, তা-ই মূলধন জাতীয় ব্যয়।

চিত্র : মূলধন জাতীয় ব্যয়ের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ

মুনাফা জাতীয় প্রাপ্তি ও আয় :

যে সকল প্রাপ্তি নির্দিষ্ট সময় পর পর অর্থাৎ নিয়মিত আদায় হয় এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই উপযোগিতা শেষ হয়ে যায় তাই মুনাফা জাতীয় প্রাপ্তি। পণ্য বিক্রয়লব্ধ অর্থ, ব্যাংকে জমা টাকার সুদ, প্রাপ্ত বাড়ি ভাড়া, প্রাপ্ত কমিশন ইত্যাদি মুনাফা জাতীয় প্রাপ্তির উদাহরণ। মুনাফা জাতীয় প্রাপ্তি ও মুনাফা জাতীয় আয় একই অর্থবোধক মনে হলেও পার্থক্য বিদ্যমান। মুনাফা জাতীয় প্রাপ্তির সবটুকুই একটি নির্দিষ্ট সময়ের মুনাফা জাতীয় আয় হয় না।

২০২৫

ধরা যাক, হিসাবকাল ২০১৭ সালে ভাড়া পাওয়া গেল ৫০,০০০ টাকা কিন্তু এর মধ্যে ১০,০০০ টাকা পরবর্তী বছর অর্থাৎ ২০১৮ সাল সংক্রান্ত। এক্ষেত্রে ২০১৭-এর মুনাফা জাতীয় প্রাপ্তি ৫০,০০০ টাকা এবং মুনাফা জাতীয় আয় ৪০,০০০ টাকা।

কাজ : মূলধন জাতীয় আয় ও মুনাফা জাতীয় আয়ের পার্থক্য ছক আকারে তৈরি করো।

মুনাফা জাতীয় প্রদান/ব্যয় :

ব্যবসায়ের দৈনন্দিন কার্য সম্পাদনের জন্য নিয়মিত যে সকল ব্যয় নির্দিষ্ট সময় পর পর সংঘটিত হয় এবং স্বল্প সময়ের মধ্যেই উপযোগিতা নিঃশেষ হয়ে যায়, তাকে মুনাফা জাতীয় প্রদান/ব্যয় বলা হয়। পণ্য ক্রয়, ভাড়া পরিশোধ, বেতন পরিশোধ, মনিহারি দ্রব্যাদি ক্রয়, বিজ্ঞাপন খরচ ইত্যাদি মুনাফা জাতীয় ব্যয়ের উদাহরণ। মুনাফা জাতীয় ব্যয়ের দ্বারা সম্পদ অর্জিত না হলেও সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণে অবদান রাখে। মুনাফা জাতীয় প্রদান ও ব্যয় একই অর্থবোধক মনে হলেও কিছুটা পার্থক্য বিদ্যমান। মুনাফা জাতীয় ব্যয়, মুনাফা জাতীয় প্রদানেরই একটি অংশ। চলতি হিসাবকালের সঙ্গে প্রায়ই বিগত হিসাবকালের বকেয়া এবং পরবর্তী হিসাবকালের খরচ অগ্রিম পরিশোধ করা হয়। চলতি, বিগত ও পরবর্তী হিসাবকাল সংশ্লিষ্ট মোট পরিশোধকৃত অর্থ মুনাফা জাতীয় প্রদান, শুধু চলতি হিসাবকালের অংশটুকুই মুনাফা জাতীয় ব্যয় হিসেবে গণ্য হবে। স্থায়ী সম্পদ মেরামতের ফলে সম্পদের আয়ুষ্কালে কোনো প্রভাব না পড়লে, উক্ত ব্যয় মুনাফা জাতীয় ব্যয় হিসেবে লিপিবদ্ধ হবে।

মুনাফা প্রকৃতিবিশিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও মুনাফা জাতীয় ব্যয়ের ন্যায় স্বল্পমেয়াদি সুবিধা না পেয়ে দীর্ঘমেয়াদি সুবিধা ভোগ করা যায়, এরূপ ব্যয়ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে পরিলক্ষিত হয়। এই ব্যয় সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা প্রদান করা হলো–

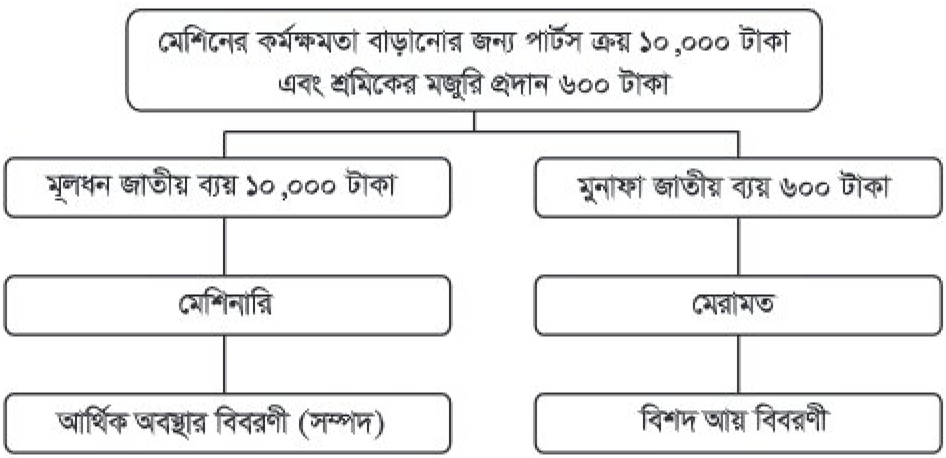

কাজ : মূলধন জাতীয় ব্যয় ও মুনাফা জাতীয় ব্যয়ের পার্থক্য ছক আকারে তৈরি করো।

মূলধন ও মুনাফা জাতীয় লেনদেন পার্থক্যকরণের প্রয়োজনীয়তা :

একজন ব্যবসায়ীকে একটি নির্দিষ্ট সময় শেষে (সাধারণত প্রতিবছর) লেনদেনের আর্থিক ফলাফল ও আর্থিক অবস্থা জানতে হয়। এ জন্য অন্তত তিনটি বিবরণী প্রস্তুত করতে হয়–বিশদ আয় বিবরণী (Statement of Comprehensive Income) মালিকানা স্বত্ব পরিবর্তন বিবরণী (Statement of changes in Equity) এবং আর্থিক অবস্থার বিবরণী (Statement of Financial Position)। বিশদ আয় বিবরণী থেকে আমরা ব্যবসায়ের লাভ বা ক্ষতির পরিমাণ, মালিকানা স্বত্ব পরিবর্তন বিবরণী হতে ব্যবসায়ের প্রতি মালিকের পাওনার পরিমাণ এবং আর্থিক অবস্থার বিবরণী থেকে সম্পদ ও দায়-দেনার পরিমাণ জানতে পারি।

মূলধন ও মুনাফা জাতীয় লেনদেনের প্রভাব:

শুধু মুনাফা জাতীয় আয় ও ব্যয়ের ভিত্তিতে বিশদ আয় বিবরণী প্রস্তুত করে ব্যবসায়ের লাভ–ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় করা হয়। অপরদিকে শুধু মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি ও মূলধন জাতীয় ব্যয়ের ভিত্তিতে আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত করে সম্পদ, দায় ও মালিকানা স্বত্বের পরিমাণ নির্ণয় করা হয়। এই দুই ধরনের লেনদেন পরস্পর অবস্থান পরিবর্তন করে আর্থিক বিবরণীতে লিপিবদ্ধ হলে কখনই ব্যবসায়ের প্রকৃত লাভ–ক্ষতি এবং সম্পদ, দায় ও মালিকানা স্বত্বের পরিমাণ জানা যাবে না।

কাজ : একটি ব্যয়কে তুমি মূলধন জাতীয় না ধরে মুনাফা জাতীয় ধরে হিসাব করলে কী অসুবিধা হবে?

বিলম্বিত মুনাফা জাতীয় ব্যয় :

মুনাফা জাতীয় হওয়া সত্ত্বেও নির্দিষ্ট হিসাব বছরে সীমাবদ্ধ না থেকে একাধিক বছরসমূহে সুবিধা পাওয়া যায় বলেই এই ব্যয়কে বিলম্বিত মুনাফা জাতীয় ব্যয় বলা হয়। যেহেতু এই ব্যয়ের দ্বারা একাধিক বছর সুবিধা ভোগ করা যায়, তাই এই ব্যয়কে হিসাবকালসমূহের মাঝে বিভক্ত করে, চলতি হিসাবকালের অংশটুকু মুনাফা জাতীয় ব্যয়ের ন্যায় এবং অবশিষ্ট অংশ সাময়িকভাবে মূলধন জাতীয় ব্যয়ের ন্যায় লিপিবদ্ধ করা হয়। নতুন পণ্য তৈরির পূর্বের গবেষণা ও পরীক্ষা ব্যয়, বিজ্ঞাপন বাবদ এককালীন বড় অঙ্কের ব্যয়, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থানান্তর ব্যয় ইত্যাদি বিলম্বিত মুনাফা জাতীয় ব্যয়ের উদাহরণ।

মূলধন ও মুনাফা জাতীয় হিসাবের তালিকা

মূলধন ও মুনাফা জাতীয় লেনদেন	শ্রেণি এবং প্রভাব	কারণ
১। মূলধন	মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি	ব্যবসায়ে অনেক বছর ব্যবহার হবে, মালিককে এ টাকা ফেরত দিতে হবে
২। জমি, দালানকোঠা, পুরাতন যন্ত্রপাতি বিক্রয়	মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি/আয়	অনিয়মিত প্রাপ্তি
৩। ঋণ গ্রহণ	মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি	ব্যবসায় অনেক বছর ব্যবহার হবে এবং এ টাকা ফেরত দিতে হবে
৪। পণ্য বিক্রয়	মুনাফা জাতীয় আয়	নিয়মিত হয়
৫। ব্যাংকে বিনিয়োগের সুদ	ঐ	ঐ
৬। দালান কোঠার ভাড়া প্রাপ্তি	ঐ	ঐ
৭। শেয়ারে বিনিয়োগের লভ্যাংশ	মুনাফা জাতীয় আয়	ঐ
৮। সেবার বিনিময়ে কমিশন গ্রহণ	ঐ	ঐ

মূলধন ও মুনাফা জাতীয় লেনদেন	শ্রেনি এবং প্রভাব	কারণ
৯। জমি ক্রয়	মূলধন জাতীয় ব্যয়	অনিয়মিত এবং দীর্ঘকাল ব্যবহার হবে
১০। জমি ক্রয়ের রেজিস্ট্রেশন ব্যয়	ঐ	জমি ক্রয়ের সাথে অন্তর্ভুক্ত
১১। দালান কোঠা নির্মাণ	ঐ	অনিয়মিত ও ব্যবসায়ে দীর্ঘকাল ব্যবহার হবে
১২। যন্ত্রপাতি ক্রয়	ঐ	ঐ
১৩। নতুন পণ্যের গবেষণা ব্যয়	বিলম্বিত মুনাফা জাতীয়	একাধিক হিসাবকালব্যাপী সুবিধা পাওয়া যাবে
১৪। যন্ত্রপাতি ক্রয় পরিবহণ খরচ	মূলধন জাতীয় ব্যয়	অনিয়মিত ও যন্ত্রপাতির সাথে অন্তর্ভুক্ত
১৫। যন্ত্রপাতির বড় ধরনের মেরামত খরচ	ঐ	অনিয়মিত ও যন্ত্রপাতির আয়ুষ্কাল বাড়াবে
১৬। আসবাবপত্র ক্রয়	ঐ	অনিয়মিত এবং দীর্ঘকাল ব্যবহার হবে।
১৭। পণ্য ক্রয়	মুনাফা জাতীয় ব্যয়	নিয়মিত হয়
১৮। বেতন ও মজুরি	ঐ	ঐ
১৯। ঋনের সুদ প্রদান	ঐ	ঐ
২০। বাড়ি ভাড়া প্রদান	ঐ	ঐ
২১। বিদ্যুৎ, টেলিফোন বিল	ঐ	ঐ
২২। বিজ্ঞাপন খরচ	ঐ	ঐ
২৩। বিমা প্রিমিয়াম প্রদান	ঐ	ঐ
২৪। যন্ত্রপাতির দৈনন্দিন মেরামত	ঐ	ঐ
২৫। দালানকোঠা, যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্রের ব্যবহারজনিত ক্ষয়	ঐ	ঐ

কাজ : আরও কিছু মূলধন ও মুনাফা জাতীয় ব্যয়ের উদাহরণের তালিকা তৈরি করো।

উদাহরণ :

২০১৭ সালের ৩১ মার্চ বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মের হিসাবের বই থেকে নিম্নোক্ত তথ্য পাওয়া গেল:

- ভাড়া ৭৫০ টাকা।
- বৈদ্যুতিক খরচ (যার মধ্যে আছে নতুন বিদ্যুৎ ক্যাবল ক্রয় ৬,০০০ টাকা) ৭,৭০০ টাকা।
- আনয়ন ভাড়া (যার মধ্যে ৫,০০০ টাকা আছে নতুন সিমেন্ট মিক্সচার আনয়নে) ৬,৫০০ টাকা।
- ড্রিলিং মেশিন ক্রয় ৪,১০০ টাকা।

করণীয় :

মূলধন জাতীয় ও মুনাফা জাতীয় ব্যয়ের পরিমাণ কত?

সমাধান

মূলধন জাতীয় ব্যয় :

নতুন বিদ্যুৎ ক্যাবলের ব্যয়	৬,০০০ টাকা
নতুন সিমেন্ট মিক্সচার আনয়ন ব্যয়	৫,০০০ টাকা
ড্রিলিং মেশিন	৪,১০০ টাকা
মোট	১৫,১০০ টাকা

মুনাফা জাতীয় ব্যয় :

ভাড়া	৭৫০ টাকা
বৈদ্যুতিক খরচ	১,৭০০ টাকা
আনয়ন ভাড়া	১,৫০০ টাকা
মোট	৩,৯৫০ টাকা

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। মূলধন জাতীয় ব্যয় কোনটি?

ক) সুদ প্রদান খ) ভাড়া প্রদান গ) মেশিন ক্রয় ঘ) পণ্য ক্রয়

২। যদি মূলধন জাতীয় ব্যয়কে মুনাফা জাতীয় ব্যয় হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হয় তবে কোনটি নির্ণয় ভুল হবে?

ক) ব্যাংক ব্যালেন্স খ) দেনাদার গ) পাওনাদার ঘ) নীট মুনাফা

৩। মুনাফা জাতীয় ব্যয় হলো–

i) বিক্রয়ের জন্য গাড়ি ক্রয়

ii) ব্যবসায়ের ব্যবহারের জন্য যন্ত্রপাতি ক্রয়

iii) ডেলিভারি ভ্যানের রোড ট্যাক্স ও বিমা প্রিমিয়াম

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৪। যন্ত্রপাতি ক্রয়-বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের যন্ত্রপাতি বিক্রয়লব্ধ অর্থ–

ক) মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি খ) মূলধন জাতীয় আয়

গ) মুনাফা জাতীয় আয় ঘ) মুনাফা জাতীয় প্রাপ্তি

৫। ব্যবসায়ের জন্য পণ্য আমদানির শুল্ক–

ক) মূলধন জাতীয় ব্যয় খ) মুনাফা জাতীয় ব্যয়

গ) বিলম্বিত মুনাফা জাতীয় ব্যয় ঘ) মুনাফা জাতীয় আয়

৬। সুকমল বড়ুয়া তাঁর ব্যবসায়ের জন্য এক খণ্ড জমি ক্রয় করেন। জমির রেজিস্ট্রেশন করতে তিনি ৫,০০০ টাকা ব্যয় করেন। এই রেজিস্ট্রেশন খরচ –

ক) মুনাফা জাতীয় ব্যয় খ) মূলধন জাতীয় ব্যয়

গ) নিয়মিত ব্যয় ঘ) বিলম্বিত মুনাফা জাতীয় ব্যয়

৭। বিশদ আয় বিবরণীতে লিপিবদ্ধ হবে–

(i) মুনাফা জাতীয় ব্যয়

(ii) মুনাফা জাতীয় আয়

(iii) মূলধন জাতীয় ব্যয়

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৮। আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে লিপিবদ্ধ হবে–

i) মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি ii) মুনাফা জাতীয় ব্যয় iii) বিলম্বিত মুনাফা জাতীয় ব্যয়

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৯। ব্যবসায়ে পণ্য আনয়নের জাহাজ ভাড়া প্রদান, কোন ধরনের লেনদেন?

ক) মুনাফা জাতীয় খ) মূলধন জাতীয়

গ) বিলম্বিত মুনাফা জাতীয় ঘ) ব্যবসায় পরিচালন

১০। বিলম্বিত মুনাফা জাতীয় ব্যয়–

(i) ৩ বছরের জন্য পণ্যের প্রচারণা বাবদ এ্যাড ফার্মকে প্রদান ১,০০,০০০ টাকা

(ii) ৩ মাসের ভাড়া অগ্রিম পরিশোধ করা হলো ১৫,০০০ টাকা

(iii) ব্যবসায়ের অফিস স্থানান্তর বাবদ ব্যয় ২৫,০০০ টাকা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১১, ১২ ও ১৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও–

২০১৪ সালের ১ জানুয়ারি জনাব প্লাবন ভৌমিক তাঁর ব্যবসায়ের জন্য ৪০,০০০ টাকা মূল্যের একটি যন্ত্রপাতি ক্রয় করলেন এবং যন্ত্রটি সংস্থাপন বাবদ ৫,০০০ টাকা ব্যয় করলেন। যন্ত্রটি তিনি ২০১৭ সালে ২৫,০০০ টাকায় বিক্রয় করেন; এ সময় যন্ত্রটির মূল্য অবচয় বাদ দেওয়ার পর ছিল ২৪,০০০ টাকা।

১১। মূলধন জাতীয় ব্যয়ের পরিমাণ কত?

ক) ৪০,০০০ টাকা খ) ৪৫,০০০ টাকা

গ) ৪৬,০০০ টাকা ঘ) ৬৯,০০০ টাকা

১২। চার বছরে উক্ত যন্ত্রের মোট কত টাকা অবচয় হয়েছে?

ক) ১৫,০০০ টাকা খ) ১৬,০০০ টাকা

গ) ২০,০০০ টাকা ঘ) ২১,০০০ টাকা

১৩। মূলধন জাতীয় আয়ের পরিমাণ কত?

ক) ১,০০০ টাকা খ) ১৫,০০০ টাকা

গ) ১৬,০০০ টাকা ঘ) ২০,০০০ টাকা

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। ২০১৭ সালে 'বোরহান এন্টারপ্রাইজ' নামের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের লেনদেনের কিছু অংশ নিম্নরূপ :

লেনদেনের বিবরণ	টাকা
ব্যবসায়ে মূলধন বিনিয়োগ	৫,০০,০০০
যন্ত্রপাতি ক্রয়	১,৫০,০০০
ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ	৩,০০,০০০
পণ্য ক্রয়	১০,০০,০০০
কর্মচারীর বেতন প্রদান	৩,৮০,০০০
বিদ্যুৎ ও টেলিফোন বিল প্রদান	১২,০০০
যন্ত্রপাতির অবচয়	১৫,০০০
বিনিয়োগ হতে মুনাফা প্রাপ্তি	১৪,০০০
ভাড়া প্রদান (যার মধ্যে ৩,০০০ টাকা ২০১৮ সালের জন্য)	৪০,০০০
কমিশন প্রাপ্তি (যার মধ্যে ৪,০০০ টাকা ২০১৬ সালের জন্য)	৫০,০০০
পণ্য বিক্রয়	২০,০০,০০০
মালিকের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে উত্তোলন	৫,০০০

ক) মূলধন জাতীয় প্রাপ্তির পরিমাণ নির্ণয় করো।

খ) মুনাফা জাতীয় আয় ও ব্যয় এবং মুনাফা জাতীয় প্রাপ্তি ও প্রদানের পরিমাণ নির্ণয় করো।

গ) বছরান্তে 'বোরহান এন্টারপ্রাইজ'-এর মালিকানা স্বত্বের পরিমাণ নিরূপণ করো।

২। সাকিব ট্রেডার্স ২০১৭ সালের এপ্রিল মাসে নিম্নোক্ত ব্যবসায়িক লেনদেনসমূহ সংঘটিত হয়েছে–

এপ্রিল	১	:	ধানমন্ডি হতে মতিঝিলে ব্যবসায় স্থানান্তর বাবদ ব্যয় ২৫,০০০ টাকা
এপ্রিল	২	:	মনিহারি দ্রব্যাদি ক্রয় ৩,০০০ টাকা
এপ্রিল	৪	:	নতুন মেশিন ক্রয় ১,৬০,০০০ টাকা
এপ্রিল	৫	:	নতুন মেশিন ক্রয় এর বহন খরচ ৭,৫০০ টাকা
এপ্রিল	৭	:	নতুন মেশিন সংস্থাপন ব্যয় ১৫,০০০ টাকা
এপ্রিল	১০	:	পুরাতন কম্পিউটার মেরামত ব্যয় ৩,০০০ টাকা
এপ্রিল	১২	:	অফিসের গাড়ির জন্য নতুন ব্যাটারি ও টায়ার ক্রয় ৪০,০০০ টাকা
এপ্রিল	১৫	:	নতুন পণ্যের গবেষণা ব্যয় ১৮,০০০ টাকা

ক) বিলম্বিত মুনাফা জাতীয় ব্যয় নির্ণয় করো।

খ) মূলধন জাতীয় ব্যয় ও মুনাফা জাতীয় ব্যয়ের পরিমাণ নির্ণয় করো।

গ) ৪ তারিখে ক্রীত মেশিন ১,৯৫,০০০ টাকায় বিক্রয় করা হলে, মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি ও মূলধন জাতীয় আয়ের পরিমাণ নিরূপণ করো।

৩। জনাব নাজিম ঢাকার উত্তরায় ২০১৭ সালের জানুয়ারি মাসে 'ক্যাসেল থ্রি স্টার' নামে একটি রেস্টুরেন্ট পরিচালনা করেন। তাঁর রেস্টুরেন্টের কতিপয় লেনদেন নিম্নরূপ-

- তৈজসপত্র ক্রয় ৮০,০০০ টাকা।
- সাজসজ্জা-সামগ্রী ক্রয় ২০,০০০ টাকা।
- প্রচারণা বাবদ ব্যয় করা হলো ৩,০০০ টাকা।
- মালামাল আনয়নের ভ্যানগাড়ি মেরামত ১,০০০ টাকা।
- রেস্টুরেন্টে জন্মদিনের অনুষ্ঠান আয়োজন বাবদ বিল আদায় হলো ২২,০০০ টাকা।
- নষ্ট রেফ্রিজারেটর চালুর জন্য নতুন কমপ্রেসার ক্রয় ৮,০০০ টাকা।
- কর্মচারীদের বেতন প্রদান ৯,০০০ টাকা।
- গ্রাহকদের সেবা প্রদানের দ্বারা প্রাপ্তি ২৫,০০০ টাকা।
- ভাড়া পরিশোধ ৫০,০০০ টাকা।
- আলমারি ক্রয় ২৫,০০০ টাকা।

ক) মুনাফা জাতীয় আয়ের মোট পরিমাণ নির্ণয় করো।
খ) মুনাফা জাতীয় ব্যয়ের পরিমাণ নির্ণয় করো।
গ) মূলধন জাতীয় ব্যয়ের পরিমাণ নির্ণয় করো।

৪। 'রাহা এন্ড ব্রাদার্স' নামে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের জুন, ২০১৭ মাসের কতিপয় লেনদেন নিম্নরূপ :

ব্যবসায়ের মূলধন আনয়ন	২,৫০,০০০	টাকা
পণ্য ক্রয়	৭,০০,০০০	টাকা
বাট্টা প্রাপ্তি	৫,৭০০	টাকা
বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ক্রয়	৪,০০,০০০	টাকা
বিনিয়োগের সুদ প্রাপ্তি (২০১৬ সালের ৫০%)	৪০,০০০	টাকা
আসবাবপত্র বিক্রয়জনিত লাভ	৪,৫০০	টাকা
আমদানি শুল্ক পরিশোধ	৫,০০০	টাকা
ব্যবসায়ের জন্য ফ্রিজ ক্রয়	৭৫,০০০	টাকা
ব্যাংক হতে ঋণ গ্রহণ	৫০,০০০	টাকা
পণ্য বিক্রয়	৭,৩০,০০০	টাকা
বিমা সেলামি	৭,৫০০	টাকা
শিক্ষানবিশ সেলামি (যার ৭৫% টাকা গত বছরের)	৪০,০০০	টাকা
পুরাতন কম্পিউটার বিক্রয়	১০,০০০	টাকা
ঋণের সুদ প্রদান	৫,০০০	টাকা

ক) মূলধন জাতীয় ব্যয়ের পরিমাণ নির্ণয় করো।
খ) মুনাফা জাতীয় আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ নির্ণয় করো।
গ) মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি এবং মুনাফা জাতীয় প্রাপ্তির মোট পরিমাণ নির্ণয় করো।

৫। প্রবির ও সুপ্রিয়া দুই বন্ধু মিলে 'আগুয়ান ডিপার্টমেন্টাল স্টোর' নামে একটি চেইন শপ চালু করেন। উক্ত শপের কিছুসংখ্যক লেনদেন নিচে দেওয়া হলো:

২০১৭

মে	৪	:	ধারে পণ্য ক্রয় ৫০,০০০ টাকা
মে	৭	:	দোকানের সাজসজ্জার পরিবর্তন ব্যয় ১,০০,০০০ টাকা
মে	১০	:	পণ্য পরিবহণ ব্যয় ১,৫০০ টাকা
মে	১২	:	পণ্য বিক্রয় ১৮,০০০ টাকা
মে	১৫	:	বাট্টা প্রদান ৭০০ টাকা
মে	১৬	:	ধারে পণ্য বিক্রয় ২২,০০০ টাকা
মে	২০	:	দোকানের জন্য ফ্রিজ ক্রয় ৪৫,০০০ টাকা
মে	২২	:	বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ ১,২০০ টাকা
মে	২৫	:	কমিশন প্রাপ্তি ৩,০০০ টাকা
মে	৩০	:	লভ্যাংশ প্রাপ্তি ২,০০০ টাকা

ক) উপর্যুক্ত তথ্যাদি হতে মূলধন জাতীয় লেনদেনের মোট পরিমাণ নির্ণয় করো।

খ) উক্ত ব্যবসায়ের মে মাসের মোট মুনাফা জাতীয় ব্যয়ের পরিমাণ নির্ণয় করো।

গ) উক্ত ব্যবসায়ের মে মাসের মোট মুনাফা জাতীয় আয়ের পরিমাণ নির্ণয় করো।

পঞ্চম অধ্যায়

হিসাব

লেনদেন ব্যবসায়ের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটায়। লেনদেনের ফলে অর্থের প্রাপ্তি যেমন ঘটতে পারে, তেমনি প্রদানও ঘটতে পারে; আবার কোনো কোনো লেনদেনের ফলে আয় বা ব্যয়ের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটতে পারে, একইভাবে সম্পদ বা দায়ের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটতে পারে। বিভিন্ন প্রকৃতির অসংখ্য আয়, ব্যয়, সম্পদ ও দায় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে বিদ্যমান। লেনদেনের ফলে যে সকল আয়, ব্যয়, সম্পদ বা দায় প্রভাবিত হবে, তা নির্দিষ্ট ছকে দুতরফা দাখিলা পদ্ধতির নিয়মানুযায়ী লিপিবদ্ধ করা হয় এবং প্রত্যেকটি খাতের মোট ও নিট পরিমাণ নির্ণয় করা হয়। লেনদেনের ফলে প্রতিটি খাতের ক্রমাগত পরিবর্তন ও নিট পরিমাণ জানার জন্য হিসাব প্রস্তুত করা হয়।

'T'—ছক

হিসাবের নাম/শিরোনাম

ডেবিট — হিসাবের কোড নং — ক্রেডিট

তারিখ	বিবরণ	জা: পৃ:	টাকা	তারিখ	বিবরণ	জা: পৃ:	টাকা

'চলমান জের'— ছক

হিসাবের নাম/শিরোনাম — হিসাবের কোড নং.....

তারিখ	বিবরণ	জা: পৃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা	উদ্বৃত্ত/জের	
					ডেবিট	ক্রেডিট

চিত্র : হিসাব ছক।

এই অধ্যায় শেষে আমরা–

- হিসাবের ধারণা ও বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারব ;
- হিসাবের বিভিন্ন প্রকার ছক ('T'—ছক ও 'চলমান জের' ছক) প্রস্তুত করতে পারব ;
- হিসাব সমীকরণ অনুযায়ী হিসাবের শ্রেণিবিভাগ করতে পারব ;
- দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট হিসাবে ডেবিট–ক্রেডিট লিপিবদ্ধ করতে পারব।

হিসাবের ধারণা :

হিসাববিজ্ঞানের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য আর্থিক ফলাফল ও আর্থিক অবস্থা নিরূপণ করা। এই উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য লেনদেনসমূহ সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খলভাবে লিপিবদ্ধ করা জরুরি। লেনদেনের ফলে সম্পদ, দায়, আয়, ব্যয় ও মালিকানা স্বত্বের ক্রমাগত হ্রাস–বৃদ্ধি ঘটে। প্রতিটি হিসাবের ক্রমাগত হ্রাস–বৃদ্ধি এবং নির্দিষ্ট সময় অন্তর প্রতিটি হিসাবের নিট পরিমাণ জানা প্রয়োজন।

ঘটনা :

মাহী ট্রেডার্স ২০১৭ সালের মার্চ মাসে পণ্য বিক্রয় করে ১৫,০০০ টাকা; পুরাতন আসবাবপত্র বিক্রয় করে ৩,০০০ টাকা এবং ব্যাংক হতে ৫,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করে। উক্ত মাসে বাড়ি ভাড়া বাবদ ৮,০০০ টাকা; গ্যাস ও বিদ্যুৎ বিল বাবদ ৬,০০০ টাকা; যাতায়াত বাবদ ৩,৫০০ টাকা এবং কর্মচারীর বেতন বাবদ ২,০০০ টাকা ব্যয় করে।

উপরের ঘটনায় মাহী ট্রেডার্সের মার্চ ২০১৭ মাসের যাবতীয় নগদ প্রাপ্তি ও প্রদান উল্লেখ করা হয়েছে। মাসান্তে মাহী ট্রেডার্সের হাতে নগদ কত টাকা অবশিষ্ট থাকবে? তা জানতে চাইলে নিম্নোক্ত উপায় অবলম্বন করা হবে–

মোট প্রাপ্তি = (১৫,০০০+৩,০০০+৫,০০০) = ২৩,০০০ টাকা।

মোট প্রদান = (৮,০০০+ ৬,০০০+ ৩,৫০০+২,০০০)= ১৯,৫০০ টাকা।

অবশিষ্ট = (২৩,০০০−১৯,৫০০) = ৩,৫০০ টাকা।

হিসাববিজ্ঞানে উপরোক্ত তথ্য উপস্থাপনের জন্য নির্দিষ্ট ছক অনুসরণ করা হয়—

ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট

হিসাবের নাম	টাকা	হিসাবের নাম	টাকা
বিক্রয়	১৫,০০০	বাড়ি ভাড়া	৮,০০০
আসবাবপত্র	৩,০০০	গ্যাস ও বিদ্যুৎ বিল	৬,০০০
ব্যাংক ঋণ	৫,০০০	যাতায়াত	৩,৫০০
		বেতন	২,০০০
		উদ্বৃত্ত (পার্থক্য)	৩,৫০০
	২৩,০০০		২৩,০০০

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি সম্পদ, দায়, রেভিনিউ বা আয়, ব্যয় ও মালিকানা স্বত্বের জন্য এরূপ পৃথক পৃথক ছক সংরক্ষণ এবং উদ্বৃত্ত নির্ণয় করা হয়।

কাজ : হিসাবের ছকটি কীসের অনুরূপ এবং কী কী বিশেষ দিক লক্ষ করছ?

হিসাব হচ্ছে এমন একটি ছক বা বিবরণী, যেখানে প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি খাতের পরিবর্তন ও অবস্থা প্রকাশিত হয়। নগদান হিসাব; আসবাবপত্র হিসাব; ব্যাংক হিসাব; ক্রয় হিসাব; বিক্রয় হিসাব; বেতন হিসাব; ভাড়া হিসাব ইত্যাদি।

হিসাবের ছক

হিসাববিজ্ঞানে হিসাব প্রস্তুতের জন্য দুই ধরনের ছক ব্যবহৃত হয়–

'T'–ছক

হিসাবের নাম/শিরোনাম

ডেবিট হিসাবের কোড নং ক্রেডিট

তারিখ	বিবরণ	জা: পৃ:	টাকা	তারিখ	বিবরণ	জা: পৃ:	টাকা

'চলমান জের'— ছক

হিসাবের নাম/ শিরোনাম হিসাবের কোড নং.....

তারিখ	বিবরণ	জা: পৃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা	উদ্বৃত্ত/জের	
					ডেবিট	ক্রেডিট

'T'—ছকের বৈশিষ্ট্য

- হিসাবের একটি শিরোনাম থাকবে।
- ছকটি ডেবিট ও ক্রেডিট দুইটি অংশে বিভক্ত।
- উভয় অংশে চারটি করে মোট আটটি কলাম থাকবে।
- নির্দিষ্ট সময় পর পর হিসাবের উদ্বৃত্ত (ডেবিট ও ক্রেডিট দিকের যোগফলের পার্থক্য) নির্ণয় করতে হবে।
- হিসাবের কোড নম্বর থাকবে।

'চলমান জের'— ছকের বৈশিষ্ট্য

- হিসাবের একটি শিরোনাম থাকবে।
- হিসাবের কোড নম্বর উল্লেখ থাকবে।
- তারিখ, বিবরণ ও জাবেদা পৃষ্ঠার (জা: পৃ:) কলাম একটি।
- টাকার কলাম মোট ৪টি।
- ডেবিট ও ক্রেডিট টাকার কলাম পাশাপাশি অবস্থিত।
- প্রতিটি লেনদেন লিপিবদ্ধের পর হিসাবের উদ্বৃত্ত নির্ণয় করা হয়।

কাজ: দুইটি ছকের মাঝে কী কী পার্থক্য বিদ্যমান তা চিহ্নিত করো।

বি. দ্র. হিসাবের উদ্বৃত্ত নির্ণয়করণের বিস্তারিত বর্ণনা 'খতিয়ান' অধ্যায়ে করা হয়েছে।

২০১৫

হিসাবের শ্রেণিবিভাগ

হিসাব সমীকরণ (A=L+OE) বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমরা হিসাবের শ্রেণিবিভাগ খুব সহজেই নির্ণয় করতে পারি।

সম্পদ	=	দায়	+	মালিকানা স্বত্ব

অথবা

সম্পদ	=	দায়	+	মালিকের মূলধন + আয় –ব্যয়–মালিকের উত্তোলন

উপরের সমীকরণটি লক্ষ করলে দেখা যায়, হিসাব পাঁচ প্রকার।

১। সম্পদ ২। দায় ৩। মূলধন ৪। রেভিনিউ বা আয় ৫। ব্যয়

হিসাব ও লেনদেনের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা/সম্পর্ক

ক্রমিক নং	হিসাবের নাম	শ্রেণি	হিসাব-সংশ্লিষ্ট লেনদেন
১.	মূলধন হিসাব	মালিকানা স্বত্ব	মালিক প্রতিষ্ঠানকে নগদ অর্থ, পণ্য, সম্পদ ও সুবিধা প্রদান করলে মূলধন হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়।
২.	উত্তোলন হিসাব	মালিকানা স্বত্ব	প্রতিষ্ঠান হতে মালিক ব্যক্তিগত প্রয়োজনে নগদ অর্থ, পণ্য, সম্পদ ও সুবিধা গ্রহণ করলে উত্তোলন হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়।
৩.	নগদান হিসাব	সম্পদ	লেনদেনের দ্বারা নগদ অর্থের প্রাপ্তি ও প্রদান ঘটলে নগদান হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়।
৪.	ব্যাংক হিসাব	সম্পদ	লেনদেনের দ্বারা ব্যাংকে জমাকৃত অর্থ বৃদ্ধি ও হ্রাস ঘটলে ব্যাংক হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়।
৫.	ক্রয় হিসাব	ব্যয়	নগদে, চেকে, কার্ডে, ধারে ও বিলের মাধ্যমে পণ্য (বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে যা ক্রয় করা হয়) ক্রয় এবং পণ্য চুরি, নষ্ট, ব্যবহার ও বিতরণ হলে ক্রয় হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়।
৬.	বিক্রয় হিসাব	আয়	নগদে, চেকে, কার্ডে, ধারে ও বিলের মাধ্যমে পণ্য বিক্রয় হলে বিক্রয় হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়।
৭.	আসবাবপত্র হিসাব	সম্পদ	চেয়ার, টেবিল, আলমারি, শোকেজ, ফাইল কেবিনেট প্রভৃতি স্থায়ী সম্পদ ক্রয় ও বিক্রয় হলে আসবাবপত্র হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়।
৮.	কলকজা ও যন্ত্রপাতি হিসাব	সম্পদ	উৎপাদনে ব্যবহৃত বিভিন্ন মেশিন ক্রয়, সংস্থাপন, সম্প্রসারণ ও বিক্রয়সংক্রান্ত লেনদেন কলকজা ও যন্ত্রপাতি হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়।
৯.	ক্রয় ফেরত/ বহিঃফেরত হিসাব	ব্যয়	ক্রয়কৃত পণ্য ফেরত প্রদান করা হলে এই হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়। এটি ব্যয় হ্রাস করে।
১০.	বিক্রয় ফেরত/ আন্তঃফেরত হিসাব	আয়	বিক্রয়কৃত পণ্য ফেরত পাওয়া গেলে এই হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়। এটি আয় হ্রাস করে।
১১.	পাওনাদার হিসাব/ প্রদেয় হিসাব	দায়	বাকিতে পণ্য ক্রয়, ক্রয়কৃত পণ্য ফেরত, পাওনাদারকে পরিশোধ, ছাড় পাওয়া ও বিলে স্বীকৃতি প্রদান করা হলে পাওনাদার হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়।
১২.	দেনাদার হিসাব/ প্রাপ্য হিসাব	সম্পদ	বাকিতে পণ্য বিক্রয়, বিক্রিত পণ্য ফেরত, দেনাদার হতে প্রাপ্তি, ছাড় প্রদান, অর্থ অনাদায়ী হলে ও বিলে স্বীকৃতি পাওয়া গেলে দেনাদার হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়।
১৩.	প্রদেয় বিল হিসাব	দায়	বিলের মাধ্যমে ক্রয়, পাওনাদারের বিলে স্বীকৃতি প্রদান, বিল পরিশোধ ও অপরিশোধজনিত প্রত্যাখ্যান হলে প্রদেয় বিল হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়।
১৪.	প্রাপ্য বিল হিসাব	সম্পদ	বিলের মাধ্যমে বিক্রয়, দেনাদার হতে বিলে স্বীকৃতি প্রাপ্তি, বিলের অর্থ আদায়, বিল বাট্টাকরণ ও বিল প্রত্যাখানের কারণে প্রাপ্য বিল হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়।
১৫.	মজুদ পণ্য হিসাব	সম্পদ	ক্রয়কৃত পণ্য নির্দিষ্ট হিসাব বছর/হিসাবকালের শেষে অবিক্রীত থেকে গেলে উক্ত হিসাবকালের শেষ তারিখে এর পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়, যা উক্ত শেষ তারিখে সমাপনী মজুদ পণ্য এবং পরবর্তী বছর/হিসাবকালের ১ম দিনে প্রারম্ভিক মজুদ হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়।

২০২৫

১৬.	ঋণ হিসাব	দায়	প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে ঋণ গ্রহণ ও পরবর্তীতে তা পরিশোধ হলে ঋণ হিসাব প্রভাবিত হবে। ঋণ প্রদানকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নাম যুক্ত হতে পারে। যেমন–রাকেশের ঋণ হিসাব বা ব্যাংক ঋণ হিসাব।
১৭.	বিনিয়োগ হিসাব	সম্পদ	প্রতিষ্ঠানের অলস অর্থ সাময়িক বা দীর্ঘমেয়াদের জন্য শেয়ার, সঞ্চয়পত্র, প্রাইজবন্ড ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করলে বা ভাঙ্গানো হলে বিনিয়োগ হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়।
১৮.	বেতন হিসাব	ব্যয়	কর্মচারীদের বেতন পরিশোধ বা অপরিশোধিত হলে বেতন হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়। এখানে উল্লেখ্য, কর্মচারীদের নামে কোনো হিসাব খোলা হবে না।
১৯.	মনিহারি হিসাব	ব্যয়	প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক কার্য সম্পাদনের জন্য কাগজ, কলম, পেন্সিল, স্কেল, ফাইল কভার, পিন, ক্লিপ ইত্যাদি দ্রব্যাদি ক্রয় করা হলে মনিহারি হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়।
২০.	ভাড়া হিসাব	ব্যয়	কারখানা, অফিস, শোরুম প্রভৃতি স্থানের ভাড়া পরিশোধ বা অপরিশোধিত হলে ভাড়া হিসাব খোলা হয়। প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে পৃথক পৃথক ভাড়া হিসাবও হতে পারে। যেমন–অফিস ভাড়া হিসাব, কারখানার ভাড়া হিসাব প্রভৃতি।
২১.	পরিবহণ খরচ হিসাব	ব্যয়	পণ্য ক্রয় ও বিক্রয়কালীন সময় তা যথাক্রমে আনয়ন ও পৌঁছানোর জন্য অর্থ ব্যয় হলে ক্রয়/অন্তঃপরিবহণ হিসাব ও বিক্রয়/বহিঃপরিবহণ হিসাব খোলা হয়।
২২.	প্রদত্ত সুদ হিসাব ও প্রাপ্ত সুদ হিসাব	ব্যয় ও আয়	সুদ প্রাপ্তি ও প্রদান এবং সুদ প্রাপ্য ও বকেয়া সকল ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট সুদ হিসাব খুলতে হয়। প্রাপ্তি বা অনাদায়ী সুদের ক্ষেত্রে বিনিয়োগের সুদ হিসাব, উত্তোলনের সুদ হিসাব, প্রদত্ত ঋণের সুদ হিসাব, ব্যাংক জমার সুদ এবং প্রদত্ত বা বকেয়া সুদের ক্ষেত্রে মূলধনের সুদ, ঋণের সুদ, ব্যাংক জমাতিরিক্তের সুদ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।
২৩.	বিজ্ঞাপন হিসাব	ব্যয়	প্রতিষ্ঠানের প্রচারণা ও প্রচারের জন্য যেকোন মাধ্যমে অর্থ ব্যয় করা হলে বিজ্ঞাপন হিসাব খোলা হয়। পোস্টার, ব্যানার, রেডিও, টিভি, বিনামূল্যে পণ্য বিতরণ প্রভৃতি কারণ উল্লেখযোগ্য।
২৪.	কুঋণ হিসাব	ব্যয়	দেনাদারের মৃত্যু, দেউলিয়া বা অন্য কোনো কারণে অর্থ আদায় অসম্ভব হলে কুঋণ হিসাব খোলা হয়। এখানে উল্লেখ্য সন্দেহযুক্ত পাওনার জন্য কুঋণ সঞ্চিতি হিসাব খোলা হয়।
২৫.	প্রদত্ত বাট্টা হিসাব ও প্রাপ্ত বাট্টা হিসাব	ব্যয় ও আয়	দেনাদার হতে পাওনা টাকা দ্রুত আদায়ের জন্য কিছু টাকা ছাড় প্রদান এবং পাওনাদারকে দেনা পরিশোধের সময় কিছু টাকা ছাড় পাওয়া গেলে তা বাট্টা হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয়। বাট্টা প্রদান ও প্রাপ্তির জন্য যথাক্রমে প্রদত্ত বাট্টা হিসাব ও প্রাপ্ত বাট্টা হিসাব পৃথক নামে লিপিবদ্ধ হয়।
২৬.	অবচয় হিসাব	ব্যয়	স্থায়ী সম্পদের ব্যবহারজনিত কারণে মূল্য হ্রাস পেলে, হ্রাস প্রাপ্ত অংশের জন্য অবচয় হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়।
২৭.	বকেয়া খরচ ও প্রাপ্য আয় হিসাব	দায় ও সম্পদ	মুনাফা জাতীয় খরচ বকেয়া এবং মুনাফা জাতীয় আয় অনাদায়ীর জন্য পৃথক পৃথক হিসাব খুলতে হয়। যেমন–বকেয়া বেতন হিসাব, বকেয়া ঋণের সুদ হিসাব, অনাদায়ী কমিশন হিসাব, অনাদায়ী সুদ হিসাব ইত্যাদি।
২৮.	অগ্রিম খরচ ও অগ্রিম আয় হিসাব	সম্পদ ও দায়	কোনো খরচ হতে সুবিধা পাওয়ার পূর্বেই তার মূল্য পরিশোধ করা হলে সংশ্লিষ্ট খরচ অগ্রিম হিসাব এবং আয়ের বিপরীতে সুবিধা প্রদানের পূর্বেই মূল্য আদায় হলে সংশ্লিষ্ট আয় অগ্রিম হিসাব খোলা হয়। যেমন–অগ্রিম বিমা সেলামি হিসাব, অগ্রিম ভাড়া হিসাব, অগ্রিম শিক্ষানবিশ সেলামি হিসাব, অগ্রিম উপভাড়া হিসাব ইত্যাদি। অগ্রিম প্রাপ্ত আয়কে অনুপার্জিত আয় হিসাবে গণ্য করা হয়।

২৯.	মেরামত হিসাব	ব্যয়	স্থায়ী সম্পদ (আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি, দালানকোঠা, মোটর গাড়ি ইত্যাদি) মেরামতের জন্য সাধারণভাবে মেরামত হিসাবে লিপিবদ্ধ করা হয়। মেরামতের জন্য বড় অঙ্কের অর্থ ব্যয়ের ফলে সম্পদের আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি পেলে মেরামত হিসাবে লিপিবদ্ধ না করে সংশ্লিষ্ট সম্পদ হিসাব ডেবিট হবে।
৩০.	অফিস সরঞ্জাম হিসাব	সম্পদ	প্রতিষ্ঠানে ব্যবহারের জন্য কম্পিউটার, এসি, ফটোকপি মেশিন, প্রিন্টার ইত্যাদি ক্রয় ও ক্রয়সংক্রান্ত আনুষঙ্গিক খরচ পরিশোধ এবং বিশেষ কারণে এগুলো বিক্রয়ের জন্য অফিস সরঞ্জাম হিসাব খোলা হয়।
৩১.	অফিস সাপ্লাইজ হিসাব	সম্পদ	ঘড়ি, স্ট্যাপলার, ক্যালকুলেটর, পেপার ওয়েট ইত্যাদি যার মূল্য অপেক্ষাকৃত কম কিন্তু ব্যবহার উপযোগিতা দীর্ঘদিন পাওয়া যায়। এ সকল ক্রয়ের জন্য অফিস সাপ্লাইজ হিসাব প্রভাবিত হবে।

বি. দ্র. উপরোক্ত ছকে গুরুত্বপূর্ণ হিসাবের ধারণা প্রদান করা হলো।

দলগত কাজ:
শিক্ষার্থীরা দলে ভাগ হয়ে সম্পদ, দায়, মালিকানা স্বত্ব, রেভিনিউ বা আয় ও ব্যয় হিসাবের নামের তালিকা প্রস্তুত করো।

ডেবিট ও ক্রেডিট

'T' ও 'চলমান জের' উভয় ছকে আমরা ডেবিট ও ক্রেডিট এই দুইটি শব্দ লক্ষ করেছি। ডেবিট ও ক্রেডিট নির্ধারণ ব্যতীত হিসাব প্রস্তুত সম্ভব নয়। তাই পাঠের এই অংশে বিভিন্ন শ্রেণির হিসাবের ডেবিট–ক্রেডিট নির্ণয় নীতি ব্যাখ্যা করা হলো–

কোন হিসাবের বাম দিককে ডেবিট এবং ডান দিককে ক্রেডিট নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। শব্দ দুইটি হিসাবকে নির্দেশনা প্রদান করে। ডেবিট শব্দের অর্থ বাম ও ক্রেডিট শব্দের অর্থ ডান। তাই হিসাবের বাম দিক ডেবিট এবং ডান দিক ক্রেডিট–এটা হিসাববিজ্ঞানের একটি রীতি।

দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি অধ্যায়ে আমরা জানতে পেরেছি–প্রতিটি লেনদেন দুইটি বিপরীতমুখী সমপরিমাণ পরিবর্তন আনয়ন করে। একটি পরিবর্তন ডেবিট এবং অপরটি ক্রেডিট।

প্রতিটি লেনদেনের দ্বারা অন্তত দুইটি হিসাবখাত প্রভাবিত হয়, একটি হিসাবের ডেবিট দিক প্রভাবিত হলে অপরটির ক্রেডিট দিক প্রভাবিত হবে। কখনই লেনদেনের দ্বারা দুইটি হিসাবের একই দিক প্রভাবিত হবে না। অর্থাৎ ডেবিট ও ডেবিট বা ক্রেডিট ও ক্রেডিট হবে না।

প্রতিটি লেনদেন সম্পন্ন হওয়ার পর হিসাব সমীকরণের উভয় দিক সর্বদা সমান থাকবে এবং হিসাবের মোট ডেবিট টাকা মোট ক্রেডিট টাকার সমান হবে; এই দুইটি তত্ত্ব হিসাবের ডেবিট–ক্রেডিট নির্ণয়ে সহায়তা করে।

A = L + OE

সম্পদ = দায় + মালিকানা স্বত্ব

মোট ডেবিট	=	মোট ক্রেডিট

সম্পদ	=	দায়	+	মালিকানা স্বত্ব
ডেবিট		ক্রেডিট		ক্রেডিট

মূলধন আনয়ন (নগদ অর্থ বা যেকোনো সম্পদ) ও আয় অর্জিত হলে মালিকানা স্বত্ব বৃদ্ধি এবং মালিকের উত্তোলন (নগদ অর্থ বা যেকোনো সম্পদ) ও ব্যয় সংঘঠিত হলে মালিকানা স্বত্ব হ্রাস পায়। এখানে উল্লেখ্য, মালিক কর্তৃক নগদ অর্থ বা যেকোনো সম্পদ আনয়ন এবং গ্রহণের জন্য পৃথক হিসাব সংরক্ষণ করা হয় যাতে করে দুইটির মোট পরিমাণ সহজেই জানা যায়।

ডেবিট–ক্রেডিট নির্ণয়ের সারসংক্ষেপ

ডেবিট	ক্রেডিট
* সম্পদ বৃদ্ধি	* সম্পদ হ্রাস
* দায় হ্রাস	* দায় বৃদ্ধি
* মালিকানা স্বত্ব হ্রাস	* মালিকানা স্বত্ব বৃদ্ধি
* রেভিনিউ বা আয় হ্রাস	* রেভিনিউ বা আয় বৃদ্ধি
* ব্যয় বৃদ্ধি	* ব্যয় হ্রাস

হিসাবের উপর লেনদেনের প্রভাব উদাহরণের মাধ্যমে দেখানো হলো—

নগদ ৫০,০০০ টাকা নিয়ে ব্যবসায় শুরু হলো

লেনদেনের ফলে নগদ অর্থ (সম্পদ) বৃদ্ধি এবং মালিকানা স্বত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে–

নগদান হিসাব (সম্পদ বৃদ্ধি)	ডেবিট	৫০,০০০ টাকা
মূলধন হিসাব (মালিকানা স্বত্ব বৃদ্ধি)	ক্রেডিট	৫০,০০০ টাকা

আসবাবপত্র ক্রয় ১০,০০০ টাকা

লেনদেনের ফলে আসবাবপত্র বৃদ্ধি এবং নগদ অর্থ হ্রাস পেয়েছে–

আসবাবপত্র হিসাব (সম্পদ বৃদ্ধি)	ডেবিট	১০,০০০ টাকা
নগদান হিসাব (সম্পদ হ্রাস)	ক্রেডিট	১০,০০০ টাকা

ব্যাংকে ৫,০০০ টাকা জমা দিয়ে হিসাব খোলা হলো

ব্যাংক হিসাব (সম্পদ বৃদ্ধি)	ডেবিট	৫,০০০ টাকা
নগদান হিসাব (সম্পদ হ্রাস)	ক্রেডিট	৫,০০০ টাকা

নগদে পণ্য বিক্রয় ১২,০০০ টাকা

নগদান হিসাব (সম্পদ বৃদ্ধি)	ডেবিট	১২,০০০ টাকা
বিক্রয় হিসাব (রেভিনিউ বা আয় বৃদ্ধি)	ক্রেডিট	১২,০০০ টাকা

মালিক কর্তৃক নগদ উত্তোলন ১,০০০ টাকা

উত্তোলন হিসাব (মালিকানা স্বত্ব হ্রাস) ডেবিট ১,০০০ টাকা
নগদান হিসাব (সম্পদ হ্রাস) ক্রেডিট ১,০০০ টাকা

কাজ : নিচের ছক অনুসরণ করে প্রতিটি লেনদেনের সাথে জড়িত হিসাবের শ্রেণি উল্লেখ করে কারণসহ ডেবিট ও ক্রেডিট নির্ণয় করো।

১. মালিক কর্তৃক ব্যবসায়ে আসবাবপত্র আনয়ন ৫,০০০ টাকা
২. বিমল ট্রেডার্সের নিকট হতে পণ্য ক্রয় ৭,০০০ টাকা
৩. বাকিতে পণ্য বিক্রয় ৯,০০০ টাকা
৪. বিমল ট্রেডার্সকে ক্রয়কৃত পণ্য ফেরত দেওয়া হলো ১,০০০ টাকা
৫. বাকিতে বিক্রীত পণ্য ফেরত পাওয়া গেল ২,০০০ টাকা
৬. ভাড়া অগ্রিম প্রদান ৩,০০০ টাকা
৭. ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যাংক হতে উত্তোলন ২,০০০ টাকা
৮. রমজানের নিকট হতে ঋণ গ্রহণ ৬,০০০ টাকা
৯. বিমল ট্রেডার্সকে পরিশোধ ৩,০০০ টাকা
১০. দেনাদার হতে প্রাপ্তি ৫,০০০ টাকা

ক্র/নং	পক্ষ/হিসাব	হিসাবের শ্রেণি	ডেবিট/ক্রেডিট	টাকা	কারণ
১.	আসবাবপত্র হিসাব মূলধন হিসাব	সম্পদ মালিকানা স্বত্ব	ডেবিট ক্রেডিট	৫,০০০ ৫,০০০	সম্পদ বৃদ্ধি মালিকানা স্বত্ব বৃদ্ধি
বোঝার জন্য একটি লেনদেন ছকে উপস্থাপন করা হলো।					

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। হিসাবের 'T' ছকে মোট কয়টি কলাম?

ক) ৬টি খ) ৭টি গ) ৮টি ঘ) ১০টি

২। হিসাব সমীকরণের সঠিক প্রকাশ হলো-

i) সম্পদ = দায় + মালিকানা স্বত্ব
ii) সম্পদ-মালিকানা স্বত্ব = দায়
iii) সম্পদ + মালিকানা স্বত্ব = দায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৩। কোনো হিসাবের মোট ডেবিট ও মোট ক্রেডিট টাকার পার্থক্যকে কী বলা হয়?

ক) লাভ খ) ক্ষতি গ) দায় ঘ) উদ্বৃত্ত

৪। 'দেনাদার' কোন শ্রেণির হিসাব?

ক) সম্পদ খ) দায়

গ) মালিকানা স্বত্ব ঘ) আয়

৫। একই শ্রেণিভুক্ত হিসাবগুলো হলো–

i) বেতন

ii) বিক্রয়

iii) বিজ্ঞাপন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৬। লেনদেনের সাথে সংশ্লিষ্ট হিসাব খাত ক্রেডিট হয়, যখন–

i) সম্পদ বৃদ্ধি পায়

ii) মালিকানা স্বত্ব বৃদ্ধি পায়

iii) খরচ হ্রাস পায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৭। প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি খাতের ক্রমাগত পরিবর্তন ও নিট পরিমাণ জানার জন্য কোনটি প্রস্তুত করা হয়?

ক) হিসাব খ) ভাউচার গ) জাবেদা ঘ) রেওয়ামিল

৮। প্রতিষ্ঠানের অলস অর্থ দ্বারা শেয়ার, ঋণপত্র বা বন্ড ক্রয় করলে কোন হিসাবে লিপিবদ্ধ হবে?

ক) মূলধন খ) উত্তোলন গ) বিনিয়োগ ঘ) ঋণ

৯। চলমান জের ছকে কখন হিসাবের উদ্বৃত্ত নির্ণয় করা হয়?

ক) প্রতি সপ্তাহ শেষে খ) প্রতি মাস শেষে

গ) প্রতিটি লেনদেন লিপিবদ্ধের পর ঘ) প্রতিদিনের শেষে

১০। হিসাব সমীকরণ অনুযায়ী হিসাব কত প্রকার?

ক) ৪ খ) ৫

গ) ৬ ঘ) ৭

১১। কোন লেনদেনের প্রভাবে মালিকানা স্বত্বের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে?

ক) ব্যাংক হতে মালিকের জন্য ২,০০০ টাকা উত্তোলন।

খ) ৫,০০০ টাকার আসবাবপত্র ক্রয়।

গ) বাকিতে পণ্য বিক্রয় ৮,০০০ টাকা।

ঘ) নগদে পণ্য ক্রয় ২,০০০ টাকা।

নিচের তথ্যের ভিত্তিতে ১২ ও ১৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও–

নরেশ ট্রেডার্সের ২০১৭ সালের মে ৩১ তারিখের কতিপয় হিসাবের উদ্বৃত্ত নিম্নরূপ ছিল:
আসবাবপত্র হিসাব ২০,০০০ টাকা, নগদান হিসাব ৩০,০০০ টাকা, ক্রয় হিসাব ১০,০০০ টাকা, বিক্রয় হিসাব ২৫,০০০ টাকা, মূলধন হিসাব ৪০,০০০ টাকা, উত্তোলন হিসাব ৫,০০০ টাকা।

১২। নরেশ ট্রেডার্সের মোট সম্পদ কত টাকা?

ক) ৫০,০০০ খ) ৬০,০০০

গ) ৬৫,০০০ ঘ) ৭৫,০০০

১৩। মালিকানা স্বত্বের নিট পরিমাণ কত হবে?

ক) ৩৫,০০০ টাকা খ) ৫০,০০০ টাকা

গ) ৬৫,০০০ টাকা ঘ) ৭০,০০০ টাকা

নিচের তথ্যের ভিত্তিতে ১৪ ও ১৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও–

জনাব জাহিদ ২০১৭ সালের ১ জানুয়ারি নগদ ২,০০,০০০ টাকা, ২০,০০০ টাকার প্রাইজবন্ড ও ২৫,০০০ টাকা ঋণ নিয়ে জাহিদ ট্রেডার্স নামে ব্যবসায় শুরু করেন। ৩১ জানুয়ারি কর্মচারীদের ৫,০০০ টাকা বেতন পরিশোধ করেন।

১৪। জাহিদ ট্রেডার্সের প্রারম্ভিক মূলধনের পরিমাণ কত?

ক) ২,৪৫,০০০ টাকা খ) ২,২০,০০০ টাকা গ) ২,০০,০০০ টাকা ঘ) ১,৮০,০০০ টাকা

১৫। উপর্যুক্ত ৫,০০০ টাকার লেনদেনের ফলে হিসাব সমীকরণের–

i) A উপাদান হ্রাস পাবে ii) L উপাদান বৃদ্ধি পাবে iii) OE উপাদান হ্রাস পাবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। "শাহীন এন্টারপ্রাইজ"-এর ২০১৭ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের কতিপয় হিসাবের উদ্বৃত্তের পরিমাণ নিম্নরূপ:

মূলধন.................... ২,৫০,০০০ টাকা	আসবাবপত্র .... ৯০,০০০ টাকা
বন্ধকী ঋণ ....১,০০,০০০ টাকা	প্রাপ্য হিসাব ....৬৫,০০০ টাকা
অগ্রিম ভাড়া................. ২০,০০০ টাকা	প্রদেয় হিসাব.................. ৪০,০০০ টাকা
আয়কর .... ১৫,০০০ টাকা	অনাদায়ী সুদ.................... ৫,০০০ টাকা
বকেয়া বেতন ....১২,০০০ টাকা	যন্ত্রপাতি .... ১,২০,০০০ টাকা
জীবন বিমা প্রিমিয়াম .... ৫,০০০ টাকা	ব্যাংক হিসাব .... ৫৫,০০০ টাকা
প্রদেয় বিল.................. ৩০,০০০ টাকা	নগদান হিসাব ....২৫,০০০ টাকা

অগ্রিম প্রাপ্ত কমিশন ৪,০০০ টাকা, সুনাম ১৫,০০০ টাকা, অনুপার্জিত উপভাড়া ২,০০০ টাকা, ব্যাংক জমাতিরিক্ত উত্তোলন ৮,৫০০ টাকা, বকেয়া মনিহারি ৩,০০০ টাকা।

ক. উপর্যুক্ত তথ্য হতে মোট উত্তোলনের পরিমাণ নির্ণয় করো।

খ. শাহীন এন্টারপ্রাইজের সম্পদ হিসাব চিহ্নিত করে মোট পরিমাণ নির্ণয় করো।

গ. উল্লিখিত হিসাবগুলো হতে মোট দায় হিসাবের পরিমাণ নির্ণয় করো।

২। জনাব অপু ২০১৭ সালের ১ জানুয়ারি নগদ ১,৭০,০০০ টাকা এবং প্রতিটি ৭৫,০০০ টাকা মূল্যের ২টি ফটোকপি মেশিন নিয়ে "কম্পোজ এন্ড কপি" নামে একটি ব্যবসা শুরু করেন। উক্ত মাসে তাঁর ব্যবসায়ের অন্য লেনদেনগুলো নিম্নরূপঃ

জানু - ৩, ব্যাংকে ৫০,০০০ টাকা জমা দিয়ে হিসাব খোলেন।
,, - ৪, দোকানে বৈদ্যুতিক মিটার লাগানোর খরচ ১৫,০০০ টাকা প্রদান।
,, - ৭, ফটোকপি ও কম্পোজের কাগজ ক্রয় ২,০০০ টাকা।
,, - ৮, বাকিতে ১টি ফ্যান ক্রয় ৩,০০০ টাকা।
,, - ১৫, দোকানের পরিচিতির জন্য এলাকায় ২,০০০ টাকা ব্যয়ে প্রচারপত্র বিতরণ।
,, - ২৪, একটি স্কুলের প্রশ্ন ফটোকপি বাবদ নগদে পেল ৮,০০০ টাকা।
,, - ৩০, দোকান ভাড়া বাবদ ৫,০০০ টাকার চেক প্রদান।

ক. উপর্যুক্ত তথ্য হতে প্রারম্ভিক মূলধনের পরিমাণ নির্ণয় করো।

খ. জানুয়ারি ১, ৩, ৭ ও ১৫ তারিখের লেনদেনের সাথে জড়িত হিসাবের শ্রেণি দেখাও।

গ. জানুয়ারি ৪, ৮, ২৪ ও ৩০ তারিখের লেনদেনের ডেবিট ও ক্রেডিট নির্ণয় করো।

৩। রড ও সিমেন্টের পাইকারি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান 'মেসার্স পদ্মা স্টিল' -এর ২০১৭ সালের মার্চ মাসের কতিপয় লেনদেন নিম্নরূপঃ

মার্চ - ২, ১০০০ ব্যাগ সিমেন্ট ক্রয় ৪,০০,০০০ টাকা।
,, - ৬, রড ও সিমেন্ট পরিমাপের জন্য নতুন স্কেল ক্রয় ৪০,০০০ টাকা।
,, - ৯, পূর্বের পাওনা বাবদ চেক প্রাপ্তি ২,০০,০০০ টাকা।
,, - ১৫, ব্যাংক হতে উত্তোলন ১,৫০,০০০ টাকা।
,, - ১৮, রেজা ট্রেডার্সের নিকট ২০০ ব্যাগ সিমেন্ট বিক্রয় ১,০০,০০০ টাকা।
,, - ২০, ১০০ টন রড আনার জন্য ট্রাক ভাড়া প্রদান ২৫,০০০ টাকা।
,, - ২৬, রেজা ট্রেডার্স হতে ১০ ব্যাগ সিমেন্ট ফেরত এলো।
,, - ২৮, রড ও সিমেন্ট আনা-নেওয়ার জন্য একটি মোটর ভ্যান ক্রয় ২,২০,০০০ টাকা।

ক. উপর্যুক্ত তথ্য হতে ব্যয় হিসাবের পরিমাণ নির্ণয় করো।

খ. মার্চ ২ থেকে মার্চ ১৫ তারিখের লেনদেনগুলো হতে হিসাবের শ্রেণি উল্লেখসহ ডেটর ও ক্রেডিটর নির্ণয় করো।

গ. মার্চ ১৮ থেকে মার্চ ২৮ তারিখের লেনদেনগুলোর কারণসহ ডেটর ও ক্রেডিটর নির্ণয় করো।

ষষ্ঠ অধ্যায়
জাবেদা

আর্থিক ও অনার্থিক ঘটনা চিহ্নিতকরণের পর, আর্থিক লেনদেনসমূহ প্রাথমিক হিসাবের বইতে ডেবিট ও ক্রেডিট পক্ষ চিহ্নিতপূর্বক লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন। লেনদেনসমূহের মাঝে প্রকৃতিগত পার্থক্য বিদ্যমান, লেনদেনের বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি বিবেচনা করেই জাবেদার শ্রেণিবিভাগ করা হয়েছে। লেনদেনের প্রকৃতি অনুযায়ী যে শ্রেণির জাবেদা প্রযোজ্য, ঐ জাবেদাতেই তা লিপিবদ্ধ করতে হবে। লেনদেন লিপিবদ্ধের ক্ষেত্রে প্রমাণপত্র যাচাই করা হলে সংরক্ষিত হিসাবের গ্রহণযোগ্যতা অনেকাংশে বৃদ্ধি পায়।

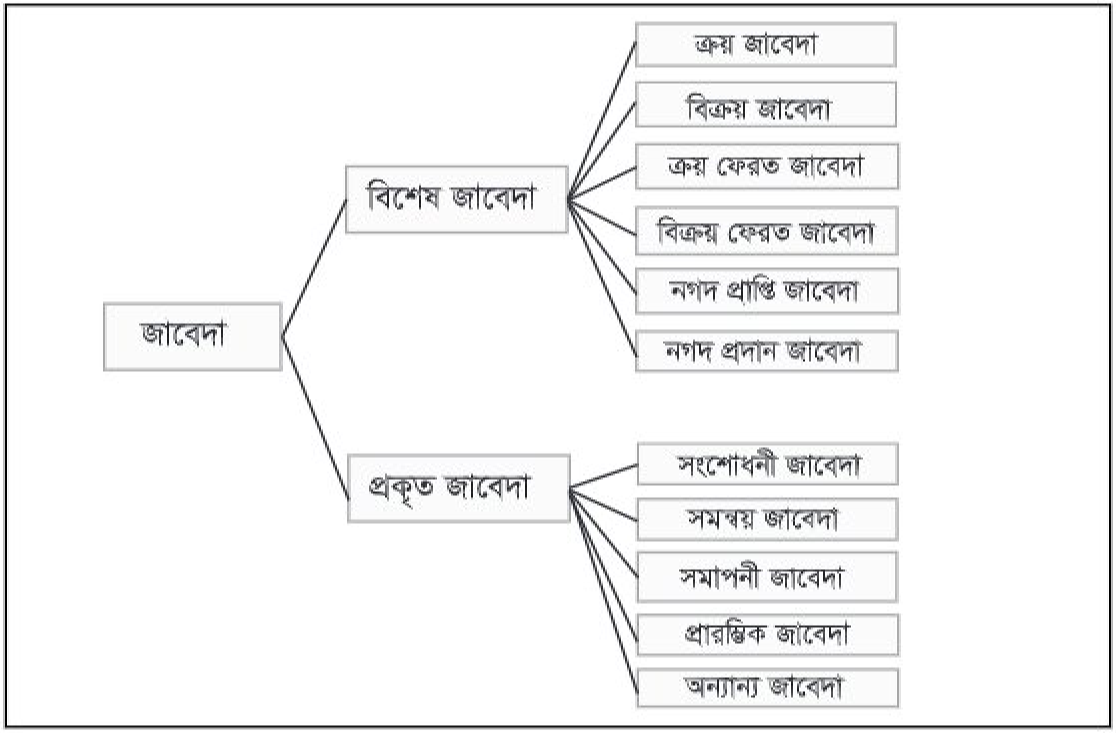

চিত্র : জাবেদার শ্রেণিবিভাগ

এই অধ্যায় শেষে আমরা–

- প্রারম্ভিক লিখন হিসেবে জাবেদার ধারণা ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব ;
- জাবেদার শ্রেণিবিভাগ করতে পারব ;
- লেনদেনের সাধারণ জাবেদা দাখিলা প্রদান করতে পারব ;
- চালানের ভিত্তিতে ক্রয় ও বিক্রয় জাবেদা, ডেবিট নোটের ভিত্তিতে ক্রয় ফেরত জাবেদা এবং ক্রেডিট নোটের ভিত্তিতে বিক্রয় ফেরত জাবেদা প্রস্তুত করতে পারব ;
- যথাযথভাবে নগদ প্রাপ্তি জাবেদা ও নগদ প্রদান জাবেদা প্রস্তুত করতে পারব।

জাবেদার ধারণা :

লেনদেন সংঘটিত হওয়ার সাথে সাথে আমাদেরকে যতটুকু সম্ভব লেনদেনের বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে হয়। লেনদেনের এই বিবরণ প্রাথমিকভাবে প্রথম জাবেদায় লিপিবদ্ধ করা হয়। লেনদেনের ডেবিট ও ক্রেডিট পক্ষ বিশ্লেষণ করে তারিখের ক্রমানুসারে ব্যাখ্যা সহকারে জাবেদাতে লিখে রাখা হয়। পরবর্তী সময়ে হিসাবের পাকা বই খতিয়ান প্রস্তুতের ক্ষেত্রে জাবেদা সহায়ক বই হিসেবে কাজ করে। যার কারণেই জাবেদাকে হিসাবের প্রাথমিক বই বলা হয়।

জাবেদা বই সংরক্ষণ বাধ্যতামূলক নয় কিন্তু হিসাব তৈরির সুবিধার্থে জাবেদা প্রয়োজন। জাবেদায় লিপিবদ্ধ থাকার কারণে হিসাবে লেনদেন বাদ পড়ার সম্ভাবনা বহুলাংশে হ্রাস পায়।

কাজ : উপরোক্ত বর্ণনার উপর ভিত্তি করে জাবেদার বৈশিষ্ট্য বলো।

জাবেদার গুরুত্ব

প্রতিষ্ঠানের হিসাবের বই নির্ভুল ও স্বচ্ছ হওয়া অত্যাবশ্যক। এই হিসাবের ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ফলাফল ও সার্বিক আর্থিক অবস্থা নিরূপণ করা হয়। হিসাববিজ্ঞানের মুখ্য এই উদ্দেশ্য অর্জনে জাবেদা কীভাবে সহায়ক ভূমিকা পালন করে, তা সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো–

লেনদেন লিপিবদ্ধকরণ : প্রতিষ্ঠানে অসংখ্য লেনদেন সংঘঠিত হয়। এই লেনদেন সংঘঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খতিয়ানে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব না-ও হতে পারে। জাবেদায় লেনদেন লিপিবদ্ধ থাকলে পরবর্তীতে খতিয়ানে অন্তর্ভুক্তকরণে কোনো অসুবিধা হয় না।

লেনদেনের মোট সংখ্যা ও পরিমাণ জানা : খতিয়ান হতে নির্দিষ্ট দিনে, সপ্তাহে বা মাসে কয়টি লেনদেন সংঘঠিত হয়েছে তা জানা সম্ভব নয়। জাবেদায় লেনদেন তারিখের ক্রমানুসারে লিখা হয় বলে নির্দিষ্ট তারিখে, সপ্তাহে বা মাসে মোট কয়টি লেনদেন ঘটেছে তা সহজেই জানা যায়। মোট কত টাকার লেনদেন বিভিন্ন সময়ে হয়েছে, তা-ও জাবেদা থেকে জানা সম্ভব।

দ্বৈত স্বত্বার প্রয়োগ নিশ্চিত : দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি অনুযায়ী লেনদেন সংশ্লিষ্ট ডেবিট ও ক্রেডিট পক্ষ একত্রে জাবেদায় লেখা হয়। ফলে জাবেদা হতে দ্বৈত স্বত্বার প্রয়োগ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়।

লেনদেনের ব্যাখ্যা : লেনদেন সম্পর্কিত কোন সন্দেহ বা প্রশ্ন দেখা দিলে জাবেদা হতে তার ব্যাখ্যা পাওয়া সম্ভব। কারণ জাবেদা বইতে লেনদেন লিপিবদ্ধের পাশাপাশি লেনদেন সংঘটিত হওয়ার কারণ ও ব্যাখ্যা উল্লেখ করা হয়।

ভুল-ত্রুটি হ্রাস: লেনদেন খতিয়ানে অন্তর্ভুক্তির পূর্বে জাবেদায় লেখা হলে হিসাবে ভুল ত্রুটি ও খতিয়ানে বাদ পড়ার সম্ভাবনা হ্রাস পায়।

ভবিষ্যৎ সূত্র : জাবেদায় লেনদেনসমূহকে তারিখের ক্রমানুসারে সুশৃঙ্খলভাবে সাজিয়ে লিখে রাখা হয়। ভবিষ্যৎ যেকোনো প্রয়োজনে জাবেদা দলিল/প্রমাণস্বরূপ ব্যবহার করা যায়।

পাকা বহির সহায়ক : জাবেদা খতিয়ানের সহায়ক বইস্বরূপ কাজ করে বিধায়, খতিয়ান প্রস্তুত সহজ, পরিচ্ছন্ন ও নির্ভুল হয়।

সাধারণ জাবেদার নমুনা ছক

তারিখ	বিবরণ/হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা	খ. পৃ.	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
	মোট		*******	*******

কাজ : শিক্ষক বোর্ডে ছকটি অঙ্কন করে, শিক্ষার্থীদের ছকটির প্রকৃতি/বৈশিষ্ট্য বলতে বলবেন।

তারিখ : এই কলামে লেনদেন সংঘটিত হওয়ার তারিখ অর্থাৎ বছর, মাস ও দিন সহকারে উল্লেখ থাকবে। অবশ্যাই লেনদেন সংঘটিত হওয়ার ধারাবাহিকতা রক্ষা করেই জাবেদা প্রদান করতে হবে।

বিবরণ : এই কলামে লেনদেনের সঙ্গে জড়িত ডেবিট ও ক্রেডিট পক্ষ/হিসাব উল্লেখ করা হয়। সর্বদা ডেবিট পক্ষ প্রথম এবং ক্রেডিট পক্ষ দ্বিতীয় লাইনে লেখা হয়। পাশাপাশি অল্প কথায় লেনদেনটি ব্যাখ্যাও করা হয়।

খতিয়ান পৃষ্ঠা (খ. পৃ.) : লেনদেন সংশ্লিষ্ট ডেবিট ও ক্রেডিট হিসাব খতিয়ানের যে পৃষ্ঠায় পরবর্তীতে স্থায়ীভাবে লেখা হবে, তার পৃষ্ঠা নম্বর লেখা হয়। যাতে করে সহজেই লেনদেনটি খতিয়ান হতে বের করা যায়।

ডেবিট ও ক্রেডিট : ডেবিট হিসাবের ও ক্রেডিট হিসাবের টাকার পরিমাণ ডেবিট ও ক্রেডিট পক্ষের বরাবরে যথাক্রমে ডেবিট ও ক্রেডিট কলামে লেখা হবে। অবশ্যই উভয় কলামে টাকার পরিমাণ সমান হতে হবে। প্রতিটি জাবেদা লিখন সম্পন্ন করার পর বিবরণের ঘরে একটি রেখা টানতে হয়।

জাবেদার শ্রেণিবিভাগ

প্রতিষ্ঠানের লেনদেনসমূহের মাঝে বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতিগত ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। লেনদেনসমূহকে তাদের প্রকৃতি অনুযায়ী লিপিবদ্ধ করা একান্ত প্রয়োজন। খতিয়ানে হিসাবসংরক্ষণ এবং আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণে জাবেদার শ্রেণিবিভাগ সহায়ক ভূমিকা পালন করে। তাই জাবেদাকে নিম্নোক্ত শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে–

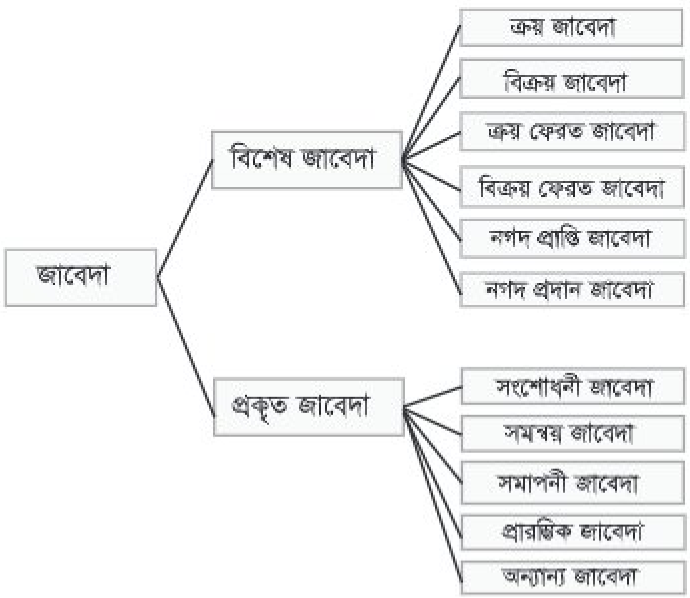

বিশেষ জাবেদা

ব্যবসায়ের প্রায় সমস্ত লেনদেনই নিচে উল্লিখিত কোনো একটি বিশেষ জাবেদায় লিখা হয়।

১. **ক্রয় জাবেদা :** ক্রয় জাবেদায় প্রতিষ্ঠানের সকল বাকিতে পণ্য ক্রয় লিপিবদ্ধ করা হয়।

২. **বিক্রয় জাবেদা :** বিক্রয় জাবেদায় প্রতিষ্ঠানের সকল বাকিতে পণ্য বিক্রয় লিপিবদ্ধ করা হয়।

৩. **ক্রয় ফেরত জাবেদা :** বাকিতে ক্রয়কৃত পণ্য ফেরত দেওয়া হলে ক্রয় ফেরত জাবেদায় লিপিবদ্ধ করা হয়।

৪. **বিক্রয় ফেরত জাবেদা :** বাকিতে বিক্রয়কৃত পণ্য ফেরত পাওয়া গেলে বিক্রয় ফেরত জাবেদায় লিপিবন্ধ করা হয়।

৫. **নগদ প্রাপ্তি জাবেদা :** যে সকল লেনদেনের দ্বারা নগদ প্রাপ্তি ঘটে (নগদ পণ্য বিক্রয়সহ), তা নগদ প্রাপ্তি জাবেদায় লিপিবদ্ধ করা হয়।

৬. **নগদ প্রদান জাবেদা :** যে সকল লেনদেনের দ্বারা নগদ প্রদান ঘটে (নগদ পণ্য ক্রয়সহ), তা নগদ প্রদান জাবেদায় লিপিবদ্ধ করা হয়।

সাধারণ জাবেদা দাখিলা প্রদানে বিবেচ্য বিষয় :

দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি অনুযায়ী প্রতিটি আর্থিক লেনদেনের ন্যূনতম দুইটি পক্ষ বিদ্যমান। ডেবিট পক্ষ এবং ক্রেডিট পক্ষ। জাবেদা দাখিলার মাধ্যমে আমরা এই দুইটি পক্ষকেই চিহ্নিত করি। লেনদেনের জন্য সর্বদা একটি ডেবিট পক্ষ ও একটি ক্রেডিট পক্ষ হবে তা সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। লেনদেন অনুযায়ী একাধিক ডেবিট বা ক্রেডিট পক্ষ থাকতে পারে। তবে বিশেষভাবে লক্ষ রাখতে হবে, ডেবিট পক্ষের মোট টাকার পরিমাণ যেন ক্রেডিট পক্ষের মোট টাকার পরিমাণের সমান হয়। এখানে উল্লেখ্য, শুধু দুইটি পক্ষ চিহ্নিতই যথেষ্ট নয়, পাশাপাশি উপযুক্ত হিসাব শিরোনাম প্রদানও জরুরি। যদি ভুল বা অনুপযুক্ত হিসাব শিরোনাম লেখা হয়, তবে কখনই প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত আর্থিক চিত্র প্রকাশ পাবে না। হিসাব অধ্যায়ে লেনদেন-সংশ্লিষ্ট হিসাব সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হয়েছে। নিচে জাবেদা দাখিলার কতিপয় বিবেচ্য বিষয় উদাহরণসহ উল্লেখ করা হলো:

(ক) পণ্য, মাল, চেক প্রভৃতি নামে কোনো হিসাব হবে না।

লেনদেন	জাবেদা দাখিলা	
পণ্য বিক্রয়	নগদান হিসাব	ডেবিট ....
	বিক্রয় হিসাব	ক্রেডিট....
পণ্য ক্রয় বাবদ চেক প্রদান	ক্রয় হিসাব	ডেবিট ....
	ব্যাংক হিসাব	ক্রেডিট....

(খ) পণ্য ক্রয় ও বিক্রয়ের ক্ষেত্রে যথাক্রমে বিক্রেতা ও ক্রেতার নাম উল্লেখ থাকলে তা বাকিতে হয়েছে বলে গণ্য করতে হবে। তবে নামের পাশাপাশি নগদ, চেক, ব্যাংক প্রভৃতি কথা যুক্ত থাকলে তা বাকিতে হয়েছে বলে গণ্য করা যাবে না।

লেনদেন	জাবেদা দাখিলা	
হাসানের নিকট হতে ক্রয়	ক্রয় হিসাব	ডেবিট
	পাওনাদার (হাসান) হিসাব	ক্রেডিট
খালেকের নিকট নগদে পণ্য বিক্রয়	নগদান হিসাব	ডেবিট
	বিক্রয় হিসাব	ক্রেডিট

(গ) পণ্য ক্রয় ও বিক্রয় বাকিতে হয়েছে কিন্তু ক্রেতা ও বিক্রেতার নাম উল্লেখ নেই, এই ক্ষেত্রে ক্রয়ের ক্ষেত্রে পাওনাদার হিসাব ও বিক্রয়ের ক্ষেত্রে দেনাদার হিসাব লিপিবদ্ধ হবে।

লেনদেন	জাবেদা দাখিলা
বাকিতে পণ্য ক্রয়	ক্রয় হিসাব ডেবিট .... প্রদেয় হিসাব/পাওনাদার হিসাব ক্রেডিট....
ধারে পণ্য বিক্রয়	প্রাপ্য হিসাব/দেনাদার হিসাব ডেবিট .... বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট....

(ঘ) ক্রয় ফেরত ও বিক্রয় ফেরতের ক্ষেত্রে উক্ত পণ্য বাকিতে ক্রয় ও বাকিতে বিক্রয় হয়েছিল বলে গণ্য করতে হবে।

লেনদেন	জাবেদা দাখিলা
আন্তঃফেরত	বিক্রয় ফেরত হিসাব ডেবিট .... দেনাদার হিসাব ক্রেডিট....
ক্রয়কৃত পণ্য ফেরত দেওয়া হলো	পাওনাদার হিসাব ডেবিট .... ক্রয় ফেরত হিসাব ক্রেডিট....

(ঙ) সম্পদ ক্রয় ও বিক্রয়ের ক্ষেত্রে নতুন, পুরাতন, ক্রয়, বিক্রয় প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করা যাবে না। যেমন : আসবাবপত্র ক্রয় হিসাব, পুরাতন যন্ত্রপাতি বিক্রয় হিসাব, নতুন অফিস সরঞ্জাম হিসাব প্রভৃতি নামে হিসাব খোলা যাবে না।

লেনদেন	জাবেদা দাখিলা
নতুন আসবাবপত্র ক্রয়	আসবাবপত্র হিসাব ডেবিট.... নগদান হিসাব ক্রেডিট....
পুরাতন যন্ত্রপাতি বিক্রয়	নগদান হিসাব ডেবিট.... যন্ত্রপাতি হিসাব ক্রেডিট....

(চ) সাধারণত আয় ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নামে কখনই কোনো হিসাব খোলা হবে না। যদিও ঐ আয় অনাদায়ী এবং ব্যয় অপরিশোধিত থাকে।

লেনদেন	জাবেদা দাখিলা
কর্মচারী জামিলকে বেতন প্রদান	বেতন হিসাব ডেবিট .... নগদান হিসাব ক্রেডিট....
মনি স্টেশনারি হতে বাকিতে মনিহারি দ্রব্যাদি ক্রয়	মনিহারি হিসাব ডেবিট .... বকেয়া মনিহারি হিসাব ক্রেডিট....
তপু ট্রেডার্সের নিকট কমিশন প্রাপ্য হয়েছে	প্রাপ্য কমিশন হিসাব ডেবিট .... কমিশন আয় হিসাব ক্রেডিট....

(ছ) ব্যক্তিগত বা ব্যবসায়ের প্রয়োজনে পণ্য ব্যবহার, বিজ্ঞাপনের জন্য পণ্য বিতরণ, পণ্য চুরি, পণ্য নষ্ট প্রভৃতি লেনদেনের ফলে পণ্যের পরিমাণ হ্রাস পায়, তাই এই সকল ক্ষেত্রে ক্রয় হিসাব ক্রেডিট হবে।

লেনদেন	জাবেদা দাখিলা
ব্যক্তিগত প্রয়োজনে পণ্য উত্তোলন	উত্তোলন হিসাব ডেবিট .... ক্রয় হিসাব ক্রেডিট....
দোকান হতে পণ্য চুরি হলো	বিবিধ ক্ষতি হিসাব ডেবিট .... ক্রয় হিসাব ক্রেডিট....

(জ) প্রতিষ্ঠান হতে উত্তোলন হলে মালিকের ব্যক্তিগত উত্তোলন বুঝাবে। ব্যাংক হতে উত্তোলন হলে তা প্রতিষ্ঠানের জন্য হয়েছে বলে গণ্য করতে হবে। মালিকের জন্য উল্লেখ থাকলে তা উত্তোলন হিসাবে লিপিবদ্ধ হবে।

লেনদেন	জাবেদা দাখিলা	
ব্যবসায় হতে উত্তোলন	উত্তোলন হিসাব	ডেবিট ....
	নগদান হিসাব	ক্রেডিট ....
ব্যাংক হতে উত্তোলন	নগদান হিসাব	ডেবিট ....
	ব্যাংক হিসাব	ক্রেডিট ....

(ঝ) পণ্য, নগদ অর্থ, কোন সম্পদ চুরি বা বিনষ্ট হলে বিবিধ ক্ষতি হিসাব নামে লিপিবদ্ধ হবে।

লেনদেন	জাবেদা দাখিলা	
ক্যাশ বাক্স হতে টাকা চুরি	বিবিধ ক্ষতি হিসাব	ডেবিট ....
	নগদান হিসাব	ক্রেডিট ....
অগ্নি দুর্ঘটনায় পণ্য বিনষ্ট হলো	বিবিধ ক্ষতি/অগ্নিজনিত ক্ষতি	ডেবিট ....
	ক্রয় হিসাব	ক্রেডিট ....

(ঞ) ব্যাংক সুদ মঞ্জুর বা ধার্য এবং ব্যাংক চার্জ সর্বদা ব্যাংক হিসাবে সরাসরি প্রভাব ফেলবে বলে গণ্য করতে হবে।

লেনদেন	জাবেদা দাখিলা	
ব্যাংক সুদ মঞ্জুর করল	ব্যাংক হিসাব	ডেবিট ....
	ব্যাংক সুদ হিসাব	ক্রেডিট ....
ব্যাংক চার্জ ধার্য করল	ব্যাংক চার্জ হিসাব	ডেবিট ....
	ব্যাংক হিসাব	ক্রেডিট ....

(ট) স্থায়ী সম্পদের মূল্য ব্যবহার বা অন্য কারণে হ্রাস পেলে তা সম্পদের অবচয় হিসাবে গণ্য হয়। সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সম্পদ হিসাব ক্রেডিট না করে 'পুঞ্জিভূত অবচয় হিসাব–সংশ্লিষ্ট সম্পদ' নামে ক্রেডিট করতে হবে।

লেনদেন	জাবেদা দাখিলা	
আসবাবপত্রের উপর অবচয় ধার্য	অবচয় হিসাব	ডেবিট ....
	পুঞ্জীভূত অবচয় (আসবাবপত্র) হিসাব	ক্রেডিট ....

(ঠ) যেকোনো উৎস হতে চেক পাওয়া গেলে, তা ব্যাংক হিসাবে লিপিবদ্ধ করতে হবে। কারণ প্রতিষ্ঠানকে বাহক বা খোলা চেক প্রদান করা হয় না, হিসাবে প্রদেয় চেক (Account Payee) প্রদান করা হয়।

লেনদেন	জাবেদা দাখিলা	
পণ্য বিক্রয় বাবদ রাজীবের নিকট হতে চেক প্রাপ্তি	ব্যাংক হিসাব	ডেবিট ....
	বিক্রয় হিসাব	ক্রেডিট ....
দেনাদার হতে চেক প্রাপ্তি, যা সঙ্গে সঙ্গে ব্যাংকে জমা দেয়া হয়	ব্যাংক হিসাব	ডেবিট ....
	দেনাদার হিসাব	ক্রেডিট ....

(ড) ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান মালিকের নিকট হতে যেকোনো সুবিধা গ্রহণ করলে মূলধন হিসাব ক্রেডিট এবং মালিককে সুবিধা প্রদান করলে উত্তোলন হিসাব ডেবিট হবে।

লেনদেন	জাবেদা দাখিলা
কর্মচারীদের বেতন মালিক ব্যক্তিগতভাবে পরিশোধ করলেন	বেতন হিসাব ডেবিট .... মূলধন হিসাব ক্রেডিট ....
মালিকের বাজার খরচ ব্যবসায় হতে পরিশোধ	উত্তোলন হিসাব ডেবিট .... নগদান হিসাব ক্রেডিট ....

(ঢ) দেনা–পাওনা নিষ্পত্তির সময় যে পরিমাণ অর্থ ছাড় পাওয়া ও দেওয়া হয়, তা যথাক্রমে পাওনাদার ও দেনাদার হিসাবকে প্রভাবিত করবে।

লেনদেন	জাবেদা দাখিলা		
১০,০০০ টাকা দেনার পূর্ণ নিষ্পত্তিতে ৯,০০০ টাকা প্রদান করা হলো।	পাওনাদার হিসাব	ডেবিট	১০,০০০
	প্রাপ্ত বাট্টা হিসাব	ক্রেডিট	১,০০০
	নগদান হিসাব	ক্রেডিট	৯,০০০
দেনাদার হতে ৭,০০০ টাকা পাওনার পূর্ণ নিষ্পত্তিতে ৬,৫০০ টাকা প্রাপ্তি	নগদান হিসাব	ডেবিট	৬,৫০০
	প্রদত্ত বাট্টা হিসাব	ডেবিট	৫০০
	দেনাদার হিসাব	ক্রেডিট	৭,০০০

কাজ : জাবেদাকে মোট কয় ভাগে ভাগ করা হলো তা নাম সহকারে বল।

প্রকৃত জাবেদা : সাধারণ জাবেদা ও প্রকৃত জাবেদা একই অর্থবোধক। যে সকল লেনদেন বিশেষ জাবেদায় অন্তর্ভুক্ত হয় না সে সকল লেনদেন প্রকৃত জাবেদায় অন্তর্ভুক্ত হয়।

১। **সংশোধনী জাবেদা :** লেনদেন লিপিবদ্ধকরণে কোনো ভুল সংঘটিত হলে হিসাবে কাটা-ছেঁড়া করে ঠিক করা যায় না। জাবেদা দাখিলার মাধ্যমে উক্ত ভুল সংশোধন করতে হয়। ভুল সংশোধনের জন্য যে জাবেদা দাখিলা প্রদান করা হয়, তা-ই সংশোধনী জাবেদা।

আসবাবপত্র ক্রয় ১০,০০০ টাকা, ভুলবশত ক্রয় হিসাব ১০,০০০ টাকা দ্বারা ডেবিট করা হয়েছে।

তারিখ	বিবরণ/হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা	খ. পৃ.	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
২০১৭	আসবাবপত্র হিসাব ডেবিট	–	১০,০০০	
ডিসে: ৩১	ক্রয় হিসাব ক্রেডিট	–		১০,০০০
	(আসবাবপত্র হিসাবের পরিবর্তে ভুলে ক্রয় হিসাব ডেবিট করা হয়েছিল, যা সংশোধন করা হলো)।			

২। **সমন্বয় জাবেদা :** আর্থিক ফলাফল নিরূপণের জন্য আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করা হয়। আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের সময় বকেয়া বা অগ্রিম খরচ, প্রাপ্য অথবা অগ্রিম প্রাপ্ত আয়, অবচয় বা অবলোপন, কুঋণ সঞ্চিতি ইত্যাদি লেনদেনের প্রাথমিক হিসাব বইতে অন্তর্ভুক্তির জন্য যে জাবেদা প্রস্তুত করা হয়, তাই সমন্বয় জাবেদা।

২০১৭ সালে ভাড়া বাবদ পরিশোধ হয়েছে ১০,০০০ টাকা, আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের পূর্বে জানা গেল উক্ত ভাড়ার মধ্যে অগ্রিম ভাড়া ২,০০০ টাকা অন্তর্ভুক্ত। এই ক্ষেত্রে সমন্বয় জাবেদা হবে–

তারিখ	বিবরণ/ হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা		খ: পৃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
২০১৭ ডিসে:৩১	অগ্রিম ভাড়া হিসাব ভাড়া হিসাব (অগ্রিম ভাড়া প্রদান ভাড়া হিসাবের সহিত সমন্বয় করা হলো)	ডেবিট ক্রেডিট	– –	২,০০০	 ২,০০০

টীকা : অগ্রিম খরচ সম্পদ বিধায় সংশ্লিষ্ট খরচ হতে বাদ যাবে, এতে করে খরচ হ্রাস এবং সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে।

৩। **সমাপনী জাবেদা** : কোন নির্দিষ্ট বছরের মুনাফা জাতীয় আয় ও ব্যয় পরবর্তী বছরের হিসাবে কোনো প্রভাব ফেলবে না। তাই আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের সময় মুনাফা জাতীয় আয় ও ব্যয় হিসাবসমূহ বন্ধ করে দিতে হয়। হিসাব অধ্যায়ে আমরা জেনেছি, আয় হিসাব ক্রেডিট ও ব্যয় হিসাব ডেবিট উদ্বৃত্ত প্রকাশ করে। মুনাফা জাতীয় আয় ও ব্যয় হিসাব বন্ধ করার জন্য আয় হিসাব ডেবিট ও ব্যয় হিসাব ক্রেডিট করতে হবে। তাছাড়া সমাপনী জাবেদার মাধ্যমে উত্তোলন হিসাবও বন্ধ করা হয়।

উদাহরণ– ২০১৭ সালে প্রতিষ্ঠানের মুনাফা জাতীয় আয় ও ব্যয় হিসাবের উদ্বৃত্তসমূহ ছিল–

ক্রয় ৫০,০০০; বিক্রয় ৮০,০০০; বেতন ১০,০০০; ভাড়া ৫,০০০।

তারিখ	বিবরণ/হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা		খ: পৃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
২০১৭ ডিসে : ৩১	হিসাব আয় বিবরণী (বিক্রয় হিসাবের উদ্বৃত্ত আয় বিবরণীতে স্থানান্তরের মাধ্যমে বন্ধ করা হলো)	ডেবিট ক্রেডিট	– –	৮০,০০০	 ৮০,০০০
	আয় বিবরণী ক্রয় হিসাব বেতন হিসাব ভাড়া হিসাব (ক্রয় হিসাব, বেতন হিসাব ও ভাড়া হিসাবের উদ্বৃত্ত আয় বিবরণীতে স্থানান্তরের মাধ্যমে বন্ধ করা হলো)	ডেবিট ক্রেডিট ক্রেডিট ক্রেডিট		৬৫,০০০	 ৫০,০০০ ১০,০০০ ৫,০০০

৪। **প্রারম্ভিক জাবেদা** : ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান একটি চলমান প্রক্রিয়া। বিগত বছরের হিসাবকালের শেষ দিনের সম্পদ, দায় ও মালিকানা স্বত্বের পরিমাণ পরবর্তী বছরের শুরুতে হিসাবে নিয়ে আসার জন্য প্রারম্ভিক দাখিলা প্রদান করা হয়।

উদাহরণ– ডিসেম্বর ৩১, ২০১৭এ নগদান হিসাব ৫০,০০০ টাকা, আসবাবপত্র হিসাব ৩০,০০০ টাকা, দেনাদার হিসাব ২০,০০০ টাকা, পাওনাদার হিসাব ১৫,০০০ টাকা এবং মূলধন হিসাব ৮৫,০০০ টাকা ।

তারিখ	বিবরণ/হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা		খ: পৃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
২০১৮ জানু : ১	নগদান হিসাব	ডেবিট	–	৫০,০০০	
	আসবাবপত্র হিসাব	ডেবিট	–	৩০,০০০	
	দেনাদার হিসাব	ডেবিট	–	২০,০০০	
	পাওনাদার হিসাব	ক্রেডিট	–	–	১৫,০০০
	মূলধন হিসাব	ক্রেডিট	–	–	৮৫,০০০
	(২০১৭ সালের শেষ কর্মদিবসের সম্পদ, দায় ও মালিকানা স্বত্ব নিয়ে ২০১৮ সালের প্রারম্ভিক দাখিলা লেখা হলো)				

২০২৫

৫। **অন্যান্য জাবেদাঃ** বিশেষ জাবেদার লেনদেনসমূহ এবং প্রকৃত জাবেদার উল্লিখিত চার ধরনের লেনদেন ছাড়াও ব্যবসায়ে কতিপয় লেনদেন সম্পন্ন হয়, যেমন- ধারে সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়, বাট্টা প্রদান ও বাট্টা প্রাপ্তি, পণ্য বিতরণ প্রভৃতি। এসব লেনদেনও প্রকৃত জাবেদায় লিপিবদ্ধ হয়।

বাট্টা ও বাট্টার প্রকারভেদ

সাধারণ অর্থে, কোন বস্তুর নির্ধারিত মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে ক্রয় সম্ভব হলে, যতটুকু মূল্য কম পরিশোধ করা হলো, তা-ই বাট্টা। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে এই বাট্টা দেওয়া ও পাওয়া উভয়ই হয়ে থাকে।

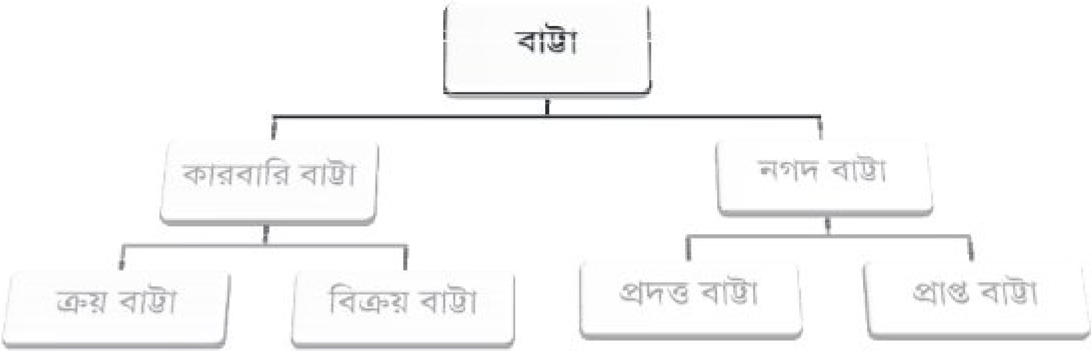

কারবারি বাট্টা (Trade Discount) :

বিক্রেতা পণ্যের বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করে। বিক্রয় বৃদ্ধির জন্য বিক্রেতা যখন পূর্বনির্ধারিত বিক্রয়মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে পণ্য বিক্রয় করে, তা কারবারি বাট্টা হিসেবে গণ্য করা হয়। এই কারবারি বাট্টা বিক্রেতার জন্য বিক্রয় বাট্টা এবং ক্রেতার জন্য ক্রয় বাট্টা। ক্রেতা বা বিক্রেতা কেউই এই বাট্টার হিসাব রাখে না। প্রকৃত যে মূল্যে ক্রয়-বিক্রয় হয়েছে, তা-ই হিসাবে লিপিবদ্ধ করা হয়।

নগদ বাট্টা (Cash Discount) :

ব্যবসায়ের ক্রয়-বিক্রয় প্রায়ই বাকিতে সংঘটিত হয়। ক্রেতা–বিক্রেতার মাঝে দেনা–পাওনার দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য বিক্রেতা ক্রেতাকে যে টাকা ছাড় দেয় তাই নগদ বাট্টা। এই বাট্টা বিক্রেতার জন্য প্রদত্ত বাট্টা এবং ক্রেতার জন্য প্রাপ্ত বাট্টা। উভয় পক্ষ তাদের হিসাবের বইতে এই বাট্টা লিপিবদ্ধ করে।

কাজ : নগদ ও কারবারি বাট্টার মাঝে তুলনা করো।

<u>উদাহরণ–১</u>

জনাব নীলা চৌধুরী 'নীলা এন্টারপ্রাইজ'-এর মালিক। ২০১৭ সালের মার্চ মাসে তাঁর ব্যবসায়ের কতিপয় লেনদেন ছিল নিম্নরূপ:

মার্চ	১	পণ্য ক্রয় ৯,০০০ টাকা।
মার্চ	২	আসবাবপত্র ক্রয় ১২,০০০ টাকা।
মার্চ	৩	বাহারের নিকট বিক্রয় ১৫,০০০ টাকা।
মার্চ	৭	ব্যাংকে জমা দান ৮,০০০ টাকা।

২০২৫

মার্চ	৯	বাকিতে পণ্য ক্রয় ৫,০০০ টাকা।
মার্চ	১২	কুঋণ সঞ্চিতি ধার্য করা হলো ২,০০০ টাকা।
মার্চ	১৫	কুঋণ হিসেবে অবলোপন করা হলো ১,০০০ টাকা।
মার্চ	১৮	মনিহারি দ্রব্যাদি ক্রয় ১,০০০ টাকা।
মার্চ	৩০	কর্মচারীদের বেতন প্রদান ৭,০০০ টাকা।

নীলা এন্টারপ্রাইজের সাধারণ জাবেদা

তারিখ		হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা		খ:পৃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
২০১৭		ক্রয় হিসাব	ডেবিট		৯,০০০	
মার্চ	১	নগদান হিসাব	ক্রেডিট			৯,০০০
		(নগদে পণ্য ক্রয় করা হলো)				
মার্চ	২	আসবাবপত্র হিসাব	ডেবিট		১২,০০০	
		নগদান হিসাব	ক্রেডিট			১২,০০০
		(নগদে আসবাবপত্র ক্রয় করা হলো)				
মার্চ	৩	দেনাদার (বাহার) হিসাব	ডেবিট		১৫,০০০	
		বিক্রয় হিসাব	ক্রেডিট			১৫,০০০
		(বাহারের নিকট বাকিতে বিক্রয় করা হলো)				
মার্চ	৭	ব্যাংক হিসাব	ডেবিট		৮,০০০	
		নগদান হিসাব	ক্রেডিট			৮,০০০
		(নগদ অর্থ ব্যাংকে জমা দেয়া হলো)				
মার্চ	৯	ক্রয় হিসাব	ডেবিট		৫,০০০	
		পাওনাদার হিসাব	ক্রেডিট			৫,০০০
		(বাকিতে পণ্য ক্রয় করা হলো)				
মার্চ	১২	কুঋণ হিসাব	ডেবিট		২,০০০	
		কুঋণ সঞ্চিতি হিসাব	ক্রেডিট			২,০০০
		(কুঋণ সঞ্চিতি ধার্য করা হলো)				
মার্চ	১৫	কুঋণ সঞ্চিতি হিসাব	ডেবিট		১,০০০	
		দেনাদার হিসাব	ক্রেডিট			১,০০০
		(কুঋণ হিসেবে অবলোপন করা হলো)				
মার্চ	১৮	মনিহারি হিসাব	ডেবিট		১,০০০	
		নগদান হিসাব	ক্রেডিট			১,০০০
		(নগদে মনিহারি দ্রব্য ক্রয় করা হলো)				
মার্চ	৩০	বেতন হিসাব	ডেবিট		৭,০০০	
		নগদান হিসাব	ক্রেডিট			৭,০০০
		(নগদে বেতন প্রদান)				
		মোট			৬০,০০০	৬০,০০০

উদাহরণ-২

জনাব শওকত ২০১৭ সালের ১ জুলাই তারিখে নগদ ৫০,০০০ টাকা এবং ২০,০০০ টাকার পণ্য দ্রব্য নিয়ে শওকত ট্রেডার্স নামে ব্যবসায় শুরু করলেন। উক্ত মাসে তাঁর ব্যবসায়ের অন্যান্য লেনদেন ছিল নিম্নরূপ:

জুলাই ২ জনতা ব্যাংকে হিসাব খোলা হলো ২০,০০০ টাকা।
জুলাই ৭ ব্যবসায়ের জন্য কম্পিউটার ক্রয় ২২,০০০ টাকা।
জুলাই ৯ রুমি স্টোর্সের নিকট বিক্রয় বাবদ চেক প্রাপ্তি ১০,০০০ টাকা।
জুলাই ১০ বাবুল ট্রেডার্সের নিকট হতে ১০% বাট্টায় ক্রয় ১৫,০০০ টাকা।
জুলাই ১২ অফিসের ভাড়া অগ্রিম পরিশোধ ৪,০০০ টাকা।
জুলাই ১৫ বাবুল ট্রেডার্সের নিকট পণ্য ফেরত পাঠানো হলো ১,০০০ টাকা (বাট্টা বাদে)।
জুলাই ২০ ব্যবসায়ের প্রচারণা বাবদ ব্যয় ৩,০০০ টাকা।
জুলাই ২৩ বাবুল ট্রেডার্সকে চেক প্রদান ৫,০০০ টাকা।
জুলাই ২৫ জনাব শওকতের ব্যক্তিগত খরচ ব্যবসায় হতে পরিশোধ ২,০০০ টাকা।
জুলাই ৩০ কর্মচারী রায়হানের বেতন অপরিশোধিত রয়েছে ৩,৫০০ টাকা।

শওকত ট্রেডার্স
সাধারণ জাবেদা

তারিখ	হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা		খ:পৃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
২০১৭ জুলাই ১	নগদান হিসাব	ডেবিট		৫০,০০০	
	ক্রয় হিসাব	ডেবিট		২০,০০০	
	মূলধন হিসাব	ক্রেডিট			৭০,০০০
	(নগদ অর্থ ও পণ্য নিয়ে ব্যবসায় শুরু করা হলো)				
জুলাই ২	ব্যাংক হিসাব	ডেবিট		২০,০০০	
	নগদান হিসাব	ক্রেডিট			২০,০০০
	(নগদ অর্থ জমা দিয়ে ব্যাংকে হিসাব খোলা হলো)				
জুলাই ৭	অফিস সরঞ্জাম হিসাব	ডেবিট		২২,০০০	
	নগদান হিসাব	ক্রেডিট			২২,০০০
	(নগদে কম্পিউটার ক্রয় করা হলো)				
জুলাই ৯	ব্যাংক হিসাব	ডেবিট		১০,০০০	
	বিক্রয় হিসাব	ক্রেডিট			১০,০০০
	(রুমির নিকট পণ্য বিক্রয় বাবদ চেক প্রাপ্তি)				
জুলাই ১০	ক্রয় হিসাব	ডেবিট		১৩,৫০০	
	পাওনাদার হিসাব (বাবুল ট্রেডার্স)	ক্রেডিট			১৩,৫০০
	(১০% বাট্টায় বাকিতে পণ্য ক্রয় করা হলো)				
জুলাই ১২	অগ্রিম ভাড়া হিসাব	ডেবিট		৪,০০০	
	নগদান হিসাব	ক্রেডিট			৪,০০০
	(অফিসের ভাড়া অগ্রিম পরিশোধ করা হলো)				
জুলাই ১৫	পাওনাদার হিসাব (বাবুল ট্রেডার্স)	ডেবিট		১,০০০	
	ক্রয় ফেরত হিসাব	ক্রেডিট			১,০০০
	(বাবুলকে পণ্য ফেরত পাঠানো হলো)				

জুলাই ২০	বিজ্ঞাপন হিসাব নগদান হিসাব (প্রচারণা বাবদ ব্যয় করা হলো)	ডেবিট ক্রেডিট		৩,০০০	 ৩,০০০
জুলাই ২৩	পাওনাদার হিসাব (বাবুল ট্রেডার্স) ব্যাংক হিসাব (বাবুলকে দেনা পরিশোধ বাবদ চেক প্রদান)	ডেবিট ক্রেডিট		৫,০০০	 ৫,০০০
জুলাই ২৫	উত্তোলন হিসাব নগদান হিসাব (মালিকের ব্যক্তিগত খরচ ব্যবসায় হতে পরিশোধ)	ডেবিট ক্রেডিট		২,০০০	 ২,০০০
জুলাই ৩০	বেতন হিসাব বকেয়া বেতন হিসাব (রায়হানের বেতন অপরিশোধিত রয়েছে)	ডেবিট ক্রেডিট		৩,৫০০	 ৩,৫০০
			মোট	১,৫৪,০০০	১,৫৪,০০০

সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের জাবেদা

জনাব পীযূষ কুমার ২০১৭ সালের ১ মার্চ ঢাকার বেইলী রোডে 'কুমার থিয়েটার' নামে ব্যবসায় শুরু করেন। ১ মার্চ তারিখে ব্যবসায়ে তিনি ৫,০০,০০০ টাকা বিনিয়োগ করেন। মার্চ মাসে তার ব্যবসায়ের লেনদেনসমূহ ছিল নিম্নরূপ:

- মার্চ ২ থিয়েটারের ৩ মাসের ভাড়া অগ্রিম পরিশোধ ৯০,০০০ টাকা।
- মার্চ ৪ থিয়েটারের প্রচারণা বাবদ ব্যয় ১৫,০০০ টাকা।
- মার্চ ৬ থিয়েটারের জন্য চেয়ার, টেবিল ক্রয় ৩০,০০০ টাকা।
- মার্চ ৭ মঞ্চ নির্মাণ ও সাজসজ্জা বাবদ ব্যয় ৫০,০০০ টাকা।
- মার্চ ১২ শিল্পী ও কলাকুশলীদের আপ্যায়ন খরচ ২,০০০ টাকা।
- মার্চ ১৫ থিয়েটারে নাটক প্রদর্শনের টিকেট বিক্রয় ৮০,০০০ টাকা।
- মার্চ ১৮ শিল্পীদের সম্মানী প্রদান ২৫,০০০ টাকা।
- মার্চ ২৫ ইলেকট্রিক বিল পাওয়া গেল ৩,০০০ টাকা।
- মার্চ ২৮ থিয়েটার কর্মীদের বেতন প্রদান ১২,০০০ টাকা।

সমাধান:

কুমার থিয়েটারের
সাধারণ জাবেদা

তারিখ	হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা		খ:পৃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
২০১৭ মার্চ ১	নগদান হিসাব মূলধন হিসাব (নগদ টাকা নিয়ে ব্যবসা শুরু করা হলো)	ডেবিট ক্রেডিট		৫,০০,০০০	 ৫,০০,০০০
মার্চ ২	অগ্রিম ভাড়া হিসাব নগদান হিসাব (অফিসের ভাড়া অগ্রিম পরিশোধ)	ডেবিট ক্রেডিট		৯০,০০০	 ৯০,০০০
মার্চ ৪	বিজ্ঞাপন হিসাব নগদান হিসাব (বিজ্ঞাপন খরচ পরিশোধ করা হলো)	ডেবিট ক্রেডিট		১৫,০০০	 ১৫,০০০

মার্চ	৬	আসবাবপত্র হিসাব	ডেবিট		৩০,০০০	
		নগদান হিসাব	ক্রেডিট			৩০,০০০
		(আসবাবপত্র ক্রয়)				
মার্চ	৭	মঞ্চ ও সাজসজ্জা খরচ হিসাব	ডেবিট		৫০,০০০	
		নগদান হিসাব	ক্রেডিট			৫০,০০০
		(মঞ্চ নির্মাণ ও সাজসজ্জা ব্যয়)				
মার্চ	১২	আপ্যায়ন খরচ হিসাব	ডেবিট		২,০০০	
		নগদান হিসাব	ক্রেডিট			২,০০০
		(আপ্যায়ন বাবদ ব্যয় পরিশোধ)				
মার্চ	১৫	নগদান হিসাব	ডেবিট		৮০,০০০	
		সেবা আয় হিসাব	ক্রেডিট			৮০,০০০
		(নাটকের টিকেট বিক্রয় বাবদ আয়)				
মার্চ	১৮	সম্মানী ব্যয় হিসাব	ডেবিট		২৫,০০০	
		নগদান হিসাব	ক্রেডিট			২৫,০০০
		(শিল্পী ও কলাকুশলীর সম্মানী প্রদান)				
মার্চ	২৫	বিদ্যুৎ খরচ হিসাব	ডেবিট		৩,০০০	
		বকেয়া বিদ্যুৎ খরচ	ক্রেডিট			৩,০০০
		(বিদ্যুৎ বিল অপরিশোধিত)				
মার্চ	২৮	বেতন হিসাব	ডেবিট		১২,০০০	
		নগদান হিসাব	ক্রেডিট			১২,০০০
		(থিয়েটার কর্মীদের বেতন প্রদান)				
				মোট	৮,০৭,০০০	৮,০৭,০০০

কাজ : ২০১৭ সালের এপ্রিল মাসে মেসার্স শচীন এন্ড কোং-এর লেনদেনসমূহ নিম্নরূপ:

এপ্রিল ১ দেনাদার হতে চেক প্রাপ্তি ৮,০০০ টাকা।
এপ্রিল ৩ মারুফের নিকট হতে ঋণ গ্রহণ ২০,০০০ টাকা।
এপ্রিল ৫ আন্তঃফেরত ৫০০ টাকা।
এপ্রিল ৮ পুরাতন আসবাবপত্র বিক্রয় ২,০০০ টাকা।
এপ্রিল ১০ দেনাদারের ১,০০০ টাকা আদায়যোগ্য নয়।
এপ্রিল ১২ ব্যাংক কর্তৃক প্রদেয় বিলের অর্থ পরিশোধ ৩,০০০ টাকা।
এপ্রিল ১৫ অফিসের জন্য চেয়ার ও টেবিল ক্রয় ৭,০০০ টাকা।
এপ্রিল ১৮ বিনিয়োগের সুদ আদায় হলো ১,০০০ টাকা।
এপ্রিল ২০ প্রাপ্য কমিশন ৬০০ টাকা।
এপ্রিল ২২ ব্যাংক হতে উত্তোলন ৪,০০০ টাকা।
এপ্রিল ২৫ পাওনাদারকে চেকে পরিশোধ ৬,৫০০ টাকা এবং বাট্টা প্রাপ্তি ৫০০ টাকা।
এপ্রিল ৩০ আসবাবপত্রের উপর অবচয় ধার্য কর ৮০০ টাকা।

উপরোক্ত লেনদেনসমূহের সাধারণ জাবেদা দাখিলা লিখ।

ক্রয় জাবেদা : বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠান যা ক্রয় করে, তা-ই পণ্য। এই পণ্য ক্রয় নগদে বা বাকিতে কিংবা উভয় ধরনের হতে পারে। বাকিতে ক্রয়কৃত পণ্য ক্রয় জাবেদায় লিপিবদ্ধ করা হয়। চালানের উপর ভিত্তি করেই ক্রয় জাবেদা প্রস্তুত করা হয়। নিচে চালান ও ক্রয় জাবেদার নমুনা প্রদান করা হলো–

চালান নং–১৬৫০ **সওদাগর এজেন্সি** তারিখ: ২ মার্চ ২০১৭

৫১/৩, বাদামতলি

সদরঘাট, ঢাকা

ক্রেতার নাম: রাহা স্টোর্স

ঠিকানা: ২৩/২, কাঁঠালবাগান, ঢাকা।

চালান

ক্র/নং	মালের বিবরণ	দর (টাকা)	পরিমাণ	পরিমাণ (টাকা)
১	নাজির শাইল চাল	৪০	১,০০০ কেজি	৪০,০০০
	বাদঃ কারবারি বাট্টা (৫%)			২,০০০
				৩৮,০০০

টাকা (কথায়): আটত্রিশ হাজার টাকা মাত্র।

বিক্রয় শর্ত: ২/১০, নিট ৩০

বি.দ্র. ভুল–ত্রুটি সংশোধনযোগ্য। বিক্রেতার স্বাক্ষর

রাহা স্টোর্সের ক্রয় জাবেদা

তারিখ	ক্রেডিট হিসাব খাত	শর্ত	চালান নম্বর	সূত্র	ক্রয় হিসাব ডেবিট পাওনাদার হিসাব ক্রেডিট
২০১৭ মার্চ ২	সওদাগর এজেন্সি	২/১০, নিট ৩০	১৬৫০	✓	৩৮,০০০
মার্চ ১০	নার্গিস এজেন্সি	৩/৫, নিট ২০	১২৩০	✓	২৩,০০০
					৬১,০০০

(নার্গিস এজেন্সির নাম নতুনভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হলো)

বিক্রয় শর্ত : বিক্রয় শর্ত যদি এই রূপ হয়–২/১০, নিট ৩০। এর দ্বারা বোঝায় ক্রেতা পণ্যের মূল্য ১০ দিনে পরিশোধে সমর্থ হলে ২% নগদ বাট্টা পাবে। যদি অসমর্থ হয় তবে অবশ্যই ৩০ দিনের মধ্যে পণ্যের সম্পূর্ণ মূল্য (চালানে উল্লিখিত) পরিশোধ করতে হবে।

বিক্রয় জাবেদা : বাকিতে বিক্রয়কৃত পণ্য বিক্রয় জাবেদায় লিপিবদ্ধ করা হয়। বিক্রয় জাবেদাও চালানের উপর ভিত্তি করে প্রস্তুত করা হয়। বিক্রয় জাবেদার নমুনা নিম্নরূপ–

সওদাগর এজেন্সির বিক্রয় জাবেদা

তারিখ	ডেবিট হিসাব খাত	চালান নম্বর	সূত্র	দেনাদার হিসাব ডেবিট বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট
২০১৭ মার্চ ২	রাহা স্টোরস	১৬৫০	✓	৩৮,০০০
মার্চ ১২	রেহানা স্টোর	১৬৫১	✓	৩২,০০০
				৭০,০০০

বি. দ্র. ক্রয় জাবেদা ও বিক্রয় জাবেদা হতে খতিয়ানে স্থানান্তরকরণ অংশটি খতিয়ান অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

পণ্য ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বহন খরচ, প্যাকিং খরচ, বিমা খরচ প্রভৃতি সম্পৃক্ত। ক্রেতা ও বিক্রেতার মাঝে এটা নির্ধারিত থাকে যে, কে এটা বহন করবে। খরচসমূহ চালানের অন্তর্ভুক্ত থাকলে তা ক্রেতাকেই পণ্যের মূল্যের সাথে পরিশোধ করতে হয়। চালানে উল্লিখিত মোট মূল্যেই ক্রয় জাবেদা ও বিক্রয় জাবেদায় লিপিবদ্ধ হয়।

কাজ: শাহজাহান স্টোরস, ঢাকার কারওয়ান বাজারের একটি পাইকারি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান। উক্ত প্রতিষ্ঠানের ২০১৭ সালের নভেম্বর মাসের কতিপয় লেনদেন নিম্নরূপ:

নভেম্বর ১ মিলি স্টোরস, ঢাকা এর নিকট প্রতি কেজি ১০০ টাকা করে ৫০ কেজি মুসুর ডাল বিক্রয়। কারবারি বাট্টা ২%। চালান নং ২৫৩। শর্ত: ৩/১০, নিট ২০।

নভেম্বর ৫ জনি ট্রেডার্সের নিকট হতে প্রতি পাউন্ড ২০০ টাকা করে ৫০০ পাউন্ড চা ক্রয়। কারবারি বাট্টা ৫%। চালান নং-৫৩৩। শর্ত: ৩/১৫, নিট ৩০।

নভেম্বর ৮ রতন স্টোরসের নিকট প্রতি পাউন্ড ২২০ টাকা করে ১০০ পাউন্ড চা বিক্রয়। বাট্টা ৩%। চালান নং ২৫৪।

নভেম্বর ১২ জাফর ব্রাদার্সের নিকট হতে প্রতি লিটার ১২০ টাকা করে ৩০০ লিটার সয়াবিন তেল ক্রয়। কারবারি বাট্টা ৪%। চালান নং ৫৩৪।

নভেম্বর ১৫ শিকদার এন্ড সন্সের নিকট প্রতি বস্তা ২০০০ টাকা করে ১০০ বস্তা আটা বিক্রয়। কারবারি বাট্টা ৩%। চালান নং-২৫৫।

নভেম্বর ২০ রত্না ট্রেডার্সের নিকট হতে প্রতি প্যাকেট ৩৫০ টাকা করে ৫০ প্যাকেট গুঁড়ো দুধ ক্রয়। কারবারি বাট্টা ২% এবং চালান নং ৫৩৫।

তথ্যাবলির ভিত্তিতে ক্রয় জাবেদা ও বিক্রয় জাবেদা প্রস্তুত কর।

ক্রয় ফেরত জাবেদা : ক্রয়কৃত পণ্য ফরমায়েশ অনুযায়ী না হওয়া, নিম্নমানের বা মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য সরবরাহ করা হলে ক্রেতা বিক্রেতাকে পণ্য ফেরত পাঠায়। পণ্য ফেরত পাঠানোর জন্য ক্রেতা একটি ডেবিট নোট প্রস্তুত করে বিক্রেতার নিকট প্রেরণ করে এবং ক্রয় ফেরত জাবেদা প্রস্তুত করে।

ডেবিট নোট নং-১৭৩ **ইমরান ব্রাদার্স** তারিখ: ১৮ আগস্ট ২০১৭

মালিটোলা, বংশাল

ডেবিট নোট

প্রাপকের নাম: মেসার্স স্বপ্না এন্টারপ্রাইজ

ঠিকানা: ৩৭, রাইনখোলা, মিরপুর-৬, ঢাকা।

সূত্র: ক্রয়/চালান **নম্বর** ১২৬৫/৩ আগস্ট ২০১৭

ক্রমিক নং	মালের বিবরণ ও ফেরতের কারণ	পরিমাণ (টাকা)
১	প্রতি পিছ ১,৩০০ টাকা করে ১০ পিছ জামদানি শাড়ি ছেড়া হওয়ায় ফেরত পাঠানো হলোএবং ফেরত পণ্যের মূল্য দ্বারা আপনাদের হিসাবকে ডেবিট করা হলো।	১৩,০০০/-
	বাদ: কারবারি বাট্টা	১,০০০/-
		১২,০০০/-

টাকা (কথায়): বার হাজার টাকা মাত্র।

বি.দ্র. ভুল-ত্রুটি সংশোধনযোগ্য। ক্রয় ব্যবস্থাপক

ইমরান ব্রাদার্সের ক্রয় ফেরত জাবেদা

তারিখ	ডেবিট হিসাব খাত	ডেবিট নোট নম্বর	সূত্র	পাওনাদার হিসাব ডেবিট ক্রয় ফেরত হিসাব ক্রেডিট
২০১৭ আগস্ট ১৮	মেসার্স স্বপ্না এন্টারপ্রাইজ	১৭৩	✓	১২,০০০
আগস্ট ২৩	মামুন ট্রেডার্স	১৮৫	✓	৭,০০০
আগস্ট ২৯	নাহিদ স্টোরস	১৯৩	✓	৫,০০০
				২৪,০০০

২৩ ও ২৯ তারিখের লেনদেন দুইটি নতুনভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হলো।

বিক্রয় ফেরত জাবেদা : ক্রেতার নিকট হতে ডেবিট নোটসহ পণ্য ফেরত পাওয়ার পর বিক্রেতা-ক্রেতাকে পণ্য ফেরত পাওয়া এবং তাদের হিসাব খাতকে ক্রেডিট করার বিষয় নিশ্চিত করে ক্রেডিট নোট প্রস্তুত করে। প্রস্তুতকৃত ক্রেডিট নোট বিক্রেতা ক্রেতাকে প্রেরণ করে এবং ফেরত পাওয়া পণ্যের জন্য বিক্রয় ফেরত জাবেদায় লিপিবদ্ধ করে।

ক্রেডিট নোট নং–২৩৭ **মেসার্স স্বপ্না এন্টারপ্রাইজ** তারিখ: ২০ আগস্ট ২০১৭

৩৭, রাইনখোলা, মিরপুর–৬, ঢাকা

প্রাপকের নাম: ইমরান ব্রাদার্স

ঠিকানা: মালিটোলা, বংশাল

ক্রেডিট নোট

সূত্র: ডেবিট নোট ১৭৩/১৮ আগস্ট ২০১৭

ক্র.নং	মালের বিবরণ ও ফেরতের কারণ	পরিমাণ (টাকা)
১	প্রতি পিছ ১৩০০ টাকা করে ১০ পিছ জামদানি শাড়ি ছেঁড়া হওয়ায় ফেরত পাওয়া গেছে এবং আপনাদের হিসাবকে ফেরত মালের মূল্য দ্বারা ক্রেডিট করা হয়েছে।	১৩,০০০/–
	বাদ ঃ কারবারি বাট্টা	১,০০০/–
		১২,০০০

টাকা (কথায়): বার হাজার টাকা মাত্র।

বি.দ্র. ভুল–ত্রুটি সংশোধনযোগ্য।

বিক্রয় ব্যবস্থাপক

মেসার্স স্বপ্না এন্টারপ্রাইজের বিক্রয় ফেরত জাবেদা

তারিখ	ক্রেডিট হিসাব খাত	ক্রেডিট নোট নম্বর	সূত্র	বিক্রয় ফেরত হিসাব ডেবিট দেনাদার হিসাব ক্রেডিট
২০১৭				১২,০০০
আগস্ট ২০	ইমরান ব্রাদার্স	২৩৭	✓	
আগস্ট ২৫	সাগর স্টোরস	২৪০	✓	৯,০০০
আগস্ট ৩০	রূপা ট্রেডার্স	২৪৩	✓	৫,৫০০
				২৬,৫০০

২৫ ও ৩০ তারিখের লেনদেন দুইটি নতুনভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হলো।

কাজ: ফাতেমা স্টোর–এর ২০১৭ সালের এপ্রিল মাসে নিম্নোক্ত ফেরতসমূহ সংঘটিত হয়েছে–

এপ্রিল ৩ রাতুল ট্রেডার্সের নিকট হতে প্রাপ্তি প্রতি প্যাকেট ২৫০ টাকা করে ১০ প্যাকেট গুড়ো দুধ মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় ফেরত পাওয়া গেল। কারবারি বাট্টা ৩%, ক্রেডিট নোট নং–১৬৫।

এপ্রিল ৯ জামান এন্ড সন্সের নিকট প্রতি কেজি ৫০ টাকা করে ৪০ কেজি ডিটারজেন্ট নিম্নমানের হওয়ায় ফেরত পাঠানো হলো। কারবারি বাট্টা ২%, ডেবিট নোট নং–১৮৭।

এপ্রিল ১৭ লতিফ স্টোরকে প্রতি পাউন্ড ১৭০ টাকা করে ১৫ পাউন্ড চা পাতা নমুনামাফিক না হওয়ায় ফেরত পাঠানো হলো। ডেবিট নোট নং–১৮৮।

এপ্রিল ২৪ রাশেদ এন্ড ব্রাদার্সের নিকট হতে প্রতি ডজন ১৮০ টাকা করে ৬ ডজন সাবান ফরমায়েশ অপেক্ষা বেশি সরবরাহ করায় ফেরত পাওয়া গেল। কারবারি বাট্টা ৪%। ক্রেডিট নোট নং–১৬৬।

ক্রয় ফেরত ও বিক্রয় ফেরত জাবেদায় লিপিবদ্ধ করো।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। জাবেদাকে বলা হয় হিসাবের –

i) প্রাথমিক বই
ii) সহকারী বই
iii) স্থায়ী বই

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii   খ) i ও iii
গ) ii ও iii   ঘ) i, ii ও iii

২। জাবেদা থেকে জানা যায়–

i) মোট লেনদেনের সংখ্যা
ii) মোট অর্থের পরিমাণ
iii) লেনদেন সংঘটিত হওয়ার কারণ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii   খ) i ও ii
গ) ii ও iii   ঘ) i, ii ও iii

৩। প্রকৃত জাবেদায় লিপিবদ্ধ করা হয় কোনটি?

ক) পণ্য ক্রয়   খ) পণ্য বিক্রয়
গ) বকেয়া বেতন   ঘ) আন্তঃফেরত

৪। ক্রয় জাবেদায় লিপিবদ্ধ হয় কোনটি?

ক) সকল পণ্য ক্রয়   খ) সকল নগদ পণ্য ক্রয়
গ) শুধু সম্পদ ক্রয়   ঘ) শুধু বাকিতে পণ্য ক্রয়

৫। বিক্রয় ফেরত জাবেদার উৎস দলিল কোনটি?

ক) ডেবিট নোট   খ) ক্রেডিট নোট
গ) ডেবিট ভাউচার   ঘ) ক্রেডিট ভাউচার

৬। কোন দাখিলার মাধ্যমে আয় ও ব্যয় হিসাব বন্ধ করা হয়?

ক) প্রারম্ভিক   খ) স্থানান্তর
গ) সমন্বয়   ঘ) সমাপনী

৭। কোনটি ক্রয়ের জন্য 'অফিস সরঞ্জাম হিসাব' ডেবিট হবে?

ক) স্ট্যাপলার   খ) কম্পিউটার
গ) পেপার ওয়েট   ঘ) আলমারি

৮। কর্মচারী শাকিলের বেতন অপরিশোধিত রয়েছে। এর সঠিক জাবেদা কোনটি?

ক)	শাকিল হিসাব	ডেবিট	খ)	বেতন হিসাব	ডেবিট
	বেতন হিসাব	ক্রেডিট		শাকিল হিসাব	ক্রেডিট
গ)	বেতন হিসাব	ডেবিট	ঘ)	বকেয়া বেতন হিসাব	ডেবিট
	বকেয়া বেতন হিসাব	ক্রেডিট		বেতন হিসাব	ক্রেডিট

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৯, ১০, ১১ ও ১২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও–

২০১৭ সালের ১ অক্টোবর তারিখে সাবিনা ইয়াসমিন নিজস্ব জমি বিক্রয় করে ২,০০,০০০ টাকা এবং তার সাবিনা এন্টারপ্রাইজ নামক প্রতিষ্ঠানের নামে ব্যাংক হতে ১,০০,০০০ টাকা ঋণ নিয়ে ব্যবসা শুরু করেন। অক্টোবর ৫ তারিখে ৪০,০০০ টাকার আসবাবপত্র নগদে ক্রয় করেন। অক্টোবর ১০ তারিখে নগদে জনাব মাসুদের নিকট ৩০,০০০ টাকার পণ্য বিক্রয় করেন। অক্টোবর ১৫ তারিখে ৫,০০০ টাকার ক্রীত পণ্য ফেরত প্রদান করেন।

৯। সাবিনা এন্টারপ্রাইজের প্রারম্ভিক মূলধনের পরিমাণ কত?

ক) ১,০০,০০০ টাকা খ) ২,০০,০০০ টাকা
গ) ৩,০০,০০০ টাকা ঘ) ৩,৪০,০০০ টাকা

১০। অক্টোবর ৫ তারিখের লেনদেনটি কোন প্রাথমিক বইতে লিপিবদ্ধ হবে?

ক) ক্রয় জাবেদায় খ) নগদ প্রদান জাবেদায়
গ) প্রকৃত জাবেদায় ঘ) সাধারণ জাবেদায়

১১। ১০ তারিখের লেনদেনটির সঠিক জাবেদা কোনটি?

ক)	মাসুদ হিসাব	ডেবিট	৩০,০০০ টাকা	খ)	নগদান হিসাব	ডেবিট	৩০,০০০ টাকা
	বিক্রয় হিসাব	ক্রেডিট	৩০,০০০ টাকা		বিক্রয় হিসাব	ক্রেডিট	৩০,০০০ টাকা
গ)	নগদান হিসাব	ডেবিট	৩০,০০০ টাকা	ঘ)	মাসুদ হিসাব	ডেবিট	৩০,০০০ টাকা
	মাসুদ হিসাব	ক্রেডিট	৩০,০০০ টাকা		নগদান হিসাব	ক্রেডিট	৩০,০০০ টাকা

১২। ১৫ তারিখের লেনদেনের উৎস দলিল কোনটি?

ক) ডেবিট ভাউচার খ) ডেবিট নোট
গ) ক্রেডিট ভাউচার ঘ) ক্রেডিট নোট

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। তৈরি পোশাক ব্যবসায়ী "আফরোজা ফ্যাশন"-এর ২০১৭ সালের ডিসেম্বর মাসের কতিপয় লেনদেন নিম্নরূপঃ

ডিসেঃ ১	৫% বাট্টায় মাহমুদ ফ্যাশন হতে প্রতিটি ৩০০ টাকা দরে ৫০০টি প্যান্ট ক্রয় এবং বহন খরচ ১০০০ টাকা। চালান নং ৭৮, শর্ত ২/৫, নিট ১৫।
ডিসেঃ ৩	নগদে প্যান্ট বিক্রয় ৩৫,০০০ টাকা।
ডিসেঃ ৮	মাহমুদ ফ্যাশনকে ১০০টি প্যান্ট ত্রুটিযুক্ত থাকায় ফেরত প্রদান।
ডিসেঃ ১০	পুরাতন আসবাবপত্র মেরামত ৫০০ টাকা।
ডিসেঃ ১৫	ইসলাম স্টোর হতে প্রতি জোড়া ৪০০ টাকা দরে ২০০টি শার্ট ক্রয়, বাট্টা ১০%, শর্ত ২/৭, নিট ৩০।
ডিসেঃ ২০	মাহমুদ ফ্যাশনকে পরিশোধ ৪০,০০০ টাকা।

ক. উপর্যুক্ত তথ্য হতে ফেরত পণ্যের মূল্য নির্ণয় করো।

খ. উপর্যুক্ত লেনদেনের ভিত্তিতে আফরোজা ফ্যাশনের ক্রয় জাবেদা প্রস্তুত করো।

গ. ক্রয় জাবেদা সংশ্লিষ্ট লেনদেন ব্যতীত অবশিষ্ট লেনদেনের সাধারণ জাবেদা দাখিলা দাও।

২। বাহাউদ্দিন এন্ড সন্সের ২০১৭ সালের মে মাসের লেনদেনসমূহ নিম্নরূপঃ

মে ২	ব্যবসায়ের জন্য ব্যাংক হতে উত্তোলন ১৫,০০০ টাকা।
মে ৩	রমিজ ব্রাদার্সের নিকট ৫% বাট্টায় ১০,০০০ টাকার পণ্য বিক্রয়। চালান নং-১৭৩। চালানে পরিবহণ খরচ ধরা হয়েছে ১,০০০ টাকা।
মে ৫	ভাড়া অগ্রিম পরিশোধ ৩,০০০ টাকা।
মে ৮	পণ্য ক্রয় বাবদ চেক প্রদান ৭,০০০ টাকা।
মে ১০	৫% বাট্টায় শাহাদাত এন্ড কোং-এর নিকট ৯,০০০ টাকার পণ্য বিক্রয়। চালান নং-১৭৪। প্যাকিং চার্জ ৫০০ টাকা।
মে ১৫	নগদ উত্তোলন ১,০০০ টাকা।

ক. বাহাউদ্দিন এন্ড সন্সের মে মাসের বিক্রয়খাতে বাট্টার পরিমাণ নির্ণয় করো।

খ. উপর্যুক্ত লেনদেনের ভিত্তিতে বিক্রয় জাবেদা প্রস্তুত করো।

গ. বিক্রয় জাবেদা সংশ্লিষ্ট লেনদেন ব্যতীত অবশিষ্ট লেনদেনের সাধারণ জাবেদা দাখিলা দাও।

৩। চৌধুরী হার্ডওয়ারের ২০১৭ সালের জানুয়ারি মাসের লেনদেনসমূহ নিম্নরূপঃ

জানুঃ ১	নগদ ২,৫০,০০০ টাকা ও ৬৫,০০০ টাকার আসবাবপত্র নিয়ে ব্যবসায় শুরু করা হলো।
জানুঃ ৫	৫% বাট্টায় সুবর্ণা ট্রেডার্সের নিকট প্রতি ফুট ১৯২ টাকা দরে ২৫০ ফুট জি আই পাইপ বিক্রয়। চালান নং ২০৫, প্যাকিং চার্জ ৫০০ টাকা।
জানুঃ ৮	রাজন ট্রেডার্সের নিকট থেকে ৪১,৫০০ টাকার পণ্য ক্রয় করে চেক প্রদান।
জানুঃ ১৫	ব্যবসায়ের ব্যবহারের জন্য কাগজ ও কলম ক্রয় ২০০ টাকা।
জানুঃ ১৮	ব্যবসায়ের জন্য আলমারি ক্রয়ের পরিবহণ ব্যয় ১,৫০০ টাকা।
জানুঃ ২৮	ব্যক্তিগত প্রয়োজনে পণ্য উত্তোলন ৮০০ টাকা।

ক. চৌধুরী হার্ডওয়ারের প্রারম্ভিক মূলধনের পরিমাণ নির্ণয় করো।

খ. ৫ তারিখের লেনদেন অবলম্বনে একটি চালান তৈরি করো।

গ. জানুয়ারি মাসের ৮, ১৫, ১৮ ও ২৮ তারিখের লেনদেনগুলো সাধারণ জাবেদায় লিপিবদ্ধ করো।

৪। খান কম্পিউটার-এর ২০১৭ সালের জুলাই মাসের লেনদেনসমূহ নিম্নরূপ;

জুলাই ৫ মাহি কম্পিউটার থেকে প্রতিটি ৩৬,০০০ টাকা দরে ৮টি কম্পিউটার ক্রয়। কারবারি বাট্টা ৬%, চালান নং- ৫০৯, বহন খরচ ১,৫০০ টাকা।

জুলাই ১৫ রাজু কম্পিউটার থেকে প্রতিটি ৪০,০০০ টাকা দরে ৬টি কম্পিউটার ক্রয়। চালান নং- ৩১১, কারবারি বাট্টা ৫%, প্যাকিং খরচ ৫০০ টাকা।

জুলাই ২০ কম্পিউটার নষ্ট থাকায় ৩টি কম্পিউটার রাজু কম্পিউটার-কে ফেরত দেওয়া হলো। ডেবিট নোট নং- ৫০১।

ক. জুলাই মাসে খান কম্পিউটার–এর ক্রয়সংক্রান্ত আনুষাঙ্গিক খরচের পরিমাণ নির্ণয়

খ. জুলাই মাসের তথ্য অবলম্বনে একটি ডেবিট নোট তৈরি করো।

গ. উপর্যুক্ত লেনদেনগুলোর সাহায্যে খান কম্পিউটার–এর একটি ক্রয় জাবেদা প্রস্তুত করো।

৫। মেসার্স আলফা ট্রেডার্সের ২০১৭ সালের ১ জানুয়ারি তারিখে সম্পদ ও দায়-দেনা ছিল নিম্নরূপঃ নগদান হিসাব ৪০,০০০ টাকা, আসবাবপত্র ১,০০,০০০ টাকা, বিনিয়োগ ৫০,০০০ টাকা, পাওনাদার ১০,০০০ টাকা ও মূলধন ১,৮০,০০০ টাকা। ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে ব্যবসায়ের নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করা হয়ঃ

১. মোট প্রদত্ত বেতন ১,২০,০০০ টাকা, যার মধ্যে ২০,০০০ টাকা অগ্রিম প্রদান করা হয়েছে।
২. ভাড়া প্রদান করা হয়েছে ৫০,০০০ টাকা এবং ১০,০০০ টাকা বকেয়া রয়েছে।
৩. বিনিয়োগের প্রাপ্য সুদের পরিমাণ ৫,০০০ টাকা।
৪. আসবাবপত্রের উপর ১০,০০০ টাকা অবচয় ধার্য করা হয়।

ক. উপর্যুক্ত তথ্য হতে প্রারম্ভিক জাবেদা দাখিলা দাও।

খ. বছর শেষে প্রয়োজনীয় সমন্বয় জাবেদা দাখিলা দেখাও।

গ. মেসার্স আলফা ট্রেডার্সের প্রকৃত জাবেদায় সমাপনী দাখিলা প্রদান করো।

৬। নীহারিকা ফার্মেসির ২০১৭ সালের জুলাই মাসের কতিপয় লেনদেন নিম্নরূপঃ

জুলাই-১, নতুন ট্রেড লাইসেন্স ফি প্রদান ৩০,০০০ টাকা।

জুলাই-৫, সাধনা ফার্মেসিকে প্রতি কার্টুন ৫০০ টাকা দরে ক্রীত ২০ কার্টুন ঔষধ ত্রুটিযুক্ত থাকায় ফেরত। বাট্টা ১০%। ডেবিট নোট নং ১১১।

জুলাই-১০, ব্যবসায়ের হিসাবরক্ষণের জন্য ৪০,০০০ টাকায় ১টি কম্পিউটার ক্রয়।

জুলাই-১৫, চন্দনা মেডিকেয়ার হতে মেয়াদ উত্তীর্ণের কারণে প্রতি প্যাকেট ৩০০ টাকা দরে ১০০ প্যাকেট ভিটামিন ক্যাপসুল ফেরত। বাট্টা ৫%। ক্রেডিট নোট নং ২২২।

জুলাই-২০, প্রিয়ন্তী ফার্মা থেকে ক্রীত ১২০ টাকা দরে ৫০০ ব্যাগ স্যালাইন ফরমায়েশ অনুযায়ী না হওয়ায় ফেরত প্রদান। কারবারি বাট্টা ৫%। ডেবিট নোট নং ৩৩৩।

জুলাই-৩০, নিরাময় ড্রাগস এর নিকট ১০% বাট্টায় বিক্রীত ২৫,০০০ টাকার ঔষধ নিম্নমানের কারণে ফেরত আসে। ক্রেডিট নোট নং ৪৪৪।

ক. জুলাই ১ ও জুলাই ১০ তারিখের লেনদেন দ্বারা সাধারণ জাবেদা প্রস্তুত করো।

খ. নীহারিকা ফার্মেসির জুলাই মাসের ক্রয় ফেরত জাবেদা প্রস্তুত করো।

গ. উপর্যুক্ত তথ্য হতে নীহারিকা ফার্মেসির আন্তঃফেরত জাবেদা প্রস্তুত করো।

সপ্তম অধ্যায়

খতিয়ান

লেনদেনসমূহকে প্রাথমিকভাবে জাবেদায় লিপিবদ্ধের পর হিসাবের শ্রেণি অনুযায়ী যথাযথ হিসাবে স্থানান্তর করা হয়। সারা বছর বিভিন্ন সময়ে নগদে ও বাকিতে পণ্য ক্রয় ও বিক্রয় করা হয়। ক্রয় জাবেদা হতে বাকিতে ক্রয় এবং নগদান বই হতে নগদ ক্রয় একত্রিত করা ব্যতীত মোট ক্রয় জানা সম্ভব নয়। খতিয়ান বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকা ক্রয়, বিক্রয় ও অন্যান্য আয়–ব্যয়সমূহকে একত্রিত করে মোট ক্রয়, মোট বিক্রয় এবং অন্যান্য সকল আয় ও ব্যয়ের মোট পরিমাণ নির্ণয়ে সাহায্য করে। একইভাবে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সম্পদ, দায় ও মালিকানা স্বত্ব সংশ্লিষ্ট লেনদেনসমূহের ফলাফল খতিয়ানে সংরক্ষিত সংশ্লিষ্ট হিসাবে স্থানান্তর করা হয়। হিসাবের উদ্বৃত্ত নির্ণয়ের প্রক্রিয়া জানা এবং হিসাবের উদ্বৃত্তের ভিত্তিতে গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাইয়ের পাশাপাশি ব্যবসায়ের সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভ করা এই অধ্যায়ের বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত।

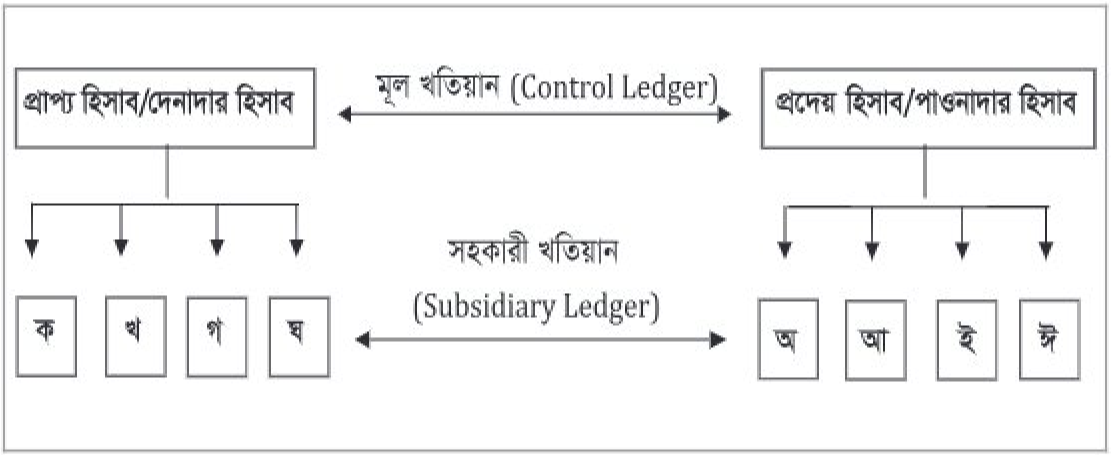

চিত্র : সাধারণ ও সহকারী খতিয়ানের সম্পর্ক

এই অধ্যায় শেষে আমরা–

- পাকা বই হিসেবে খতিয়ানের ধারণা ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব ;
- খতিয়ানের শ্রেণিবিভাগ করতে পারব ;
- জাবেদা ও খতিয়ানের পার্থক্য নিরূপণ করতে পারব ;
- ‘T’ ও ‘চলমান জের’ ছকে হিসাব প্রস্তুত করে হিসাবের জের নির্ণয় করতে পারব ;
- বিভিন্ন ধরনের খতিয়ানের ডেবিট ও ক্রেডিট জেরের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে পারব।

খতিয়ানের ধারণা

প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন শ্রেণির হিসাব যেমন- সম্পদ, দায়, মালিকানা স্বত্ব, আয়, ব্যয় ও লাভ-ক্ষতির হিসাব সংরক্ষণ করা হয়। এসব হিসাবসমূহকে এককথায় খতিয়ান বলা হয়। একটি চলমান ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে সম্পদ, দায় ও মালিকানা স্বত্ব সম্পর্কিত হিসাবসমূহের সাধারণত প্রারম্ভিক ডেবিট বা ক্রেডিট জের থাকে। নির্দিষ্ট সময়কালে সম্পন্ন লেনদেনসমূহের ফলাফল খতিয়ানে সংরক্ষিত হিসাবসমূহে যথাযথভাবে স্থানান্তর করা হয়। হিসাবকাল শেষে প্রতিটি হিসাবের জের নিরূপণ করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের উক্ত সময়কালের আয়, ব্যয়, লাভ ও ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ করা হয় এবং একটি নির্দিষ্ট তারিখে তার সম্পদ, দায় ও মালিকানা স্বত্বের পরিমাণ জানা যায়।

বৈশিষ্ট্য

- প্রতিটি হিসাবের শিরোনাম প্রদান করা হয়।
- খতিয়ান প্রস্তুতে 'T' ছক বা 'চলমান জের' ছক অনুসরণ করা হয়।
- প্রতিটি হিসাবের পৃথক পৃথক জের/উদ্বৃত্ত নির্ণয় করা হয়।
- খতিয়ান প্রস্তুতে জাবেদা সহায়ক বহি স্বরূপ কাজ করে। খতিয়ানে লিপিবদ্ধের সময় জাবেদা পৃষ্ঠা নম্বর উল্লেখ করা হয়।
- খতিয়ান হতে প্রাপ্ত হিসাবের উদ্বৃত্ত দ্বারা রেওয়ামিল প্রস্তুত করা হয় এবং হিসাবসংরক্ষণ কার্যক্রমের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই করা হয়।

খতিয়ান

সম্পদ	দায়	মালিকানা স্বত্ব	আয়	ব্যয়
নগদান হিসাব আসবাবপত্র হিসাব প্রাপ্য হিসাব/ দেনাদার হিসাব অগ্রিম খরচ হিসাব মজুদ পণ্য হিসাব ভূমি ও দালানকোঠা হিসাব, যন্ত্রপাতি হিসাব, সুনাম হিসাব	প্রদেয় হিসাব/ পাওনাদার হিসাব ঋণ হিসাব বকেয়া খরচ হিসাব অনুপার্জিত আয় হিসাব	মূলধন হিসাব উত্তোলন হিসাব সাধারণ সঞ্চিতি হিসাব	বিক্রয় হিসাব প্রাপ্ত ভাড়া হিসাব প্রাপ্ত কমিশন হিসাব প্রাপ্ত বাট্টা হিসাব শিক্ষানবিশ সেলামি হিসাব	ক্রয় হিসাব বেতন হিসাব মজুরি হিসাব অবচয় হিসাব বিজ্ঞাপন হিসাব বিমা হিসাব ভাড়া হিসাব কর ও অভিকর হিসাব কুঋণ হিসাব

খতিয়ানের গুরুত্ব

লেনদেনসমূহ সুশৃঙ্খল ভাবে সাজিয়ে লিখে রাখা হয় বিধায় হিসাব তথ্য ব্যবহারকারীগণ সহজেই তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য খতিয়ান হতে পেতে পারে। খতিয়ান হতে ব্যবসায়ের আয়, ব্যয়, সম্পদ, দায় ও মালিকানা স্বত্বের পরিমাণ সম্পর্কে ধারণা লাভ করা সম্ভব। রেওয়ামিল প্রস্তুতের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্বৃত্ত খতিয়ান হতে সংগ্রহ করা হয় এবং এর মাধ্যমে হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই করা হয়। খতিয়ানের গুরুত্ব ও উপকারিতা প্রকাশের জন্য একটি কথাই প্রচলিত রয়েছে–'খতিয়ান হিসাবের সকল বইয়ের রাজা'।

জাবেদা ও খতিয়ানের পার্থক্য

জাবেদা ও খতিয়ান উভয়ই হিসাব চক্রের দুইটি ধাপ। খতিয়ান জাবেদা অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং ব্যবহার উপযোগী। জাবেদা বই সংরক্ষণ ঐচ্ছিক হলেও খতিয়ান প্রস্তুত বাধ্যতামূলক। খতিয়ানের উদ্বৃত্ত হতে হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাইয়ের পাশাপাশি ব্যবসায়ের আর্থিক ফলাফল ও আর্থিক অবস্থা নিরূপণ সহজ হয়। জাবেদা ও খতিয়ান প্রস্তুতে ব্যবহৃত ছকের মাঝে যথেষ্ট অমিল রয়েছে। জাবেদায় শুধু লেনদেনের ডেবিট ও ক্রেডিট পক্ষ শনাক্তকরণ করা হয়, অপরদিকে খতিয়ানে প্রতিটি হিসাবের মোট ডেবিট ও মোট ক্রেডিটের পার্থক্যকরণের মাধ্যমে উদ্বৃত্ত নির্ণয় করা হয়। খতিয়ান সুষ্ঠু ও নির্ভুলভাবে প্রস্তুতের জন্য জাবেদা সহায়ক বইস্বরূপ কাজ করে।

কাজ : দলে বিভক্ত হয়ে জাবেদা ও খতিয়ানের পার্থক্য ছক আকারে প্রস্তুত করো।

খতিয়ানভুক্তকরণ বা পোস্টিং

লেনদেন: জানুয়ারি ১,২০১৭ নগদে পণ্য ক্রয় ৫,০০০ টাকা।

জাবেদা দাখিলা:

ক্রয় হিসাব	ডেবিট	৫,০০০	
নগদান হিসাব	ক্রেডিট		৫,০০০

খতিয়ানে পোস্টিং:

ক্রয় হিসাব

ডেবিট ক্রেডিট

তারিখ	বিবরণ	জা:পৃ:	টাকা	তারিখ	বিবরণ	জা:পৃ:	টাকা
২০১৭ জানুয়ারি ১	নগদান হিসাব		৫,০০০				

নগদান হিসাব

ডেবিট ক্রেডিট

তারিখ	বিবরণ	জা:পৃ:	টাকা	তারিখ	বিবরণ	জা:পৃ:	টাকা
				২০১৭ জানুয়ারি ১	ক্রয় হিসাব		৫,০০০

পোস্টিংয়ের দিকে লক্ষ করলে দেখা যায়, জাবেদায় ক্রয় হিসাব ডেবিট, তাই ক্রয় হিসাবে ডেবিট দিকে লেখা হয়েছে কিন্তু বিবরণের কলামে ক্রেডিট হিসাব খাতের নাম অর্থাৎ নগদান হিসাব লেখা হয়েছে। অপর দিকে নগদান হিসাব ক্রেডিট, তাই নগদান হিসাবে ক্রেডিট দিকে বসেছে কিন্তু বিবরণের কলামে ডেবিট হিসাব খাতের নাম অর্থাৎ ক্রয় হিসাব লেখা হয়েছে। এর দ্বারা ক্রয় হিসাবটি কোন হিসাবের মাধ্যমে ডেবিট এবং নগদান হিসাবটি কী কারণে ক্রেডিট করা হয়েছে তা বোঝা যায়।

অতএব, কোনো হিসাবের ডেবিট দিকে পোস্টিং হলে বিবরণের কলামে ক্রেডিট হিসাব খাতের নাম এবং হিসাবের ক্রেডিট দিকে পোস্টিং হলে বিবরণের কলামে ডেবিট হিসাব খাতের নাম লেখা হবে।

হিসাবের জের টানা বা ব্যালেন্সিং

খতিয়ান প্রস্তুতকরণের ক্ষেত্রে প্রথম ধাপ পোস্টিং এবং পরবর্তী ধাপ ব্যালেন্সিং বা উদ্বৃত্ত নির্ণয়। সাধারণ অর্থে উদ্বৃত্ত বা ব্যালেন্স অবশিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন–৫ কেজি চাল ক্রয় করা হলো এবং ৩ কেজি চাল ভোগ করা হলো, এই ক্ষেত্রে অবশিষ্ট রইল ২ কেজি। হিসাবের জের নির্ণয় অনেকটা এরূপ। হিসাবে পোস্টিং পরবর্তী ডেবিট ও ক্রেডিট দিকের পার্থক্য নির্ণয় করাকে জের টানা বা ব্যালেন্সিং বলা হয়।

নিম্নোক্ত দুটি লেনদেন পোস্টিং পরবর্তী নগদান হিসাবের ব্যালেন্স নির্ণয় করা হলে:

২০১৭

মার্চ ৩ নগদ বিক্রয় ২০,০০০ টাকা

মার্চ ১০ আসবাবপত্র ক্রয় ১৫,০০০ টাকা

জাবেদা দাখিলা

তারিখ	বিবরণ		খ: পৃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
২০১৭					
মার্চ ৩	নগদান হিসাব	ডেবিট		২০,০০০	
	বিক্রয় হিসাব	ক্রেডিট			২০,০০০
মার্চ ১০	আসবাবপত্র হিসাব	ডেবিট		১৫,০০০	
	নগদান হিসাব	ক্রেডিট			১৫,০০০

খতিয়ান ('T' ছক)

নগদান হিসাব

ডেবিট ক্রেডিট

তারিখ	বিবরণ	জা: পৃ:	টাকা	তারিখ	বিবরণ	জা: পৃ:	টাকা
২০১৭				২০১৭			
মার্চ ৩	বিক্রয় হিসাব		২০,০০০	মার্চ ১০	আসবাবপত্র হিসাব		১৫,০০০
				,, ৩১	ব্যালেন্স C/D		৫,০০০
			২০,০০০				২০,০০০
এপ্রিল১	ব্যালেন্স B/D		৫,০০০				

- হিসাবের ডেবিট ও ক্রেডিট দিকের যোগফল সর্বদা সমান করতে হবে, তাই যে দিকের যোগফল বড় তা উভয় দিকে টাকার কলামে লিখতে হবে। উপরোক্ত হিসাবে ডেবিট দিকের যোগফল বড় হওয়ায় ডেবিট ও ক্রেডিট উভয় কলামে বসানো হয়েছে ২০,০০০ টাকা।
- উভয় দিকের যোগফলের নিচে দুটি সমান্তরাল রেখা টেনে হিসাব বন্ধ করা হয়েছে।

- সাধারণত নির্দিষ্ট সময়ের শেষ তারিখে হিসাবের ডেবিট ও ক্রেডিট দিকের পার্থক্য নির্ণয় করা হয়। পার্থক্যটি 'ব্যালেন্স C/D' অর্থাৎ 'উদ্বৃত্ত স্থানান্তর হবে' কথাটি লিখে কম টাকার কলামে বসিয়ে উভয় দিক সমান করা হয়। উপরোক্ত হিসাব মার্চ মাসের, তাই মার্চের শেষ তারিখ ৩১–এ পার্থক্য নির্ণয় করা হয়েছে।
- সময়ের শেষ তারিখের 'ব্যালেন্স C/D' পরবর্তী সময়ের প্রথম তারিখে 'ব্যালেন্স B/D' অর্থাৎ 'উদ্বৃত্ত স্থানান্তরিত হয়েছে' কথাটি লিখে বিপরীত পার্শ্বে বসাতে হবে।
- হিসাবের যে দিকটি বড়, ব্যালেন্স সেই নামে পরিচিত হয়। যেমন–উপরের নগদান হিসাবের ব্যালেন্সটি ডেবিট ব্যালেন্স, তাই ১ এপ্রিল নগদান হিসাবের ডেবিট দিকে ব্যালেন্স B/D লিখে এপ্রিল মাসের খতিয়ান শুরু করা হয়েছে।

C/D	Carried Down	নিচে নীত/স্থানান্তরিত
B/D	Brought Down	উপর থেকে আনীত/স্থানান্তরিত হয়েছে
C/F	Carried Forward	সম্মুখে নীত
B/F	Brought Forward	পেছন থেকে আনীত

কাজ:

নগদান হিসাব

ডেবিট ক্রেডিট

তারিখ	বিবরণ	জা:পৃ:	টাকা	তারিখ	বিবরণ	জা:পৃ:	টাকা
২০১৭				২০১৭			
মে ২	মূলধন হিসাব		৩০,০০০	মে ৩	ক্রয় হিসাব		৮,০০০
মে ৫	বিক্রয় হিসাব		১০,০০০	মে ৭	আসবাবপত্র হিসাব		৪,০০০
মে ৯	দেনাদার হিসাব		৫,০০০	মে ২৫	বেতন হিসাব		৩,০০০

উপরোক্ত হিসাবের উদ্বৃত্ত নির্ণয় কর।

'চলমান জের'– ছক

নগদান হিসাব হিসাবের কোড নং....

তারিখ	বিবরণ	জা: পৃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা	উদ্বৃত্ত/জের	
					ডেবিট	ক্রেডিট
২০১৭						
মার্চ ৩	বিক্রয় হিসাব		২০,০০০		২০,০০০	
মার্চ১০	আসবাবপত্র হিসাব			১৫,০০০	৫,০০০	

- চলমান জের ছকে হিসাবের জের যেকোনো সময়ে জানা যায়। প্রতিটি পোস্টিংয়ের সঙ্গে সঙ্গে উদ্বৃত্ত/ব্যালেন্স নির্ণয় করা হয়।

- চলমান জের ছকে উদ্বৃত্ত লেখার জন্য পৃথক কলাম রয়েছে।

হিসাব পোস্টিং	হিসাবের উদ্বৃত্ত
ডেবিট পোস্টিং	ডেবিট ব্যালেন্স +
ক্রেডিট পোস্টিং	ডেবিট ব্যালেন্স –
ক্রেডিট পোস্টিং	ক্রেডিট ব্যালেন্স +
ডেবিট পোস্টিং	ক্রেডিট ব্যালেন্স –

- মোট ডেবিট ও মোট ক্রেডিট পোস্টিংয়ের পরিমাণ নির্ণয় করা হয় না। এই যোগফলের কোনো ব্যবহার নেই।

কাজঃ

ব্যাংক হিসাব হিসাবের কোড নং...

তারিখ	বিবরণ	জাঃ পৃঃ	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা	উদ্বৃত্ত/জের	
					ডেবিট	ক্রেডিট
২০১৭ জুলাই ১	বিক্রয় হিসাব		৮,০০০			
জুলাই ৩	বিক্রয় হিসাব		৬,০০০			
জুলাই ৮	ক্রয় হিসাব			৩,০০০		
জুলাই ১০	উত্তোলন হিসাব			১,০০০		
জুলাই ২০	ভাড়া হিসাব			২,০০০		

উপরোক্ত হিসাবের জের নির্ণয় করো।

C/D বা C/F সময়ের শেষ তারিখে নিরূপণ করা হয় এবং এই উদ্বৃত্ত পুনরায় B/D বা B/F নামে পরবর্তী সময়ের প্রথম তারিখে হিসাবের বিপরীত পার্শ্বে লেখা হয়। যখন কোনো হিসাবের মোট ডেবিট ও মোট ক্রেডিট পোস্টিং সমান হয়। ঐ হিসাবের উদ্বৃত্ত শূন্য অর্থাৎ ব্যালেন্স C/D বা B/D লেখার প্রয়োজন হয় না। এই ধরনের হিসাবকে সমতাপ্রাপ্ত হিসাব বলা হয়।

হিসাবের সাধারণ/স্বাভাবিক উদ্বৃত্ত

হিসাবের শ্রেণি	উদ্বৃত্তের ধরণ
সম্পদ	ডেবিট ব্যালেন্স
দায়	ক্রেডিট ব্যালেন্স
মালিকানা স্বত্ব	ক্রেডিট ব্যালেন্স
আয়	ক্রেডিট ব্যালেন্স
ব্যয়	ডেবিট ব্যালেন্স

সাধারণ জাবেদা হতে খতিয়ান প্রস্তুতকরণ

২০১৭ সালের মার্চ ১ তারিখে জনাব শাহীন নগদ ১,০০,০০০ টাকা নিয়ে শাহীন ট্রেডার্স নামে ব্যবসা শুরু করলেন। উক্ত মাসে তার ব্যবসায়ে অন্য লেনদেনসমূহ ছিল নিম্নরূপ:

মার্চ ২	আসবাবপত্র ক্রয় ২০,০০০ টাকা
মার্চ ৩	পণ্য বাকিতে ক্রয় ৩০,০০০ টাকা
মার্চ ৫	পণ্য বিক্রয় ২৫,০০০ টাকা
মার্চ ৮	বহিঃফেরত ২,০০০ টাকা
মার্চ ১২	পাওনাদারকে পরিশোধ ১০,০০০ টাকা
মার্চ ১৮	ব্যাংকে হিসাব খোলা হলো ১৫,০০০ টাকা
মার্চ ২২	পণ্য বিক্রয় বাবদ চেক প্রাপ্তি ৮,০০০ টাকা
মার্চ ২৫	শফিকের নিকট হতে চেক মারফত ক্রয় ৬,০০০ টাকা
মার্চ ২৮	কর্মচারীদের বেতন পরিশোধ ৫,০০০ টাকা

উপর্যুক্ত লেনদেনসমূহের জাবেদা দাখিলা প্রদান করে খতিয়ানে স্থানান্তর ও উদ্বৃত্ত নির্ণয় করো।

সমাধান:

শাহীন ট্রেডার্সের
সাধারণ জাবেদা

তারিখ	হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা		খ: পৃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
২০১৭	নগদান হিসাব	ডেবিট		১,০০,০০০	
মার্চ ১	মূলধন হিসাব	ক্রেডিট			১,০০,০০০
	(নগদ অর্থ নিয়ে ব্যবসায় শুরু করা হলো)				
মার্চ ২	আসবাবপত্র হিসাব	ডেবিট		২০,০০০	
	নগদান হিসাব	ক্রেডিট			২০,০০০
	(আসবাবপত্র ক্রয় করা হলো)				
মার্চ ৩	ক্রয় হিসাব	ডেবিট		৩০,০০০	
	বিবিধ পাওনাদার হিসাব	ক্রেডিট			৩০,০০০
	(বাকিতে পণ্য ক্রয় করা হলো)				
মার্চ ৫	নগদান হিসাব	ডেবিট		২৫,০০০	
	বিক্রয় হিসাব	ক্রেডিট			২৫,০০০
	(নগদে পণ্য বিক্রয় করা হলো)				
মার্চ ৮	বিবিধ পাওনাদার হিসাব	ডেবিট		২,০০০	
	বহিঃফেরত হিসাব	ক্রেডিট			২,০০০
	(বাকিতে ক্রয়কৃত পণ্য ফেরত দেওয়া হলো)				
মার্চ ১২	বিবিধ পাওনাদার হিসাব	ডেবিট		১০,০০০	
	নগদান হিসাব	ক্রেডিট			১০,০০০
	(পাওনাদারকে পরিশোধ করা হলো)				
মার্চ ১৮	ব্যাংক হিসাব	ডেবিট		১৫,০০০	
	নগদান হিসাব	ক্রেডিট			১৫,০০০
	(ব্যাংকে হিসাব খোলা হলো)				

২০২৫

মার্চ ২২	ব্যাংক হিসাব ডেবিট		৮,০০০	
	বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট			৮,০০০
	(পণ্য বিক্রয় বাবদ চেক প্রাপ্তি)			
মার্চ ২৫	ক্রয় হিসাব ডেবিট		৬,০০০	
	ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট			৬,০০০
	(পণ্য ক্রয় বাবদ শফিককে চেক প্রদান)			
মার্চ ২৮	বেতন হিসাব ডেবিট		৫,০০০	
	নগদান হিসাব ক্রেডিট			৫,০০০
	(কর্মচারীদের বেতন প্রদান)			
			২,২১,০০০	২,২১,০০০

হিসাবের তালিকা

১। নগদান হিসাব
২। মূলধন হিসাব
৩। আসবাবপত্র হিসাব
৪। ক্রয় হিসাব
৫। বিবিধ পাওনাদার হিসাব
৬। বিক্রয় হিসাব
৭। বহিঃফেরত হিসাব
৮। ব্যাংক হিসাব
৯। বেতন হিসাব

'T' ছক

ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট

তারিখ	বিবরণ	জা: পৃ:	টাকা	তারিখ	বিবরণ	জা: পৃ:	টাকা
২০১৭				২০১৭			
মার্চ ১	মূলধন হিসাব		১,০০,০০০	মার্চ ২	আসবাবপত্র হিসাব		২০,০০০
মার্চ ৫	বিক্রয় হিসাব		২৫,০০০	মার্চ ১২	পাওনাদার হিসাব		১০,০০০
				মার্চ ১৮	ব্যাংক হিসাব		১৫,০০০
				মার্চ ২৮	বেতন হিসাব		৫,০০০
				মার্চ ৩১	ব্যালেন্স C/D		৭৫,০০০
			১,২৫,০০০				১,২৫,০০০
এপ্রিল ১	ব্যালেন্স B/D		৭৫,০০০				

ডেবিট মূলধন হিসাব ক্রেডিট

তারিখ	বিবরণ	জা: পৃ:	টাকা	তারিখ	বিবরণ	জা: পৃ:	টাকা
২০১৭				২০১৭			
মার্চ ৩১	ব্যালেন্স C/D		১,০০,০০০	মার্চ ১	নগদান হিসাব		১,০০,০০০
			১,০০,০০০				১,০০,০০০
				এপ্রিল ১	ব্যালেন্স B/D		১,০০,০০০

ডেবিট আসবাবপত্র হিসাব ক্রেডিট

তারিখ	বিবরণ	জা: পৃ:	টাকা	তারিখ	বিবরণ	জা: পৃ:	টাকা
২০১৭				২০১৭			
মার্চ ২	নগদান হিসাব		২০,০০০	মার্চ ৩১	ব্যালেন্স C/D		২০,০০০
			২০,০০০				২০,০০০
এপ্রিল ১	ব্যালেন্স B/D		২০,০০০				

ডেবিট **ক্রয় হিসাব** ক্রেডিট

তারিখ	বিবরণ	জা: পৃ:	টাকা	তারিখ	বিবরণ	জা: পৃ:	টাকা
২০১৭				২০১৭			
মার্চ ৩	বিবিধ পাওনাদার হি:		৩০,০০০	মার্চ ৩১	ব্যালেন্স C/D		৩৬,০০০
মার্চ ২৫	ব্যাংক হিসাব		৬,০০০				
			৩৬,০০০				৩৬,০০০
এপ্রিল ১	ব্যালেন্স B/D		৩৬,০০০				

ডেবিট **বিবিধ পাওনাদার হিসাব** ক্রেডিট

তারিখ	বিবরণ	জা:পৃ:	টাকা	তারিখ	বিবরণ	জা:পৃ:	টাকা
২০১৭				২০১৭			
মার্চ ৮	বহিঃফেরত হিসাব		২,০০০	মার্চ ৩	ক্রয় হিসাব		৩০,০০০
মার্চ ১২	নগদান হিসাব		১০,০০০				
মার্চ ৩১	ব্যালেন্স C/D		১৮,০০০				
			৩০,০০০				৩০,০০০
				এপ্রিল ১	ব্যালেন্স B/D		১৮,০০০

ডেবিট **বিক্রয় হিসাব** ক্রেডিট

তারিখ	বিবরণ	জা: পৃ:	টাকা	তারিখ	বিবরণ	জা:পৃ:	টাকা
২০১৭				২০১৭			
মার্চ ৩১	ব্যালেন্স C/D		৩৩,০০০	মার্চ ৫	নগদান হিসাব		২৫,০০০
				মার্চ ২২	ব্যাংক হিসাব		৮,০০০
			৩৩,০০০				৩৩,০০০
				এপ্রিল ১	ব্যালেন্স B/D		৩৩,০০০

ডেবিট **বহিঃফেরত হিসাব** ক্রেডিট

তারিখ	বিবরণ	জা:পৃ:	টাকা	তারিখ	বিবরণ	জা: পৃ:	টাকা
২০১৭				২০১৭			
মার্চ ৩১	ব্যালেন্স C/D		২,০০০	মার্চ ৮	বিবিধ পাওনাদার হি:		২,০০০
			২,০০০				২,০০০
				এপ্রিল ১	ব্যালেন্স B/D		২,০০০

ডেবিট **ব্যাংক হিসাব** ক্রেডিট

তারিখ	বিবরণ	জা: পৃ:	টাকা	তারিখ	বিবরণ	জা: পৃ:	টাকা
২০১৭				২০১৭			
মার্চ ২৮	নগদান হিসাব		১৫,০০০	মার্চ ৫	ক্রয় হিসাব		৬,০০০
মার্চ ২২	বিক্রয় হিসাব		৮,০০০	মার্চ ৩১	ব্যালেন্স C/D		১৭,০০০
			২৩,০০০				২৩,০০০
এপ্রিল ১	ব্যালেন্স B/D		১৭,০০০				

ডেবিট **বেতন হিসাব** ক্রেডিট

তারিখ	বিবরণ	জা:পৃ:	টাকা	তারিখ	বিবরণ	জা:পৃ:	টাকা
২০১৭				২০১৭			
মার্চ ২৮	নগদান হিসাব		৫,০০০	মার্চ ৩১	ব্যালেন্স C/D		৫,০০০
			৫,০০০				৫,০০০
এপ্রিল ১	ব্যালেন্স B/D		৫,০০০				

২০২৫

'চলমান জের'—ছক

নগদান হিসাব হিসাবের কোড নং ....

তারিখ	বিবরণ	জা: পৃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা	উদ্বৃত্ত/জের	
					ডেবিট	ক্রেডিট
২০১৭						
মার্চ ১	মূলধন হিসাব		১,০০,০০০		১,০০,০০০	
মার্চ ২	আসবাবপত্র হিসাব			২০,০০০	৮০,০০০	
মার্চ ৫	বিক্রয় হিসাব		২৫,০০০		১,০৫,০০০	
মার্চ ১২	পাওনাদার হিসাব			১০,০০০	৯৫,০০০	
মার্চ ১৮	ব্যাংক হিসাব			১৫,০০০	৮০,০০০	
মার্চ ২৮	বেতন হিসাব			৫,০০০	৭৫,০০০	

মূলধন হিসাব হিসাবের কোড নং.........

তারিখ	বিবরণ	জা: পৃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা	উদ্বৃত্ত/জের	
					ডেবিট	ক্রেডিট
২০১৭ মার্চ ১	নগদান হিসাব			১,০০,০০০		১,০০,০০০

আসবাবপত্র হিসাব হিসাবের কোড নং.............

তারিখ	বিবরণ	জা: পৃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা	উদ্বৃত্ত/জের	
					ডেবিট	ক্রেডিট
২০১৭						
মার্চ ২	নগদান হিসাব		২০,০০০		২০,০০০	

ক্রয় হিসাব হিসাবের কোড নং............

তারিখ	বিবরণ	জা: পৃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা	উদ্বৃত্ত/জের	
					ডেবিট	ক্রেডিট
২০১৭						
মার্চ ৩	পাওনাদার হিসাব		৩০,০০০		৩০,০০০	
মার্চ ২৫	ব্যাংক হিসাব		৬,০০০		৩৬,০০০	

২০২৫

বিবিধ পাওনাদার হিসাব হিসাবের কোড নং..........

তারিখ	বিবরণ	জা: পৃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা	উদ্বৃত্ত/জের	
					ডেবিট	ক্রেডিট
২০১৭						
মার্চ ৩	ক্রয় হিসাব			৩০,০০০		৩০,০০০
মার্চ ৮	বহি: ফেরত হিসাব		২,০০০			২৮,০০০
মার্চ ১২	নগদান হিসাব		১০,০০০			১৮,০০০

বিক্রয় হিসাব হিসাবের কোড নং..........

তারিখ	বিবরণ	জা: পৃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা	উদ্বৃত্ত/জের	
					ডেবিট	ক্রেডিট
২০১৭						
মার্চ ৫	নগদান হিসাব			২৫,০০০		২৫,০০০
মার্চ ২২	ব্যাংক হিসাব			৮,০০০		৩৩,০০০

ব্যাংক হিসাব হিসাবের কোড নং.............

তারিখ	বিবরণ	জা: পৃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা	উদ্বৃত্ত/জের	
					ডেবিট	ক্রেডিট
২০১৭						
মার্চ ১৮	নগদান হিসাব		১৫,০০০		১৫,০০০	
মার্চ ২২	বিক্রয় হিসাব		৮,০০০		২৩,০০০	
মার্চ ২৫	ক্রয় হিসাব			৬,০০০	১৭,০০০	

বহিঃফেরত হিসাব হিসাবের কোড নং.............

তারিখ	বিবরণ	জা: পৃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা	উদ্বৃত্ত/জের	
					ডেবিট	ক্রেডিট
২০১৭						
মার্চ ৮	বিবিধ পাওনাদার হিসাব			২,০০০		২,০০০

বেতন হিসাব হিসাবের কোড নং................

তারিখ	বিবরণ	জা: পৃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা	উদ্বৃত্ত/জের	
					ডেবিট	ক্রেডিট
২০১৭						
মার্চ ২৮	নগদান হিসাব		৫,০০০		৫,০০০	

কাজ:

রুমানা এন্টারপ্রাইজের নিম্নোক্ত লেনদেনসমূহ খতিয়ানে লিপিবদ্ধ কর এবং উদ্বৃত্ত নির্ণয় করো :

২০১৭

আগস্ট	১	বাকিতে পণ্য বিক্রয় ১৫,০০০ টাকা
আগস্ট	২	ঋণ গ্রহণ ৩০,০০০ টাকা
আগস্ট	৬	ব্যাংকে জমা দান ১০,০০০ টাকা
আগস্ট	৮	পণ্য ফেরত পাওয়া গেল ২,০০০ টাকা
আগস্ট	১২	দেনাদার হতে প্রাপ্তি ৬,০০০ টাকা
আগস্ট	১৫	ব্যাংক হতে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে উত্তোলন ১,০০০ টাকা
আগস্ট	২০	পণ্য ক্রয় করে চেক প্রদান ৪,০০০ টাকা
আগস্ট	২৫	বিক্রয় ১২,০০০ টাকা

দুইটি দলে ভাগ হয়ে, একদল 'T' ছক এবং অপর দল চলমান জের' ছক অনুসরণ কর। 'T' ছকের সঙ্গে 'চলমান জের' ছকের উদ্বৃত্তের মিলকরণ করো।

সাধারণ খতিয়ান (General Ledger) :

নগদান হিসাব, মূলধন হিসাব, ক্রয় হিসাব, বিক্রয় হিসাব, আসবাবপত্র হিসাব, দেনাদার হিসাব, পাওনাদার হিসাব প্রভৃতি সাধারণ খতিয়ান। প্রতিষ্ঠানে একাধিক দেনাদার ও পাওনাদার বিদ্যমান। সাধারণ খতিয়ানের মধ্য হতে শুধু দেনাদার ও পাওনাদার হিসাবদ্বয়কে মূল হিসাব (Control Accounts) নামে অভিহিত করা হয়। কারণ দেনাদার ও পাওনাদার উভয় হিসাব দেনাদারবৃন্দ ও পাওনাদারবৃন্দের সমষ্টি।

সহকারী খতিয়ান (Subsidiary Ledger) :

সাধারণ খতিয়ানের বাইরে প্রতিটি দেনাদার ও প্রতিটি পাওনাদারের জন্য স্বতন্ত্র খতিয়ান তৈরি করা হয়, যাতে করে নির্দিষ্টভাবে কোনো দেনাদার হতে কত টাকা পাওনা এবং কোনো পাওনাদারের নিকট কত টাকা দেনা রয়েছে সহজে জানা যায়। প্রতিটি দেনাদার ও পাওনাদারের জন্য প্রস্তুতকৃত খতিয়ানকে সহকারী খতিয়ান বলা হয়।

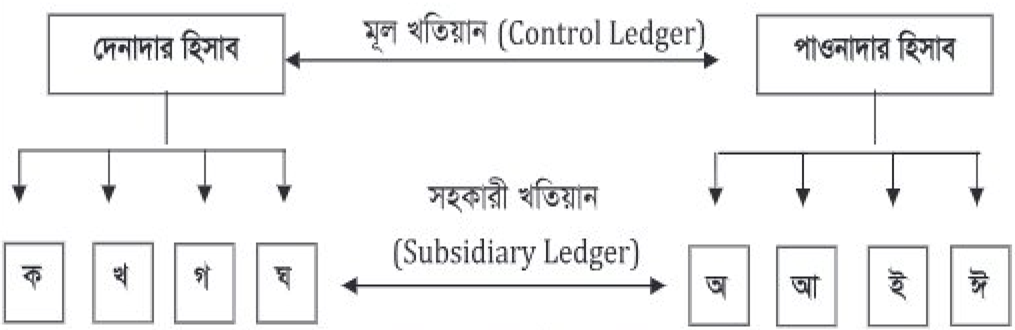

সাধারণ ও সহকারী খতিয়ানের সম্পর্ক

২০২৫

বিশেষ জাবেদা ও সংশ্লিষ্ট খতিয়ান প্রস্তুত

ক্রয় জাবেদা ও সংশ্লিষ্ট খতিয়ান

'জাবেদা' অধ্যায়ে ক্রয় জাবেদা সম্পর্কে আমরা ধারণা লাভ করেছি। এখানে ক্রয় জাবেদার তথ্য সাধারণ ও সহকারী খতিয়ানে লিপিবদ্ধকরণ প্রণালি প্রদর্শন করা হলো–

মমতাজ এন্টারপ্রাইজের
ক্রয় জাবেদা

তারিখ	ক্রেডিট হিসাবখাত	শর্ত	চালান নম্বর	সূত্র	ক্রয় হিসাব ডেবিট পাওনাদার হিসাব ক্রেডিট
২০১৭					
জুন ৩	রাজিব স্টোরস	২/১০, নিট ৩০	১৭৩	✓	১৭,৬০০
জুন ১০	রাখি ট্রেডার্স	৩/১০, নিট ২০	১৭৪	✓	১২,৩০০
জুন ২৫	হায়দার এন্টারপ্রাইজ	৩/৫, নিট ১৫	১৭৫	✓	১০,৫০০
					৪০,৪০০

সাধারণ খতিয়ান

ক্রয় হিসাব — হিসাবের কোড নং......

তারিখ	বিবরণ	জা: পৃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা	উদ্বৃত্ত/জের ডেবিট	উদ্বৃত্ত/জের ক্রেডিট
২০১৭						
জুন ৩০	পাওনাদার হিসাব		৪০,৪০০		৪০,৪০০	

পাওনাদার হিসাব — হিসাবের কোড নং.......

তারিখ	বিবরণ	জা: পৃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা	উদ্বৃত্ত/জের ডেবিট	উদ্বৃত্ত/জের ক্রেডিট
২০১৭						
জুন ৩০	ক্রয় হিসাব			৪০,৪০০		৪০,৪০০

মমতাজ এন্টারপ্রাইজ-এর
ক্রয় জাবেদা

তারিখ	ক্রেডিট হিসাবখাত	শর্ত	চালান নম্বর	সূত্র	ক্রয় হিসাব ডেবিট পাওনাদার হিসাব ক্রেডিট
২০১৭					
জুন ৩	রাজীব স্টোরস	২/১০, নিট ৩০	১৭৩	✓	১৭,৬০০
জুন ৯	রাখি ট্রেডার্স	৩/১০, নিট ২০	১৭৪	✓	১২,৩০০
জুন ২৫	হায়দার এন্টারপ্রাইজ	৩/৫, নিট ১৫	১৭৫	✓	১০,৫০০
					৪০,৪০০

সহকারী খতিয়ান

রাজীব স্টোরস

হিসাবের কোড নং............

তারিখ	বিবরণ	জা: পৃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা	উদ্বৃত্ত/জের ডেবিট	উদ্বৃত্ত/জের ক্রেডিট
২০১৭						
জুন ৩	ক্রয় হিসাব			১৭,৬০০		১৭,৬০০

রাখি ট্রেডার্স

হিসাবের কোড নং............

তারিখ	বিবরণ	জা: পৃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা	উদ্বৃত্ত/জের ডেবিট	উদ্বৃত্ত/জের ক্রেডিট
২০১৭						
জুন ৯	ক্রয় হিসাব			১২,৩০০		১২,৩০০

হায়দার এন্টারপ্রাইজ

হিসাবের কোড নং...........

তারিখ	বিবরণ	জা: পৃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা	উদ্বৃত্ত/জের ডেবিট	উদ্বৃত্ত/জের ক্রেডিট
২০১৭						
জুন ২৫	ক্রয় হিসাব			১০,৫০০		১০,৫০০

বিশেষ জাবেদা হতে প্রতিদিন সহকারী খতিয়ানে পোস্টিং দেওয়া হয় এবং সাধারণ খতিয়ানে সপ্তাহান্তে / মাসান্তে পোস্টিং দেওয়া হয়।

বিক্রয় জাবেদা ও সংশ্লিষ্ট খতিয়ান

শাহজাহান এন্ড সন্সের

বিক্রয় জাবেদা

তারিখ	ডেবিট হিসাবখাত	চালান নম্বর	সূত্র	দেনাদার হিসাব ডেবিট বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট
২০১৭				
আগস্ট ৩	কাজল এন্টারপ্রাইজ	৩৩৫	✓	২৫,৪৬০
আগস্ট ১০	মনিকা ট্রেডার্স	৩৩৬	✓	১৭,২৪০
আগস্ট ২৫	বিমল এন্ড ব্রাদার্স	৩৩৭	✓	১৩,৩০০
				৫৬,০০০

সাধারণ খতিয়ান

বিক্রয় হিসাব

হিসাবের কোড নং.........

তারিখ	বিবরণ	জা: পৃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা	উদ্বৃত্ত/জের ডেবিট	উদ্বৃত্ত/জের ক্রেডিট
২০১৭						
আগস্ট ৩১	বিবিধ দেনাদার হিসাব			৫৬,০০০		৫৬,০০০

বিবিধ দেনাদার হিসাব

হিসাবের কোড নং........

তারিখ	বিবরণ	জা: পৃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা	উদ্বৃত্ত/জের ডেবিট	উদ্বৃত্ত/জের ক্রেডিট
২০১৭						
আগস্ট ৩১	বিক্রয় হিসাব		৫৬,০০০		৫৬,০০০	

শাহজাহান এন্ড সন্সের
বিক্রয় জাবেদা

তারিখ	ডেবিট হিসাবখাত	চালান নম্বর	সূত্র	দেনাদার হিসাব ডেবিট বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট
২০১৭				
আগস্ট ৩	কাজল এন্টারপ্রাইজ	৩৩৫	✓	২৫,৪৬০
আগস্ট ১০	মনিকা ট্রেডার্স	৩৩৬	✓	১৭,২৪০
আগস্ট ২৫	বিমল এন্ড ব্রাদার্স	৩৩৭	✓	১৩,৩০০
				৫৬,০০০

সহকারী খতিয়ান
কাজল এন্টারপ্রাইজ

হিসাবের কোড নং........

তারিখ	বিবরণ	জা: পৃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা	উদ্বৃত্ত/জের ডেবিট	উদ্বৃত্ত/জের ক্রেডিট
২০১৭						
আগস্ট ৩	বিক্রয় হিসাব		২৫,৪৬০		২৫,৪৬০	

মনিকা ট্রেডার্স

হিসাবের কোড নং..........

তারিখ	বিবরণ	জা: পৃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা	উদ্বৃত্ত/জের ডেবিট	উদ্বৃত্ত/জের ক্রেডিট
২০১৭						
আগস্ট ১০	বিক্রয় হিসাব		১৭,২৪০		১৭,২৪০	

বিমল এন্ড ব্রাদার্স

হিসাবের কোড নং.......

তারিখ	বিবরণ	জা: পৃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা	উদ্বৃত্ত/জের ডেবিট	উদ্বৃত্ত/জের ক্রেডিট
২০১৭						
আগস্ট ২৫	বিক্রয় হিসাব		১৩,৩০০		১৩,৩০০	

ক্রয় ফেরত জাবেদা ও সংশ্লিষ্ট খতিয়ান

বকশী ইলেকট্রিক স্টোর-এর ক্রয় ফেরত জাবেদা

তারিখ	ডেবিট হিসাবখাত	ডেবিট নোট নম্বর	সূত্র	পাওনাদার হিসাব ডেবিট ক্রয় ফেরত হিসাব ক্রেডিট
২০১৭ জানু ৩	সাইদ এন্ড ব্রাদার্স	৫৭	✓	১৩,৯১০
জানু ১২	বাক্কার এন্ড সন্স	৫৮	✓	১৭,২৪০
জানু ২৩	বাবু এন্টারপ্রাইজ	৫৯	✓	৭,৪৫০
				৩৮,৬০০

সাধারণ খতিয়ান

ক্রয় ফেরত হিসাব

হিসাবের কোড নং...........

তারিখ	বিবরণ	জা: পৃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা	উদ্বৃত্ত/জের ডেবিট	উদ্বৃত্ত/জের ক্রেডিট
২০১৭ জানু ৩১	বিবিধ পাওনাদার হিসাব			৩৮,৬০০		৩৮,৬০০

বিবিধ পাওনাদার হিসাব

হিসাবের কোড নং...........

তারিখ	বিবরণ	জা: পৃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা	উদ্বৃত্ত/জের ডেবিট	উদ্বৃত্ত/জের ক্রেডিট
২০১৭ জানু ৩১	ক্রয় ফেরত হিসাব		৩৮,৬০০		৩৮,৬০০	

সহকারী খতিয়ান

সাঈদ এন্ড ব্রাদার্স

হিসাবের কোড নং...........

তারিখ	বিবরণ	জা: পৃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা	উদ্বৃত্ত/জের ডেবিট	উদ্বৃত্ত/জের ক্রেডিট
২০১৭ জানু ৩	ক্রয় ফেরত হিসাব		১৩,৯১০		১৩,৯১০	

বাক্কার এন্ড সন্স

হিসাবের কোড নং...........

তারিখ	বিবরণ	জা: পৃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা	উদ্বৃত্ত/জের ডেবিট	উদ্বৃত্ত/জের ক্রেডিট
২০১৭ জানু ১২	ক্রয় ফেরত হিসাব		১৭,২৪০		১৭,২৪০	

বাবু এন্টারপ্রাইজ

তারিখ	বিবরণ	জা: পৃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা	উদ্বৃত্ত/জের ডেবিট	উদ্বৃত্ত/জের ক্রেডিট
২০১৭ জানু ২৩	ক্রয় ফেরত হিসাব		৭,৪৫০		৭,৪৫০	

বিক্রয় ফেরত জাবেদা ও সংশ্লিষ্ট খতিয়ান

আলম ট্রেডার্সের বিক্রয় ফেরত জাবেদা

তারিখ	ক্রেডিট হিসাব খাত	ক্রেডিট নোট নম্বর	সূত্র	বিক্রয় ফেরত হিসাব ডেবিট বিবিধ দেনাদার হিসাব ক্রেডিট
২০১৭				
মে ২	রাশেদ এন্ড কোং	১২৩	✓	১০,৩৫০
মে ১৫	পারভেজ স্টোর	১২৪	✓	৮,৬৫০
মে ২৭	রুনা এন্টারপ্রাইজ	১২৫	✓	৪,৫০০
				২৩,৫০০

সাধারণ খতিয়ান

বিক্রয় ফেরত হিসাব

হিসাবের কোড নং...........

তারিখ	বিবরণ	জা: পৃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা	উদ্বৃত্ত/জের	
					ডেবিট	ক্রেডিট
২০১৭ মে ৩১	বিবিধ দেনাদার হিসাব		২৩,৫০০		২৩,৫০০	

বিবিধ দেনাদার হিসাব

হিসাবের কোড নং...........

তারিখ	বিবরণ	জা: পৃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা	উদ্বৃত্ত/জের	
					ডেবিট	ক্রেডিট
২০১৭ মে ৩১	বিক্রয় ফেরত হিসাব			২৩,৫০০		২৩,৫০০

সহকারী খতিয়ান

রাশেদ এন্ড কোং

হিসাবের কোড নং...........

তারিখ	বিবরণ	জা: পৃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা	উদ্বৃত্ত/জের	
					ডেবিট	ক্রেডিট
২০১৭ মে ২	বিক্রয় ফেরত হিসাব			১০,৩৫০		১০,৩৫০

পারভেজ স্টোর

হিসাবের কোড নং...........

তারিখ	বিবরণ	জা: পৃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা	উদ্বৃত্ত/জের	
					ডেবিট	ক্রেডিট
২০১৭ মে ১৫	বিক্রয় ফেরত হিসাব			৮,৬৫০		৮,৬৫০

রুনা এন্টারপ্রাইজ

হিসাবের কোড নং...........

তারিখ	বিবরণ	জা: পৃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা	উদ্বৃত্ত/জের	
					ডেবিট	ক্রেডিট
২০১৭ মে ২৭	বিক্রয় ফেরত হিসাব			৪,৫০০		৪,৫০০

খতিয়ান উদ্বৃত্ত দ্বারা গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই

প্রতিটি লেনদেনের জন্য সমপরিমাণ টাকা ডেবিট ও ক্রেডিট পোস্টিং প্রদান করা হয়। খতিয়ানের ডেবিট ব্যালেন্সের সমষ্টি এবং ক্রেডিট ব্যালেন্সের সমষ্টি সমান হওয়া হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা নির্দেশ করে।

জনাব রাকিব ২০১৭ সালের জুলাই মাসে নগদ ৩০,০০০ টাকা ও ১৫,০০০ টাকার পণ্য নিয়ে রাকিব ট্রেডার্স নামে ব্যবসা শুরু করলেন। অন্যান্য লেনদেন ছিল–

জুলাই	২	নগদে পণ্য বিক্রয় ২০,০০০ টাকা
জুলাই	৩	আসবাবপত্র ক্রয় ৫,০০০ টাকা
জুলাই	৫	ব্যাংকে জমা দান ৩,০০০ টাকা
জুলাই	১০	পণ্য ক্রয় ৭,০০০ টাকা
জুলাই	১৫	উত্তোলন ১,০০০ টাকা
জুলাই	২০	কর্মচারীদের বেতন বাবদ চেক প্রদান ২,০০০ টাকা

হিসাবের তালিকা:

১. নগদান হিসাব
২. ক্রয় হিসাব
৩. মূলধন হিসাব
৪. বিক্রয় হিসাব
৫. আসবাবপত্র হিসাব
৬. ব্যাংক হিসাব
৭. উত্তোলন হিসাব
৮. বেতন হিসাব

রাকিব ট্রেডার্সের
সাধারণ খতিয়ান

নগদান হিসাব — হিসাবের কোড নং............

তারিখ	বিবরণ	জা: পৃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা	উদ্বৃত্ত/জের	
					ডেবিট	ক্রেডিট
২০১৭ জুলাই ১	মূলধন হিসাব		৩০,০০০		৩০,০০০	
জুলাই ২	বিক্রয় হিসাব		২০,০০০		৫০,০০০	
জুলাই ৩	আসবাবপত্র হিসাব			৫,০০০	৪৫,০০০	
জুলাই ৫	ব্যাংক হিসাব			৩,০০০	৪২,০০০	
জুলাই ১০	ক্রয় হিসাব			৭,০০০	৩৫,০০০	
জুলাই ১৫	উত্তোলন হিসাব			১,০০০	৩৪,০০০	

ক্রয় হিসাব — হিসাবের কোড নং............

তারিখ	বিবরণ	জা: পৃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা	উদ্বৃত্ত/জের	
					ডেবিট	ক্রেডিট
২০১৭ জুলাই ১	মূলধন হিসাব		১৫,০০০		১৫,০০০	
জুলাই ১০	নগদান হিসাব		৭,০০০		২২,০০০	

মূলধন হিসাব — হিসাবের কোড নং............

তারিখ ২০১৪	বিবরণ	জা: পৃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা	উদ্বৃত্ত/জের	
					ডেবিট	ক্রেডিট
২০১৭ জুলাই ১	নগদান হিসাব			৩০,০০০		৩০,০০০
জুলাই ১	ক্রয় হিসাব			১৫,০০০		৪৫,০০০

বিক্রয় হিসাব হিসাবের কোড নং............

তারিখ	বিবরণ	জা: পৃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা	উদ্বৃত্ত/জের	
					ডেবিট	ক্রেডিট
২০১৭ জুলাই ২	নগদান হিসাব			২০,০০০		২০,০০০

আসবাবপত্র হিসাব হিসাবের কোড নং............

তারিখ	বিবরণ	জা: পৃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা	উদ্বৃত্ত/জের	
					ডেবিট	ক্রেডিট
২০১৭ জুলাই ৩	নগদান হিসাব		৫,০০০		৫,০০০	

উত্তোলন হিসাব হিসাবের কোড নং............

তারিখ	বিবরণ	জা: পৃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা	উদ্বৃত্ত/জের	
					ডেবিট	ক্রেডিট
২০১৭ জুলাই ১৫	নগদান হিসাব		১,০০০		১,০০০	

ব্যাংক হিসাব হিসাবের কোড নং............

তারিখ	বিবরণ	জা: পৃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা	উদ্বৃত্ত/জের	
					ডেবিট	ক্রেডিট
২০১৭ জুলাই ৫	নগদান হিসাব		৩,০০০		৩,০০০	
জুলাই ২০	বেতন হিসাব			২,০০০	১,০০০	

বেতন হিসাব হিসাবের কোড নং..........

তারিখ	বিবরণ	জা: পৃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা	উদ্বৃত্ত/জের	
					ডেবিট	ক্রেডিট
২০১৭ জুলাই ২০	ব্যাংক হিসাব		২,০০০		২,০০০	

খতিয়ানের উদ্বৃত্তসমূহ দ্বারা রেওয়ামিল প্রস্তুত করে হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই করা যায়। উপরোক্ত খতিয়ানের উদ্বৃত্তসমূহ নিয়ে রেওয়ামিল প্রস্তুত করা হলো–

রাকিব ট্রেডার্স
রেওয়ামিল
৩১ জুলাই ২০১৭

ক্র/নং	হিসাবের নাম	খ: পৃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
১	নগদান হিসাব		৩৪,০০০	
২	ক্রয় হিসাব		২২,০০০	
৩	মূলধন হিসাব		--	৪৫,০০০
৪	বিক্রয় হিসাব		--	২০,০০০
৫	আসবাবপত্র হিসাব		৫,০০০	
৬	উত্তোলন হিসাব		১,০০০	
৭	ব্যাংক হিসাব		১,০০০	
৮	বেতন হিসাব		২,০০০	
			৬৫,০০০	৬৫,০০০

খতিয়ানের ডেবিট উদ্বৃত্তসমূহের সমষ্টি ও ক্রেডিট উদ্বৃত্তসমূহের সমষ্টি [৬৫,০০০] সমান হওয়ায় সহজেই বলা যায় হিসাব সংরক্ষণ নির্ভুল হয়েছে।

বি. দ্র. রেওয়ামিলের বিস্তারিত আলোচনা নবম অধ্যায়ে করা হয়েছে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। কোনটি থেকে ব্যবসায়ের মোট আয়, ব্যয়, সম্পদ ও দায়ের পরিমাণ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়?

ক) সাধারণ জাবেদা　　খ) বিশেষ জাবেদা

গ) সাধারণ খতিয়ান　　ঘ) সহকারী খতিয়ান

২। দেনাদার ও পাওনাদারের জন্য প্রস্তুতকৃত আলাদা খতিয়ানকে কী বলা হয়?

ক) সাধারণ খতিয়ান　　খ) সংযুক্ত খতিয়ান

গ) সহকারী খতিয়ান　　ঘ) মূল খতিয়ান

৩। খতিয়ান হিসাবের–

i. প্রাথমিক বই
ii. পাকা বই
iii. স্থায়ী বই

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii　খ) i ও iii　গ) ii ও iii　ঘ) i, ii ও iii

৪। ব্যয় হিসাবসমূহ সর্বদা কোন জের প্রকাশ করে?

ক) ডেবিট　　খ) ক্রেডিট

গ) প্রারম্ভিক　　ঘ) সমাপনী

৫। খতিয়ান প্রস্তুতে চলমান জের ছক অনুসরণের ফলে–

i . মোট ডেবিট পোস্টিংয়ের পরিমাণ জানা যায়

ii. মোট ক্রেডিট পোস্টিংয়ের পরিমাণ জানা যায়

iii. প্রতিনিয়ত হিসাবের জের পাওয়া যায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii　খ) i ও iii　গ) ii ও iii　ঘ) i, ii ও iii

৬। হিসাবের ডেবিট দিকের যোগফল, ক্রেডিট দিকের যোগফল অপেক্ষা বেশি হলে কোন উদ্বৃত্ত প্রকাশ করবে?

ক) আয় খ) দায়

গ) ডেবিট ঘ) ক্রেডিট

৭। খতিয়ানে ব্যবহৃত C/D দ্বারা কী বোঝায়?

ক) সম্মুখে আনীত খ) নিচে আনীত

গ) উপর থেকে আনীত ঘ) পেছন থেকে আনীত

৮। খতিয়ানের ডেবিট উদ্বৃত্ত দ্বারা প্রকাশ পায়–

i. সম্পদ
ii. খরচ
iii. আয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৯। সহকারী খতিয়ান সম্পর্কিত হিসাব হলো–

i. দেনাদার
ii. পাওনাদার
iii. ব্যাংক

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১০। খতিয়ান প্রস্তুতের জন্য–

i. লেনদেনের বিশ্লেষণ অত্যাবশ্যক
ii. জাবেদাভুক্তকরণ অত্যাবশ্যক
iii. জাবেদাভুক্তকরণ সহায়ক

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১১। খতিয়ানের উদ্বৃত্তসমূহ দিয়ে কোনটি প্রস্তুত করা হয়?

ক) নগদান বই　　খ) প্রাপ্য হিসাব

গ) প্রদেয় হিসাব　　ঘ) রেওয়ামিল

নিচের হিসাবের ভিত্তিতে ১২, ১৩ ও ১৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

নগদান হিসাব　　হিসাবের কোড নং ------

তারিখ	বিবরণ	জা. পৃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা	উদ্বৃত্ত/জের	
					ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
২০১৭						
জুন-১	ব্যালেন্স B/D				১০,০০০	
জুন-১৩	আসবাবপত্র হিসাব		২,০০০			
জুন-১৮	ক্রয় হিসাব			৫,০০০		
জুন-৩০	বিক্রয়		৮,০০০			

১২। জুন ১৩ তারিখের সাধারণ জাবেদা কোনটি?

ক) আসবাবপত্র হিসাব ডেবিট
নগদান হিসাব ক্রেডিট

খ) আসবাবপত্র হিসাব ডেবিট
ক্রয় হিসাব ক্রেডিট

গ) নগদান হিসাব ডেবিট
আসবাবপত্র হিসাব ক্রেডিট

ঘ) আসবাবপত্র হিসাব ডেবিট
বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট

১৩। নগদান হিসাবটির সমাপনী উদ্বৃত্ত কত টাকা?

ক) ১০,০০০　　খ) ১২,০০০

গ) ১৫,০০০　　ঘ) ১৮,০০০

১৪। হিসাবটি থেকে জুন মাসে নগদ লেনদেন সম্পর্কে যা প্রকাশ পায়, তা হলো–

i. মোট নগদ প্রাপ্তি ১০,০০০ টাকা

ii. মোট নগদ প্রদান ৫,০০০ টাকা

iii. সমাপনী হাতে নগদ ৫,০০০ টাকা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii　　খ) i ও iii　　গ) ii ও iii　　ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। ঢাকার 'নিরাময় ফার্মা'-এর ২০১৭ সালের জানুয়ারি মাসের কতিপয় লেনদেন নিম্নরূপঃ

জানুয়ারি-১, নগদ ৫৫,০০০ টাকা, ৫০,০০০ টাকার কম্পিউটার ও ৩০,০০০ টাকা মূল্যের বিক্রয়যোগ্য ঔষধ নিয়ে ব্যবসায় শুরু করা হলো।

জানুয়ারি-৩, জাহান ড্রাগস হতে ঔষধ ক্রয় ৮০,০০০ টাকা।

জানুয়ারি-৭, পুরাতন ১টি প্রিন্টার মেশিন বিক্রয় ৩,২০০ টাকা।

জানুয়ারি-১৮, মেয়াদ উত্তীর্ণের কারণে জাহান ড্রাগসকে ঔষধ ফেরত ৬,০০০ টাকা।

জানুয়ারি-২৭, নগদে ঔষধ বিক্রয় ১,৪০,০০০ টাকা।

ক) উপর্যুক্ত তথ্য হতে প্রারম্ভিক মূলধনের পরিমাণ নির্ণয় করো।

খ) জানুয়ারি ৩ থেকে জানুয়ারি ২৭ তারিখের লেনদেনের সাধারণ জাবেদা দেখাও।

গ) উপর্যুক্ত লেনদেনসমূহের ভিত্তিতে নগদান হিসাব, অফিস সরঞ্জাম হিসাব, ক্রয় হিসাব ও পাওনাদার হিসাব প্রস্তুত করো।

২। আরমান ট্রেডার্স একটি মুদি পণ্যের পাইকারি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান। ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে উক্ত ব্যবসায়ের কতিপয় লেনদেন নিম্নরূপঃ

সেপ্টে: ১ ফারহান এন্ড ব্রাদার্সের নিকট হতে প্রতি ৫০ কেজির বস্তা ২,৫০০ টাকা করে ৫০ বস্তা মিনিকেট চাল ক্রয়। কারবারি বাট্টা ৩%। চালান নং–১২৩।

সেপ্টে: ৫ ইরফান ট্রেডার্সের নিকট হতে প্রতি কেজি ১০৫ টাকা করে ২০০ কেজি ডাল ক্রয়। কারবারি বাট্টা ৫%। চালান নং–৪৩২।

সেপ্টে: ১২ ফারহান এন্ড ব্রাদার্সকে ৫ বস্তা চাল নষ্ট হওয়ার কারণে ফেরত প্রদান। ডেবিট নোট নং–১৭৫।

সেপ্টে: ১৮ ইরফান ট্রেডার্সকে ২০ কেজি ডাল নমুনা মাফিক না হওয়ায় ফেরত প্রদান। ডেবিট নোট নং–১৭৬।

ক) উপর্যুক্ত লেনদেনের ভিত্তিতে ক্রয় জাবেদা প্রস্তুত করো।
খ) উপর্যুক্ত লেনদেনসমূহের ভিত্তিতে সাধারণ খতিয়ানসমূহ প্রস্তুত করো।
গ) উপর্যুক্ত লেনদেনসমূহের ভিত্তিতে সহকারী খতিয়ানসমূহ প্রস্তুত করো।

১০১৬

৩. মামুন এন্টারপ্রাইজের হিসাব বই হতে নিম্নের হিসাবটি সংগৃহীত–

নগদান হিসাব

ডেবিট হিসাবের কোড......... ক্রেডিট

তারিখ	বিবরণ	জা: পৃ:	টাকা	তারিখ	বিবরণ	জা: পৃ:	টাকা
২০১৭ জানু ১	ব্যালেন্স B/D		২০,০০০	২০১৭ জানু ২	ব্যাংক হিসাব		২২,০০০
জানু ১৭	বিক্রয় হিসাব		১৭,০০০	জানু ১৫	বেতন হিসাব		৩,০০০
				জানু ২০	উত্তোলন হিসাব		১,০০০

ক) মামুন এন্টারপ্রাইজের উপর্যুক্ত নগদান হিসাবের উদ্বৃত্ত নির্ণয় করো।

খ) উপর্যুক্ত হিসাবের ভিত্তিতে মামুন এন্টারপ্রাইজের ২০১৭ সালের জানুয়ারি মাসের জাবেদা দাখিলা প্রদান করো।

গ) চলমান জের ছক অনুসরণপূর্বক বিক্রয় হিসাব, ব্যাংক হিসাব, বেতন হিসাব ও উত্তোলন হিসাব প্রস্তুত করো।

৪। জনাব রতন বড়ুয়া একজন ব্যবসায়ী। সাভারের আশুলিয়ায় ‘বড়ুয়া নার্সারি’ নামে তার একটি নার্সারি আছে। সেখানে তিনি নানা ধরনের ফুল, ফল ও ঔষধিগাছের চারা উৎপাদন করেন। ২০১৭ সালের জুলাই মাসে তার ব্যবসায়ে নিম্নোক্ত লেনদেনগুলো সম্পাদিত হয়।

জুলাই : ৫	রহিম এন্ড সন্সের নিকট থেকে গাছ ও বীজ ক্রয়	২৫,০০০ টাকা
জুলাই : ১০	রাশেদ এন্ড কোং-এর নিকট নগদে বিক্রয়	৩৭,০০০ টাকা
জুলাই : ১৯	গাছ ফেরত দেওয়া হলো	২,৫০০ টাকা
জুলাই : ৩০	কর্মচারীকে বেতন দেওয়া হলো	৪,৫০০ টাকা
জুলাই : ৩১	বিজ্ঞাপন ব্যয়	১,৫০০ টাকা

ক. বড়ুয়া নার্সারির ৫ ও ১০ জুলাইয়ের লেনদেনগুলো জাবেদায় লিপিবদ্ধ করো।

খ. রহিম এন্ড সন্স হিসাব ও নগদান হিসাব T ছকে খতিয়ানভুক্ত করে জের নির্ণয় করো।

গ. ক্রয় হিসাব, বিক্রয় হিসাব, বেতন হিসাব ও বিজ্ঞাপন হিসাব চলমান জের ছকে প্রস্তুত করো।

অষ্টম অধ্যায়

নগদান বই

ব্যবসায় নগদ অর্থ ও চালান ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ব্যবসায়ের প্রতিটি ক্ষেত্রে নগদ অর্থের প্রয়োজন। সম্পদ কেনা–বেচা, পণ্যের কেনা–বেচা, পাওনা আদায় ও দেনা পরিশোধ, খরচ ও আয় যথাসময়ে পরিশোধ ও আদায়সহ ব্যবসায়ের সার্বিক পরিচালনায় নগদ অর্থের যথাযথ ব্যবস্থাপনা ও সরবরাহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আয়তন ও প্রকৃতি অনুযায়ী নগদান বই প্রস্তুত করা হয়, ব্যবসায়ের আয়তন ও নিরাপত্তা বিবেচনা করে নগদ অর্থের আদান প্রদানে ব্যাংক সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ব্যাংকের মাধ্যমে সম্পাদিত লেনদেনের লিপিবদ্ধকরণ ও ব্যাংক উদ্বৃত্তের পরিমাণ জানা একান্ত প্রয়োজন।

চিত্র : নগদ অর্থের বিভিন্ন ধরন

এই অধ্যায় শেষে আমরা–

- নগদান বইয়ের ধারণা ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব ;
- বিভিন্ন প্রকার নগদান বই প্রস্তুত করতে এবং নগদান বইয়ের জের টানতে পারব ;
- বিপরীত দাখিলা লিপিবদ্ধ করতে পারব ;
- নগদ প্রাপ্তি জাবেদা ও নগদ প্রদান জাবেদা প্রস্তুত করতে পারব ;
- নগদ বাট্টা লিপিবদ্ধ করতে পারব ;
- নগদান বইয়ে অন্তর্ভুক্ত দাখিলাসমূহ খতিয়ানে যথার্থভাবে স্থানান্তর করতে পারব ;
- ব্যাংক বিবরণীর ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব ;
- ব্যাংক বিবরণী ও নগদান বইয়ের উদ্বৃত্তের পার্থক্যের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারব।

নগদান বইয়ের ধারণা :

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে অসংখ্য লেনদেন নিয়মিত সংঘটিত হয়। লেনদেনসমূহকে আমরা নির্দিষ্ট একটি মানদণ্ডের ভিত্তিতে দুই ভাগে ভাগ করতে পারি। মানদণ্ডটি হলো নগদ অর্থ। লেনদেনের সঙ্গে নগদ অর্থের সম্পৃক্ততা থাকা এবং না থাকা। যে সকল লেনদেনের দ্বারা নগদ অর্থের প্রাপ্তি ও প্রদান ঘটে, ঐ লেনদেনসমূহকে একত্রিত করে যে বই প্রস্তুত করা হয়, তা-ই নগদান বই। নগদান বই প্রাথমিক হিসাবের বই, জাবেদার একটি অন্যতম শাখা।

- ❖ নগদে পণ্য বিক্রয় ২০,০০০ টাকা
- ❖ নগদে পণ্য ক্রয় ১০,০০০ টাকা
- ❖ নগদে আসবাবপত্র ক্রয় ৫,০০০ টাকা
- ❖ দেনাদার হতে নগদ প্রাপ্তি ১২,০০০ টাকা
- ❖ মালিক কর্তৃক নগদ অর্থ উত্তোলন ৩,০০০ টাকা
- ❖ কর্মচারীদের নগদে বেতন পরিশোধ ৫,০০০ টাকা
- ❖ বিলের অর্থ নগদে পরিশোধ ৪,০০০ টাকা

কাজ : উপরোক্ত লেনদেনসমূহের মাঝে কী মিল পরিলক্ষিত হচ্ছে তা শনাক্ত করার চেষ্টা করো।

বৈশিষ্ট্য

নগদ অর্থ একটি ব্যবসায়ের চালিকাশক্তি। নগদ অর্থের যথাযথ ব্যবস্থাপনা ব্যতীত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত হয়।

- নগদান বই প্রস্তুতের জন্য নির্দিষ্ট ছক অনুসরণ করা হয়। প্রাপ্তিসমূহ ডেবিট ও প্রদানসমূহ ক্রেডিট দিকে লেখা হয়।
- নগদান বই হিসাবের প্রাথমিক বই হওয়া সত্ত্বেও তা পাকা বহির ন্যায় কাজ করে।
- নির্দিষ্ট সময়ে বিভিন্ন উৎস হতে মোট কত নগদ অর্থের প্রাপ্তি ঘটেছে এবং বিভিন্ন খাতে মোট কত নগদ অর্থের প্রদান হয়েছে, তা নগদান বই হতে জানা সম্ভব।
- নগদ প্রাপ্তি ও প্রদানের পার্থক্য নির্ধারণের মাধ্যমে নগদ উদ্বৃত্তের পরিমাণ জানা সম্ভব।
- নগদ অর্থের চুরি, আত্মসাৎ, অপচয় এবং হিসাবে লিপিবদ্ধকরণের ভুলসমূহ হওয়ার সম্ভাবনা বহুলাংশে হ্রাস পায়।
- নগদ তহবিলের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করা সম্ভব হয়।

নগদান বইয়ের গুরুত্ব

নগদ অর্থের যথাযথ লিপিবদ্ধকরণ ব্যবসায়ের গতিশীলতা রক্ষার পাশাপাশি বহু সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে। নগদান বই হতে মোট নগদ প্রাপ্তি ও মোট নগদ প্রদানের পরিমাণ জানা, নির্দিষ্ট সময়ে নগদ উদ্বৃত্তের পরিমাণ জানা, মোট নগদ ক্রয় ও মোট নগদ বিক্রয়ের পরিমাণ জানা সম্ভব হয়। প্রতিষ্ঠানের জন্য স্থায়ী সম্পদ ক্রয়, পাওনাদারকে পরিশোধ ও নিয়মিত খরচ পরিশোধের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ রয়েছে কি না? না থাকলে সংগ্রহের উপায়সমূহ চিহ্নিত করণে নগদান বই সহায়তা করে। নগদান বইয়ের উদ্বৃত্তের সঙ্গে প্রকৃত হাতে নগদের তুলনা করে ভুল ও গরমিলসমূহ চিহ্নিত করে সংশোধন করা সম্ভব। নির্দিষ্ট শ্রেণির নগদান বই প্রস্তুতের মাধ্যমে ব্যাংক–সংক্রান্ত লেনদেন ও ব্যাংক উদ্বৃত্তের পরিমাণও জানা সম্ভব।

কাজ : নগদান বই প্রস্তুত করে আরও কোন কোন সুবিধা আমরা পেতে পারি?

নগদান বইয়ের শ্রেণিবিভাগ

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ধরনের নগদান বই পরিলক্ষিত হয়। ব্যবসায়ের প্রকৃতি ও আয়তন অনুযায়ী নির্দিষ্ট শ্রেণির নগদান বই অনুসরণ করা হয়। দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত রয়েছে এরূপ নগদান বইয়ের সংখ্যা ৪টি।

১। একঘরা নগদান বই। ২। দুইঘরা নগদান বই। ৩। তিনঘরা নগদান বই। ৪। খুচরা নগদান বই।

কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে নগদান বইয়ের পরিবর্তে নিম্নোক্ত জাবেদা প্রস্তুতের মাধ্যমে নগদ প্রাপ্তি ও প্রদান পৃথকভাবে নির্ণয় করা হয় :-

১। নগদ প্রাপ্তি জাবেদা
২। নগদ প্রদান জাবেদা

শিক্ষার্থীদের সকল ধরনের নগদান বই সম্পর্কে ধারণা থাকা একান্ত প্রয়োজন। তাই প্রতিটি শ্রেণি সম্পর্কে নিচে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এবং প্রস্তুতপ্রণালি উল্লেখ করা হলো :

একঘরা নগদান বই

অপেক্ষাকৃত ছোট আয়তনের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহ একঘরা নগদান বই প্রস্তুত করে। যে সকল প্রতিষ্ঠান ব্যাংকের মাধ্যমে কোনোরূপ লেনদেন না করে শুধু নগদ অর্থের বিনিময়ে লেনদেন করে, তারাই একঘরা নগদান বই সংরক্ষণ করে। ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেন অধিক নিরাপদ হওয়ায় এরূপ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এবং একঘরা নগদান বই সংরক্ষণ ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে।

একঘরা নগদান বইয়ের নমুনা ছক

ডেবিট ক্রেডিট

তারিখ	প্রাপ্তি	ভা: নং	খ: পৃ:	পরিমাণ টাকা	তারিখ	প্রদান	ভা: নং	খ: পৃ:	পরিমাণ টাকা

নোট : ভা: নং–ভাউচার নম্বর ও খ:পৃ:–খতিয়ান পৃষ্ঠা।

একঘরা নগদান বই প্রস্তুতের ছক খতিয়ানের T ছকের প্রায় অনুরূপ। ছককে ডেবিট ও ক্রেডিট দুই ভাগে বিভক্ত করে প্রাপ্তিসমূহ ডেবিট এবং প্রদানসমূহ ক্রেডিট দিকে উল্লেখ করা হয়। ডেবিট ও ক্রেডিট উভয় দিকে ৫টি করে মোট ১০টি কলাম সহকারে একঘরা নগদান বই প্রস্তুত করা হয়। এই নগদান বই সর্বদা ডেবিট উদ্বৃত্ত প্রকাশ করে। কারণ প্রাপ্তি অপেক্ষা প্রদান কখনোই অধিক হতে পারে না কিন্তু সমান হতে পারে। উদ্বৃত্ত নির্ণয়ের পদ্ধতি খতিয়ানের 'T' ছকের অনুরূপ। দেনা ও পাওনা নিষ্পত্তির সময় যথাক্রমে বাট্টা মঞ্জুর ও বাট্টা প্রাপ্তি হলে তা একঘরা নগদান বইতে লিপিবদ্ধ না করে প্রকৃত জাবেদায় লিপিবদ্ধ করা হয়।

একঘরা নগদান বই প্রস্তুত

শরীফ ট্রেডার্সের ২০১৭ সালের জুন মাসের কতিপয় লেনদেন নিম্নরূপ–

জুন	১	প্রারম্ভিক নগদ উদ্বৃত্ত ২,৫০০ টাকা।
জুন	২	অতিরিক্ত মূলধন আনয়ন ১০,০০০ টাকা।

জুন ৪ নগদে পণ্য ক্রয় ৭,০০০ টাকা।
জুন ৬ জামালের নিকট নগদে বিক্রয় ৮,০০০ টাকা।
জুন ১০ আলমের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ ১৫,০০০ টাকা।
জুন ১৫ ভাড়া অগ্রিম পরিশোধ ৪,০০০ টাকা।
জুন ২০ দেনাদার হতে প্রাপ্তি ৬,০০০ টাকা।
জুন ২২ মালিক কর্তৃক উত্তোলন ১,০০০ টাকা।
জুন ২৫ যন্ত্রপাতি ক্রয় ৯,০০০ টাকা।
জুন ৩০ মামুনকে বেতন প্রদান ৩,০০০ টাকা।

লেনদেনের ভিত্তিতে একঘরা নগদান বই প্রস্তুত করা হলো—

শরীফ ট্রেডার্সের
একঘরা নগদান বই

ডেবিট ক্রেডিট

তারিখ	প্রাপ্তি	ভা: নং	খ: পৃ:	পরিমাণ টাকা	তারিখ	প্রদান	ভা: নং	খ: পৃ:	পরিমাণ টাকা
২০১৭					২০১৭				
জুন ১	ব্যালেন্স B/D			২,৫০০	জুন ৪	ক্রয় হিসাব			৭,০০০
জুন ২	মূলধন হিসাব			১০,০০০	জুন ১৫	অগ্রিম ভাড়া হিসাব			৪,০০০
জুন ৬	বিক্রয় হিসাব			৮,০০০	জুন ২২	উত্তোলন হিসাব			১,০০০
জুন ১০	আলমের ঋণ হিসাব			১৫,০০০	জুন ২৫	যন্ত্রপাতি হিসাব			৯,০০০
জুন ২০	দেনাদার হিসাব			৬,০০০	জুন ৩০	বেতন হিসাব			৩,০০০
					জুন ৩০	ব্যালেন্স C/D			১৭,৫০০
				৪১,৫০০					৪১,৫০০
জুলাই ১	ব্যালেন্স B/D			১৭,৫০০					

কাজ : আবু তালেব সরকার নগদ ২০,০০০ টাকা নিয়ে ২০১৭ সালের ০১ জুন 'তালেব এন্টারপ্রাইজ' নামে ব্যবসায় শুরু করলেন। উক্ত মাসে তাঁর ব্যবসায়ের লেনদেনসমূহ নিম্নরূপঃ

জুন ১ আসবাবপত্র ক্রয় ৫,০০০ টাকা
জুন ৩ পণ্য বাকিতে ক্রয় ৮,০০০ টাকা
জুন ৪ আজাদের নিকট নগদে বিক্রয় ৬,০০০ টাকা
জুন ৭ নগদে ক্রয় ৪,০০০ টাকা
জুন ৯ পাওনাদারকে পরিশোধ ৩,০০০ টাকা
জুন ১১ বিজ্ঞাপন বাবদ ব্যয় ২,০০০ টাকা
জুন ১৬ মনিহারি দ্রব্যাদি ক্রয় ৫০০ টাকা
জুন ২৬ কমিশন প্রাপ্তি ১,০০০ টাকা
জুন ২৮ বিক্রয় ৭,০০০ টাকা

উপরোক্ত লেনদেনের ভিত্তিতে একঘরা নগদান বই প্রস্তুত করো।

দুইঘরা নগদান বই

যে সকল প্রতিষ্ঠানে নগদ অর্থ লেনদেনের পাশাপাশি ব্যাংকের মাধ্যমেও লেনদেন সম্পন্ন করা হয়, ঐ সকল প্রতিষ্ঠানে নগদ অর্থ ও ব্যাংক-সংশ্লিষ্ট লেনদেন একত্রে লিপিবদ্ধের জন্য দুইঘরা নগদান বই প্রস্তুত করা হয়। একঘরা নগদান বই অপেক্ষা দুইঘরা নগদান বই অধিক প্রচলিত ও তথ্যবহুল। নগদ অর্থের প্রাপ্তি প্রদানের পাশাপাশি ব্যাংকে জমাকৃত অর্থের হ্রাস-বৃদ্ধি ও ব্যাংক উদ্বৃত্তের পরিমাণ দুইঘরা নগদান বই হতে জানা সম্ভব।

দুইঘরা নগদান বইয়ের নমুনা ছক

ডেবিট ক্রেডিট

তারিখ	প্রাপ্তি	ভা: নং	খ: পৃ:	নগদ টাকা	ব্যাংক টাকা	তারিখ	প্রদান	ভা: নং	খ: পৃ:	নগদ টাকা	ব্যাংক টাকা

> **কাজ :** একঘরা নগদান বই ও দুইঘরা নগদান বই প্রস্তুতে ছকের মধ্যকার মিল ও অমিলসমূহ শনাক্ত কর।

লেনদেন দ্বারা ব্যাংকে জমাকৃত অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে তা ডেবিট দিকের ব্যাংক কলামে এবং হ্রাস পেলে ক্রেডিট দিকের ব্যাংক কলামে লিপিবদ্ধ হবে। পণ্য বিক্রয় বা পাওনা আদায় বাবদ প্রতিষ্ঠান চেক পেলে তা দাগকাটা চেক হিসেবে গণ্য হবে, কারণ প্রতিষ্ঠানকে প্রদত্ত চেক কখনোই বাহক/খোলা চেক হয় না। ব্যাংক কলাম ডেবিট বা ক্রেডিট যেকোনো উদ্বৃত্ত প্রকাশ করতে পারে। ডেবিট উদ্বৃত্ত দ্বারা ব্যাংক জমা এবং ক্রেডিট উদ্বৃত্ত দ্বারা ব্যাংক জমাতিরিক্ত বোঝায়। দুই ঘরা নগদান বই প্রস্তুতের পূর্বে নিম্নোক্ত বিষয়াদি জানা আবশ্যক।

কন্ট্রা দাখিলা

যে সকল লেনদেনের ফলে নগদান হিসাব ও ব্যাংক হিসাব দুটিই একসঙ্গে প্রভাবিত হয়, ঐ সকল লেনদেন-সমূহকে কন্ট্রা দাখিলা (Contra Entry) বলা হয়। নগদান ও ব্যাংক উভয়ই সম্পদ শ্রেণির হিসাব। তাই নির্দিষ্ট লেনদেনের দ্বারা একটি হিসাব ডেবিট হলে অপর হিসাব ক্রেডিট হবে। উভয় দিকে পোস্টিং-এর পর হিসাব দুটির পার্শ্বে 'C' বা 'ক' লিখে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

> **কাজ:** নগদান হিসাব ও ব্যাংক হিসাব যৌথভাবে কোন কোন লেনদেনের দ্বারা প্রভাবিত হয় তা উল্লেখ করো।

দুইঘরা ও তিনঘরা নগদান বইতে ব্যাংক-সংক্রান্ত লেনদেন লিপিবদ্ধ করার নিয়ম:

নগদ অর্থ ব্যাংকে জমাদান

ডেবিট ক্রেডিট

তারিখ	প্রাপ্তি	ভা: নং	খ: পৃ:	নগদ টাকা	ব্যাংক টাকা	তারিখ	প্রদান	ভা: নং	খ: পৃ:	নগদ টাকা	ব্যাংক টাকা
	নগদান হিসাব (ক)				✓		ব্যাংক হিসাব (ক)			✓	

ব্যবসায়ের প্রয়োজনে ব্যাংক হতে উত্তোলন

ডেবিট ক্রেডিট

তারিখ	প্রাপ্তি	ভা: নং	খ: পৃ:	নগদ টাকা	ব্যাংক টাকা	তারিখ	প্রদান	ভা: নং	খ: পৃ:	নগদ টাকা	ব্যাংক টাকা
	ব্যাংক হিসাব (ক)			✓			নগদান হিসাব (ক)				✓

জমাকৃত চেক প্রত্যাখ্যান

ডেবিট ক্রেডিট

তারিখ	প্রাপ্তি	ভা: নং	খ: পৃ:	নগদ টাকা	ব্যাংক টাকা	তারিখ	প্রদান		খ: পৃ:	নগদ টাকা	ব্যাংক টাকা
							সংশ্লিষ্ট পক্ষ				✓

ইস্যুকৃত/প্রদত্ত চেক প্রত্যাখ্যান

ডেবিট ক্রেডিট

তারিখ	প্রাপ্তি	ভা: নং	খ: পৃ:	নগদ টাকা	ব্যাংক টাকা	তারিখ	প্রদান		খ: পৃ:	নগদ টাকা	ব্যাংক টাকা
	সংশ্লিষ্ট পক্ষ				✓						

ব্যাংক সুদ মঞ্জুর

ডেবিট ক্রেডিট

তারিখ	প্রাপ্তি	ভা: নং	খ: পৃ:	নগদ টাকা	ব্যাংক টাকা	তারিখ	প্রদান	ভা: নং	খ: পৃ:	নগদ টাকা	ব্যাংক টাকা
	প্রাপ্ত ব্যাংক সুদ হিসাব				✓						

ব্যাংক কর্তৃক ধার্যকৃত সুদ ও চার্জ

ডেবিট ক্রেডিট

তারিখ	প্রাপ্তি	ভা: নং	খ: পৃ:	নগদ টাকা	ব্যাংক টাকা	তারিখ	প্রদান	ভা: নং	খ: পৃ:	নগদ টাকা	ব্যাংক টাকা
							প্রদত্ত ব্যাংক সুদ হি: ব্যাংক চার্জ হি:				✓ ✓

দুইঘরা নগদান বই প্রস্তুত

চৌধুরী এন্ড সন্সের প্রতিষ্ঠানে ২০১৭ সালের নভেম্বর মাসের লেনদেনসমূহ নিম্নরূপ:

নভেম্বর ১ নগদ উদ্বৃত্ত ৫,০০০ টাকা এবং ব্যাংক জমার ডেবিট উদ্বৃত্ত ৩,০০০ টাকা।
নভেম্বর ২ পণ্য ক্রয় বাবদ চেক প্রদান ২,০০০ টাকা।
নভেম্বর ৪ দেনাদার হতে চেক প্রাপ্তি ৬,০০০ টাকা।
নভেম্বর ৬ অফিসের জন্য আই.পি.এস ক্রয় ৫,০০০ টাকা।
নভেম্বর ৮ পুরাতন আসবাবপত্র বিক্রয় ৯,০০০ টাকা।
নভেম্বর ১২ রাজীবের নিকট হতে বিক্রয় বাবদ চেক প্রাপ্তি ৭,০০০ টাকা।
নভেম্বর ১৫ ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যাংক হতে উত্তোলন ২,০০০ টাকা।
নভেম্বর ২০ ব্যাংক হতে উত্তোলন ৫,০০০ টাকা।
নভেম্বর ২৩ মেহজাবিনের নিকট হতে নগদ প্রাপ্তি ৩,০০০ টাকা।
নভেম্বর ২৫ আনোয়ারকে নগদে পরিশোধ ৩,০০০ টাকা।

নভেম্বর ২৮ ব্যাংক সুদ মঞ্জুর করলো ৩০০ টাকা।
নভেম্বর ৩০ ব্যাংক চার্জ ধার্য করলো ২০০ টাকা।
লেনদেনসমূহের ভিত্তিতে দুইঘরা নগদান বই প্রস্তুত কর।

সমাধান :

চৌধুরী এন্ড সন্সের
দুইঘরা নগদান বই

ডেবিট ক্রেডিট

তারিখ	প্রাপ্তি	জা: নং	খ: পৃ:	নগদ টাকা	ব্যাংক টাকা	তারিখ	প্রদান	জা: নং	খ: পৃ:	নগদ টাকা	ব্যাংক টাকা
২০১৭						২০১৭					
নভে: ১	ব্যালেন্স B/D			৫,০০০	৩,০০০	নভে:২	ক্রয় হিসাব				২,০০০
নভে: ৪	সেলামি হিসাব				৬,০০০	নভে:৬	অফিস সরঞ্জাম			৫,০০০	
নভে: ৮	আসবাবপত্র হি:			৯,০০০		নভে:১৫	উত্তোলন হি:				২,০০০
নভে:১২	বিক্রয় হিসাব				৭,০০০	নভে:২০	নগদান হি: (কং)				৫,০০০
নভে:২০	ব্যাংক হিসাব (কং)			৫,০০০		নভে:২৫	আনোয়ার হি:			৩,০০০	
নভে:২৩	মেহজাবিন হি:			৩,০০০		নভে:৩০	ব্যাংক চার্জ হি:				২০০
নভে:২৮	ব্যাংক সুদ হি:				৩০০	নভে:৩০	ব্যালেন্স C/D			১৪,০০০	৭,১০০
				২২,০০০	১৬,৩০০					২২,০০০	১৬,৩০০
ডিসে:১	ব্যালেন্স B/D			১৪,০০০	৭,১০০						

কাজ : নার্গিস এন্ড ব্রাদার্স একটি খুচরা পণ্যের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান। উক্ত প্রতিষ্ঠানে নিম্নোক্ত লেনদেনসমূহ ২০১৭ সালের নভেম্বর মাসে সংঘটিত হয়:

নভেম্বর	১	হাতে নগদ ও ব্যাংকে জমা যথাক্রমে ৭,০০০ টাকা ও ৫,০০০ টাকা।
নভেম্বর	২	পণ্য ক্রয় বাবদ চেক প্রদান ৪,০০০ টাকা।
নভেম্বর	৪	চক মারফত পণ্য বিক্রয় ৬,০০০ টাকা।
নভেম্বর	৭	ব্যাংক হতে উত্তোলন ৩,০০০ টাকা।
নভেম্বর	১০	প্রাপ্য বিলের অর্থ ব্যাংক কর্তৃক আদায় ২,০০০ টাকা।
নভেম্বর	১৩	সাঈদের নিকট হতে পাওনা বাবদ চেক প্রাপ্তি ৮,০০০ টাকা।
নভেম্বর	২০	আসবাবপত্র ক্রয় বাবদ নগদ ৩,০০০ এবং ২,০০০ টাকার চেক প্রদান।
নভেম্বর	২৬	মালিক কর্তৃক উত্তোলন ১,৫০০ টাকা।
নভেম্বর	৩০	ব্যাংক সুদ মঞ্জুর করল ৫০০ টাকা।

লেনদেনসমূহ দুইঘরা নগদান বইতে লিপিবদ্ধ করো এবং মাসের শেষ তারিখের নগদ উদ্বৃত্ত ও ব্যাংক জমার পরিমাণ নির্ণয় কর।

তিনঘরা নগদান বই

নগদ অর্থ ও ব্যাংক-সংক্রান্ত লেনদেনের পাশাপাশি দেনা-পাওনা নিষ্পত্তিকালীন বাট্টা সহকারে তিনঘরা নগদান বই প্রস্তুত করা হয়। তিনঘরা নগদান বই প্রস্তুতের দ্বারা নগদ উদ্বৃত্ত, ব্যাংক উদ্বৃত্ত, মোট প্রদত্ত বাট্টা এবং মোট প্রাপ্ত বাট্টার পরিমাণ জানা যায়। ধারে বিক্রীত পণ্যের অর্থ দ্রুত আদায়ের জন্য বিক্রেতা ক্রেতাকে এই বাট্টা দিয়ে থাকে। এ বাট্টাকে নগদ বাট্টা বলে। প্রাপ্ত বাট্টা ক্রেতার জন্য আয়, প্রদত্ত বাট্টা বিক্রেতার জন্য খরচ।

তিনঘরা নগদান বইয়ের নমুনা ছক

ডেবিট ক্রেডিট

তারিখ	প্রাপ্তি	ভা: নং	খ: পৃ:	প্রদত্ত বাট্টা	নগদ টাকা	ব্যাংক টাকা	তারিখ	প্রদান	ভা: নং	খ: পৃ:	প্রাপ্ত বাট্টা	নগদ টাকা	ব্যাংক টাকা

তিনঘরা নগদান বইয়ের ছকে ডেবিট ও ক্রেডিট উভয় দিকে সাতটি করে মোট চৌদ্দটি কলাম রয়েছে। নগদ ও ব্যাংক কলামে দুইঘরা নগদান বইয়ের অনুরূপ লিপিবদ্ধ ও উদ্বৃত্ত নির্ণয় করতে হয়। উভয় দিকের বাট্টা কলামের মোট যোগফল পৃথক পৃথক লেখা হয়, পার্থক্য নির্ণয় করা হয় না। ক্রয় ও বিক্রয়কালীন বাট্টা অর্থাৎ কারবারি বাট্টা কোনোক্রমেই লিপিবদ্ধ হবে না।

তিনঘরা নগদান বই প্রস্তুত

সেলিনা ট্রেডার্সের ২০১৭ সালের মার্চ মাসের লেনদেনসমূহ নিম্নরূপঃ

মার্চ	১	নগদ উদ্বৃত্ত ১৮,০০০; ব্যাংক জমাতিরিক্ত ৩,০০০ টাকা।
মার্চ	৩	ব্যাংকে জমাদান ৫,০০০ টাকা।
মার্চ	৬	সায়েমের কাছ থেকে ৭,০০০ টাকা পাওনার পূর্ণ নিষ্পত্তিতে ৬,৮০০ টাকা প্রাপ্তি।
মার্চ	১০	সুমির নিকট দেনা বাবদ ৩,৪০০ টাকার চেক প্রদান ও বাট্টা প্রাপ্তি ১০০ টাকা।
মার্চ	১৪	ব্যক্তিগত প্রয়োজনে নগদ উত্তোলন ৫০০ টাকা।
মার্চ	১৬	পণ্য বিক্রয় ১২,০০০ টাকা।
মার্চ	১৮	৮,০০০ টাকা মূল্যের পণ্য ৫% বাট্টায় ক্রয়।
মার্চ	২০	প্রদেয় বিলের অর্থ ব্যাংক কর্তৃক পরিশোধ ২,০০০ টাকা।
মার্চ	২৪	৫০০ টাকা বাট্টা মঞ্জুর করে আরিফের নিকট হতে ৬,৫০০ টাকার চেক প্রাপ্তি।
মার্চ	৩০	ব্যাংক সুদ ধার্য করল ৪০০ টাকা।

উপরোক্ত তথ্যের ভিত্তিতে তিনঘরা নগদান বই প্রস্তুত করো।

২০২৩

সমাধান :

সেলিনা ট্রেডার্সের
তিনঘরা নগদান বই

ডেবিট ক্রেডিট

তারিখ	প্রাপ্তি	জা: নং	খ: পৃ:	প্রদত্ত বাট্টা	নগদ টাকা	ব্যাংক টাকা	তারিখ	প্রদান	জা: নং	খ: পৃ:	প্রাপ্ত বাট্টা	নগদ টাকা	ব্যাংক টাকা
২০১৭							২০১৭						
মার্চ ১	ব্যালেন্স B/D				১৮,০০০		মার্চ ১	ব্যালেন্স B/D					৩,০০০
,, ৩	নগদান হিসাব (ক)					৫,০০০	,, ৩	ব্যাংক হিসাব (ক)				৫,০০০	
,, ৬	সায়েম হিসাব			২০০	৬,৮০০		,, ১০	সুমি হিসাব			১০০		৩,৪০০
,, ১৬	বিক্রয় হিসাব				১২,০০০		,, ১৪	উত্তোলন হিসাব				৫০০	
,, ২৪	আরিফ হিসাব			৫০০		৬,৫০০	,, ১৮	ক্রয় হিসাব				৭,৬০০	
							,, ২০	প্রদেয় বিল হি:					২,০০০
							,, ৩০	ব্যাংক সুদ হি:					৪০০
							,, ৩১	ব্যালেন্স C/D				২৩,৭০০	২,৭০০
				৭০০	৩৬,৮০০	১১,৫০০					১০০	৩৬,৮০০	১১,৫০০
এপ্রিল ১	ব্যালেন্স B/D				২৩,৭০০	২,৭০০							

কাজ : অর্ণব ট্রেডার্সের ২০১৭ সালের জুলাই মাসের নিম্নলিখিত লেনদেনসমূহ তিনঘরা নগদান বইতে লিপিবদ্ধ করো—

জুলাই ১	নগদ তহবিল ৪,০০০ টাকা এবং ব্যাংক জমা ৫,০০০ টাকা।
জুলাই ৪	ব্যাংক হতে উত্তোলন ৩,০০০ টাকা।
জুলাই ৫	রতন স্টোরস হতে চেক প্রাপ্তি ২,৮০০ টাকা এবং বাট্টা প্রদান ২০০ টাকা।
জুলাই ৭	তাজুল ইসলামের নিকট হতে ১০% বাট্টায় ৬,০০০ টাকার পণ্য নগদে ক্রয়।
জুলাই ১২	৫% বাট্টায় ৪,০০০ টাকা দেনার পূর্ণ নিষ্পত্তি করা হলো।
জুলাই ১৫	পণ্য বিক্রয় হতে ৮,০০০ টাকার চেক প্রাপ্তি।
জুলাই ২০	৭,৫০০ টাকা পাওনার পূর্ণ নিষ্পত্তিতে সেলিনার নিকট হতে ৭,২০০ টাকা প্রাপ্তি।
জুলাই ২৮	বেতন নগদে ২,০০০ এবং চেকে ১,০০০ টাকা পরিশোধ।
জুলাই ৩০	উপভাড়াটিয়ার নিকট হতে প্রাপ্তি ২,০০০ টাকা।

উদাহরণ–০১

মেসার্স কামরুল ট্রেডার্সের ২০১৭ সালের মে মাসের লেনদেনসমূহ ছিল নিম্নরূপঃ

মে	২	নগদ উদ্বৃত্ত ৯,৩০০ টাকা।
মে	৩	শামিমের নিকট হতে প্রাপ্তি ২,০০০ টাকা।
মে	৪	ব্যক্তিগত প্রয়োজনে উত্তোলন ৩,৫০০ টাকা।
মে	৬	পুরাতন আসবাবপত্র মেরামত করা হলো ১,৫০০ টাকা।
মে	১০	জাকিরের নিকট হতে নগদে ক্রয় ৪০০০ টাকা।
মে	১৬	বিনিয়োগের সুদ প্রাপ্তি ৫০০ টাকা।
মে	২০	পণ্য বিক্রয় ৬,০০০ টাকা।
মে	২৫	বেতন পরিশোধ ৩,০০০ টাকা।
মে	২৮	প্রাপ্য বিলের অর্থ আদায় ১,২০০ টাকা এবং প্রদেয় বিলের অর্থ পরিশোধ ৮০০ টাকা।

উপরোক্ত লেনদেনের ভিত্তিতে একঘরা নগদান বই প্রস্তুত করো।

সমাধান :

মেসার্স কামরুল ট্রেডার্সের

একঘরা নগদান বই

ডেবিট ক্রেডিট

তারিখ	প্রাপ্তি	ভা: নং	খ: পৃ:	পরিমাণ টাকা	তারিখ	প্রদান	ভা: নং	খ: পৃ:	পরিমাণ টাকা
২০১৭					২০১৭				
মে ২	ব্যালেন্স B/D			৯,৩০০	মে ৪	উত্তোলন হিসাব			৩,৫০০
মে ৩	শামিম হিসাব			২,০০০	মে ৬	মেরামত হিসাব			১,৫০০
মে ১৬	বিনিয়োগের সুদ হিসাব			৫০০	মে ১০	ক্রয় হিসাব			৪,০০০
মে ২০	বিক্রয় হিসাব			৬,০০০	মে ২৫	বেতন হিসাব			৩,০০০
মে ২৮	প্রাপ্য বিল হিসাব			১,২০০	মে ২৮	প্রদেয় বিল হিসাব			৮০০
					মে ৩১	ব্যালেন্স C/D			৬,২০০
				১৯,০০০					১৯,০০০
জুন ১	ব্যালেন্স B/D			৬,২০০					

দুইঘরা নগদান বই

উদাহরণ–০২

জাহিদ এন্ড সন্সের ২০১৭ সালের এপ্রিল মাসের লেনদেনসমূহের ভিত্তিতে দুইঘরা নগদান বই প্রস্তুত করো–

এপ্রিল	১	নগদ উদ্বৃত্ত ১২,০০০ এবং ব্যাংক জমাতিরিক্ত ৩,৫০০ টাকা।
এপ্রিল	২	ব্যাংকে জমা দেওয়া হলো ৪,০০০ টাকা।
এপ্রিল	৫	পণ্য বিক্রয় নগদে ২,৫০০ এবং চেকে ১,৫০০ টাকা।
এপ্রিল	৮	রাজীবের নিকট হতে ৩,০০০ টাকার পণ্য ক্রয় করে নগদ প্রদান ২,০০০ টাকা।
এপ্রিল	১৪	মালিকের ব্যক্তিগত খরচ ব্যবসায় হতে পরিশোধ ১,০০০ টাকা।
এপ্রিল	১৯	রাজীবকে চেক প্রদান ১,০০০ টাকা।
এপ্রিল	২৩	মামুনের কাছ থেকে প্রাপ্তি ৫,০০০ টাকা।
এপ্রিল	২৪	মাসুদকে প্রদান ৫,০০০ টাকা।
এপ্রিল	২৫	ব্যাংক চার্জ ধার্য করল ৩০০ টাকা।

সমাধান :

ডেবিট **জাহিদ এন্ড সন্সের দুইঘরা নগদান বই** ক্রেডিট

তারিখ	প্রাপ্তি	জা: নং	খ: পৃ:	নগদ টাকা	ব্যাংক টাকা	তারিখ	প্রদান	জা: নং	খ: পৃ:	নগদ টাকা	ব্যাংক টাকা
২০১৭						২০১৭					
এপ্রিল ১	ব্যালেন্স B/D			১২,০০০		এপ্রিল ১	ব্যালেন্স B/D				৩,৫০০
এপ্রিল ২	নগদান হিসাব (ক)				৪,০০০	এপ্রিল ২	ব্যাংক হিসাব (ক)			৪,০০০	
এপ্রিল ৫	বিক্রয় হিসাব			২,৫০০	১,৫০০	এপ্রিল ৮	ক্রয় হিসাব			২,০০০	
এপ্রিল ২৩	মামুন হিসাব			৫,০০০		এপ্রিল ১৪	উত্তোলন হিসাব			১,০০০	
						এপ্রিল ১৯	রাজীব হিসাব				১,০০০
						এপ্রিল ২৪	মাসুদ হিসাব			৫,০০০	
						এপ্রিল ২৫	ব্যাংক চার্জ হিসাব				৩০০
						এপ্রিল ৩০	ব্যালেন্স C/D			৭,৫০০	৭০০
				১৯,৫০০	৫,৫০০					১৯,৫০০	৫,৫০০
মে ১	ব্যালেন্স B/D			৭,৫০০	৭০০						

উদাহরণ–০৩

তিনঘরা নগদান বই

২০১৭ সালের মার্চ মাসের নিম্নোক্ত লেনদেনসমূহের ভিত্তিতে আলী এন্ড ব্রাদার্সের তিনঘরা নগদান বই প্রস্তুত করো :

মার্চ	১	হাতে নগদ ৯,৩০০ টাকা এবং ব্যাংক জমার ক্রেডিট উদ্বৃত্ত ২,৭০০ টাকা।
মার্চ	৫	আশরাফ ট্রেডার্স কর্তৃক সরাসরি ব্যাংকে জমা দান ৫,০০০ টাকা।
মার্চ	৭	ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যাংক হতে উত্তোলন ২,০০০ টাকা।
মার্চ	৯	৬,৫০০ টাকার পূর্ণ নিষ্পত্তিতে আরাফাত ট্রেডার্স হতে ৬,৪০০ টাকার চেক প্রাপ্তি।
মার্চ	১৩	পণ্য ক্রয় নগদে ২,০০০ এবং চেকে ১,০০০ টাকা।
মার্চ	১৯	২,২০০ টাকার দেনা চেকে পরিশোধ করে ২০০ টাকা বাট্টা পাওয়া গেল।
মার্চ	২১	মালিক ব্যক্তিগতভাবে ব্যাংকে জমা দিলেন ১০,০০০ টাকা।
মার্চ	২৪	আরাফাত ট্রেডার্স হতে প্রাপ্ত ৯ তারিখের জমাকৃত চেক প্রত্যাখ্যান।
মার্চ	২৭	বেতন নগদে ৩,০০০ টাকা এবং ভাড়া চেকে পরিশোধ ৬,০০০ টাকা।
মার্চ	৩১	ব্যাংক সুদ ধার্য করল ৪০০ টাকা।

সমাধান :

আলী এন্ড ব্রাদার্সের

তিনঘরা নগদান বই

ডেবিট ক্রেডিট

তারিখ	প্রাপ্তি	ভা: নং	খ: পৃ:	প্রদত্ত বাট্টা	নগদ টাকা	ব্যাংক টাকা	তারিখ	প্রদান	ভা: নং	খ: পৃ:	প্রাপ্ত বাট্টা	নগদ টাকা	ব্যাংক টাকা
২০১৭							২০১৭						
মার্চ ১	ব্যালেন্স B/D				৯,৩০০		মার্চ ১	ব্যালেন্স B/D					২,৭০০
মার্চ ৫	আশরাফ ট্রেডার্স হি:					৫,০০০	মার্চ ৭	উত্তোলন হিসাব					২,০০০
মার্চ ৯	আরাফাত ট্রেডার্স হি:			১০০		৬,৪০০	মার্চ ১৩	ক্রয় হিসাব				২,০০০	১,০০০
মার্চ ২১	মূলধন হি:					১০,০০০	মার্চ ১৯	পাওনাদার হি:			২০০		২,০০০
							মার্চ ২৪	আরাফাত ট্রেডার্স হি:					৬,৪০০
							মার্চ ২৭	বেতন হিসাব				৩,০০০	
							মার্চ ২৭	ভাড়া হিসাব					৬,০০০
							মার্চ ৩১	ব্যাংক সুদ হি:					৪০০
							মার্চ ৩১	ব্যালেন্স C/D				৪,৩০০	৯০০
				১০০	৯,৩০০	২১,৪০০					২০০	৯,৩০০	২১,৪০০
এপ্রিল ১	ব্যালেন্স B/D				৪,৩০০	৯০০							

নগদ প্রাপ্তি জাবেদা

একটি নির্দিষ্ট সময়ের মোট নগদ আন্তঃপ্রবাহ জানার উদ্দেশ্যে সকল নগদ ও নগদ সমতুল্য প্রাপ্তির লেনদেন নগদ প্রাপ্তি জাবেদায় লিপিবদ্ধ করা হয়। নগদ সমতুল্য বলতে নগদে ও যেকোনো চেকে বা ATM কার্ডে সম্পন্ন লেনদেনকে বোঝায়। নগদ প্রাপ্তি জাবেদার ছকটি এমনভাবে তৈরি করা হয়, যাতে প্রতিটি নগদ প্রাপ্তির খাত সহজে বোঝা যায়।

নগদ প্রাপ্তি জাবেদা

তারিখ	ক্রেডিট হিসাব খাত	সূত্র	নগদ ডেবিট	বাট্টা ডেবিট	বিক্রয় ক্রেডিট	দেনাদার ক্রেডিট	অন্যান্য হিসাব ক্রেডিট

তারিখ : নগদ প্রাপ্তি যে তারিখে ঘটবে, সেই তারিখ লেখা হবে।

ক্রেডিট হিসাব খাত : দেনাদার হতে যখন পাওনা আদায় হবে, তখন দেনাদারের নাম এবং যখন অনিয়মিত উৎস হতে অর্থ প্রাপ্তি ঘটবে, তখন ঐ খাতের নাম লেখা হবে।

ডেবিট :

১. নগদান : এই কলামে যত টাকা নগদ প্রাপ্তি (নগদ অর্থ বা চেক) ঘটবে, তা লেখা হবে।

২. বাট্টা : দেনাদার হতে পাওনা আদায়ের সময় বাট্টা প্রদান করা হলে বাট্টার পরিমাণ এই কলামে লেখা হবে।

ক্রেডিট :

১. বিক্রয় : নগদে পণ্য বিক্রয় হলে, বিক্রয়ের প্রকৃত পরিমাণ এই কলামে লেখা হবে।

২. দেনাদার : দেনাদার হতে যত টাকা পাওনা আদায় এবং বাট্টা প্রদান হয়েছে, দুইটির সমষ্টি এই কলামে বসবে।

৩. অন্যান্য হিসাব : নগদে পণ্য বিক্রয় ও দেনাদার হতে প্রাপ্তি ব্যতীত যাবতীয় অন্যান্য খাতে প্রাপ্তি এই কলামে লিপিবদ্ধ করা হয়।

নগদ প্রাপ্তি জাবেদা প্রস্তুত :

শাহজাহান এন্ড কোং–এর ২০১৭ সালের মে মাসে নিম্নোক্ত নগদ প্রাপ্তিসমূহ ঘটেছে :

মে ৩ নগদ বিক্রয় ১০,০০০ টাকা।
মে ৫ শফিক ট্রেডার্সের নিকট হতে প্রাপ্তি ৩,০০০ টাকা।
মে ১০ অতিরিক্ত মূলধন আনয়ন ৫,০০০ টাকা।
মে ১৫ জামান এন্ড সন্সের নিকট হতে ৪,০০০ টাকা পাওনার পূর্ণ নিষ্পত্তিতে ৩,৮০০ টাকা প্রাপ্তি।
মে ২০ পুরাতন আসবাবপত্র বিক্রয় ১,০০০ টাকা।

শাহজাহান এন্ড কোং-এর
নগদ প্রাপ্তি জাবেদা

তারিখ	ক্রেডিট হিসাব খাত	সূত্র	নগদ ডেবিট	বাট্টা ডেবিট	বিক্রয় ক্রেডিট	দেনাদার ক্রেডিট	অন্যান্য হিসাব ক্রেডিট
২০১৭							
মে ৩	——		১০,০০০		১০,০০০		
মে ৫	শফিক ট্রেডার্স		৩,০০০			৩,০০০	
মে ১০	মূলধন		৫,০০০				৫,০০০
মে ১৫	জামান এন্ড সন্স		৩,৮০০	২০০		৪,০০০	
মে ২০	আসবাবপত্র		১,০০০				১,০০০
			২২,৮০০	২০০	১০,০০০	৭,০০০	৬,০০০

নগদ প্রাপ্তি জাবেদাটি লক্ষ করলে দেখা যায়, মোট ডেবিট টাকা (২২,৮০০+২০০)=২৩,০০০ এবং মোট ক্রেডিট টাকা (১০,০০০+৭,০০০+৬,০০০)=২৩,০০০ টাকা। এই দুইটির সমষ্টি সর্বদা সমান হতে হবে।

কাজঃ মাহী ট্রেডার্সের ২০১৭ সালের জুন মাসের লেনদেনসমূহ দ্বারা নগদ প্রাপ্তি জাবেদা প্রস্তুত করো :
জুন-১, মালিক কর্তৃক ব্যবসায়ে বিনিয়োগ ৭৫,০০০ টাকা।
জুন-৫, নগদে পণ্য বিক্রয় ৩৫,০০০ টাকা।
জুন-৯, রিজভী ট্রেডার্স হতে ২৫,০০০ টাকার পূর্ণ নিষ্পত্তিতে নগদ ১০,০০০ টাকা এবং ১৪,০০০ টাকার চেক প্রাপ্তি।
জুন-১৫, রাব্বি ট্রেডার্সের নিকট নগদে পণ্য বিক্রয় ৪৫,০০০ টাকা।
জুন-২১, ব্যবসায়ের প্রয়োজনে ঋণ গ্রহণ ৫০,০০০ টাকা।
জুন-২৫, মুন্নী ব্রাদার্স হতে ২০,০০০ টাকার নিষ্পত্তিতে ১৯,৫০০ টাকা প্রাপ্তি।
জুন-৩০, ব্যাংক সুদ মঞ্জুর করলো ২,০০০ টাকা।

নগদ প্রদান জাবেদা (Cash Payment Journal)

একটি নির্দিষ্ট সময়ের মোট নগদ বহিঃপ্রবাহ জানার উদ্দেশ্যে সকল নগদ ও নগদ সমতুল্য প্রদানের লেনদেন নগদ প্রদান জাবেদায় লিপিবদ্ধ করা হয়।

নগদ প্রদান জাবেদা (নমুনা ছক)

তারিখ	চেক নম্বর	ডেবিট হিসাব খাত	সূত্র	ক্রয় ডেবিট	পাওনাদার ডেবিট	অন্যান্য হিসাব ডেবিট	প্রাপ্ত বাট্টা ক্রেডিট	নগদ ক্রেডিট

তারিখ : লেনদেন সংঘটিত হওয়ার তারিখ লেখা হয়।
চেক নম্বর : চেকের মাধ্যমে পরিশোধ করা হলে চেক নম্বর এই কলামে লেখা হয়।
ডেবিট হিসাবখাত : পাওনাদারকে পরিশোধ করা হলে তার নাম এবং অন্যান্য খাতে পরিশোধের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট হিসাবখাতের নাম লেখা হয়।
ডেবিট:
১. ক্রয় : নগদে পণ্য ক্রয় এই কলামে লেখা হয়
২. পাওনাদার : পাওনাদারকে পরিশোধ করা এবং পাওনাদার থেকে প্রাপ্ত বাট্টা, এই দুইটির সমষ্টি এই কলামে লেখা হয়।
৩. অন্যান্য হিসাব : নগদ পণ্য ক্রয় এবং পাওনাদারকে পরিশোধ ব্যতীত অন্যান্য যেকোনো খাতে নগদ প্রদানের ক্ষেত্রে এই কলামে লেখা হয়।

ক্রেডিট :

১. প্রাপ্ত বাট্টা : পাওনাদারের দেনা পরিশোধের সময় যে পরিমাণ টাকা বাট্টা পাওয়া যায় তা,এই কলামে লেখা হয়।

২. নগদ : নগদে প্রদত্ত সকল অর্থ (নগদ অর্থ/চেক) এই কলামে লেখা হয়।

ব্যবসায়ের প্রয়োজনে ব্যাংক হতে উত্তোলন এবং প্রতিষ্ঠান হতে নগদ অর্থ ব্যাংকে জমা, দুটি লেনদেনের কোনোটিই নগদ প্রাপ্তি ও প্রদান জাবেদায় লিপিবদ্ধ হবে না। কারণ এদের দ্বারা ব্যবসায়ের মোট নগদ তারল্যের পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকবে। ব্যাংক সুদ মঞ্জুর নগদ প্রাপ্তি জাবেদায় এবং ব্যাংক চার্জ ও ব্যাংক জমাতিরিক্তের সুদ নগদ প্রদান জাবেদায় লিপিবদ্ধ হবে।

নগদ প্রদান জাবেদা প্রস্তুত:

মৌসুমি এন্টারপ্রাইজের ২০১৭ সালের জুলাই মাসের নগদ প্রদত্ত লেনদেনসমূহ নিম্নরূপ:

জুলাই ২ নগদে পণ্য ক্রয় ৫,০০০ টাকা।

জুলাই ৫ পাওনাদার মিলন ট্রেডার্সকে ৬৮৯৪৩ নং চেকে ৩,০০০ টাকা প্রদান।

জুলাই ৮ আসবাবপত্র ক্রয় ৪,০০০ টাকা।

জুলাই ১৫ ঋণের সুদ প্রদান ৫০০ টাকা।

জুলাই ২০ রুনাকে পরিশোধ ২,৮০০ টাকা এবং এ পরিপ্রেক্ষিতে বাট্টা প্রাপ্তি ২০০ টাকা।

মৌসুমি এন্টারপ্রাইজের

নগদ প্রদান জাবেদা

তারিখ	চেক নম্বর	ডেবিট হিসাব খাত	সূত্র	ক্রয় ডেবিট	পাওনাদার ডেবিট	অন্যান্য হিসাব ডেবিট	প্রাপ্ত বাট্টা ক্রেডিট	নগদ ক্রেডিট
২০১৭								
জুলাই ২		—		৫,০০০				৫,০০০
জুলাই ৫	৬৮৯৪৩	মিলন ট্রেডার্স			৩,০০০			৩,০০০
জুলাই ৮		আসবাবপত্র				৪,০০০		৪,০০০
জুলাই ১৫		ঋণের সুদ				৫০০		৫০০
জুলাই ২০		রুনা			৩,০০০		২০০	২,৮০০
				৫,০০০	৬,০০০	৪,৫০০	২০০	১৫,৩০০

নগদ প্রাপ্তি জাবেদার ন্যায় নগদে প্রদান জাবেদায়ও মোট ডেবিট টাকা মোট ক্রেডিট টাকার সর্বদা সমান হবে। উপরোক্ত নগদ প্রদান জাবেদায় মোট ডেবিট (৫,০০০+৬,০০০+৪,৫০০)=১৫,৫০০ টাকা এবং মোট ক্রেডিট (২০০+১৫,৩০০)=১৫,৫০০ টাকা।

কাজ : সোহরাব ট্রেডার্সের ২০১৭ সালের অক্টোবর মাসের নিম্নোক্ত লেনদেনগুলো হতে নগদ প্রদান জাবেদা তৈরি করো–

অক্টোবর ১ নগদে পণ্য ক্রয় ৯,০০০ টাকা।

অক্টোবর ৪ খালিদ এন্ড সন্সকে ৬,৫০০ টাকা পরিশোধ।

অক্টোবর ৭ মনিহারি দ্রব্যাদি ক্রয় ৫০০ টাকা।

অক্টোবর ১০ রাসেল স্টোর্সকে ৫,৩০০ টাকা প্রদান এবং ২০০ টাকা বাট্টা প্রাপ্তি।

অক্টোবর ১৬ শফি এন্টারপ্রাইজের কাছ থেকে নগদে ক্রয় ১৪,০০০ টাকা।

অক্টোবর ২০ ঋণ পরিশোধ ৮,০০০ টাকা।

অক্টোবর ২৬ কর্মচারীদের বেতন পরিশোধ ৪,৫০০ টাকা।

অক্টোবর ৩০ মালিক কর্তৃক উত্তোলন ২,০০০ টাকা।

অক্টোবর ৩০ উপভাড়াটিয়ার নিকট হতে প্রাপ্তি ২,০০০ টাকা।

মোট নগদ প্রাপ্তি ও মোট নগদ প্রদানের পরিমাণ খতিয়ানে স্থানান্তর

নগদ প্রাপ্তি জাবেদা ও নগদ প্রদান জাবেদা প্রস্তুতের দ্বারা যথাক্রমে মোট নগদে প্রাপ্তি ও মোট নগদে প্রদানের পরিমাণ জানা যায়। নির্দিষ্ট সময়ে নগদ উদ্বৃত্তের পরিমাণ জানার জন্য নগদান হিসাব প্রস্তুত করতে হয়। নির্দিষ্ট সময়ের প্রারম্ভিক নগদ উদ্বৃত্তের সঙ্গে নগদ প্রাপ্তিসমূহ যোগ এবং নগদ প্রদানসমূহ বিয়োগ করে সমাপনী নগদ উদ্বৃত্ত বের করা হয়।

নগদ প্রাপ্তি জাবেদা

তারিখ	ক্রেডিট হিসাব খাত	সূত্র	নগদ ডেবিট	প্রদত্ত বাট্টা ডেবিট	বিক্রয় ক্রেডিট	দেনাদার ক্রেডিট	অন্যান্য হিসাব ক্রেডিট
২০১৭							
মে ২	খাদিজা বিতান		২০,০০০			২০,০০০	
মে ৭	শাওন ট্রেডার্স		৭,৫০০	৫০০		৮,০০০	
মে ১০	বিনিয়োগের সুদ		১,০০০				১,০০০
মে ১৯	——		৮,০০০		৮,০০০		
মে ২৬	——		৬,০০০		৬,০০০		
			৪২,৫০০	৫০০	১৪,০০০	২৮,০০০	১,০০০

নগদ প্রদান জাবেদা

তারিখ	চেক নম্বর	ডেবিট হিসাব খাত	সূত্র	ক্রয় ডেবিট	পাওনাদার ডেবিট	অন্যান্য হিসাব ডেবিট	প্রাপ্ত বাট্টা ক্রেডিট	নগদ ক্রেডিট
২০১৭								
মে: ২		আসবাবপত্র				৪,০০০		৪,০০০
মে: ৩		——		৫,০০০				৫,০০০
মে: ৮		মাসুম এন্ড সন্স			৩,৮০০		৩০০	৩,৫০০
মে: ২৫		বেতন				২,০০০		২,০০০
মে: ২৮		উত্তোলন				১,০০০		১,০০০
				৫,০০০	৩,৮০০	৭,০০০	৩০০	১৫,৫০০

নগদান হিসাব হিসাবের নং-......

তারিখ	বিবরণ	জা: পৃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা	উদ্বৃত্ত/জের	
					ডেবিট	ক্রেডিট
২০১৭						
মে: ১	ব্যালেন্স বি/ডি				৭,৫০০	
মে: ৩১	বিবিধ ক্রেডিট হিসাব খাত		৪২,৫০০		৫০,০০০	
মে: ৩১	বিবিধ ডেবিট হিসাব খাত			১৫,৫০০	৩৪,৫০০	

ব্যাংক হিসাব রাখা-সংক্রান্ত লেনদেন

বর্তমান ব্যবসায় জগতে লেনদেনের পরিমাণ অসংখ্য। নগদ অর্থের আদান প্রদান অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেনের নিষ্পত্তি অধিক নিরাপদ। ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেন করতে হলে প্রথম ব্যাংকে হিসাব খুলতে হয়। যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ব্যাংকে হিসাব খোলে, তাকে আমানতকারী বলা হয়।

ব্যাংক বিবরণী

আমানতকারীর ব্যাংক হিসাবের পূর্ণ বিবরণ উল্লেখ করে ব্যাংক যে বিবরণী প্রস্তুত করে, তাই ব্যাংক বিবরণী। বর্তমানে এই বিবরণী কম্পিউটারাইজড পদ্ধতিতে প্রস্তুত করা হয়। টাকা বা চেক ব্যাংকে জমা, ব্যাংক হতে চেকের মাধ্যমে উত্তোলন বা পরিশোধ, ব্যাংক সুদ ও ব্যাংক চার্জসহ যাবতীয় তথ্য তারিখ সহকারে ব্যাংক বিবরণী হতে পাওয়া যায়। আমানতকারী চাহিবামাত্র ব্যাংক এই বিবরণী সরবরাহ করে। ব্যাংকের পাশাপাশি আমানতকারী নগদান বইতে ব্যাংক-সংক্রান্ত লেনদেনসমূহ লিপিবদ্ধ করে এবং উদ্বৃত্ত নির্ণয় করে। ব্যাংক বিবরণীর উদ্বৃত্ত এবং নগদান বইয়ের ব্যাংক কলামের উদ্বৃত্ত সমান হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু সর্বদা এই উদ্বৃত্ত কতিপয় কারণে সমান হয় না, তখন ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী প্রস্তুত করতে হয়।

ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী

ব্যাংক বিবরণীর উদ্বৃত্ত ও নগদান বইয়ের ব্যাংক কলামের উদ্বৃত্তের গরমিলের কারণ চিহ্নিতপূর্বক যে মিলকরণ বিবরণী প্রস্তুত করা হয়, তাই ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী।

ব্যাংক বিবরণীর উদ্বৃত্ত ও নগদান বইয়ের ব্যাংক কলামের উদ্বৃত্তের মাঝে গরমিলের কতিপয় কারণ

- আদায়ের জন্য চেক ব্যাংকে জমা দেওয়ার পর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ব্যাংকে আদায় না হলে এই দুই উদ্বৃত্তে গরমিল হয়।
- দেনা পরিশোধ বাবদ চেক প্রদানের পর তা যথাসময়ে ব্যাংকে উপস্থাপিত না হলে গরমিল পরিলক্ষিত হয়।
- ব্যাংক আমানতকারীর পক্ষ হয়ে কোনো খরচ পরিশোধ এবং আয় আদায় করে আমানতকারীকে না জানালে গরমিল দেখা দেয়।

কাজ : আর কী কী কারণে গরমিল হতে পারে তা চিহ্নিত কর।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. হিসাবের প্রাথমিক বই হওয়া সত্ত্বেও পাকা বইয়ের ন্যায় কাজ করে কোনটি?

ক. জাবেদা খ. খতিয়ান

গ. নগদান বই ঘ. রেওয়ামিল

২. নগদান বইতে লিপিবদ্ধ হবে–

i) মূলধন আনয়ন ৫০,০০০ টাকা।

ii) জনতা ট্রেডার্সের নিকট বিক্রয় ২০,০০০ টাকা।

iii) মনিহারি দ্রব্যাদি ক্রয় ১,০০০ টাকা।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৩. একঘরা নগদান বইতে লিপিবদ্ধ হবে কোনটি?

ক) পণ্য ক্রয় বাবদ চেক প্রদান ৪,০০০ টাকা খ) আসবাবপত্র ক্রয় ৬,০০০ টাকা

গ) পণ্য উত্তোলন ১,০০০ টাকা ঘ) পণ্য ফেরত প্রদান ৫০০ টাকা

৪. একঘরা নগদান বই সর্বদা কোন উদ্বৃত্ত প্রকাশ করে?

ক) ডেবিট খ) ক্রেডিট গ) ব্যাংক জমা ঘ) ব্যাংক জমাতিরিক্ত

৫. পণ্য বিক্রয় করে চেক পেলে চেকটি কোন ধরনের চেক বলে গণ্য হবে?

ক) বাহক চেক খ) হুকুম চেক গ) দাগ কাটা চেক ঘ) খোলা চেক

৬. কন্ট্রা এন্ট্রির ক্ষেত্রে কোন প্রতীক লেখা হয়?

ক) B খ) C গ) K ঘ) F

৭. কন্ট্রা এন্ট্রি হবে–

i) নগদ অর্থ ব্যাংকে জমাদান

ii) দেনাদার কর্তৃক ব্যাংকে সরাসরি জমাদান

iii) অফিসের জন্য ব্যাংক হতে উত্তোলন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৮. কোন বাট্টা তিনঘরা নগদান বইতে লিপিবদ্ধ হয়?

ক) ক্রয় বাট্টা খ) প্রদত্ত বাট্টা গ) বিক্রয় বাট্টা ঘ) কারবারি বাট্টা

৯. নগদ প্রাপ্তি জাবেদায় লিপিবদ্ধ হবে–

i) নগদে পণ্য ক্রয়

ii) নগদে পণ্য বিক্রয়

iii) ব্যাংক সুদ মঞ্জুর

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১০. নগদ প্রদান জাবেদায় লিপিবদ্ধ হয় কোনটি?

ক) আসবাবপত্র বিক্রয় খ) পাওনা আদায় গ) ঋণ পরিশোধ ঘ) পণ্য বিক্রয়

১১. যে প্রতিষ্ঠান ব্যাংকে হিসাব খোলে, তাকে কী বলা হয়?

ক) ব্যাংকার খ) আমানতকারী গ) গ্রহীতা ঘ) বিনিয়োগকারী

১২. কন্ট্রা এন্ট্রির দ্বারা প্রভাবিত হিসাব হলো–

i. মূলধন

ii. নগদান

iii. ব্যাংক

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৩ ও ১৪ প্রশ্নের উত্তর দাও :

সালাহউদ্দিন এন্ড সন্স ২০১৭ সালের জুলাই ১০ তারিখে ব্যবসায় হতে ব্যাংক হিসাবে নগদ ১০,০০০ টাকা জমা দিল, পাওনাদার সামিনা স্টোরসকে ১২,০০০ টাকা দেনার পূর্ণ নিষ্পত্তিতে ১১,৫০০ টাকার চেক প্রদান করল এবং দেনাদার মাহবুব ট্রেডার্সের কাছ থেকে ১৫,০০০ টাকা পাওনার পূর্ণ নিষ্পত্তিতে ১৪,০০০ টাকার চেক পেল।

১৩. ১০ জুলাই ২০১৪ তারিখের লেনদেনসমূহ লিপিবদ্ধের জন্য কোন নগদান বই উপযুক্ত?

ক) একঘরা খ) দুইঘরা গ) তিনঘরা ঘ) নগদ প্রাপ্তি জাবেদা

১৪. সালাহউদ্দিন এন্ড সন্সের কন্ট্রা এন্ট্রির পরিমাণ কত?

ক) ১০,০০০ টাকা খ) ১২,০০০ টাকা গ) ১৪,০০০ টাকা ঘ) ১৫,০০০ টাকা

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৫ ও ১৬ প্রশ্নের উত্তর দাও :

হাবিব এন্টারপ্রাইজের মালিক জনাব হাবিব প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় নগদ প্রাপ্তি ও প্রদান নগদান বইয়ে লিপিবদ্ধ করে থাকেন। ২০১৭ সালের মার্চ ১০ তারিখে মোট ২০,০০০ টাকার পণ্য ক্রয় করে ১৫,০০০ টাকা পরিশোধ করেন। মার্চ ২৮ তারিখে রবির নিকট হতে ১০,০০০ টাকার পূর্ণ নিষ্পত্তিতে ৯,৫০০ টাকা পাওয়া গেল।

১৫. হাবিব এন্টারপ্রাইজের প্রকৃত দেনার পরিমাণ কত?

ক) ৩৫,০০০ টাকা খ) ২০,০০০ টাকা গ) ১৫,০০০ টাকা ঘ) ৫,০০০ টাকা

১৬. মার্চ ২৮ তারিখের লেনদেনটি কোন নগদান বইতে লিপিবদ্ধ করা উচিত?

ক) একঘরা খ) দুইঘরা গ) তিনঘরা ঘ) খুচরা

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। ঢাকার ইসলামপুরের 'মেসার্স দেবলীনা বস্ত্রালয়' -এর ২০১৭ সালের মে মাসের কয়েকটি লেনদেন নিম্নরূপ:

মে ১ প্রারম্ভিক নগদ তহবিল ৬০,০০০ টাকা।
মে ৪ কুমিল্লার তপু ট্রেডার্সের নিকট প্রতি গজ ২০০ টাকা দরে ১৫০ গজ কাপড় ৫% বাট্টায় নগদে বিক্রয়।
মে ১০ পাবনার শাহী বস্ত্র বিতান হতে ১০% বাট্টায় কাপড় ক্রয় ৮০,০০০ টাকা।
মে ১৩ সজল ট্রেডার্স হতে প্রাপ্তি ৪০,০০০ টাকা।
মে ১৫ অগ্রিম দোকান ভাড়া প্রদান ৩০,০০০ টাকা।
মে ২০ মালিকের মেয়ের জন্য ২,০০০ টাকার কাপড় প্রদান।
মে ২৫ এপ্রিল মাসের বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ ২,৫০০ টাকা।

ক) উপর্যুক্ত তথ্য হতে অ-নগদ লেনদেনের সাধারণ জাবেদা দাও।
খ) মে ৪ তারিখের লেনদেনের জন্য ক্যাশমেমো প্রস্তুত করো।
গ) উল্লিখিত লেনদেনগুলো দ্বারা একঘরা নগদান বই প্রস্তুত করো।

২। চট্টগ্রামের 'বন্দর ট্রেডার্স'-এর ২০১৭ সালের জুন মাসের কতিপয় লেনদেন নিম্নরূপঃ

জুন ১ নগদ ১,২০,০০০ টাকা ও ২,০০,০০০ টাকা ব্যাংক জমা নিয়ে ব্যবসায় শুরু করা হলো।

জুন ৩ যমুনা ট্রেডার্সের নিকট থেকে ১,০০,০০০ টাকার পণ্য ক্রয় করে নগদে ২০,০০০ টাকা ও চেকে ৩০,০০০ টাকা প্রদান।

জুন ৫ ব্যবসায়ে ব্যবহারের জন্য ১টি ফটোকপি মেশিন ক্রয় ৭৫,০০০ টাকা।

জুন ৯ ব্যাংক হতে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ৫,০০০ টাকা ও ব্যবসায়ের প্রয়োজনে ১০,০০০ টাকা উত্তোলন।

জুন ১৫ ফটোকপি মেশিনের বহন খরচ ও সংস্থাপন খরচ প্রদান মোট ৩,০০০ টাকা।

জুন ১৮ ব্যাংক কর্তৃক প্রাপ্য বিল আদায় ২৫,০০০ টাকা এবং প্রদেয় বিল পরিশোধ ১৫,০০০ টাকা।

জুন ২২ পতেঙ্গা স্টোর হতে ১৩,০০০ টাকার চেক প্রাপ্তি এবং ১,০০০ টাকা বাট্টা মঞ্জুর।

জুন ২৬ যমুনা ট্রেডার্সকে ১০% বাট্টায় নগদে ২০,০০০ টাকা ও ২৫,০০০ টাকার চেক ইস্যু।

জুন ৩০ ব্যাংক সুদ মঞ্জুর করল ৫০০ টাকা এবং চার্জ কর্তন করল ১,০০০ টাকা।

ক) বন্দর ট্রেডার্সের অফিস সরঞ্জামের মূল্য নির্ণয় করো।

খ) জুন ১ থেকে জুন ১৫ তারিখের লেনদেন অবলম্বনে দুইঘরা নগদান বই প্রস্তুত করো।

গ) প্রারম্ভিক হাতে নগদ ১,২০,০০০ টাকা ও ব্যাংক উদ্বৃত্ত ৬০,০০০ টাকা ধরে জুন ১৮ হতে ৩০ তারিখের লেনদেনের সাহায্যে তিনঘরা নগদান বই প্রস্তুত করো।

৩। রাজশাহীর মডার্ন স্টোরের ২০১৭ সালের মার্চ মাসের লেনদেনসমূহ নিম্নরূপঃ

মার্চ ১ নগদ তহবিল ৫৭,৫০০ টাকা।

মার্চ ২ নগদে ও চেকে পণ্য ক্রয় যথাক্রমে ১০,০০০ টাকা ও ১৫,০০০ টাকা।

মার্চ ৫ পণ্য বিক্রয় ৪৫,০০০ টাকা, যার ৬০% চেকে অবশিষ্টাংশ নগদে।

মার্চ ১০ ব্যক্তিগত প্রয়োজনে নগদ উত্তোলন ৪,০০০ টাকা ও পণ্য উত্তোলন ১,০০০ টাকা।

মার্চ ১১ ব্যাংক হতে ঋণ নেওয়া হলো ৫০,০০০ টাকা।

মার্চ ১৪ সাদমান এন্টারপ্রাইজকে ৩০,০০০ টাকার নিষ্পত্তিতে ০৩২৫৪১ নং চেক প্রদান ২৯,০০০ টাকা।

মার্চ ১৭ সুপ্তির নিকট থেকে ২৫,০০০ টাকার নিষ্পত্তিতে ২৪,২৫০ টাকা প্রাপ্তি।

মার্চ ২২ দোকান ভাড়া বাবদ চেক প্রদান ২০,০০০ টাকা, চেক নম্বর ০৩২৬৫১।

মার্চ ২৭ ব্যবসায়ের পুরাতন কম্পিউটার বিক্রয় ৯,০০০ টাকা।

মার্চ ৩১ ব্যাংক সুদ মঞ্জুর করল ১,০০০ টাকা।

ক) নগদ প্রাপ্তি ও নগদ প্রদান জাবেদায় অন্তর্ভুক্ত হবে না এমন লেনদেনের পরিমাণ নির্ণয় করো।

খ) উপর্যুক্ত লেনদেনের ভিত্তিতে নগদ প্রাপ্তি জাবেদা প্রস্তুত করো।

গ) মডার্ন স্টোরের মার্চ মাসের নগদ প্রদান জাবেদা প্রস্তুত করো।

৪। ফেরদৌস ট্রেডার্সের ২০১৭ সালের মার্চ মাসের লেনদেনসমূহ নিম্নরূপঃ

মার্চ ১ নগদ জের ৭,৫০০ টাকা।

মার্চ ৪ সুমন ট্রেডার্স হতে ৫% বাট্টায় নগদে ক্রয় ৪,০০০ টাকা।

মার্চ ৮ পণ্য বিক্রয় ১৫,০০০ টাকা।

মার্চ ১০ ব্যবসায়ের ব্যবহারের জন্য ৩,০০০ টাকার চেয়ার ক্রয়।

মার্চ ১১ ব্যবসায়ে মালিক অতিরিক্ত মূলধন আনলেন ৪৫,০০০ টাকা।

মার্চ ১২ রাজু ট্রেডার্স থেকে ১৫,০০০ টাকা নগদে ও ২৫,০০০ টাকা চেকে প্রাপ্তি।

মার্চ ১৫ নাফিস ব্রাদার্স হতে পণ্য ক্রয় ২৫,০০০ টাকা যার ৫০% নগদে।

মার্চ ১৮ আরিফ ট্রেডার্সকে পরিশোধ ২,৫০০ টাকা।
মার্চ ২০ আসবাবপত্রের উপর অবচয় ধরা হলো ৩০০ টাকা।
মার্চ ২২ পুরাতন আসবাবপত্র বিক্রয় ৮,০০০ টাকা।
মার্চ ২৫ ব্যক্তিগত প্রয়োজনে উত্তোলন ১,০০০ টাকা এবং অফিসের প্রয়োজনে উত্তোলন ৫,০০০ টাকা।
মার্চ ৩০ ব্যাংক সুদ ও সার্ভিস চার্জ ধার্য করলো যথাক্রমে ৫০০ টাকা ও ১,০০০ টাকা।

ক. নগদান বইতে লিপিবদ্ধ হবে না, এরূপ লেনদেন সাধারণ জাবেদায় লিখ (ব্যাখ্যা ব্যতীত)।
খ. মার্চ ১ থেকে মার্চ ১১ তারিখের লেনদেন দ্বারা ফেরদৌস ট্রেডার্সের একঘরা নগদান বই প্রস্তুত কর।
গ. প্রারম্ভিক হাতে নগদ ৪০,০০০ টাকা এবং ব্যাংক জমাতিরিক্ত উত্তোলন ১৫,০০০ টাকা ধরে মার্চ ১২ থেকে মার্চ ৩০ তারিখের লেনদেন দ্বারা দু'ঘরা নগদান বই প্রস্তুত করো।

৫। ২০১৭ সালের আগস্ট মাসে নাছির এন্টারপ্রাইজের নগদ লেনদেনসমূহ নিম্নরূপ:

আগস্ট ১ নগদ উদ্বৃত্ত ও ব্যাংক উদ্বৃত্ত যথাক্রমে ১৯,০০০ টাকা ও ২৪,০০০ টাকা।
আগস্ট ২ রাজিব ট্রেডার্সের নিকট বিক্রয় বাবদ চেক প্রাপ্তি ৭,০০০ টাকা।
আগস্ট ৫ ব্যাংক হতে উত্তোলন ৫,০০০ টাকা।
আগস্ট ১০ পণ্য ক্রয় ৫,০০০ টাকা। বাট্টা ৫%।
আগস্ট ১২ জাফর স্টোর-এর নিকট হতে ৬,০০০ টাকা পাওনার পূর্ণ নিষ্পত্তিতে ৫,৮০০ টাকা প্রাপ্তি।
আগস্ট ১৮ সাজ্জাদ এন্ড সন্সের নিকট হতে নগদে পণ্য ক্রয় ৩,৫০০ টাকা।
আগস্ট ২০ সেলিমা ট্রেডার্সকে পরিশোধ ৪,৩০০ টাকা এবং বাট্টা প্রাপ্তি ২০০ টাকা।
আগস্ট ২৫ ব্যাংক জমাতিরিক্ত ১০,০০০ টাকা পরিশোধ।
আগস্ট ২৮ ব্যাংক জমাতিরিক্তের সুদ প্রদান ৫০০ টাকা।
আগস্ট ৩১ ব্যাংক চার্জ কর্তন করলো ১,০০০ টাকা।

ক. উপর্যুক্ত তথ্য হতে কন্ট্রা এন্ট্রির মোট পরিমাণ নির্ণয় করো।
খ. আগস্ট ১ থেকে ১০ তারিখের লেনদেনসমূহের ভিত্তিতে দুইঘরা নগদান বই প্রস্তুত করো।
গ. প্রারম্ভিক নগদ তহবিল ৫৫,০০০ টাকা এবং ব্যাংক ও/ডি ১০,০০০ টাকা ধরে আগস্ট ১২ হতে ৩১ তারিখের লেনদেনসমূহ দ্বারা উপযোগী নগদান বই প্রস্তুত করো।

৬। হায়দার এন্ড সন্সের নিম্নোক্ত লেনদেনসমূহ ২০১৭ সালের নভেম্বর মাসে সংঘটিত হয়েছে–

নভেম্বর ১ শহীদের নিকট৫% বাট্টায় নগদে বিক্রয় ৮,০০০ টাকা।
নভেম্বর ৪ মালিহা এন্ড সন্স–এর নিকট হতে ৫,৪০০ টাকা প্রাপ্তি এবং বাট্টা প্রদান ১০০ টাকা।
নভেম্বর ৫ অফিসের জন্য ক্যালকুলেটর ক্রয় ৫০০ টাকা।
নভেম্বর ৮ বিনিয়োগের সুদ প্রাপ্তি ৪,০০০ টাকা।
নভেম্বর ১২ জামাল ট্রেডার্সকে ৩,৫০০ টাকার পূর্ণ নিষ্পত্তিতে ৩,৩০০ টাকা প্রদান।
নভেম্বর ১৮ অফিসের ভাড়া পরিশোধ ২,৫০০ টাকা।
নভেম্বর ২০ ঋণ গ্রহণ ১০,০০০ টাকা।
নভেম্বর ২৩ কামাল ট্রেডার্স হতে ৫% বাট্টায় চেকে পণ্য ক্রয় ৩০,০০০ টাকা। চেক নং ৫৩০২

ক) উপর্যুক্ত তথ্য হতে নগদ বাট্টার পরিমাণ নির্ণয় করো।
খ) লেনদেনসমূহের ভিত্তিতে নগদ প্রাপ্তি জাবেদা প্রস্তুত করো।
গ) লেনদেনসমূহের ভিত্তিতে নগদ প্রদান জাবেদা প্রস্তুত করো।

৭. ২০১৭ সালের জানুয়ারি মাসে কিশোর ব্রাদার্সের নিম্নোক্ত লেনদেনগুলো সংঘটিত হয়:

জানুয়ারি ১	নগদ উদ্বৃত্ত ৩০,০০০ টাকা এবং ব্যাংক জমাতিরিক্ত ২৫,০০০ টাকা।
জানুয়ারি ৩	জহির ট্রেডার্স হতে ৫% বাট্টায় ১০,০০০ টাকার পণ্য ক্রয়।
জানুয়ারি ৫	মালিক ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যবসায় হতে ১,৫০০ টাকা নিলেন।
জানুয়ারি ১০	শোয়েব ব্রাদার্সকে ৯,০০০ টাকার পূর্ণনিষ্পত্তিতে ৮,৬০০ টাকা প্রদান।
জানুয়ারি ১৫	পণ্য ক্রয় করে চেকে মূল্য পরিশোধ ৭,০০০ টাকা।
জানুয়ারি ২০	কর্মচারীর বেতন প্রদান ৪,০০০ টাকা।
জানুয়ারি ২৫	মালিক ব্যক্তিগত অর্থে ব্যবসায়ের জন্য আসবাবপত্র ক্রয় করলেন ১৩,০০০ টাকা।
জানুয়ারি ২৮	সুমনের নিকট হতে ৩,৮৫০ টাকা পাওয়া গেল এবং তাকে ১৫০ টাকা বাট্টা দেওয়া হলো।
জানুয়ারি ২৯	জহির ট্রেডার্সের পাওনা ৯,৫০০ টাকার পূর্ণনিষ্পত্তিতে ৯,৩৫০ টাকা প্রদান করা হলো।
জানুয়ারি ৩১	২,৫০০ টাকা নগদ উদ্বৃত্ত হাতে রেখে অবশিষ্ট টাকা ব্যাংকে জমা দেওয়া হলো।

ক) যে লেনদেনগুলো নগদান বইয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে না, সেগুলোর সাধারণ জাবেদা দাখিলা দাও (ব্যাখ্যা ব্যতীত)।

খ) উপর্যুক্ত ১,২৮,২৯ ও ৩১ তারিখের লেনদেনগুলো দ্বারা তিনঘরা নগদান বই প্রস্তুত করো।

গ) জানুয়ারি ৫ থেকে ২০ তারিখের লেনদেন দ্বারা নগদ প্রদান জাবেদা প্রস্তুত করো।

নবম অধ্যায়

রেওয়ামিল

ব্যবসায়ের লাভ ক্ষতি ও আর্থিক অবস্থা নির্ণয়ের পূর্বে লিপিবদ্ধকৃত হিসাবের নির্ভুলতা যাচাই করা একান্ত প্রয়োজন। গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই না করেই যদি আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করা হয়, তবে প্রস্তুতকৃত বিবরণী সঠিক তথ্য না-ও প্রকাশ করতে পারে। হিসাব সংরক্ষণে যে সকল ভুল হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তা সতর্কতার সঙ্গে বিবেচনা করে খতিয়ানের উদ্বৃত্ত দ্বারা রেওয়ামিল প্রস্তুত করা হয়। খতিয়ানের ডেবিট উদ্বৃত্তসমূহের যোগফল ক্রেডিট উদ্বৃত্তসমূহের যোগফলের সমান হলে ধরে নেওয়া হয় হিসাব গাণিতিকভাবে নির্ভুল হয়েছে। রেওয়ামিল প্রস্তুতের ফলে সহজেই ভুল উদ্‌ঘাটিত হয় এবং ভুল সংশোধনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়।

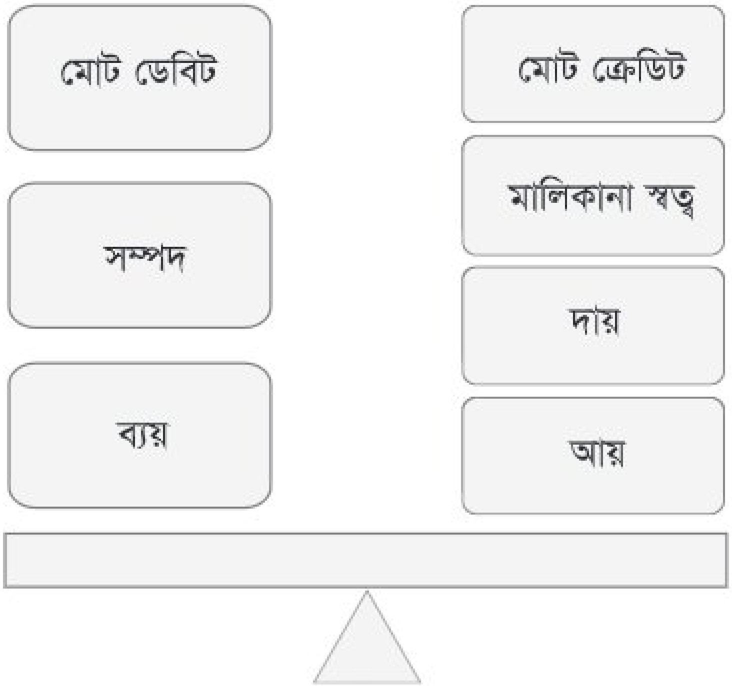

এই অধ্যায় শেষে আমরা–

- রেওয়ামিলের ধারণা ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারব ;
- হিসাব লিখনে ভুল কত প্রকার তা ব্যাখ্যা করতে পারব ;
- হিসাবের উদ্বৃত্ত দিয়ে যথাযথ ছকে রেওয়ামিল প্রস্তুত করে হিসাবের গাণিতিক নির্ভুলতা পরীক্ষা করতে পারব ;
- হিসাব লিখনের ভুলগুলোর মধ্যে কোন ভুলগুলো রেওয়ামিলের গরমিল ঘটাবে এবং কোন ভুলগুলো গরমিল ঘটাবে না, তা শনাক্ত করতে পারব ;
- অনিশ্চিত হিসাবের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব ;
- অনিশ্চিত হিসাব খুলে সাময়িকভাবে রেওয়ামিলের উভয় দিক মেলাতে পারব।

রেওয়ামিলের ধারণা :

খতিয়ানের হিসাবগুলোর গাণিতিক নির্ভুলতা যাচাই করার জন্য কোনো নির্দিষ্ট দিনে একটি পৃথক খাতায় বা কাগজে সকল হিসাবের উদ্বৃত্তগুলোকে ডেবিট ও ক্রেডিট এই দুই ভাগে বিভক্ত করে যে বিবরণী প্রস্তুত করা হয়, তাকেই রেওয়ামিল বলে। রেওয়ামিলের ডেবিট দিকের যোগফল ক্রেডিট দিকের যোগফলের সমান হলে সাধারণত ধরে নেওয়া হয় যে, খতিয়ানে কোনো গাণিতিক ভুল নেই। অপরপক্ষে দুই দিকের যোগফল সমান না হলে বুঝতে হবে দুতরফা দাখিলা অনুসারে হিসাব সংরক্ষণে কোনো ভুল–ত্রুটি আছে।

উদ্দেশ্য :

রেওয়ামিলের উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ:

১। জাবেদা ও খতিয়ানে লেনদেনগুলো সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে কি না তা যাচাই করা রেওয়ামিলের একটি মুখ্য উদ্দেশ্য।

২। আর্থিক বিবরণী তথা বিশদ আয় বিবরণী ও আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত সহজতর করা।

৩। জাবেদা ও খতিয়ানে কোনো ভুল-ত্রুটি থাকলে তা উদ্ঘাটন ও সংশোধন করা।

৪। দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি মোতাবেক জাবেদা ও খতিয়ানে লেনদেন লিপিবদ্ধ হয়েছে কি না, তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য রেওয়ামিল প্রস্তুত করা হয়।

৫। খতিয়ানের সকল জের এক সাথে থাকে বলে আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতে সময় ও শ্রমের অপচয় রোধ হয়।

৬। রেওয়ামিলের সাহায্যে কারবারের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

কাজ : হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই করাই রেওয়ামিল তৈরির মূল উদ্দেশ্য–মন্তব্য করো।

রেওয়ামিলের নমুনা ছক : প্রতিষ্ঠানের নাম ....

রেওয়ামিল

.... সালের .... তারিখের

ক্রমিক/কোড নং	হিসাবের শিরোনাম	খ: পৃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা

যেহেতু রেওয়ামিল হিসাবের কোন অংশ নয়, সেহেতু রেওয়ামিলের কোন স্বীকৃত ছক নেই। তাছাড়া IASC (International Accounting Standards Committee) কোনো সুনির্দিষ্ট ছক প্রদান করেনি। উল্লিখিত ছকটিকেই বহুলভাবে ব্যবহার করা হয়।

নিম্নে রেওয়ামিলের ছকের বিভিন্ন ঘরের বর্ণনা দেওয়া হলো :

১। **ক্রমিক/কোড নং :** যদি হিসাবের কোনো কোড নং থাকে, তবে হিসাবের বিপরীতে সেই কোড নং, হিসাবের কোড নং না থাকলে ধারাবাহিকভাবে ক্রমিক নং বসাতে হয়। যেমন– ১, ২, ৩ ইত্যাদি।

২। **হিসাবের শিরোনাম :** খতিয়ান থেকে যে সমস্ত হিসাবের উদ্বৃত্ত আনা হয়, সেগুলোর শিরোনাম বসাতে হয়। যেমন– মূলধন হিসাব, আসবাবপত্র হিসাব, বেতন হিসাব ইত্যাদি।

২০২৫

৩। **খতিয়ান পৃষ্ঠা:** খতিয়ানের যে পৃষ্ঠা হতে হিসাবের উদ্বৃত্ত রেওয়ামিলে স্থানান্তর করা হয়েছে, এই ঘরে সেই পৃষ্ঠা নং লিখতে হয়। ফলে ভুল-ত্রুটি হলে খুব সহজেই উদ্‌ঘাটন করা যায়।

৪। **ডেবিট টাকা:** খতিয়ানের বিভিন্ন হিসাবের ডেবিট উদ্বৃত্তগুলোর টাকার পরিমাণ এ ঘরে লিখতে হয়।

৫। **ক্রেডিট টাকা :** খতিয়ানের বিভিন্ন হিসাবের ক্রেডিট উদ্বৃত্তগুলোর টাকার পরিমাণ এ ঘরে লিখতে হয়।

রেওয়ামিল প্রস্তুতপ্রণালি :

লেনদেন চিহ্নিত করার পর প্রাথমিকভাবে সেগুলোকে জাবেদায় তারিখের ক্রমানুসারে লিপিবদ্ধ করা হয়। পরবর্তীতে প্রত্যেকটি হিসাবের আলাদা আলাদা শিরোনামের মাধ্যমে পাকাপাকিভাবে খতিয়ানে স্থানান্তর করে উদ্বৃত্ত নির্ণয় করা হয়। জাবেদা না করেও সরাসরি হিসাবগুলোকে খতিয়ানে স্থানান্তরের মাধ্যমে উদ্বৃত্ত নির্ণয় করা যায়। খতিয়ানের সকল হিসাবের উদ্বৃত্ত নির্ণয় করার পর ডেবিট উদ্বৃত্তগুলোকে ডেবিট দিকে এবং ক্রেডিট উদ্বৃত্তগুলোকে ক্রেডিট দিকে একটি আলাদা কাগজে বা খাতায় লিপিবদ্ধ করে রেওয়ামিল প্রস্তুত করা হয়।

রেওয়ামিল প্রস্তুতকরণে বিবেচ্য বিষয়সমূহ:

রেওয়ামিল তৈরির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই করা। সে লক্ষ্যেই প্রতিটি উদ্বৃত্ত যাতে করে সঠিকভাবে রেওয়ামিলে অন্তর্ভুক্ত হয়, তার জন্য রেওয়ামিল প্রস্তুতের পূর্বে বিশেষ সতর্কতা এবং কিছু বিষয় বিবেচনা করে রেওয়ামিল প্রস্তুত করা হয়। ব্যবসায়ের স্বার্থেই রেওয়ামিল প্রস্তুত করার পূর্বে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হয়।

১। মজুদ পণ্য লিপিবদ্ধকরণে সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। প্রারম্ভিক মজুদ পণ্যের মূল্যকে রেওয়ামিল প্রস্তুতের তারিখে ব্যয় বা খরচরূপে গণ্য করে রেওয়ামিলের ডেবিট কলামে দেখাতে হবে কিন্তু সমাপনী মজুদ পণ্যের মূল্যকে রেওয়ামিলে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। কারণ সমাপনী মজুদ পণ্য খতিয়ানের উদ্বৃত্ত নয়, এমনকি সমাপনী মজুদ পণ্যের মূল্য প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য এবং ক্রয়কৃত পণ্যের অংশ বিশেষ।

২। যখন "সমন্বিত ক্রয়" অথবা "বিক্রীত পণ্যের ব্যয়" রেওয়ামিলে অন্তর্ভুক্ত হয়, তখন প্রারম্ভিক মজুদ পণ্যকে রেওয়ামিলে অন্তর্ভুক্ত না করে সমাপনী মজুদ পণ্যকে রেওয়ামিলের ডেবিট কলামে সম্পদ হিসাবে দেখাতে হবে। কারণ, সমন্বিত ক্রয় = প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য + নিট ক্রয় − সমাপনী মজুদ পণ্য।

৩। মনিহারি মজুদের ক্ষেত্রে প্রারম্ভিক মনিহারি মজুদকে ব্যয় হিসাবে রেওয়ামিলের ডেবিটে দেখাতে হবে কিন্তু সমাপনী মনিহারি অন্তর্ভুক্ত হবে না।

৪। হাতে নগদ, ব্যাংক জমা, দেনাদার, পাওনাদার প্রভৃতি চলতি সম্পদ ও চলতি দায়ের প্রারম্ভিক উদ্বৃত্ত রেওয়ামিলে আসবে না। কারণ এগুলো সংশ্লিষ্ট হিসাবের সমাপনী উদ্বৃত্তের সাথে সমন্বিত থাকে।

৫। সম্পদের বিপরীতে সৃষ্ট সঞ্চিতি যেমন: কুঋণ সঞ্চিতি বা সন্দেহজনক পাওনা সঞ্চিতি, দেনাদার বাট্টা সঞ্চিতি বা প্রদেয় বাট্টা সঞ্চিতি ও প্রাপ্য বিলের বাট্টা সঞ্চিতি রেওয়ামিলে ক্রেডিট হবে।

৬। দায়ের বিপরীতে সৃষ্ট সঞ্চিতি যেমন: পাওনাদারের বাট্টা সঞ্চিতি বা প্রাপ্য বাট্টা সঞ্চিতি বা পাওনা বাট্টা সঞ্চিতি ও প্রদেয় বিলের বাট্টা সঞ্চিতি। হিসাববিজ্ঞানের 'রক্ষণশীলতার প্রথা' অনুযায়ী দায়ের বিপরীতে সঞ্চিতি ধার্য অনুচিত। যদি হিসাবের বইতে ধার্যকৃত অবস্থায় পাওয়া যায় তবে রেওয়ামিলের ডেবিট কলামে লেখা যেতে পারে। দায়ের বিপরীতে সঞ্চিতি ধার্য পরিহার করাই উত্তম।

৭। কতিপয় হিসাবের সাথে প্রদত্ত না প্রাপ্ত উল্লেখ থাকে না, সেক্ষেত্রে উক্ত হিসাব গুলোকে প্রদত্ত ধরে রেওয়ামিলের ডেবিট দিকে লিখতে হবে। যেমন – ভাড়া, বাট্টা, কমিশন, সুদ ইত্যাদি।

৮। বিক্রয় খাতিয়ানের উদ্বৃত্তকে দেনাদার হিসাব ধরে ডেবিট করতে হবে।

৯। ক্রয় খতিয়ানের উদ্বৃত্তকে পাওনাদার হিসাব ধরে ক্রেডিট করতে হবে।

১০। সম্ভাব্য দায় ও সম্ভাব্য সম্পদ রেওয়ামিলের ভিতরে আসবে না, কারণ এগুলো নিশ্চিত দায় বা সম্পদ নয় সম্ভাব্য দায় ও সম্পদকে পাদটীকা হিসাবে রেওয়ামিলের নিচে উল্লেখ করা যেতে পারে।

কাজ : কোন কোন হিসাবগুলো রেওয়ামিলের ভিতরে অন্তর্ভুক্ত হয় না– তা চিহ্নিত করো।

খতিয়ানের ডেবিট উদ্বৃত্ত ও ক্রেডিট উদ্বৃত্ত রেওয়ামিলের অন্তর্ভুক্তিকরণের মাধ্যমে রেওয়ামিল প্রস্তুতকরণ

খতিয়ানের ডেবিট উদ্বৃত্ত যা রেওয়ামিলের ডেবিট দিকে বসবে	খতিয়ানের ক্রেডিট উদ্বৃত্ত যা রেওয়ামিলের ক্রেডিট দিকে বসবে
ক) যাবতীয় সম্পদসমূহ : ভূমি, দালানকোঠা, ইজারা সম্পদ, আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি, বিনিয়োগ, দেনাদার হিসাব, প্রাপ্য নোট, নগদ, সুনাম ইত্যাদি।	**যাবতীয় দায়সমূহ :** পাওনাদার হিসাব, প্রদেয় নোট, ব্যাংক জমাতিরিক্ত ঋণ ইত্যাদি।
খ) যাবতীয় খরচ/ব্যয়সমূহ : ক্রয়, প্রারম্ভিক মজুদ, মজুরি, বেতন, বিজ্ঞাপন, ভাড়া, কমিশন, মেরামত, অফিস খরচ, অবচয়, পরিবহণ, বাট্টা ইত্যাদি।	**যাবতীয় আয়/লাভসমূহ :** বিক্রয়, প্রাপ্ত সুদ, প্রাপ্ত বাট্টা, উপভাড়া, বিনিয়োগের সুদ, ব্যাংক জমার সুদ ইত্যাদি।
গ) অগ্রিম খরচ : অগ্রিম প্রদত্ত বেতন, ভাড়া, মজুরি ইত্যাদি অগ্রিম অর্থ প্রদান এক ধরনের সম্পদ , কারণ এর দ্বারা ভবিষ্যতে সুবিধা পাওয়া যাবে।	**অনুপার্জিত আয় :** অগ্রিম ভাড়া প্রাপ্তি, অগ্রিম পরামর্শ ফি প্রাপ্তি অগ্রিম অর্থ গ্রহণ এক ধরনের দায়, কারণ এ জন্য ভবিষ্যতে সেবা প্রদান করতে হবে।
ঘ) প্রাপ্য আয়সমূহ : বিনিয়োগের প্রাপ্য সুদ, প্রাপ্য কমিশন, প্রাপ্য ভাড়া কারণ ভবিষ্যতে এ টাকা পাওয়া যাবে বলে এগুলো সম্পদ ধরা হয়।	**মুনাফা দ্বারা সৃষ্ট সঞ্চিতি :** কুঋণ সঞ্চিতি, দেনাদার বাট্টা সঞ্চিতি, সাধারণ সঞ্চিতি ইত্যাদি।
ঙ) বিক্রয় ফেরত, উত্তোলন, প্রদত্ত ঋণ ইত্যাদি।	ক্রয় ফেরত, মূলধন।

রেওয়ামিলে যে সমস্ত ভুল ধরা পড়ে :

সকল ধরনের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়ার পরও অনিচ্ছাকৃতভাবে কিছু ভুল ঘটে যেতে পারে, যে সমস্ত ভুলের কারণে রেওয়ামিল অমিল হয়। সে সমস্ত ভুলগুলো খুব সহজেই খোঁজে বের করে রেওয়ামিল সংশোধন করা যায়। ধরা পড়া ভুলগুলো হচ্ছে নিম্নরূপ:

১। বাদ পড়ার ভুল :

জাবেদা থেকে খতিয়ানে স্থানান্তরের সময় কোনো একটি হিসাব বাদ পড়ে গেলে অথবা শুধু একটি পক্ষ হিসাব ভুক্ত করলে অথবা খতিয়ানের উদ্বৃত্ত রেওয়ামিলে স্থানান্তর না করা হলে। যেমন: রহিম ব্রাদার্সকে ৫,০০০ টাকা নগদ প্রদান।

জাবেদা : রহিম ব্রাদার্স হি:------ডেবিট ৫,০০০ টাকা

নগদান হি:------ ক্রেডিট ৫,০০০ টাকা

এই লেনদেনের জন্য খতিয়ানে যদি শুধু রহিম ব্রাদার্স হি: উঠানো হলো বা নগদ স্থানান্তর হলো অথবা রহিম ব্রাদার্স হিসাবের উদ্বৃত্ত রেওয়ামিলে অন্তর্ভুক্ত হলো না।

২। লেখার ভুল :

জাবেদা থেকে খতিয়ানে স্থানান্তরের সময় যদি এক হিসাবের ডেবিট অন্য হিসাবের ক্রেডিট দিকে অথবা ক্রেডিট হিসাবকে ডেবিট দিকে লেখা হয় অথবা খতিয়ানে দুবার লেখা হয় । যেমন :

জাবেদা : রহিম ব্রাদার্স হি:------ ডেবিট ৫,০০০ টাকা
নগদান হি:----- ক্রেডিট ৫,০০০ টাকা

এখানে রহিম ব্রাদার্স হি: ডেবিটকে যদি খতিয়ানে ক্রেডিট দিকে লেখা হয় এবং নগদান হিসাবও ক্রেডিট করা হয় অথবা নগদান হিসাব ক্রেডিটকে যদি ডেবিট দিকে লেখা হয় এবং রহিম ব্রাদার্স হিসাবও ডেবিট করা হয়। তাহলে এরকম ভুলকে লেখার ভুল বলা হবে।

৩। টাকার অঙ্কে ভুল :

জাবেদা থেকে খতিয়ানে স্থানান্তরের সময় যদি সমপরিমাণ টাকা দিয়ে ডেবিট ক্রেডিট না করা হয় বা জাবেদা করার সময় যদি ভুলবশত কম বা বেশি অঙ্কে লেখা হয়। যেমন– বেতন পরিশোধ ২,০০০ টাকা

জাবেদা : বেতন হি:------- ডেবিট ২,০০০ টাকা
নগদান হি:------ ক্রেডিট ২০,০০০ টাকা

অথবা খতিয়ানে বেতন লেখা হলো –২০,০০০ টাকা
নগদ লেখা হলো – ২,০০০ টাকা

৪। খতিয়ানের উদ্বৃত্ত নির্ণয়ে ভুল :

জাবেদা থেকে খতিয়ানে স্থানান্তরের পর যখন দুই পার্শ্বের যোগফলের মাধ্যমে উদ্বৃত্ত নির্ণয় করা হয়, তখন ভুল হলে। যেমন–

নগদান হিসাব

ডেবিট ক্রেডিট

তারিখ ২০১৭	বিবরণ	জা: পৃ:	টাকা	তারিখ ২০১৭	বিবরণ	জা: পৃ:	টাকা
ফেব্রু: ১	মূলধন হিসাব		১,০০,০০০	ফেব্রু: ২	আসবাবপত্র হিসাব		২০,০০০
ফেব্রু: ৫	বিক্রয় হিসাব		২৫,০০০	ফেব্রু: ১২	পাওনাদার হিসাব		১০,০০০
				ফেব্রু: ১৮	ব্যাংক হিসাব		১৫,০০০
				ফেব্রু: ২৮	বেতন হিসাব		৫,০০০
				ফেব্রু: ২৮	ব্যালেন্স C/D		৬৫,০০০
			১,২৫,০০০				১,২৫,০০০
মার্চ ১	ব্যালেন্স B/D		৬৫,০০০				

উল্লিখিত খতিয়ানে উদ্বৃত্ত হওয়ার কথা ৭৫,০০০ টাকা কিন্তু ভুল করে লেখা হল ৬৫,০০০ টাকা।

৫। খতিয়ান উদ্বৃত্ত রেওয়ামিলে স্থানান্তরে ভুল:

যদি খতিয়ানের উদ্বৃত্ত রেওয়ামিলে স্থানান্তরের সময় ভুল করে ডেবিট উদ্বৃত্তকে রেওয়ামিলের ক্রেডিট দিকে এবং ক্রেডিট উদ্বৃত্তকে ডেবিট দিকে লেখা হয় অথবা ভুল অঙ্কে রেওয়ামিলে স্থানান্তর করা হয়।

৬। রেওয়ামিলের ডেবিট ও ক্রেডিট দিকের যোগফল নির্ণয়ে ভুল করলে :

খতিয়ানের সকল উদ্বৃত্ত সঠিকভাবে রেওয়ামিলে স্থানান্তর করার পর যদি ডেবিট দিকের যোগফল ও ক্রেডিট দিকের যোগফল নির্ণয়ে ভুল হয়।

কাজ: রেওয়ামিলের উভয় পার্শ্বের যোগফল সমান হলেও হিসেবের নির্ভুলতা সম্পর্কে পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়া যায় না– তুমি কি এ বিষয়ের সাথে একমত? মন্তব্য করো।

যে সমস্ত ভুল রেওয়ামিলে ধরা পড়ে না :

রেওয়ামিলের উভয় দিক মিলে যাওয়ার অর্থ এই নয় যে হিসাব শতভাগ নির্ভুল।
সাধারণত রেওয়ামিল মিলে গেলে ধরে নেওয়া হয় যে হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা ঠিক আছে। কিন্তু হিসাবের মধ্যে এমন কিছু ভুল থেকে যায়, যেগুলো রেওয়ামিলের মাধ্যমে ধরা পড়ে না। এগুলোকে রেওয়ামিলের অসুবিধা বা সীমাবদ্ধতা বলে। এই ধরনের ভুলকে প্রধানত দুইভাগে ভাগ করা যায়।

নিচে ভুলের প্রকারভেদের বর্ণনা করা হলো :

১। করণিক ভুল :

ক) বাদ পড়ার ভুল :

লেনদেন সংঘটিত হওয়ার পর তা ভুলে প্রাথমিক হিসাবের বইয়ে লেখা না হলে খতিয়ানের কোনো হিসাবেই লিপিবদ্ধ হবে না। আবার লেনদেন প্রাথমিক বইয়ে লিপিবদ্ধ হলেও তা খতিয়ানের কোনো দিকেই তথা ডেবিট বা ক্রেডিট কোথাও লিপিবদ্ধ করা হলো না। এই জাতীয় ভুলকেই বাদ পড়ার ভুল বলা হয়। এই ধরনের ভুলের কারণে রেওয়ামিলের উভয় দিকে কম টাকা লিখা হবে, ফলে রেওয়ামিল মিলে যাবে কিন্তু ভুল থেকে যাবে। যেমন–

সীমান্ত ট্রেডার্সের নিকট বাকিতে পণ্য বিক্রয় ৫,০০০ টাকা। তা বিক্রয় জাবেদায় মোটেও লেখা হলো না ফলে খতিয়ানের কোথাও লেখা হলো না। কিন্তু রেওয়ামিল মিলে যাবে।

খ) লেখার ভুল :

প্রাথমিক হিসাবের বইতে কোনো লেনদেনের পরিমাণ কম/বেশি লেখা হলে তা খতিয়ানের সংশ্লিষ্ট হিসাবের উভয় দিকেই উক্ত অঙ্কে বেশি বা কম লেখা হবে। এই ভুলের কারণে রেওয়ামিল মিলে যেতে কোনো অসুবিধা হবে না। যেমন:

রতন ব্রাদার্সের নিকট ৫,০০০ টাকার পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করা হয়েছিল। যদি বিক্রয় জাবেদায় ৫,০০০ টাকার জায়গায় ৫০,০০০ টাকা লিখা হয় তা হলে রতন ব্রাদার্স হিসাব ও বিক্রয় হিসাব উভয় হিসাবেই ৪৫,০০০ টাকা বেশি লেখা হবে এবং রেওয়ামিল মিলে যাবে।

গ) বেদাখিলার ভুল :

প্রাথমিক হিসাবের বই হতে খতিয়ানে স্থানান্তরের সময় একটি হিসাবের পরিবর্তে অন্য একটি হিসাবের সঠিক দিকে টাকার অঙ্কে লেখা হলে যে ভুল হয় তা বেদাখিলার ভুল বলে। এই জাতীয় ভুল রেওয়ামিলে ধরা পড়বে না। যেমন: কালাম ট্রেডার্সের নিকট হতে ২০,০০০ টাকা নগদ পাওয়া গেল। এটা ডেবিট দিকে ঠিকই লেখা হয়েছে কিন্তু ক্রেডিট দিকে কালাম ট্রেডার্সের পরিবর্তে সালাম ট্রেডার্সের হিসাবে ক্রেডিট করা হয়েছে। এতেও রেওয়ামিল মিলে যাবে।

ঘ) পরিপূরক বা স্বয়ংসংশোধক ভুল :

হিসাবরক্ষকের অজ্ঞাতসারে একটি ভুল অন্য একটি ভুল দাখিলা দ্বারা উভয় দিকে সমান হয়ে গেলে উহাকে স্বয়ংসংশোধক বা পরিপূরক ভুল বলা হয়। যেমন:—

শিহাব ট্রেডার্স হিসাবে ৫,০০০ টাকা ডেবিট হওয়ার কথা ছিল। ভুলে তা ৫০০ টাকা ডেবিট হয়েছে। আবার জামিল ট্রেডার্স হিসাবে ৫,০০০ টাকা ক্রেডিট হওয়ার কথা ছিল। ভুলে ৫০০ টাকা ক্রেডিট করা হয়েছে। ফলে উভয় হিসাবে ৪,৫০০ টাকা কম লেখা হয়েছে। কিন্তু এই ভুলের জন্য রেওয়ামিল মিলে যাবে।

পরিশেষে বলা যায় উল্লিখিত চার ধরনের ভুল থাকা সত্ত্বেও **রেওয়ামিল মিলে যাবে** কিন্তু **রেওয়ামিলে ভুল থেকে যাবে।**

২। **নীতিগত ভুল :** হিসাববিজ্ঞান জ্ঞানের অজ্ঞতার কারণে অথবা হিসাববিজ্ঞানের স্বীকৃত রীতিনীতি লঙ্ঘনের মাধ্যমে যে ভুল সংঘটিত হয়ে থাকে, তাকেই নীতিগত ভুল বলে। নীতিগত ভুল নিম্নোক্তভাবে হতে পারে। যেমন—

মূলধন জাতীয় ব্যয়কে মুনাফা জাতীয় এবং মুনাফা জাতীয় ব্যয়কে মূলধন জাতীয় ব্যয় হিসাবে লিপিবদ্ধকরণের মাধ্যমে নীতিগত ভুল হয় এবং এই ভুলের কারণে রেওয়ামিল মিলে যাবে কিন্তু ভুল থেকে যাবে। কারণ যেকোনো প্রকার খরচেরই ডেবিট উদ্বৃত্ত হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়,

ক) কলকব্জা ক্রয় ৫০,০০০ টাকা

ভুলবশত কলকব্জা ডেবিট না করে ক্রয় হিসাব ডেবিট করা হয়েছে।

খ) কলকব্জা মেরামত খরচ ৫,০০০ টাকা

ভুলবশত মেরামত খরচ ডেবিট না করে কলকব্জা হিসাবকে ডেবিট করা হয়েছে।

কাজ : রেওয়ামিল মিলে গেলেও যে সমস্ত ভুল ধরা পড়ে না, সেগুলো কী কী? চিহ্নিত কর।

অশুদ্ধ রেওয়ামিল শুদ্ধ করার উপায় :

একটি গরমিল বা অশুদ্ধ রেওয়ামিল শুদ্ধ করার কোনো স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম নেই। রেওয়ামিলের উভয় পার্শ্ব গরমিল হলে বুঝতে হবে হিসাবরক্ষণে কোনো ভুল আছে। সুতরাং ভুল-ত্রুটি খোঁজে বের করে রেওয়ামিল সংশোধন করার জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে ।

১। প্রথম রেওয়ামিলের উভয় দিকের যোগফল তথা ডেবিট ও ক্রেডিট পার্শ্বের যোগফল ঠিক আছে কি না পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

২। খতিয়ানের প্রতিটি হিসাবের জের রেওয়ামিলে তোলা হয়েছে কি না দেখতে হবে।

৩। হিসাবের ডেবিট ও ক্রেডিট উদ্বৃত্তগুলো যথাক্রমে রেওয়ামিলের ডেবিট ও ক্রেডিট দিকে লেখা হয়েছে কি না দেখতে হবে।

৪। জাবেদা হতে লেনদেনগুলো খতিয়ানের সংশ্লিষ্ট হিসাবে সঠিকভাবে তোলা হয়েছে কি না পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

৫। খতিয়ানের যেকোনো হিসাবের উদ্বৃত্ত রেওয়ামিলে ভুল অঙ্কে ভুল ঘরে তোলা হয়েছে কি না পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

৬। রেওয়ামিলের ডেবিট ও ক্রেডিট পার্থক্য রাশিটাকে ২ দুই দ্বারা ভাগ করে অতঃপর নির্ণীত রাশির কোনো উদ্বৃত্ত থাকলে তা সঠিক ঘরে আছে কি না দেখতে হবে। যদি না থাকে, তবে বুঝতে হবে ভুল ঘরে লেখার দরুন পার্থক্যটি দ্বিগুণ হয়েছে।

৭। পূর্ববর্তী বছরের সম্পদ, দায় ও মালিকানা স্বত্ব হিসাবের জেরসমূহ চলতি বছরে খতিয়ানে সঠিকভাবে তোলা হয়েছে কি না তা মিলিয়ে দেখতে হবে। উপর্যুক্ত উপায়ে প্রচেষ্টা চালাবার পরও যদি ভুল ধরা না পড়ে, তাহলে অনিশ্চিত হিসাব খুলে সাময়িকভাবে রেওয়ামিল মিলিয়ে সমাপ্ত করতে হবে, তবে পরবর্তীতে ভুল খুঁজে বের করে তা সংশোধন করে অবশ্যই অনিশ্চিত হিসাব বন্ধ করতে হবে।

অনিশ্চিত হিসাব (Suspense Account) :

সাধারণত রেওয়ামিলের দুই পার্শ্ব সমান করার জন্য সাময়িক সময়ের জন্য যে হিসাব খোলা হয়, তাকেই অনিশ্চিত হিসাব বলে। হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাইকরণের উদ্দেশ্যেই সাধারণত রেওয়ামিল প্রস্তুত করা হয়। লেনদেনগুলো জাবেদা থেকে খতিয়ানে এবং খতিয়ান থেকে রেওয়ামিলে স্থানান্তর প্রক্রিয়ায় কোনো ধরনের ভুল-ত্রুটি থাকলে তা সংশোধন করে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করে প্রকৃত চিত্র প্রকাশ করা হয়। কিন্তু রেওয়ামিলের ভুল খুঁজে বের না করতে পারার কারণে আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত বিলম্বিত হতে পারে বিধায় সাময়িক সময়ের জন্য অনিশ্চিত হিসাবের মাধ্যমে রেওয়ামিলের দুই পার্শ্বে মিল করা হয়, যাতে করে আর্থিক বিবরণী যথাসময়ে প্রস্তুত করা যায়। রেওয়ামিলের ডেবিট দিকের যোগফল যদি ক্রেডিট দিকের যোগফল অপেক্ষা বেশি হয়, তাহলে ক্রেডিট দিকে অনিশ্চিত হিসাব প্রদর্শন করতে হয়। অন্যদিকে রেওয়ামিলের ক্রেডিট দিকের যোগফল যদি ডেবিট দিকের যোগফল অপেক্ষা বেশি হয়, তাহলে ডেবিট দিকে অনিশ্চিত হিসাব প্রদর্শন করা হয়। পরবর্তীতে যদি ভুল উদ্ঘাটিত হয়, তবে সংশোধনী জাবেদার মাধ্যমে ভুল সংশোধন করে অনিশ্চিত হিসাব বন্ধ করতে হয়।

কাজ : রেওয়ামিলের উভয় দিকের যোগফলে গরমিল দেখা দিলে কীভাবে তা দূরীকরণ করতে হয়–বর্ণনা করো।

উদাহরণ–১:

মামুন ট্রেডার্স-এর হিসাব বই হতে ২০১৭ সালের ৩১ মার্চ তারিখে খতিয়ান উদ্বৃত্তসমূহ ছিল–
নগদান হিসাব ১,১৯,০০০; মূলধন হিসাব ১,০০,০০০; বিক্রয় হিসাব ৬০,০০০; দেনাদার হিসাব ৯,০০০; ক্রয় হিসাব ২০,০০০; বেতন খরচ হিসাব ৩,০০০; বাড়ি ভাড়া হিসাব ৭,০০০; মজুরি খরচ হিসাব ২,০০০ টাকা। ৩১ মার্চ তারিখের রেওয়ামিল প্রস্তুত করো।

মামুন ট্রেডার্স
রেওয়ামিল
৩১ মার্চ ২০১৭

ক্র: নং	হিসাবের শিরোনাম	খ: পৃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
১	নগদান হিসাব		১,১৯,০০০	
২	মুলধন			১,০০,০০০
৩	বিক্রয় হিসাব			৬০,০০০
৪	দেনাদার হিসাব		৯,০০০	
৫	ক্রয় হিসাব		২০,০০০	
৬	বেতন খরচ হিসাব		৩,০০০	
৭	বাড়িভাড়া হিসাব		৭,০০০	
৮	মজুরি খরচ হিসাব		২,০০০	
	মোট=		১,৬০,০০০	১,৬০,০০০

উদাহরণ–২ :

মেসার্স মুক্তা ট্রেডার্স-এর নিম্নলিখিত উদ্বৃত্তসমূহ হতে ২০১৭ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের রেওয়ামিল তৈরি করো :

হিসাবের নাম	টাকা	হিসাবের নাম	টাকা	হিসাবের নাম	টাকা
মূলধন	৬০,০০০	উত্তোলন	২,৪৮০	অবচয়	১,৪১০
মজুদ পণ্য (১.১.১৭)	১৬,৪০০	ব্যবসায় খরচ	৯৯০	ভাড়া প্রাপ্তি	৪৩০
বিক্রয়	৮১,২০০	নগদ তহবিল	৮০০	বেতন খরচ	৪,৩০০
গ্যাস ও পানি	৮৪০	ব্যাংক জমা	৫,২৬০	বিমা সেলামি	১,০৬০
ভূমি ও দালানকোঠা	২০,০০০	ক্রয়	৩২,১৬০	আন্তঃফেরত	৪৯০
মজুরি খরচ	১৮,৪৯০	কর ও অভিকর	৮৪০	প্রদেয় বিল	৪,০০০
দেনাদার	৩৫,৮০০	আসবাবপত্র	১,২৫০	পাওনাদার	১০,৩৭০
কমিশন	১,৪৭০	প্রাপ্য বিল	১,৪৭০	বহিঃফেরত	৬,৪০০
যন্ত্রপাতি	১০,২৭০	ব্যাংক জমা (১.১.১৭)	৬,৭০০	ব্যাংক চার্জ	৩,৩৭০
পরিবহণ খরচ	৩,৩৭০	মজুদ পণ্য (৩১.১২.১৭)	১৯,৪০০	বাট্টা প্রাপ্তি	১২০

সমাধান :

মেসার্স মুক্তা ট্রেডার্স
রেওয়ামিল
৩১ ডিসেম্বর ২০১৭

ক্র: নং	হিসাবের শিরোনাম	খ: পৃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
১	মুলধন			৬০,০০০
২	মজুদ পণ্য(১.১.১৭)		১৬,৪০০	
৩	বিক্রয়			৮১,২০০
৪	গ্যাস ও পানি		৮৪০	
৫	ভূমি ও দালানকোঠা		২০,০০০	
৬	মজুরি খরচ		১৮,৪৯০	
৭	দেনাদার		৩৫,৮০০	
৮	কমিশন		১,৪৭০	
৯	যন্ত্রপাতি		১০,২৭০	
১০	পরিবহণ খরচ		৩,৩৭০	
১১	উত্তোলন		২,৪৮০	
১২	ব্যবসায় খরচ		৯৯০	
১৩	নগদ তহবিল		৮০০	
১৪	ব্যাংক জমা		৫,২৬০	
১৫	ক্রয়		৩২,১৬০	
১৬	কর ও অভিকর		৮৪০	
১৭	আসবাবপত্র		১,২৫০	
১৮	প্রাপ্য বিল		১,৪৭০	
১৯	অবচয়		১,৪১০	
২০	ভাড়া প্রাপ্তি			৪৩০
২১	বেতন খরচ		৪,৩০০	
২২	বিমা সেলামি খরচ		১,০৬০	
২৩	আন্তঃফেরত		৪৯০	
২৪	প্রদেয় বিল			৪,০০০
২৫	পাওনাদার			১০,৩৭০
২৬	বহিঃফেরত			৬,৪০০
২৭	ব্যাংক চার্জ		৩,৩৭০	
২৮	বাট্টা প্রাপ্তি			১২০
	মোট=		১৬২,৫২০	১৬২,৫২০

২০২৫

কাজ :

মাহবুবা ট্রেডার্স-এর ২০১৭ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে অশুদ্ধভাবে প্রস্তুতকৃত রেওয়ামিলটি শুদ্ধভাবে তৈরি কর।

ক্রমিক নং	হিসাবের শিরোনাম	খ: পৃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
১	প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য		৫০,০০০	
২	মূলধন		১,০০,০০০	
৩	ক্রয়			৮০,০০০
৪	বিক্রয়			১,০০,০০০
৫	প্রাপ্ত কমিশন		১০,০০০	
৬	বেতন খরচ		২০,০০০	
৭	ভাড়া খরচ			১২,০০০
৮	ডাক ও তার		৩,০০০	
৯	যন্ত্রপাতি		৫,৮০০	
১০	দেনাদার			৩৫,০০০
১১	পাওনাদার		৪০,০০০	
১২	৬% বন্ধকী ঋণ		১০,০০০	
১৩	সমাপনী মজুদ পণ্য		৮০,০০০	
১৪	বিক্রয় ফেরত			২,০০০
১৫	অনিশ্চিত হিসাব			৮৯,৮০০
			৩,১৮,৮০০	৩,১৮,৮০০

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। রেওয়ামিল প্রস্তুতের উদ্দেশ্য কী?

ক) আর্থিক অবস্থা নির্ণয় করা

খ) গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই করা

গ) লাভ-লোকসান নির্ণয় করা

ঘ) শ্রম লাঘব করা

২। রেওয়ামিলের ডেবিট দিকে লিপিবদ্ধ হবে–

i) মূলধন

ii) উত্তোলন

iii) বিক্রয় ফেরত

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৩। কোনটি অন্য তিনটি হতে ভিন্ন?

ক) প্রশিক্ষণ ভাতা খ) বিক্রয়

গ) বিমা সেলামি ঘ) খাজনা ও কর

৪। রেওয়ামিলে অন্তর্ভুক্ত হবে–

i) প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য ii) প্রারম্ভিক হাতে নগদ iii) সমাপনী হাতে নগদ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৫। রেওয়ামিলে একটি হিসাবের ডেবিট জের ১৩০ টাকা ভুলে ক্রেডিট কলামে লেখা হয়েছে। অন্য সবকিছু ঠিক থাকলে রেওয়ামিলের দুই পার্শ্বের পার্থক্য কত হবে?

ক) ৬৫ টাকা খ) ১৩০ টাকা গ) ৩১০ টাকা ঘ) ২৬০ টাকা

৬। অনিশ্চিত হিসাব রেওয়ামিলের কী প্রকাশ করে?

ক) ডেবিট উদ্বৃত্ত খ) ক্রেডিট উদ্বৃত্ত

গ) ডেবিট ও ক্রেডিট কলামের পার্থক্য ঘ) ডেবিট ও ক্রেডিট কলামের সমষ্টি

৭। আসবাবপত্র বিক্রয় ৫,০০০ টাকা; বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট করা হয়েছে। এক্ষেত্রে কোন ধরনের ভুল হয়েছে?

ক) বাদ পড়ার ভুল খ) লেখার ভুল গ) পরিপূরক ভুল ঘ) নীতিগত ভুল

৮। নিচের কোন ভুলটির কারণে রেওয়ামিলের উভয় দিক মিলে যাবে?

ক) ক্রয় হিসাবকে ৫০০ টাকা বেশি ডেবিট করা

খ) বেতন হিসাব দুইবার ডেবিট করা

গ) আসবাবপত্র ক্রয় করে ক্রয় হিসাব ডেবিট করা

ঘ) উত্তোলন হিসাবকে ১,২০০ টাকার পরিবর্তে ২০০ টাকা ডেবিট করা

৯। বেতন হিসাবকে ২,৫০০ টাকার পরিবর্তে ২,০০০ টাকা ডেবিট এবং বিক্রয় হিসাবকে ৫,০০০ টাকার পরিবর্তে ৪,৫০০ টাকা ক্রেডিট করা হয়েছে। এটি কোন ধরনের ভুল?

ক) নীতিগত ভুল খ) লেখার ভুল গ) বাদ পড়ার ভুল খ) পরিপূরক ভুল

১০। যে ভুলের কারণে অনিশ্চিত হিসাব সৃষ্টি হয় তা হলো-

i) "আসবাবপত্র ক্রয় ৪৫,০০০ টাকা" - ক্রয় হিসাব ডেবিট ৪৫,০০০ টাকা

ii) "পণ্য ক্রয় ১০,০০০ টাকা"- ক্রয় হিসাব ক্রেডিট ১০,০০০ টাকা

iii) "আসবাবপত্র মেরামত ২,০০০ টাকা"- আসবাবপত্র হিসাব ডেবিট ২০,০০০ টাকা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১১নং ও ১২নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

জাফরিন এন্ড সন্সের হিসাবরক্ষক ৩,০০০ টাকা, ৬,০০০ টাকা ও ৯,০০০ টাকার ৩টি হিসাবের সাথে "প্রদত্ত" বা "প্রাপ্ত" লেখা না থাকায় রেওয়ামিলের ক্রেডিট দিকে লিখলেন। ফলে রেওয়ামিল অমিল হয়।

১১। জাফরিন এন্ড সন্সের রেওয়ামিলে অনিশ্চিত হিসাব কত টাকা?

ক. ৯,০০০ খ. ১৫,০০০ গ. ১৮,০০০ ঘ. ৩৬,০০০

১২। হিসাবরক্ষক যে হিসাবগুলো লিখতে ভুল করেছে তার মধ্যে রয়েছে—

i. বেতন ii. কমিশন iii. বাট্টা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। শিহাব এন্ড ব্রাদার্সের ২০১৭ সালের ডিসেম্বর মাসের উদ্বৃত্তগুলো ছিল নিম্নরূপ :

হিসাবের নাম	টাকা	হিসাবের নাম	টাকা
মূলধন	১,১০,০০০	বিমা সেলামি	৫,০০০
হাতে নগদ (০১/০১/১৭)	১৫,০০০	আমদানি শুল্ক	৩,৫০০
দেনাদার	২৫,০০০	কমিশন প্রাপ্তি	২,০০০
পাওনাদার	১৫,০০০	বিনিয়োগ	৩০,০০০
উত্তোলন	১০,০০০	ব্যাংক জমার সুদ	৫০০
ক্রয়	৩০,০০০	আসবাবপত্র	৪০,০০০
বিক্রয়	৪৫,০০০	বিজ্ঞাপন	১,০০০
বিনিয়োগের সুদ	৩,০০০	প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য	২৫,০০০
সমাপনী মজুদ পণ্য	১২,০০০	সমাপনী ব্যাংক জমা	৬,০০০

ক) শিহাব এন্ড ব্রাদার্সের রেওয়ামিলে যে যে দফা অন্তর্ভুক্ত হবে না, তার মোট পরিমাণ নির্ণয় করো।

খ) উপর্যুক্ত খতিয়ান উদ্বৃত্ত দ্বারা শিহাব এন্ড ব্রাদার্সের একটি রেওয়ামিল তৈরি করো।

গ) উপর্যুক্ত তথ্য হতে মুনাফা জাতীয় আয় ও মুনাফা জাতীয় ব্যয়ের পরিমাণ নির্ণয় করো।

ইঙ্গিত : (১) মুনাফা জাতীয় ব্যয়=বিক্রীত পণ্যের ব্যয়+ অন্যান্য পরোক্ষ খরচ।

ইঙ্গিত : (২) বিক্রীত পণ্যের ব্যয়=প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য+নিট ক্রয়+ক্রয়সংক্রান্ত খরচ−সমাপনী মজুদ পণ্য।

২। জুবিলি এন্টারপ্রাইজের ২০১৭ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের হিসাবের উদ্বৃত্তগুলো নিম্নরূপ:

হিসাবের নাম	টাকা	হিসাবের নাম	টাকা
মূলধন	১৫০,০০০	দালানকোঠা	৪৫,০০০
আসবাবপত্র ও সাজসজ্জা	৫০,০০০	দেনাদার	৩০,০০০
প্রাপ্য বিল	৩০,০০০	পাওনাদার	২৫,০০০
প্রদেয় বিল	২৫,০০০	বেতন	৫,০০০
সাধারণ সঞ্চিতি	৫,০০০	অনুপার্জিত সেবা আয়	৩,০০০
নগদ তহবিল (১-১-২০১৭)	৬,০০০	ব্যাংক জমাতিরিক্ত	২,০০০
মজুদ পণ্য (১-১-২০১৭)	৪০,০০০	নগদ তহবিল (৩১-১২-২০১৭)	১০,০০০
ভাড়া	৫,০০০	বিমা প্রিমিয়াম	৮,০০০
কুঋণ সঞ্চিতি	৩,০০০	মজুদ পণ্য (৩১-১২-২০১৭)	৩৫,০০০

ক. জুবিলি এন্টারপ্রাইজের রেওয়ামিলে যে উদ্বৃত্তগুলো অন্তর্ভুক্ত হবে না তার পরিমাণ নির্ণয় করো।

খ. উপর্যুক্ত উদ্বৃত্তগুলো দ্বারা জুবিলি এন্টারপ্রাইজের রেওয়ামিল প্রস্তুত করো।

গ. জুবিলি এন্টারপ্রাইজের মূলধন জাতীয় ব্যয় ও মুনাফা জাতীয় ব্যয়ের পরিমাণ নির্ণয় করো।

৩। মেসার্স সালেহ এন্ড কোং-এর হিসাবরক্ষক কর্তৃক প্রস্তুতকৃত রেওয়ামিলটিতে কিছু অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়। এই ত্রুটিপূর্ণ রেওয়ামিলটি নিচে প্রদত্ত হলো :

রেওয়ামিল

৩১ ডিসেম্বর, ২০১৭

ক্র/নং	হিসাবের নাম	খ.পৃ.	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
১	প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য		৩৪,০০০	
২	ক্রয়		১,০০,০০০	
৩	বেতন		১২,০০০	
৪	পাওনাদার		৪০,০০০	
৫	দেনাদার		১৬,০০০	
৬	ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত			৪৫,০০০
৭	আন্তঃফেরত		৩,০০০	
৮	জাহাজ ভাড়া			৫,০০০
৯	প্রদেয় বিল		২০,০০০	
১০	গৃহীত ঋণ			১৩,০০০
১১	দালানকোঠা		৫৫,০০০	
১২	বরাদ্দকৃত বাট্টা			১০,০০০
১৩	মূলধন			৬৭,০০০
১৪	বিক্রয়			১,৪০,০০০
১৫	বহিঃফেরত		৬,০০০	
১৬	মনিহারি			৫,০০০
১৭	কমিশন			৯,০০০
১৮	সন্দেহজনক দেনা সঞ্চিতি		৮,০০০	
			২,৯৪,০০০	**২,৯৪,০০০**

ক. মেসার্স সালেহ এন্ড কোং-এর মূলধন জাতীয় প্রাপ্তির পরিমাণ নির্ণয় করো।

খ. উপর্যুক্ত তথ্যের আলোকে মুনাফা জাতীয় ব্যয়ের পরিমাণ নিরূপণ করো।

গ. উদ্দীপকের আলোকে মেসার্স সালেহ এন্ড কোং-এর একটি শুদ্ধ রেওয়ামিল প্রস্তুত করো।

৪। অহি সিরামিকস্-এর ব্যবসায়ের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে ২০১৭ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে নিম্নলিখিত উদ্বৃত্তের তথ্য সরবরাহ করো :

হিসাবের নাম	টাকা	হিসাবের নাম	টাকা
মূলধন	৯৪,০০০	প্রশিক্ষণ ভাতা	৫,০০০
ব্যাংক উদ্বৃত্ত (১/১/২০১৭)	১৫,০০০	রপ্তানি শুল্ক	১৩,৫০০
প্রাপ্য সমূহ	২২,০০০	প্রাপ্ত বাট্টা	১২,০০০
প্রদেয় সমূহ	১৫,০০০	বিনিয়োগ	১৫,০০০
আয়কর	১০,০০০	লভ্যাংশ প্রাপ্তি	৫০০
ক্রয়	১,৩০,০০০	আসবাবপত্র	৪০,০০০
বিক্রয়	১,৪৫,০০০	প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য	২৫,০০০
প্রাপ্ত ভাড়া	১৩,০০০	সমাপনী ব্যাংক জমা	১৬,০০০
সমাপনী মজুদ পণ্য	২২,০০০	আন্তঃফেরত	৩,০০০

ক) অহি সিরামিক-এর রেওয়ামিলে মোট কত টাকা অন্তর্ভুক্ত হবে না তা নির্ণয় করো।

খ) উপর্যুক্ত তথ্যের আলোকে অহি সিরামিক এর রেওয়ামিল প্রস্তুত করো।

গ) উপর্যুক্ত তথ্যের আলোকে মুনাফা জাতীয় আয় ও মুনাফা জাতীয় ব্যয়ের পরিমাণ নির্ণয় করো।

৫। সিনথিয়া এন্টারপ্রাইজের ২০১৭ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের কতিপয় হিসাবের উদ্বৃত্ত নিম্নরূপ:

হিসাবের নাম	টাকা	হিসাবের নাম	টাকা
মুলধন	১,৮৫,০০০	মনিহারি	৫,০০০
অনুত্তীর্ণ বিমা	১০,০০০	উপযোগ খরচ	৭৬,০০০
সঞ্চয়পত্র	১,০০,০০০	সেবা আয়	১,৫৫,০০০
বকেয়া ভাড়া	১২,০০০	ব্যাংক ঋণ	১,০০,০০০
অনাদায়ী কমিশন	৩০,০০০	বাণিজ্যিক খরচ	১,৩০,০০০
অনুপার্জিত আয়	৮,০০০	প্রাপ্য হিসাব	২৫,০০০
সাপ্লাইজ খরচ	৩৪,৫০০	অভিকর	৩৮,৭০০
ডাক ও তার	২২,৮০০	প্রদেয় বিজ্ঞাপন	১২,০০০

ক. উপর্যুক্ত তথ্য হতে মূলধন জাতীয় প্রাপ্তির পরিমাণ নির্ণয় করো।
খ. সিনথিয়া এন্টারপ্রাইজের সমাপনী সম্পদ ও দায়ের পরিমাণ নির্ণয় করো।
গ. উল্লিখিত তথ্য দ্বারা একটি রেওয়ামিল প্রস্তুত করো।

৬। দোয়েল এন্টারপ্রাইজের ২০১৭ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের বিভিন্ন হিসাবের জের নিম্নরূপ:

হিসাবের নাম	টাকা	হিসাবের নাম	টাকা
মুলধন	১,৯০,০০০	বন্ধকী ঋণ	১,০০,০০০
নগদ তহবিল	১,৫৪,০০০	ক্রয়	২,৫৪,০০০
বিক্রয়	৪,৬৭,০০০	প্রাপ্য হিসাব	৩,৬২,০০০
উত্তোলন	১৫,৩০০	ভবিষ্যৎ তহবিল	৬০,০০০
বহিঃফেরত	৩,৫০০	আয়কর	৯,২০০
অগ্রিম প্রাপ্ত বাড়িভাড়া	৮,০০০	বিলম্বিত বিজ্ঞাপন	২৫,০০০
অগ্রিম বিমা	৯,৫০০	সমাপনী মজুদ পণ্য	১৫,৫০০
প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য	৩০,০০০	প্রদেয় হিসাব	৪১,৫০০
আন্তঃফেরত	১১,০০০		

ক) উপর্যুক্ত তথ্য হতে সমন্বিত ক্রয়ের পরিমাণ নির্ণয় করো।

খ) দোয়েল এন্টারপ্রাইজের রেওয়ামিল প্রস্তুত করো।

গ) দোয়েল এন্টারপ্রাইজের সমাপনী মালিকানা স্বত্ব নির্ণয় করো।

দশম অধ্যায়

আর্থিক বিবরণী

প্রত্যেক ব্যবসায়ের নির্দিষ্ট সময়ান্তে আর্থিক অবস্থা জানার জন্য আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করা হয়। আর্থিক বিবরণীর দুটি প্রধান লক্ষ্য হলো : (১) একটি নির্দিষ্ট হিসাবকালের আর্থিক ফলাফল নির্ণয় করা এবং (২) একটি নির্দিষ্ট তারিখে প্রতিষ্ঠানের মোট সম্পদ, দায় ও মালিকানা স্বত্ব নিরূপণ করা। আর্থিক ফলাফল অর্থাৎ লাভ-ক্ষতি নির্ণয়ের জন্য যে বিবরণী প্রস্তুত করা হয়, তার নাম বিশদ আয় বিবরণী বা Statement of Comprehensive Income, আর সম্পদ ও দায় জানার জন্য যে বিবরণী প্রস্তুত করা হয়, তার নাম আর্থিক অবস্থার বিবরণী বা Statement of Financial Position, যা উদ্বৃত্তপত্র বা Balance Sheet নামে পরিচিত।

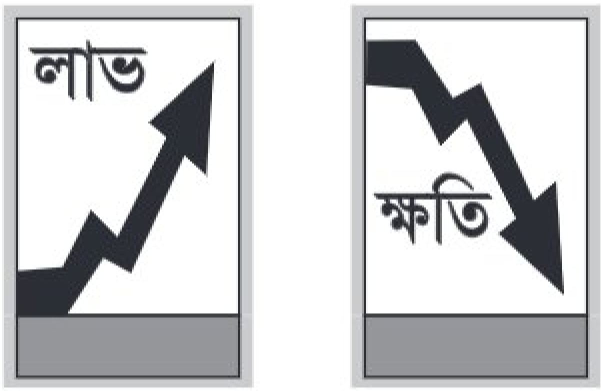

চিত্র : লাভ ও ক্ষতির গ্রাফ ছবি

এই অধ্যায় শেষে আমরা–

- মূলধন ও মুনাফা জাতীয় লেনদেনের পার্থক্য এবং আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকরণে এই পার্থক্যের প্রয়োগ করতে পারব ;
- বিশদ আয় বিবরণী প্রস্তুত করতে পারব এবং তা থেকে লাভ–ক্ষতি ব্যাখ্যা করতে পারব ;
- আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত করতে পারব এবং এ থেকে স্থায়ী ও চলতি সম্পদ এবং দীর্ঘমেয়াদি ও চলতি দায়ের মধ্যে পার্থক্য করতে পারব ;
- নগদ ও পণ্য উত্তোলন, নতুন মূলধন, নিট লাভ/ক্ষতি কীভাবে মূলধন হিসাবে পরিবর্তন আনে তা বুঝতে পারব ;
- কুঋণ এবং সন্দেহজনক কুঋণ সঞ্চিতির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে হিসাবভুক্ত করতে পারব ;
- সম্পদসমূহের অবচয়ের অর্থ, উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা বুঝে এর হিসাব রাখতে পারব এবং আর্থিক বিবরণীতে এর প্রয়োগ দেখাতে পারব ;
- ব্যবসায়ের আর্থিক অবস্থার মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব এবং মূল্যায়নের জন্য হিসাবসংক্রান্ত অনুপাতের অর্থ বুঝতে পারব ;
- হিসাবসংক্রান্ত অনুপাত যেমন বিক্রয়ের সাথে নিট মুনাফার হার, মূলধনের সাথে নিট মুনাফার হার এবং চলতি সম্পদ এবং চলতি দায়ের অনুপাত নির্ণয় ও বিশ্লেষণ করতে পারব ;
- বিশদ আয় বিবরণী এবং দুই বছরের গুরুত্বপূর্ণ হিসাবের অঙ্কগুলো পাশাপাশি রেখে তুলনা করতে পারব এবং আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন বুঝতে পারব।

আর্থিক বিবরণী :

প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ফলাফল ও আর্থিক অবস্থা জানার জন্য আন্তর্জাতিক হিসাব মান অনুযায়ী পাঁচ প্রকারের আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করা হয়। এসব আর্থিক বিবরণী প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ফলাফল, আর্থিক অবস্থা ও নগদ প্রবাহ সম্পর্কে তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে বিনিয়োগকারী, বন্ডহোল্ডার তথা হিসাববিজ্ঞান তথ্যের অন্যান্য ব্যবহারকারীর অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে। ব্যবস্থাপনার দক্ষতা ও সার্বিক অবস্থা মূল্যায়নের অন্যতম ভিত্তি আর্থিক বিবরণী। আন্তর্জাতিক হিসাব মান–০১ (IAS-01) অনুযায়ী নিম্নরূপ ৫ প্রকারের আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করা হয় :

১. বিশদ আয় বিবরণী (Statement of Comprehensive Income)
২. মালিকানাস্বত্বে পরিবর্তন বিবরণী (Statement of Changes in Equity)
৩. আর্থিক অবস্থার বিবরণী (Statement of Financial Position)
৪. নগদ প্রবাহ বিবরণী (Statement of Cash Flows)
৫. আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় নোট ও গুরুত্বপূর্ণ হিসাবের নীতিমালা (Notes, Comprising a summary of significant accounting policies and other explanatory information)।

মাধ্যমিক (৯ম ও ১০ম শ্রেণি) পর্যায়ে প্রথম তিনটি ধাপের ধারণা ও প্রস্তুতপ্রণালি বর্ণনা করা হলো :

বিশদ আয় বিবরণী :

বিশদ আয় বিবরণীতে মুনাফা জাতীয় আয় ও ব্যয় লিপিবদ্ধ করা হয়। সেবা প্রদানকারী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সেবা আয় থেকে সেবা প্রদানের যাবতীয় ব্যয় বাদ দিলে নিট মুনাফা পাওয়া যায়। অপরদিকে পণ্য ক্রয়-বিক্রয়কারী ব্যবসায়ে পণ্য বিক্রয়লব্ধ অর্থ থেকে বিক্রীত পণ্যের ব্যয় বাদ দিলে মোট মুনাফা পাওয়া যায়। আর মোট মুনাফা থেকে পরিচালন খরচ বাদ দিলে পরিচালন মুনাফা পাওয়া যায়। পরিচালন মুনাফার সাথে অন্যান্য আয় যোগ এবং অন্যান্য খরচ বাদ দিলে কর পূর্ব নিট মুনাফা পাওয়া যায়। তবে একমালিকানা ব্যবসায়ের অর্জিত মুনাফা মালিকের আয় বিবেচিত হওয়ায় আয়ের উপর প্রদেয় কর মালিকের ব্যক্তিগত খরচ হিসেবে গণ্য হয়। ফলে এরূপ প্রতিষ্ঠানের বিশদ আয় বিবরণীতে আয়কর খরচ বাদ না দিয়ে কর পূর্ব মুনাফাকেই নিট মুনাফা বিবেচনা করা হয়।

বিশদ আয় বিবরণীর উদ্দেশ্য :

১) বিশদ আয় বিবরণীর মাধ্যমে ব্যবসায়ের নিট লাভ বা ক্ষতি জানা যায়। মালিককে জানিয়ে দেওয়া যে তিনি নিট লাভের অতিরিক্ত দাবি করতে পারেন না। নিট লাভের অতিরিক্ত দাবি করার অর্থ হচ্ছে ব্যবসায়ের মূলধন ভেঙে ফেলা, যা ভবিষ্যতের কার্যক্রম ব্যাহত করবে।

২) বিশদ আয় বিবরণীর বিভিন্ন আয় এবং ব্যয়গুলোর বিশ্লেষণ করে ভবিষ্যতে কীভাবে আয় বাড়িয়ে এবং ব্যয় কমিয়ে নিট মুনাফা বাড়ানো যায় তার ব্যবস্থা করা যায়।

বিশদ আয় বিবরণী প্রস্তুত (সেবা প্রদানকারী ব্যবসায়) :

একটি নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত প্রতিবছরের জন্য বিশদ আয় বিবরণী প্রস্তুত করতে হয়। এখানে চলতি বছরের আয় থেকে চলতি বছরের ব্যয়গুলো বাদ দিলে নিট আয় পাওয়া যায়।

২০২৬

বিশদ আয় বিবরণী প্রস্তুত (পণ্য ক্রয়-বিক্রয়কারী ব্যবসায়)

পণ্য ক্রয় বিক্রয়কারী ব্যবসায়ে আয়ের প্রধান উৎস হলো পণ্য বিক্রয়। এটা ব্যবসায়ের মূল পরিচালন আয়। ব্যবসায়ের কিছু অন্যান্য আয়ও রয়েছে, যেমন– বাড়ি ভাড়া আয় ও ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত সুদ ইত্যাদি। পরিচালন ব্যয়ের মধ্যে ম্যানেজারের বেতন, ভ্রমণ ও যাতায়াত খরচ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ, কুঋণ, সম্পদের অবচয়, বিমা খরচ ইত্যাদি বিদ্যমান। বিশদ আয় বিবরণীকে প্রধানত তিনটি ধাপে সাজিয়ে প্রস্তুত করা হয়।

প্রথম ধাপে নিট বিক্রয় থেকে বিক্রীত পণ্যের ব্যয় বাদ দিয়ে মোট মুনাফা নির্ণয় করা হয়।

দ্বিতীয় ধাপে মোট মুনাফা থেকে ব্যবসায়ের পরিচালন ব্যয় বাদ দিয়ে পরিচালন মুনাফা নির্ণয় করা হয়।

তৃতীয় ধাপে পরিচালন মুনাফার সাথে অন্যান্য আয় যোগ করে প্রাপ্ত যোগফল থেকে অন্যান্য খরচ বাদ দিয়ে নিট মুনাফা নির্ণয় করা হয়।

নিচে শ্রেণিভিত্তিক আয় ও ব্যয়ের একটি তালিকা দেওয়া হলো :

আয়		ব্যয়		
পরিচালন আয়	অন্যান্য আয়	বিক্রীত পণ্যের ব্যয়	পরিচালন ব্যয়	অন্যান্য ব্যয়
• পণ্য বিক্রয় • সেবা আয়	• ব্যাংক আমানতের সুদ • প্রাপ্ত লভ্যাংশ • ভাড়া আয় • কমিশন আয়/ প্রাপ্ত কমিশন • স্থায়ী সম্পদ বিক্রয়জনিত মুনাফা • প্রাপ্ত বাট্টা • বিনিয়োগের সুদ	• প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য • পণ্য ক্রয় • ক্রয় পরিবহণ • আমদানি শুল্ক • জাহাজ ভাড়া • ডক চার্জ	• বেতন ও ভাতা • ভ্রমণ ও যাতায়াত খরচ • প্রশিক্ষণ ভাতা • ছাপা ও মনিহারি • ডাক ও তার খরচ • বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি/ উপযোগ খরচ • অফিস ও গোডাউন ভাড়া • ইজারা ভাড়া • ব্যাংক চার্জ • বিপণন ও বিজ্ঞাপন খরচ • প্যাকিং খরচ • বিক্রয় পরিবহণ • দালানকোঠার অবচয় • অফিস সরঞ্জামের অবচয় • বিক্রয় কমিশন • বিমা খরচ • আইন খরচ • বাট্টা খরচ/প্রদত্ত বাট্টা • সুনামের অবলোপন • পেটেন্টের অবলোপন • ট্রেডমার্কের অবলোপন • কুঋণ খরচ • আপ্যায়ন খরচ	• ঋণের সুদ • ব্যাংক জমাতিরিক্তের সুদ • স্থায়ী সম্পদ বিক্রয়জনিত ক্ষতি • ঋণপত্রের সুদ • দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতি/বিবিধ ক্ষতি

বিশদ আয় বিবরণীর নমুনা ছক (সেবা প্রদানকারী ব্যবসায়)

প্রতিষ্ঠানের নাম ....

বিশদ আয় বিবরণী

...........সালের ....তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

বিবরণ	টাকা	টাকা	টাকা
আয়সমূহ : সেবা আয়	***		
যোগ : প্রাপ্য সেবা আয়	***		
		***	
সুদ আয়		***	
ডিভিডেন্ড আয়/লভ্যাংশ প্রাপ্তি		***	
মোট আয়			***
বাদ : ব্যয়সমূহ : অফিস ভাড়া	***		
যোগ : বকেয়া	***		
		***	
বেতন ও সম্মানী		***	
বিদ্যুৎ ও টেলিফোন বিল		***	
বিমা খরচ		***	
যাতায়াত খরচ		***	
আইন খরচ		***	
ছাপা ও মনিহারি		***	
			(***)
নিট মুনাফা			***

বিশদ আয় বিবরণীর নমুনা ছক (ক্রয়-বিক্রয়কারী ব্যবসায়) :

প্রতিষ্ঠানের নাম ....

বিশদ আয় বিবরণী

...........সালের ....তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

বিবরণ	টাকা	টাকা	টাকা
বিক্রয়		****	
বাদ: বিক্রয় ফেরত		(***)	
নিট বিক্রয়			*****
বাদ : বিক্রীত পণ্যের ব্যয় :			
প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য		****	
ক্রয়	****		
বাদ: ক্রয় ফেরত	(***)		
নিট ক্রয়		****	
আন্তঃপরিবহণ		***	
আমদানি শুল্ক		***	
		****	
বাদ: সমাপনী মজুদ পণ্য		(***)	
			(****)
মোট মুনাফা			****

	টাকা	টাকা	টাকা
বাদ : পরিচালন ব্যয়			
বিক্রয় পরিবহণ		****	
বেতন		****	
অফিসের ভাড়া		****	
বিদ্যুৎ খরচ		****	
অফিস খরচ		****	
বাট্টা প্রদান		****	
স্থায়ী সম্পদের মেরামত		****	
ডাক ও তার		****	
বিজ্ঞাপন		****	
মনিহারি		****	
প্যাকিং খরচ		****	
ভ্রমণ খরচ		****	
বিমা খরচ		****	
স্থায়ী সম্পদের অবচয়		****	
ইজারা সম্পদের অবলোপন		****	
সুনামের অবলোপন		****	
কমিশন প্রদান		****	
ব্যাংক চার্জ		****	
সমাপনী কুঋণ ও সন্দেহজনক দেনা সঞ্চিতি	****		
বাদ : কুঋণ ও সন্দেহজনক সঞ্চিতির উদ্বৃত্ত (প্রারম্ভিক উদ্বৃত্ত–কুঋণ অবলোপন)	(****)		
অথবা	****	****	
যোগ : কুঋণ ও সন্দেহজনক সঞ্চিতির ঘাটতি (কুঋণ অবলোপন–প্রারম্ভিক উদ্বৃত্ত)			(****)
পরিচালন মুনাফা			*****
যোগ : অন্যান্য আয় :			
স্থায়ী সম্পদ বিক্রয় হতে মুনাফা		****	
বিনিয়োগের সুদ		****	
প্রাপ্ত বাট্টা		****	
প্রদত্ত ঋণের সুদ		****	
ব্যাংক জমার সুদ		****	
প্রাপ্ত কমিশন		****	
বাড়িভাড়া আয়		****	
প্রাপ্ত লভ্যাংশ		****	
			****
			****
বাদ : অন্যান্য ব্যয় :			
স্থায়ী সম্পদ বিক্রয়জনিত ক্ষতি		****	
ঋণপত্রের সুদ		****	
ঋণ বা ব্যাংক ঋণের সুদ		****	
ব্যাংক জমাতিরিক্তের সুদ		****	
চুরি বা দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতি		****	
			(****)
নিট মুনাফা			*****

দলীয় কাজ : (?) চিহ্নিত স্থানসমূহ সঠিক সংখ্যা দ্বারা পূরণ করো।

ব্যবসায়	বিক্রয়	বিক্রীত পণ্যের ব্যয়	পরিচালন ব্যয়	মোট মুনাফা/ক্ষতি	নিট মুনাফা/ক্ষতি
ক	১০,৬০০	৭,৮০০	১,৩০০	?	?
খ	৯,৩০০	?	১,১০০	৮০০	?
গ	১৭,২০০	?	১,৪০০	?	৬,২০০
ঘ	?	১১,২০০	?	৪,২০০	২,৬৫০

কয়েকটি ব্যয় নিয়ে আলোচনা

১) **বিক্রীত পণ্যের ব্যয় :** কোনো নির্দিষ্ট সময়ে যে পণ্য বিক্রি হয়, তার জন্য ব্যয়িত খরচের সমষ্টিকে বিক্রীত পণ্যের ব্যয় বলা হয়। বিক্রীত পণ্যের ব্যয় = প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য + নিট ক্রয়+ক্রয়সংক্রান্ত অন্যান্য খরচ – সমাপনী মজুদ পণ্য। এখানে ক্রয়সংক্রান্ত অন্যান্য খরচ যেমন–ক্রয় পরিবহন, আমদানি শুল্ক ইত্যাদি।

২) **বিমা :** ব্যবসায়ের বিভিন্ন সম্পদ যেমন দালানকোঠা, যন্ত্রপাতি, মজুদ পণ্য ইত্যাদির দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতি পূরণের জন্য বিমা করা হয়। এর জন্য বিমা কোম্পানিকে প্রতিবছর প্রিমিয়াম দিতে হয়। এই প্রিমিয়ামই বিমা খরচ।

৩) **অবচয় :** ব্যবহারের ফলে স্থায়ী সম্পদের ক্ষয় হয়। এই ক্ষয়কে অবচয় বলে। এছাড়া মডেল পরিবর্তন, ব্যবহারকারীর রুচির পরিবর্তন, দীর্ঘদিন অব্যবহৃত অবস্থায় ফেলে রাখার কারণেও কোনো কোনো সম্পদের অবচয় হতে পারে।

৪) **কুঋণ :** ধারে পণ্য বিক্রির ক্ষেত্রে দেনাদারের নিকট থেকে যে টাকা আদায় হবে না বলে নিশ্চিত, সেটিকে কুঋণ বলা হয়। দেনাদারের মৃত্যু, দেউলিয়া, নিখোঁজ প্রভৃতি এর কারণ।

৫) **কুঋণ সঞ্চিতি বা সম্ভাব্য কুঋণ :** ধারে পণ্য বিক্রির ক্ষেত্রে দেনাদারের নিকট থেকে যে টাকা আদায় হবে না বলে সন্দেহ রয়েছে, সেটিও ক্ষতি হিসাবে পরিচালন ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

কয়েকটি আয় নিয়ে আলোচনা :

১) **প্রাপ্ত লভ্যাংশ :** ব্যবসায়ের প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত অর্থ থাকলে তা বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ারে বিনিয়োগ করা হয়। সেই শেয়ার থেকে প্রাপ্ত লভ্যাংশ অন্যান্য আয় হিসেবে গণ্য হয়।

২) **সুদ প্রাপ্তি :** ব্যবসায়ের অতিরিক্ত অর্থ ব্যাংকে বা লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করা হলে তা থেকে সুদ পাওয়া যায়।

মালিকানা স্বত্বে পরিবর্তন বিবরণী প্রস্তুতপ্রণালি:

মালিকানা স্বত্বের প্রারম্ভিক উদ্বৃত্তের সঙ্গে অতিরিক্ত মূলধন আনয়ন, নিট লাভ/নিট ক্ষতি ও উত্তোলন সমন্বয়ের পর বছরান্তে/হিসাবকালের শেষ দিন মালিকানা স্বত্বের সমাপনী উদ্বৃত্ত নির্ণয় করার জন্যই মালিকানা স্বত্বে পরিবর্তন বিবরণী প্রস্তুত করা হয়। নিচে মালিকানা স্বত্বে পরিবর্তন বিবরণী প্রস্তুতের নমুনা ছক উল্লেখ করা হলো–

প্রতিষ্ঠানের নাম.................
মালিকানা স্বত্বে পরিবর্তন বিবরণী
...........সালের...........তারিখে সমাপ্ত বছরের

বিবরণ	টাকা	টাকা
মূলধন (প্রারম্ভিক উদ্বৃত্ত)		****
যোগ : অতিরিক্ত মূলধন বিনিয়োগ		****
(+) নিট মুনাফা/(–) নিট ক্ষতি		****
		****
বিয়োগ : উত্তোলন	****	
আয়কর	****	***
যোগ : সাধারণ সঞ্চিতি		****
মালিকানা স্বত্ব (সমাপনী উদ্বৃত্ত)		*****

আর্থিক অবস্থার বিবরণী :

ব্যবসায়ের আর্থিক অবস্থা জানার জন্য হিসাবকালের শেষ দিনে ব্যবসায়ের সকল সম্পদ, দায় ও মূলধন নিয়ে আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত করা হয়। আর্থিক অবস্থার বিবরণী থেকে স্থায়ী ও চলতি সম্পদ, দীর্ঘমেয়াদি ও স্বল্পমেয়াদি দায় এবং মালিকের মূলধনের পরিমাণ জানা যায়। এসব তথ্যকে বিশ্লেষণ করে ব্যবসায়ের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। যেমন : দায়–দেনা সম্পদের কত অংশ, চলতি সম্পদ চলতি দায় মিটাতে যথেষ্ট কি না, নিট মুনাফা বিনিয়োজিত মূলধনের কত অংশ ইত্যাদি বিষয় জানা যায়।

আর্থিক অবস্থার বিবরণীর প্রস্তুতপ্রণালি :

আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে দুই স্তরে তথ্য লিপিবদ্ধ করা হয়। প্রথম স্তরে সম্পদসমূহকে চারটি ভাগে দেখানো হয়। যেমন : (১) স্থায়ী সম্পদ (২) দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ (৩) চলতি সম্পদ ও (৪) অলীক সম্পদ। দ্বিতীয় স্তরে মালিকানা স্বত্ব ও দায় দেখানো হয়। দায়কে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন (১) দীর্ঘমেয়াদি দায় ও (২) চলতি দায় বা স্বল্পমেয়াদি দায়।

আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে সম্পদ ও দায়কে দুইটি পদ্ধতিতে সাজানো যায়। যথা : (১) স্থায়ী অগ্রাধিকার পদ্ধতি ও (২) তারল্যের অগ্রাধিকার পদ্ধতি। স্থায়ী অগ্রাধিকার পদ্ধতিতে সম্পদ সাজানোর ক্ষেত্রে প্রথম স্থায়ী সম্পদ লিখতে হয়। এরপর বিনিয়োগ, চলতি সম্পদ ও অলীক সম্পদ ধারাবাহিকভাবে লেখা হয়। আবার দায় লেখার ক্ষেত্রে প্রথমে দীর্ঘমেয়াদি দায় ও শেষে চলতি দায় দেখানো হয়। পক্ষান্তরে তারল্যের অগ্রাধিকার পদ্ধতি স্থায়ী অগ্রাধিকার পদ্ধতির ঠিক বিপরীত। তবে অলীক সম্পদ থাকলে তা সম্পদের শেষে দেখানো হয়।

সম্পদ ও দায়ের শ্রেণিবিভাগের প্রয়োজনীয়তা :

বিভিন্ন সম্পদের প্রকৃতি, ব্যবহার এবং উদ্দেশ্য বিভিন্ন রকমের। কোন সম্পদ তাড়াতাড়ি নগদে রূপান্তর করা যাবে এবং কোন সম্পদ স্থায়ীভাবে ব্যবহার করা হবে, তা জানা থাকলে বিভিন্ন শ্রেণির সম্পদের ব্যবস্থাপনাও সহজ হবে এবং প্রত্যেকটির উপর পৃথকভাবে গুরুত্ব আরোপ করা যাবে। তেমনিভাবে, বিভিন্ন দায়ের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য ভিন্ন। কোন দায় তাড়াতাড়ি এবং কোন দায় দেরিতে পরিশোধ করা হবে, তা জানা যায় এবং দুই শ্রেণির দায়ের ব্যবস্থাপনাও দুই রকমের হবে।

স্থায়ী সম্পদ : এ সকল সম্পদ দীর্ঘকাল ধরে ব্যবসায়ে ব্যবহৃত হয়। যেমনঃ সুনাম, জমি, দালানকোঠা, যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র ইত্যাদি স্থায়ী সম্পদের উদাহরণ।

চলতি সম্পদ : যে সকল সম্পদ সর্বোচ্চ এক বছরের মধ্যে ব্যবসায়ের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় নগদ অর্থে রূপান্তরযোগ্য- তাই চলতি সম্পদ। যেমন: নগদ ও ব্যাংকে জমা, দেনাদার, মজুদ পণ্য ইত্যাদি।

দীর্ঘমেয়াদি দায় : যে দায় দীর্ঘ সময়ের জন্য নেওয়া হয়েছে, তা স্থায়ী বা দীর্ঘমেয়াদি দায়। যেমন: মেয়াদি ব্যাংক ঋণ, বন্ধকী ঋণ, ঋণপত্র বা ডিবেঞ্চার ইত্যাদি।

চলতি দায় : যে দায় এক বছরের মধ্যে পরিশোধ হবে, তা চলতি দায় বা স্বল্পমেয়াদি দায়। যেমন: পাওনাদার, বকেয়া খরচ, অগ্রিম আয় বা অনুপার্জিত আয়, ব্যাংক জমাতিরিক্ত ইত্যাদি।

আর্থিক অবস্থার বিবরণীর নমুনা ছক:

প্রতিষ্ঠানের নাম ....
আর্থিক অবস্থার বিবরণী
............সালের ....তারিখের

বিবরণ	টাকা	টাকা	টাকা
স্থায়ী সম্পদ :			
সুনাম বাদ অবলোপন		****	
আসবাবপত্র বাদ পুঞ্জিভূত অবচয়		****	
অফিস সরঞ্জাম বাদ পুঞ্জিভূত অবচয়		****	
যন্ত্রপাতি বাদ পুঞ্জিভূত অবচয়		****	
ভূমি ও দালান বাদ পুঞ্জিভূত অবচয়		****	
মোট স্থায়ী সম্পদ			****
দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ :			
বিনিয়োগ			****
চলতি সম্পদ:			
নগদ ও ব্যাংকে জমা		****	
দেনাদার	****		
বাদ: সমাপনী কুঋণ ও সন্দেহজনক দেনা সঞ্চিতি	***		
প্রাপ্য বিল		****	
অব্যবহৃত মনিহারি		****	
প্রাপ্য আয়		****	
অগ্রিম প্রদত্ত খরচ		****	
সমাপনী মজুদ পণ্য		****	
		****	
মোট চলতি সম্পদ			****
অলীক সম্পদ :			
প্রাথমিক খরচ		****	
বিলম্বিত বিজ্ঞাপন		****	
			****
মোট সম্পদ			****
মালিকানা স্বত্ব ও দায়সমূহ :			
মূলধন (সমাপনী উদ্বৃত্ত)			****
দীর্ঘমেয়াদি দায়:			
ব্যাংক ঋণ/ বন্ধকী ঋণ	****		
ঋণপত্র/ ডিবেঞ্চার	****		
		****	
স্বল্পমেয়াদি দায়:			
পাওনাদার/ব্যবসায়িক ঋণ	****		
প্রদেয় বিল	****		
বকেয়া খরচ	****		
অগ্রিম আয়/অনুপার্জিত আয়	****		
ব্যাংক জমাতিরিক্ত	****		
মোট চলতি দায়		****	
মোট দায়			****
মালিকানা স্বত্ব ও মোট দায়			****

আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকরণে হিসাববিজ্ঞানের নীতিমালার প্রয়োগ

বিশদ আয় বিবরণী এবং আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুতকরণে হিসাববিজ্ঞানের কিছু নিয়মনীতি মানা হয়। সঠিকভাবে লাভ-ক্ষতি এবং সম্পদ ও দায়-দেনার পরিমাণ নিরূপণ করতে হলে এই নিয়মনীতি অনুসরণ করা আবশ্যক।

১) **ব্যবসায়িক সত্তা নীতি (Entity) :** ব্যবসায়ের মালিককে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান থেকে পৃথক বিবেচনা করা হয়। তাই মালিকের নামে হিসাব না রেখে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নামে যাবতীয় হিসাব রাখা হয়। এজন্য মালিক কর্তৃক প্রদত্ত মূলধন ব্যবসায়ের একটি দায়। একই কারণে মালিক কর্তৃক উত্তোলন তার নিজস্ব খরচ, যা তার মূলধনের পরিমাণ কমিয়ে দেয়।

২) **চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণা (Going Concern) :** এ ধারণা অনুযায়ী কিছু নির্দিষ্ট মেয়াদি প্রতিষ্ঠান ছাড়া অন্য প্রতিষ্ঠানসমূহ অনির্দিষ্টকাল ধরে চলমান থাকবে বলে ধরে নেওয়া হয়। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানটি বছরের পর বছর চলবে এবং ভবিষ্যতে এ ব্যবসা বন্ধ করার কোনো পরিকল্পনা নেই। এই নীতির কারণে আয় ও ব্যয়কে মূলধন ও মুনাফা জাতীয় দুই শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। মূলধন জাতীয় আইটেমসমূহ দ্বারা আমরা আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত করি। তাই স্থায়ী সম্পত্তির ক্ষেত্রে তার জীবনকাল পর্যন্ত প্রতিবছর অবচয় ধরতে হয়। এই নীতি না থাকলে আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত করা সম্ভব হতো না এবং অবচয় ধরারও প্রয়োজন হতো না।

৩) **হিসাবকাল ধারণা (Periodicity) :** চলমান নীতি অনুযায়ী ব্যবসায়ের নির্দিষ্ট কোনো আয়ুষ্কাল নেই। কিন্তু আর্থিক অবস্থা জানতে অনির্দিষ্টকাল অপেক্ষা করা যায় না। তাই প্রতি বছরই আর্থিক অবস্থা জানার জন্য বিশদ আয় বিবরণী ও আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত করা হয়। প্রতিষ্ঠানের অনন্ত আয়ুষ্কালকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমান অংশে ভাগ করে নেওয়া হয়। একেকটি ভাগকে হিসাবকাল বলে। হিসাবকাল সাধারণত এক বছর মেয়াদি হয়।

৪) **বকেয়া ধারণা (Accrual) :** আয় বিবরণী শুধু নগদ প্রাপ্তি ও নগদ প্রদানের উপর ভিত্তি করে প্রস্তুত হয় না। বকেয়া ধারণার উপর ভিত্তি করে বিশদ আয় বিবরণী তৈরি করা হয়। প্রদত্ত খরচের সাথে বকেয়া খরচ এবং প্রাপ্ত আয়ের সাথে প্রাপ্য আয় যোগ করে বিশদ আয় বিবরণীতে দেখানো হয়। পক্ষান্তরে, অগ্রিম আয় ও ব্যয়কে সংশ্লিষ্ট হিসাব খাত থেকে বাদ দিয়ে দেখানো হয়। অর্থাৎ হিসাব সালের জন্য আয় বা ব্যয়ের পরিমাণ কত সেটিই মুখ্য; ঐ আয় বাবদ কত নগদে পাওয়া গেল বা ঐ ব্যয় বাবদ কত নগদে দেওয়া হলো সেটি মুখ্য নয়।

৫) **রক্ষণশীলতার নীতি (Conservatism) :** এই নীতি অনুযায়ী মুনাফা নির্ণয়ে রক্ষণশীল হতে হবে অর্থাৎ যত দূর সম্ভব মুনাফা কম দেখাতে হবে। তাই ভবিষ্যতের সম্ভাব্য সকল ব্যয় ও ক্ষতিকে আয় বিবরণীতে লিপিবদ্ধ করা হয়। কিন্তু আয়ের ক্ষেত্রে সম্ভাবনা থাকলে চলবে না বরং নিশ্চিত হতে হবে, নিশ্চিত আয়কেই আয় বিবরণীতে দেখানো হবে। সম্ভাব্য আয়ের উপর ভিত্তি করে যদি মালিক নিট লাভের অংশ নিয়ে যান এবং ঐ সম্ভাব্য আয় যদি আসলে না ঘটে, তবে মালিক প্রকৃতপক্ষে মূলধনই ভেঙে ফেললেন, যা ব্যবসায়ের জন্য ক্ষতিকর। রক্ষণশীল নীতির জন্য সম্ভাব্য কুঋণ খরচ হিসাবে দেখানো হয়। আর সমাপনী মজুদের বাজার মূল্য ক্রয়মূল্যের চেয়ে বেশি হলেও সেটি দেখানো হয় না বরং যেটি কম সেই মূল্যই দেখানো হয়।

৬) **ক্রয়মূল্য নীতি (Cost Price) :** এই নীতি অনুযায়ী স্থায়ী সম্পদসমূহ যে মূল্যে ক্রয় করা হয়েছিল, সেই মূল্যেই প্রতিবছর আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে দেখানো হয়। বাজারমূল্যে দেখানো হয় না। কারণ স্থায়ী সম্পদ বিক্রির জন্য নয়; বরং দীর্ঘকাল ব্যবসায়ে ব্যবহারের জন্য ক্রয় করা হয়। ক্রয়মূল্য বলতে সম্পত্তি অর্জনে প্রদত্ত অর্থ ও ব্যবহার উপযোগী করার জন্য আনুষঙ্গিক খরচ উভয়কে বোঝায়।

৭) **সামঞ্জস্যতা নীতি (Consistency)** : এই নীতি অনুসারে হিসাববিজ্ঞানের হিসাবসমূহ প্রত্যেক বছরে একই পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রস্তুত করা হয়। এই বছর এক পদ্ধতি এবং আরেক বছর অন্য পদ্ধতি–এই নীতি অনুসরণ করলে বিভিন্ন বছরে হিসাবসমূহের সঠিক তুলনা করা যায় না। ফলে ব্যবসায়ের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তনের সঠিক চিত্র পাওয়া যায় না।

৮) **বস্তুনিষ্ঠতা ধারণা (Materiality)** : হিসাববিজ্ঞানে বস্তুনিষ্ঠতা প্রথা বলতে হিসাবরক্ষকের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধিমত্তার দ্বারা লেনদেনসমূহ হিসাবভুক্তকরণকে বোঝায়। হিসাবরক্ষককে প্রাসঙ্গিকতা ও অপ্রাসঙ্গিকতা বিচার করে হিসাবের বইতে লেনদেন লিপিবদ্ধ করতে হয়। উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি বুঝানো যেতে পারে– প্রতিষ্ঠান কোনো সম্পদ যা দীর্ঘদিন ব্যবহৃত হবে তা স্বল্পমূল্যের বিনিময়ে ক্রয় করল। যেমন–ঘড়ি, স্ট্যাপলার, পাঞ্চিং মেশিন, ক্যালকুলেটর প্রভৃতি ব্যবসায়ে দীর্ঘদিন ব্যবহৃত হয় কিন্তু এদের মূল্য অপেক্ষাকৃত কম হওয়ায় প্রাথমিক হিসাবের বইতে সম্পদ হিসেবে লিখলেও হিসাবকাল শেষে ব্যবহৃত অংশ সম্পদের অন্তর্ভুক্ত না করে সংশ্লিষ্ট হিসাব বছরের খরচ হিসাবে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকরণে বিবেচ্য সমন্বয়সমূহ :

১) সমাপনী মজুদ পণ্য ও বিক্রীত পণ্যের ব্যয়ের সমন্বয় :

হিসাবকাল শেষে একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সমাপনী মজুদ পণ্যের মূল্য নির্ণয় করা হয় এবং বিক্রীত পণ্যের ব্যয় নির্ধারণ করা হয়। এর জন্য সমন্বয় দাখিলা নিম্নরূপ :

সমাপনী মজুদ পণ্য হিসাব	ডেবিট
ক্রয় ফেরত হিসাব	ডেবিট
বিক্রীত পণ্যের ব্যয় হিসাব	ডেবিট
প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য হিসাব	ক্রেডিট
ক্রয় হিসাব	ক্রেডিট
ক্রয় পরিবহন হিসাব	ক্রেডিট

লক্ষণীয় যে, উপরিউক্ত সমন্বয় দাখিলার মাধ্যমে বিক্রীত পণ্যের ব্যয় হিসাব ও সমাপনী মজুদ পণ্য হিসাব সৃষ্টি হলো, যা আর্থিক প্রতিবেদন তৈরি করতে আবশ্যকীয়।

২) বকেয়া ব্যয় :

রেওয়ামিল প্রস্তুত করার পর দেখা গেল যে ৫০০ টাকা মজুরি বকেয়া আছে। তখন বকেয়া ধারণা অনুযায়ী এই ৫০০ টাকা বিশদ আয় বিবরণীতে ব্যয় হিসাবে দেখাতে হবে। কারণ এটি বর্তমান বছরের খরচ এবং সমপরিমাণ টাকা আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে চলতি দায় হিসাবে দেখাতে হবে। এর জন্য সমন্বয় দাখিলা হবে :

মজুরি হিসাব	ডেবিট
বকেয়া মজুরি হিসাব	ক্রেডিট

৩) অগ্রিম প্রদত্ত ব্যয় :

বছরের শেষে জানা গেল, ৮০০ টাকা বাড়িভাড়া অগ্রিম দেওয়া হয়েছে। হিসাবকাল ধারণা অনুযায়ী এই ৮০০ টাকা বিশদ আয় বিবরণীতে বাড়িভাড়া হিসাব খাত থেকে বাদ হবে, কারণ এটি বর্তমান হিসাবকাল-সংক্রান্ত নয় এবং সমপরিমাণ টাকা আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে চলতি সম্পদ হিসাবে দেখাতে হবে। এর জন্য সমন্বয় দাখিলা হবে :

অগ্রিম বাড়িভাড়া হিসাব	ডেবিট
বাড়িভাড়া হিসাব	ক্রেডিট

৪) প্রাপ্য আয় বা বকেয়া আয় :

বছরের শেষে জানা গেল যে বিনিয়োগের উপর সুদ ৬০০ টাকা বর্তমান সালে অর্জিত হয়েছে, কিন্তু এখনও পাওয়া যায়নি। তখন হিসাবকাল ধারণা অনুযায়ী এই ৬০০ টাকা বিশদ আয় বিবরণীতে আয় এবং আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে চলতি সম্পদে প্রাপ্য সুদ নামে দেখাতে হবে। এর জন্য সমন্বয় দাখিলা হবে:

প্রাপ্য বিনিয়োগের সুদ হিসাব	ডেবিট
বিনিয়োগের সুদ হিসাব	ক্রেডিট

৫) অগ্রিম প্রাপ্ত আয় :

ধরা যাক চলতি বছরের রেওয়ামিলে বাড়ি ভাড়া বাবদ আয় ১০,০০০ টাকা দেওয়া আছে। কিন্তু এর মধ্যে ৩,০০০ টাকা পরবর্তী বছর বাবদ অগ্রিম আদায় হয়েছে। এক্ষেত্রে বিশদ আয় বিবরণীতে ১০,০০০ টাকা থেকে ৩,০০০ টাকা বাদ দিয়ে বর্তমান বছরে ৭,০০০ টাকা বাড়ি ভাড়া আয় দেখাতে হবে এবং ৩,০০০ টাকা আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে দায় হিসাবে দেখাতে হবে। এর জন্য সমন্বয় দাখিলা হবে:

বাড়িভাড়া আয় হিসাব	ডেবিট
অগ্রিম বাড়িভাড়া আয় হিসাব	ক্রেডিট

৬) অবচয় :

ব্যবসায়ে ব্যবহারের ফলে স্থায়ী সম্পদ যেমন দালানকোঠা, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এই ক্ষয় বা ক্ষতি অবচয় নামে বিশদ আয় বিবরণীতে পরিচালন ব্যয় হিসাবে দেখানো হয়। ধরা যাক রেওয়ামিলে যন্ত্রপাতি ৮০,০০০ টাকা। বছরে ১৫% হারে যন্ত্রপাতির উপর অবচয় হিসাবভুক্ত করতে হবে। এক্ষেত্রে (৮০,০০০ × ১৫%) বা ১২,০০০ টাকা অবচয় নামে বিশদ আয় বিবরণীতে ব্যয় হিসাবে দেখাতে হবে। সমপরিমাণ টাকা আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে পুঞ্জীভূত অবচয় নামে যন্ত্রপাতি থেকে বাদ দিয়ে দেখাতে হবে। এর জন্য সমন্বয় দাখিলা হবে:

অবচয় খরচ হিসাব	ডেবিট
পুঞ্জীভূত অবচয় হিসাব	ক্রেডিট

৭) কুঋণ ও সন্দেহজনক দেনা সঞ্চিতি :

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সাধারণত বাকিতে পণ্য ও সেবা বিক্রয় করে। কোনো আর্থিক হিসাবকালের শেষে সেজন্য দেনাদার হিসাব বিদ্যমান থাকে। সাধারণত সকল দেনাদার তাদের দেনা পরিশোধ করতে সমর্থ হয় না। একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান তার সঠিক মুনাফা নির্ধারণের জন্য হিসাবকাল শেষে দেনাদার হিসাবের একটি নির্দিষ্ট অংশকে কুঋণ ও সন্দেহজনক দেনা সঞ্চিতি হিসেবে সংরক্ষণ করে। যখন কোনো দেনাদার প্রকৃতপক্ষে তার দেনা পরিশোধে ব্যর্থ হয়, তখন তাকে কুঋণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। বিভিন্ন লেখকগণ তাঁদের গ্রন্থে কুঋণকে সরাসরি দেনাদার হিসাব থেকে বাদ দিয়ে হিসাবভুক্ত করেছেন। কিন্তু এ পাঠ্যপুস্তকে সঞ্চিতি পদ্ধতিতে কুঋণকে হিসাবভুক্ত করার নিয়ম উদাহরণসহ দেখনো হলো।

নিচের উদাহরণের সাহায্যে কুঋণ অবলোপন এবং কুঋণ সঞ্চিতির হিসাবরক্ষণ ব্যাখ্যা করা হলো:
ধরা যাক, রেওয়ামিলে দেনাদার হিসাব ৫০,০০০ টাকা, কুঋণ ও সন্দেহজনক দেনা সঞ্চিতির প্রারম্ভিক উদ্বৃত্ত ২,০০০ টাকা। একজন দেনাদার আর্থিক অসমর্থতার কারণে তার দেনা ১,০০০ টাকা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলো। অবশিষ্ট দেনাদারের ৫% কুঋণ ও সন্দেহজনক দেনা সঞ্চিতি ধার্য করতে হবে। যথাযথ সমন্বয় দাখিলা ও সংশ্লিষ্ট হিসাবে তার প্রভাব দেখানো হলো। এর জন্য সমন্বয় দাখিলা :

২০২৫

১) কুঋণ ও সন্দেহজনক দেনা সঞ্চিতি হিসাব ডেবিট ১,০০০ টাকা
দেনাদার হিসাব ক্রেডিট ১,০০০ টাকা
(কুঋণ হিসাবে ১,০০০ টাকা অবলোপন করা হলো)

২) কুঋণ খরচ (৫০,০০০-১,০০০) × ৫%- (২,০০০-১,০০০) ডেবিট ১,৪৫০ টাকা
কুঋণ ও সন্দেহজনক দেনা সঞ্চিতি হিসাব ক্রেডিট ১,৪৫০ টাকা
(দেনাদার হিসাবের উপর কুঋণ ও সন্দেহজনক দেনা সঞ্চিতি ধার্য করা হলো)

সংশ্লিষ্ট হিসাবে কুঋণ ও সন্দেহজনক দেনা সঞ্চিতির প্রভাব :

দেনাদার হিসাব

ব্যালেন্স B/D	৫০,০০০	কুঋণ ও সন্দেহজনক দেনা সঞ্চিতি	১,০০০
		ব্যালেন্স C/D	৪৯,০০০
	৫০,০০০		৫০,০০০

কুঋণ ও সন্দেহজনক দেনা সঞ্চিতি হিসাব

দেনাদার	১,০০০	ব্যালেন্স B/D	২,০০০
ব্যালেন্স C/D	২,৪৫০	কুঋণ খরচ	১,৪৫০
	৩,৪৫০		৩,৪৫০

কুঋণ খরচ হিসাব

কুঋণ ও সন্দেহজনক দেনা সঞ্চিতি	১,৪৫০		

কুঋণ ও কুঋণ সঞ্চিতি, বিশদ আয় বিবরণী এবং আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে দেখানো হলো :

বিশদ আয় বিবরণীতে :

সমাপনী কুঋণ ও সন্দেহজনক দেনা সঞ্চিতি হিসাব {(৫০,০০০−১,০০০) × ৫%}		২,৪৫০
বাদ : প্রারম্ভিক কুঋণ ও সন্দেহজনক দেনা সঞ্চিতি হিসাবের উদ্বৃত্ত	২,০০০	
(−) কুঋণ অবলোপন	১,০০০	
		১,০০০
কুঋণ খরচ		১,৪৫০

আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে :

দেনাদার	৫০,০০০
বাদ : কুঋণ অবলোপন	(১,০০০)
	৪৯,০০০
বাদ : সমাপনী কুঋণ ও সন্দেহজনক দেনা সঞ্চিতি	(২,৪৫০)
	৪৬,৫৫০

কাজ : ২০১৭ সালে কুঋণ সঞ্চিতির প্রারম্ভিক ব্যালেন্স ৪,০০০ টাকা। বছরের শেষে দেনাদার ৬০,০০০ টাকা। ধরা হলো এ বছর দেনাদারের ১০% না-ও পাওয়া যেতে পারে। দেখাও: আয় বিবরণীতে কত ক্ষতি দেখানো হবে এবং আর্থিক বিবরণীতে কুঋণ সঞ্চিতি কত হবে ?

২০২৫

শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে কয়েকটি সম্পূর্ণ প্রস্তুতকৃত আর্থিক বিবরণী প্রশ্নসহকারে উল্লেখ করা হলো।

উদাহরণ : ১। চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট জনাব এ. আর. আকনের অডিট ফার্ম 'আকন এন্ড এসোসিয়েটস' -এর ২০১৭ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের রেওয়ামিল ও অন্য তথ্যাদি হতে বিশদ আয় বিবরণী, মালিকানা স্বত্বে পরিবর্তন বিবরণী এবং আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত করো।

আকন এন্ড এসোসিয়েটস
রেওয়ামিল
৩১ ডিসেম্বর ২০১৭

ক্রমিক নং	হিসাবের নাম	খ. পৃ.	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
১.	মূলধন			৩,৩০,০০০
২.	অফিস সরঞ্জাম		২,২০,০০০	
৩.	পেশাগত বই		১,২১,০০০	
৪.	নিরীক্ষা ফি			৮,৭০,৫০০
৫.	অফিস ভাড়া		২,৭০,০০০	
৬.	বিদ্যুৎ ও টেলিফোন খরচ		৩৮,৫০০	
৭.	নগদ তহবিল		৩০,৪০০	
৮.	বিনিয়োগ (শেয়ার)		২,০০,০০০	
৯.	প্রাপ্ত লভ্যাংশ			৪২,৫০০
১০.	অগ্রিম অডিট ফি			৬০,০০০
১১.	যাতায়াত খরচ		৩,৬০০	
১২.	বিমা খরচ		৬,৫০০	
১৩.	বেতন ও ভাতা		৬৫,০০০	
১৪.	ব্যাংক জমা		৩,০০,০০০	
১৫.	উত্তোলন		৪৮,০০০	
			১৩,০৩,০০০	১৩,০৩,০০০

অন্যান্য তথ্য :

(১) একটি প্রতিষ্ঠানের হিসাব নিরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে, যার বিল ৫৫,০০০ টাকা পাওয়া যায়নি।

(২) তিন মাসের অফিস ভাড়া বকেয়া রয়েছে।

(৩) অফিস সরঞ্জামের ১০% অবচয় ধরতে হবে।

আকন এন্ড এসোসিয়েটস
বিশদ আয় বিবরণী
২০১৭ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের

বিবরণ	টাকা	টাকা	টাকা
আয়সমূহ :			
নিরীক্ষা ফি	৮,৭০,৫০০		
যোগ : প্রাপ্য নিরীক্ষা ফি	৫৫,০০০		
		৯,২৫,৫০০	
প্রাপ্ত লভ্যাংশ		৪২,৫০০	
মোট আয়			৯,৬৮,০০০
বাদ : ব্যয়সমূহ :			
অফিস ভাড়া	২,৭০,০০০		
যোগ : বকেয়া ভাড়া	৯০,০০০		
		৩,৬০,০০০	
বিদ্যুৎ ও টেলিফোন খরচ		৩৮,৫০০	
যাতায়াত খরচ		৩,৬০০	
বিমা খরচ		৬,৫০০	
বেতন ও ভাতা		৬৫,০০০	
অফিস সরঞ্জামের অবচয়		২২,০০০	
			(৪,৯৫,৬০০)
নিট মুনাফা			৪,৭২,৪০০

আকন এন্ড এসোসিয়েটস
মালিকানা স্বত্বে পরিবর্তন বিবরণী
২০১৭ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের

বিবরণ	টাকা	টাকা
মূলধন	৩,৩০,০০০	
যোগ : নিট মুনাফা	৪,৭২,৪০০	
		৮,০২,৪০০
বাদ : উত্তোলন		(৪৮,০০০)
মালিকানা স্বত্ব বা সমাপনী মূলধন		৭,৫৪,৪০০

আকন এন্ড এসোসিয়েটস
আর্থিক অবস্থার বিবরণী
৩১ ডিসেম্বর, ২০১৭

বিবরণ	টাকা	টাকা	টাকা
স্থায়ী সম্পদ :			
অফিস সরঞ্জাম	২,২০,০০০		
বাদ : পুঞ্জীভূত অবচয়	(২২,০০০)		
		১,৯৮,০০০	
পেশাগত বই		১,২১,০০০	
মোট স্থায়ী সম্পদ			৩,১৯,০০০
দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ :			
বিনিয়োগ (শেয়ার)			২,০০,০০০
চলতি সম্পদ :			
প্রাপ্য অডিট ফি		৫৫,০০০	
ব্যাংক জমা		৩,০০,০০০	
নগদ তহবিল		৩০,৪০০	
মোট চলতি সম্পদ			৩,৮৫,৪০০
মোট সম্পদ			৯,০৪,৪০০
মালিকানা স্বত্ব ও দায় :			
মালিকানা স্বত্ব (৩১-১২-২০১৭)			৭,৫৪,৪০০
চলতি দায় :			
অগ্রিম অডিট ফি		৬০,০০০	
বকেয়া অফিস ভাড়া		৯০,০০০	
			১,৫০,০০০
মালিকানা স্বত্ব ও মোট দায়			৯,০৪,৪০০

উদাহরণ : ২

আরথী এন্ড সন্সের হিসাবরক্ষক নিচের রেওয়ামিলটি প্রস্তুত করেছেন।

রেওয়ামিল
৩১ ডিসেম্বর ২০১৭

বিবরণ	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
পণ্য ক্রয় ও বিক্রয়	১,৪৭,০০০	২,৯০,০০০
পণ্য ফেরত	৪,০০০	৩,০০০
বেতন	২০,০০০	
আন্তঃপরিবহণ	২,০০০	
বহিঃপরিবহণ	৮০০	
বিমা প্রিমিয়াম	৫,০০০	
বিজ্ঞাপন খরচ	২,৫০০	
ব্যাংক জমা	১৫,০০০	
মূলধন		৫,০০,০০০
দেনাদার	৭,০০০	
পাওনাদার		১০,০০০
যন্ত্রপাতি	২,৮০,০০০	
জমি	৪,৭৩,২০০	
১০% ঋণ (২০২০ সালে প্রদেয়)		১,০০,০০০
পুঞ্জীভূত অবচয়–যন্ত্রপাতি		৫৬,০০০
কুঋণ সঞ্চিতি		৫০০
মজুদ পণ্য (১ জানুয়ারি ২০১৭)	৩,০০০	
	৯,৫৯,৫০০	৯,৫৯,৫০০

সমন্বয়সমূহ :

১) সমাপনী মজুদ পণ্যের ক্রয়মূল্য ৫,০০০ টাকা ও বাজারমূল্য ৪,০০০ টাকা।

২) যন্ত্রপাতির অবচয় ১০% ধরতে হবে।

৩) বেতন ৬,০০০ টাকা বকেয়া আছে।

৪) বিমার প্রিমিয়াম অগ্রিম দেওয়া আছে ২,৫০০ টাকা।

৫) সম্ভাব্য কুঋণ ১০% ধরতে হবে।

৬) ঋণের সুদ বকেয়া আছে।

আরথী এন্ড সন্স–এর ২০১৭ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য বিশদ আয় বিবরণী, মালিকানা স্বত্বে পরিবর্তন বিবরণী এবং উক্ত তারিখের আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত কর।

সমাধান:

আরথী এন্ড সন্স

বিশদ আয় বিবরণী

২০১৭ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

বিবরণ	টাকা	টাকা	টাকা
নিট বিক্রয়:			
মোট বিক্রয়		২,৯০,০০০	
বাদ: বিক্রয় ফেরত		৪,০০০	
বাদ: বিক্রীত পণ্যের ব্যয়			২,৮৬,০০০
প্রারম্ভিক মজুদ		৩,০০০	
ক্রয়	১,৪৭,০০০		
বাদ: ক্রয় ফেরত	(৩,০০০)		
		১,৪৪,০০০	
যোগ: আন্তঃপরিবহণ		২,০০০	
		১,৪৯,০০০	
বাদ: সমাপনী মজুদ		(৪,০০০)	(১,৪৫,০০০)
মোট মুনাফা			১,৪১,০০০
বাদ: পরিচালন ব্যয়			
বেতন	২০,০০০		
যোগ: বকেয়া	৬,০০০	২৬,০০০	
বহিঃপরিবহণ		৮০০	
বিজ্ঞাপন খরচ		২,৫০০	
বিমা খরচ	৫,০০০		
বাদ: অগ্রিম	(২,৫০০)		
		২,৫০০	
অবচয় (২,৮০,০০০ × ১০%)		২৮,০০০	
সমাপনী কুঋণ ও সন্দেহজনক দেনা সঞ্চিতি (৭,০০০×১০%)	৭০০		
বাদ: প্রারম্ভিক কুঋণ ও সন্দেহজনক দেনা সঞ্চিতি	৫০০	২০০	
			(৬০,০০০)
পরিচালন মুনাফা			৮১,০০০
বাদ: অন্যান্য ব্যয়			
ঋণের সুদ (১,০০,০০০×১০%)			(১০,০০০)
নিট মুনাফা			৭১,০০০

আরথী এন্ড সন্স
মালিকানা স্বত্বে পরিবর্তন বিবরণী
২০১৭ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

বিবরণ	টাকা	টাকা
মূলধন (১/১/২০১৭)	৫,০০,০০০	
যোগ : নিট মুনাফা	৭১,০০০	
মালিকানা স্বত্ব (৩১/১২/২০১৭)		৫,৭১,০০০

আরথী এন্ড সন্স
আর্থিক অবস্থার বিবরণী
৩১ ডিসেম্বর ২০১৭

বিবরণ	টাকা	টাকা	টাকা
স্থায়ী সম্পদ :			
যন্ত্রপাতি	২,৮০,০০০		
বাদ: পুঞ্জীভূত অবচয় (৫৬,০০০ + ২৮,০০০)	(৮৪,০০০)	১,৯৬,০০০	
জমি		৪,৭৩,২০০	
মোট স্থায়ী সম্পদ			৬,৬৯,২০০
চলতি সম্পদ :			
নগদ ও ব্যাংক		১৫,০০০	
দেনাদার	৭,০০০		
বাদ: সমাপনী কুঋণ ও সন্দেহজনক দেনা সঞ্চিতি	(৭০০)	৬,৩০০	
অগ্রিম প্রদত্ত বিমা		২,৫০০	
সমাপনী মজুদ পণ্য		৪,০০০	
মোট চলতি সম্পদ			২৭,৮০০
মোট সম্পদ			৬,৯৭,০০০
মালিকানা স্বত্ব ও দায় :			
মালিকানা স্বত্ব (সমাপনী উদ্বৃত্ত)			৫,৭১,০০০
দীর্ঘমেয়াদি দায়:			
ঋণ (২০২০ সালে প্রদেয়)		১,০০,০০০	
স্বল্পমেয়াদি দায়:			
পাওনাদার	১০,০০০		
ঋণের সুদ বকেয়া	১০,০০০		
বকেয়া বেতন	৬,০০০		
মোট চলতি দায়		২৬,০০০	
মোট দায়			১,২৬,০০০
মালিকানা স্বত্ব ও দায়			৬,৯৭,০০০

উদাহরণ: ৩

অর্পণ ট্রেডার্সের ২০১৭ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য বিশদ আয় বিবরণী, মালিকানা স্বত্বে পরিবর্তন বিবরণী এবং উক্ত তারিখের আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত করো।

অর্পণ ট্রেডার্সের
রেওয়ামিল
৩১ ডিসেম্বর ২০১৭

হিসাবের নাম	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য	৩০,০০০	
ক্রয় ও বিক্রয়	৭৬,০০০	১,৫৭,০০০
ডক চার্জ	১০,০০০	
আন্তঃপরিবহণ	৫,০০০	
বহিঃপরিবহণ	৮,০০০	
কমিশন প্রাপ্তি		৫০০
বেতন	২৪,০০০	
বিজ্ঞাপন	১০,০০০	
১০% বিনিয়োগ	২০,০০০	
হাতে নগদ	৩,৬০০	
দেনাদার ও পাওনাদার	৩০,০০০	১৯,৫০০
আমদানি শুল্ক	৭,০০০	
মনিহারি	৩,০০০	
অফিস খরচ	৬,০০০	
বিদ্যুৎ খরচ	৫,০০০	
উত্তোলন ও মূলধন	৪০,০০০	১,৭০,০০০
বিক্রয় ফেরত ও ক্রয় ফেরত	৭,০০০	৬,০০০
ব্যাংক জমাতিরিক্ত		৩০,০০০
বিক্রয় কমিশন	৮,০০০	
বাট্টা প্রদান ও বাট্টা প্রাপ্তি	১,০০০	৮০০
আসবাবপত্র	২০,০০০	
যন্ত্রপাতি	৭০,০০০	
বিনিয়োগের সুদ		৮০০
ব্যাংক জমাতিরিক্তের সুদ	১,০০০	
মোট	৩,৮৪,৬০০	৩,৮৪,৬০০

সমন্বয়:

ক. মজুদ পণ্য (৩১/১২/২০১৭) ৪০,০০০ টাকা।

খ. অফিস খরচ বকেয়া ১,০০০ টাকা।

গ. অব্যবহৃত মনিহারি ৫০০ টাকা।

ঘ. বেতন অগ্রিম পরিশোধ ৪,০০০ টাকা।

ফর্মা-২১

সমাধানঃ

অর্পণ ট্রেডার্স
বিশদ আয় বিবরণী
২০১৭ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

বিবরণ	টাকা	টাকা	টাকা
বিক্রয়		১,৫৭,০০০	
বাদ: বিক্রয় ফেরত		(৭,০০০)	
বাদ : বিক্রীত পণ্যের ব্যয়			১,৫০,০০০
প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য		৩০,০০০	
ক্রয়	৭৬,০০০		
বাদ: ক্রয় ফেরত	(৬,০০০)		
		৭০,০০০	
আন্তঃ পরিবহণ		৫,০০০	
ডক চার্জ		১০,০০০	
আমদানি শুল্ক		৭০০০	
		১,২২,০০০	
বাদ: সমাপনী মজুদ পণ্য		(৪০,০০০)	৮২,০০০
মোট মুনাফা			৬৮,০০০
বাদ : পরিচালন ব্যয়			
বহিঃ পরিবহণ		৮,০০০	
বেতন	২৪,০০০		
বাদ: অগ্রিম	(৪,০০০)		
		২০,০০০	
বিজ্ঞাপন		১০,০০০	
মনিহারি	৩,০০০		
বাদ: অব্যবহৃত	(৫০০)	২,৫০০	
অফিস খরচ	৬,০০০		
যোগ: বকেয়া	১,০০০		
		৭,০০০	
বিদ্যুৎ খরচ		৫,০০০	
বিক্রয় কমিশন		৮,০০০	
বাট্টা প্রদান		১,০০০	
			(৬১,৫০০)
পরিচালন মুনাফা			**৬,৫০০**
যোগ : অন্যান্য আয় :			
বাট্টা প্রাপ্তি		৮০০	
কমিশন প্রাপ্তি		৫০০	
বিনিয়োগের সুদ	৮০০		
যোগ: প্রাপ্য সুদ	১,২০০		
		২,০০০	৩,৩০০
			৯,৮০০
বাদ : অন্যান্য ব্যয় :			
ব্যাংক জমাতিরিক্তের সুদ			(১,০০০)
নিট মুনাফা			৮,৮০০

অর্পণ ট্রেডার্স
মালিকানা স্বত্বে পরিবর্তন বিবরণী
২০১৭ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

বিবরণ	টাকা	টাকা
মূলধন (১/১/২০১৭)	১,৭০,০০০	
(+) নিট লাভ	৮,৮০০	
		১,৭৮,৮০০
(–) উত্তোলন		(৪০,০০০)
সমাপনী মালিকানা স্বত্ব (৩১/১২/২০১৭)		১,৩৮,৮০০

অর্পণ ট্রেডার্স
আর্থিক অবস্থার বিবরণী
৩১ ডিসেম্বর ২০১৭

বিবরণ	টাকা	টাকা
স্থায়ী সম্পদ :		
আসবাবপত্র	২০,০০০	
যন্ত্রপাতি	৭০,০০০	
মোট স্থায়ী সম্পদ		৯০,০০০
বিনিয়োগ :		
১০% বিনিয়োগ		২০,০০০
চলতি সম্পদ :		
হাতে নগদ	৩,৬০০	
দেনাদার	৩০,০০০	
অব্যবহৃত মনিহারি	৫০০	
অগ্রিম বেতন	৪,০০০	
বিনিয়োগের প্রাপ্য সুদ	১,২০০	
সমাপনী মজুদ পণ্য	৪০,০০০	
মোট চলতি সম্পদ		৭৯,৩০০
মোট সম্পদ		১,৮৯,৩০০
মালিকানা স্বত্ব ও দায় :		
মালিকানা স্বত্ব (সমাপনী উদ্বৃত্ত)		১,৩৮,৮০০
চলতি দায়:		
পাওনাদার	১৯,৫০০	
ব্যাংক জমাতিরিক্ত	৩০,০০০	
অফিস খরচ বকেয়া	১,০০০	
মোট চলতি দায়		৫০,৫০০
মালিকানা স্বত্ব ও দায়		১,৮৯,৩০০

উদাহরণ: ৪

শওকত ট্রেডার্সের নিম্নোক্ত রেওয়ামিল ও সমন্বয়সমূহ বিবেচনাপূর্বক ২০১৭ সালের ৩১ মার্চ তারিখে সমাপ্ত বছরের বিশদ আয় বিবরণী, মালিকানা স্বত্বে পরিবর্তন বিবরণী এবং উক্ত তারিখের আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত করো :

রেওয়ামিল
৩১ মার্চ ২০১৭

হিসাবের নাম	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
হাতে নগদ	৮,২০০	
ব্যাংক জমা	১১,০০০	
প্রাপ্য বিল ও প্রদেয় বিল	৩,৫০০	২,০০০
মূলধন		১,০০,০০০
প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য	১১,০০০	
ক্রয় ও বিক্রয়	৩৫,০০০	৫৮,০০০
বিক্রয় ফেরত ও ক্রয় ফেরত	৩,০০০	২,০০০
দেনাদার	২২,০০০	
পাওনাদার		২০,০০০
আসবাবপত্র বিক্রয়জনিত মুনাফা		১,০০০
বিজ্ঞাপন	৭,০০০	
বেতন	১০,০০০	
পরিবহণ	১,০০০	
আপ্যায়ন খরচ	২,০০০	
কুঋণ ও সন্দেহজনক দেনা সঞ্চিতি		১,৫০০
কমিশন প্রদান ও কমিশন প্রাপ্তি	৩০০	৫০০
ইজারা সম্পদ (৫ বছর)	৩০,০০০	
আসবাবপত্র	৪,০০০	
অফিস সরঞ্জাম	৫,০০০	
উত্তোলন	৩২,০০০	
	১,৮৫,০০০	১,৮৫,০০০

সমন্বয় :

ক. সমাপনী মজুদ পণ্য ২০,০০০ টাকা।

খ. ২ মাসের বেতন বকেয়া রয়েছে।

গ. দেনাদারের ১,০০০ টাকা আদায়যোগ্য নয়।

ঘ. বিজ্ঞাপন খরচের অর্ধেক বিলম্বিত কর।

ঙ. আসবাবপত্র ও অফিস সরঞ্জামের উপর ৫% অবচয় ধরতে হবে।

২০২৩

সমাধান :

শওকত ট্রেডার্সের
বিশদ আয় বিবরণী
২০১৭ সালের ৩১ মার্চ তারিখে সমাপ্ত বছরের

বিবরণ	টাকা	টাকা	টাকা
বিক্রয়		৫৮,০০০	
বাদ: বিক্রয় ফেরত		(৩,০০০)	৫৫,০০০
বাদ : বিক্রীত পণ্যের ব্যয়			
প্রারম্ভিক মজুদ		১১,০০০	
ক্রয়	৩৫,০০০		
বাদ: ক্রয় ফেরত	(২,০০০)		
		৩৩,০০০	
যোগ: পরিবহণ		১,০০০	
		৪৫,০০০	
বাদ: সমাপনী মজুদ পণ্য		(২০,০০০)	
			(২৫,০০০)
মোট মুনাফা			৩০,০০০
বাদ : পরিচালন ব্যয়			
বিজ্ঞাপন	৭,০০০		
বাদ: বিলম্বিত $(\frac{১}{২})$	(৩,৫০০)	৩,৫০০	
বেতন	১০,০০০		
যোগ: বকেয়া	২,০০০		
		১২,০০০	
আপ্যায়ন খরচ		২,০০০	
অলিখিত কুঋণ	১,০০০		
বাদ: প্রারম্ভিক কুঋণ ও সন্দেহজনক দেনা সঞ্চিতি	(১,৫০০)	(৫০০)	
কমিশন প্রদান		৩০০	
ইজারা সম্পদ অবলোপন $(\frac{১}{৫})$		৬,০০০	
অবচয়–আসবাবপত্র	২০০		
অবচয়–অফিস সরঞ্জাম	২৫০	৪৫০	
			(২৩,৭৫০)
পরিচালন মুনাফা			৬,২৫০
যোগ : অন্যান্য আয় :			
আসবাবপত্র বিক্রয়জনিত মুনাফা		১,০০০	
কমিশন প্রাপ্তি		৫০০	
			১,৫০০
নিট মুনাফা			৭,৭৫০

২০২৫

শওকত ট্রেডার্সের
মালিকানা স্বত্বে পরিবর্তন বিবরণী
২০১৭ সালের ৩১ মার্চ তারিখে সমাপ্ত বছরের

বিবরণ	টাকা	টাকা
মূলধন	১,০০,০০০	
(+) নিট লাভ	৭,৭৫০	
		১,০৭,৭৫০
(–) উত্তোলন		(৩২,০০০)
মালিকানা স্বত্ব (৩১/০৩/২০১৭)		৭৫,৭৫০

শওকত ট্রেডার্সের
আর্থিক অবস্থার বিবরণী
৩১ মার্চ ২০১৭

বিবরণ	টাকা	টাকা	টাকা
স্থায়ী সম্পদ :			
ইজারা সম্পদ	৩০,০০০		
বাদ: অবলোপন	(৬,০০০)		
		২৪,০০০	
আসবাবপত্র	৪,০০০		
বাদ: পুঞ্জীভূত অবচয়	(২০০)	৩,৮০০	
অফিস সরঞ্জাম	৫,০০০		
বাদ: পুঞ্জীভূত অবচয়	(২৫০)	৪,৭৫০	
মোট স্থায়ী সম্পদ			৩২,৫৫০
চলতি সম্পদ :			
হাতে নগদ		৮,২০০	
ব্যাংক জমা		১১,০০০	
প্রাপ্য বিল		৩,৫০০	
দেনাদার	২২,০০০		
বাদ: অলিখিত কুঋণ	(১,০০০)		
		২১,০০০	
সমাপনী মজুদ পণ্য		২০,০০০	
মোট চলতি সম্পদ			৬৩,৭০০
অলীক সম্পদ :			
বিলম্বিত বিজ্ঞাপন			৩,৫০০
মোট সম্পদ			**৯৯,৭৫০**
মালিকানা স্বত্ব ও দায়			
মালিকানা স্বত্ব (সমাপনী উদ্বৃত্ত)			৭৫,৭৫০
চলতি দায় :			
প্রদেয় বিল		২,০০০	
পাওনাদার		২০,০০০	
বকেয়া বেতন		২,০০০	
মোট চলতি দায়			২৪,০০০
মালিকানা স্বত্ব ও দায়			**৯৯,৭৫০**

উদাহরণ : ৫

ফারহানা এন্টারপ্রাইজের নিম্নোক্ত রেওয়ামিল ও সমন্বয়সমূহ বিবেচনাপূর্বক ২০১৭ সালের ৩০ জুন সমাপ্ত বছরের বিশদ আয় বিবরণী, মালিকানা স্বত্বে পরিবর্তন বিবরণী এবং উক্ত তারিখের আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত করো:

রেওয়ামিল
৩০ জুন ২০১৭

হিসাবের নাম	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
দেনাদার ও পাওনাদার	২০,০০০	৩৭,০০০
দালানকোঠা	৭০,০০০	
সাধারণ সঞ্চিতি		১০,০০০
হাতে নগদ	১৮,৬০০	
মূলধন		১,০০,০০০
উত্তোলন	৩৫,০০০	
প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য	৩০,০০০	
ক্রয় ও বিক্রয়	৮৪,০০০	১,৫৪,০০০
দালানের মেরামত	২,৬০০	
জাহাজ ভাড়া	৪,০০০	
শুল্ক	১,০০০	
ডক চার্জ	১,৭০০	
বেতন ও সম্মানী	১৮,০০০	
সাধারণ খরচ	৫,০০০	
ব্যাংক জমাতিরিক্ত		৩,০০০
বিমা প্রিমিয়াম	১,৫০০	
লিগ্যাল চার্জ ও কুঋণ সঞ্চিতি	৩,০০০	২,৫০০
বিজ্ঞাপন	৫,৫০০	
বিবিধ ক্ষতি	৩,৬০০	
ব্যাংক জমাতিরিক্তের সুদ	১০,০০০	
প্রাপ্ত বাট্টা		৪,০০০
ভ্রমণ খরচ	৩,০০০	
প্রাপ্ত বাড়িভাড়া		১১,০০০
আয়কর	৫,০০০	
	৩,২১,৫০০	**৩,২১,৫০০**

সমন্বয় :

ক. ব্যক্তিগত প্রয়োজনে পণ্য উত্তোলন ১,০০০ টাকা হিসাবভুক্ত হয়নি।

খ. অলিখিত আন্তঃফেরত ও বহিঃফেরত যথাক্রমে ৪,০০০ ও ২,০০০ টাকা।

গ. বিমা প্রিমিয়াম ২০১৭ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পরিশোধিত। [এক বছরের জন্য]

ঘ. অব্যবহৃত মনিহারি ১,০০০ টাকা এবং ১ মাসের বাড়িভাড়া অনাদায়ী।

ঙ. দেনাদারের ২,০০০ টাকা অবলোপন কর এবং অবশিষ্ট দেনাদারের ১০% কুঋণ ও সন্দেহজনক দেনা সঞ্চিতি রাখতে হবে।

চ. সমাপনী মজুদ পণ্য ৪০,০০০ টাকা।

সমাধান :

ফারহানা এন্টারপ্রাইজ
বিশদ আয় বিবরণী
২০১৭ সালের ৩০ জুন তারিখে সমাপ্ত বছরের

বিবরণ	টাকা	টাকা	টাকা
বিক্রয়		১,৫৪,০০০	
বাদ: আন্তঃফেরত		(৪,০০০)	১,৫০,০০০
বাদ : বিক্রীত পণ্যের ব্যয়			
প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য		৩০,০০০	
ক্রয়	৮৪,০০০		
বাদ: পণ্য উত্তোলন	(১,০০০)		
	৮৩,০০০		
বাদ: বহিঃফেরত	(২,০০০)	৮১,০০০	
জাহাজ ভাড়া		৪,০০০	
শুল্ক		১,০০০	
ডক চার্জ		১,৭০০	
		১,১৭,৭০০	
বাদ: সমাপনী মজুদ পণ্য		(৪০,০০০)	(৭৭,৭০০)
মোট মুনাফা			৭২,৩০০
বাদ : পরিচালন ব্যয়			
দালানের মেরামত		২,৬০০	
বেতন ও সম্মানী		১৮,০০০	
সাধারণ খরচ	৫,০০০		
বাদ: অব্যবহৃত মনিহারি	(১,০০০)	৪,০০০	
বিমা প্রিমিয়াম	১,৫০০		
বাদ: অগ্রিম	(৩৭৫)	১,১২৫	
লিগ্যাল চার্জ		৩,০০০	
সমাপনী কুঋণ ও সন্দেহজনক দেনা সঞ্চিতি	১,৪০০		
বাদ : কুঋণ ও সন্দেহজনক দেনা সঞ্চিতি হিসাবের উদ্বৃত্ত : (প্রারম্ভিক উদ্বৃত্ত ২,৫০০–কুঋণ অবলোপন ২,০০০)	(৫০০)	৯০০	
বিজ্ঞাপন		৫,৫০০	
ভ্রমণ খরচ		৩,০০০	(৩৮,১২৫)
পরিচালন মুনাফা			৩৪,১৭৫

২০২৫

যোগ : অন্যান্য আয় :			
প্রাপ্ত বাট্টা		৪,০০০	
বাড়ি ভাড়া	১১,০০০		
যোগ: প্রাপ্য	১,০০০	১২,০০০	
			১৬,০০০
বাদ : অন্যান্য ব্যয় :			৫০,১৭৫
বিবিধ ক্ষতি		৩,৬০০	
ব্যাংক জমাতিরিক্তের সুদ		১০,০০০	(১৩,৬০০)
নিট মুনাফা			৩৬,৫৭৫

ফারহানা এন্টারপ্রাইজ
মালিকানা স্বত্বে পরিবর্তন বিবরণী
২০১৭ সালের ৩০ জুন তারিখে সমাপ্ত বছরের

বিবরণ	টাকা	টাকা
প্রারম্ভিক মূলধন	১,০০,০০০	
যোগ: নিট মুনাফা	৩৬,৫৭৫	
		১,৩৬,৫৭৫
বাদ: উত্তোলন :		
নগদ	৩৫,০০০	
পণ্য	১,০০০	(৩৬,০০০)
		১,০০,৫৭৫
বাদ: আয়কর		(৫,০০০)
		৯৫,৫৭৫
যোগ: সাধারণ সঞ্চিতি		১০,০০০
সমাপনী মালিকানা স্বত্ব		**১,০৫,৫৭৫**

ফারহানা এন্টারপ্রাইজ
আর্থিক অবস্থার বিবরণী
৩০ জুন ২০১৭

বিবরণ	টাকা	টাকা	টাকা
স্থায়ী সম্পদ :			
দালানকোঠা			৭০,০০০
মোট স্থায়ী সম্পদ			
চলতি সম্পদ :			
হাতে নগদ		১৮,৬০০	
দেনাদার	২০,০০০		
(–) আন্তঃ ফেরত	(৪,০০০)		
	১৬,০০০		
(–) অলিখিত কুঋণ	(২,০০০)		
	১৪,০০০		
(–) সমাপনী কুঋণ ও সন্দেহজনক দেনা সঞ্চিতি	(১,৪০০)	১২,৬০০	

প্রাপ্য বাড়ি ভাড়া		১,০০০	
বিমা প্রিমিয়াম অগ্রিম		৩৭৫	
অব্যবহৃত মনিহারি		১,০০০	
সমাপনী মজুদ পণ্য		৪০,০০০	
মোট চলতি সম্পদ			৭৩,৫৭৫
মোট সম্পদ			১,৪৩,৫৭৫
মালিকানা স্বত্ব ও দায়			
সমাপনী মালিকানা স্বত্ব			১,০৫,৫৭৫
চলতি দায় :			
পাওনাদার	৩৭,০০০		
(–) বহিঃফেরত	(২,০০০)		
		৩৫০০০	
ব্যাংক জমাতিরিক্ত		৩০০০	
মোট চলতি দায়			৩৮০০০
মালিকানা স্বত্ব ও দায়			১,৪৩,৫৭৫

ব্যবসায়ের আর্থিক অবস্থার মূল্যায়ন :

বিশদ আয় বিবরণী এবং আর্থিক অবস্থার বিবরণী থেকে আমরা ব্যবসায়ের আর্থিক অবস্থা জানতে পারি যেমন লাভ–ক্ষতি, স্থায়ী সম্পদ, চলতি সম্পদ, চলতি দায়, দীর্ঘমেয়াদি দায়, মূলধনের পরিমাণ ইত্যাদি। কিন্তু এ জানা যথেষ্ট নয়। কারণ কত লাভ হয়েছে তার চেয়েও বড় কথা কত টাকা বিনিয়োগ করে কত লাভ হয়েছে। তেমনিভাবে চলতি সম্পদ এবং চলতি দায় পৃথকভাবে জানার পাশাপাশি চলতি সম্পদ চলতি দায়ের কত গুণ, অর্থাৎ ব্যবসায়ের চলতি সম্পদ দ্বারা চলতি দায় পরিশোধের ক্ষমতা কতটুকু। অতএব, ব্যবসায়ের আর্থিক অবস্থা ভালোভাবে জানতে হলে আমাদেরকে বিশদ আয় বিবরণী এবং আর্থিক অবস্থার বিবরণীর একটি হিসাব খাতের সাথে আরেকটি হিসাব খাতের তুলনা করতে হবে, অর্থাৎ একটি হিসাবখাত অন্য হিসাব খাতের শতকরা কত অংশ (শতকরা হার) অথবা একটি হিসাব খাতের সাথে অন্য হিসাব খাতের অনুপাত বের করতে হবে। এই শতকরা হার এবং অনুপাত নির্ণয় করে একটি ব্যবসায়ের একাধিক বছরের আর্থিক অবস্থার তুলনামূলক মূল্যায়ন করা সম্ভব। শুধু তা-ই নয়, একটি ব্যবসায়ের সাথে অন্য ব্যবসায়ের আর্থিক অবস্থারও তুলনা করা যায়। নিচে কয়েকটি অনুপাত বিশ্লেষণ দেখানো হলো।

মুনাফার হার:

নিট মুনাফাকে আমরা বিক্রয় আয় এবং বিনিয়োজিত মূলধনের সাথে তুলনা করতে পারি। অর্থাৎ নিট মুনাফা ও বিক্রয় আয়ের শতকরা হার এবং নিট আয় ও বিনিয়োজিত মূলধনের শতকরা হার নির্ণয় করতে পারি। এই শতকরা হার যে সালে বেশি সেই বছরের মুনাফা অর্জনের ক্ষমতা অন্য বছরের চেয়ে ভালো। তেমনিভাবে এই শতকরা হার যে ব্যবসায়ের বেশি, সে ব্যবসায়ের মুনাফা অর্জনের ক্ষমতা অন্য ব্যবসায়ের চেয়ে ভালো।

১। $\text{নিট মুনাফার হার} = \frac{\text{নিট মুনাফা}}{\text{নিট বিক্রয়}} \times ১০০$

২। $\text{বিনিয়োজিত মূলধনের উপর মুনাফার হার} = \frac{\text{নিট মুনাফা}}{\text{বিনিয়োজিত মূলধন}} \times ১০০$

এক্ষেত্রে বিনিয়োজিত মূলধন=মোট সম্পত্তি–চলতি দায়

চলতি দায় পরিশোধ ক্ষমতা :

চলতি সম্পদ এবং চলতি দায়ের তুলনা করে অর্থাৎ চলতি সম্পদ ও চলতি দায়ের অনুপাত নির্ণয় করে আমরা ব্যবসায়ের চলতি দায় পরিশোধ ক্ষমতা জানতে পারি। এর জন্য সাধারণত দুটি অনুপাত নির্ণয় করা হয়।

১) চলতি অনুপাত = $\frac{\text{চলতি সম্পত্তি}}{\text{চলতি দায়}}$

২) তারল্য অনুপাত= $\frac{\text{চলতি সম্পত্তি - (মজুদ পণ্য+অগ্রিম খরচ)}}{\text{চলতি দায়}}$

অগ্রিম পরিশোধিত খরচ এবং মজুদ পণ্য দ্রুত নগদ অর্থে রূপান্তর করা যায় না বিধায় তারল্য অনুপাত নির্ণয়ে এই আইটেমগুলো বাদ রাখা হয়। চলতি অনুপাত সাধারণত ২:১ হওয়া ভালো অর্থাৎ প্রতি ১ টাকা চলতি দায়ের বিপক্ষে ২ টাকার চলতি সম্পত্তি থাকা বাঞ্ছনীয় এবং প্রতি ১ টাকা তরল দায় পরিশোধের জন্য ১ টাকার তরল সম্পদ থাকা বাঞ্ছনীয়। অর্থাৎ তারল্য অনুপাতের ক্ষেত্রে আদর্শ মান হলো ১:১।

উদাহরণ:

রানি এন্টারপ্রাইজ এবং শ্রীলেখা এন্টারপ্রাইজের ২০১৭ সালের হিসাব বই হতে নিম্নোক্ত তথ্যাদি সংগৃহীত :

	রানি এন্টারপ্রাইজ (টাকা)	শ্রীলেখা এন্টারপ্রাইজ (টাকা)
মোট মুনাফা	১০,০০০	১৫,০০০
নিট মুনাফা	৮,০০০	৬,০০০
বিক্রয়	১,০০,০০০	১,২০,০০০
বিনিয়োজিত মূলধন	৬০,০০০	৮০,০০০
চলতি সম্পদ	৯,০০০	১০,০০০
চলতি দায়	৫,০০০	৬,০০০
মজুদ পণ্য	১,০০০	১,২০০

করণীয়:

ক) দুটি ব্যবসায়ের নিট মুনাফার হার ও বিনিয়োজিত মূলধনের উপর মুনাফার হার।

খ) দুটি ব্যবসায়ের চলতি অনুপাত ও তারল্য অনুপাত।

গ) কোন ব্যবসায়ের আর্থিক অবস্থা ভালো?

সমাধান :

ক)

মুনাফার অনুপাত	রানি এন্টারপ্রাইজ	শ্রীলেখা এন্টারপ্রাইজ
১। নিট মুনাফার হার = $\frac{\text{নিট মুনাফা}}{\text{নিট বিক্রয়}} \times ১০০$	$\frac{৮০০০}{১০০০০০} \times ১০০ = ৮\%$	$\frac{৬০০০}{১২০০০০} \times ১০০ = ৫\%$
২। বিনিয়োজিত মূলধনের উপর মুনাফার হার= $\frac{\text{নিট মুনাফা}}{\text{বিনিয়োজিত মূলধন}} \times ১০০$	$\frac{৮০০০}{৬০০০০} \times ১০০ = ১৩.৩\%$	$\frac{৬০০০}{৮০০০০} \times ১০০ = ৭.৫\%$

খ)

চলতি দায় পরিশোধ অনুপাত	রানি এন্টারপ্রাইজ	শ্রীলেখা এন্টারপ্রাইজ
১। চলতি অনুপাত = $\frac{\text{চলতি সম্পত্তি}}{\text{চলতি দায়}}$	$\frac{৯০০০}{৫০০০}$ = ১.৮ : ১	$\frac{১০০০০}{৬০০০}$ = ১.৬৭ : ১
২। তারল্য অনুপাত = $\frac{\text{চলতি সম্পত্তি - (মজুদ পণ্য+অগ্রিম খরচ)}}{\text{চলতি দায়}}$	$\frac{৯০০০ - ১০০০}{৫০০০}$ = ১.৬ : ১	$\frac{১০০০০ - ১২০০}{৬০০০}$ = ১.৪৬ : ১

গ) রানি এন্টারপ্রাইজের আর্থিক অবস্থা শ্রীলেখা এন্টারপ্রাইজের চেয়ে ভালো। রানির মুনাফার হার ৮% ও ১৩.৩%। শ্রীলেখার ৫% ও ৭.৫%। রানির তারল্য বা চলতি দায় মিটানোর ক্ষমতাও শ্রীলেখার চেয়ে ভালো। চলতি অনুপাতের আদর্শ মান সাধারণত ২:১ হয়, অর্থাৎ চলতি দায় পরিশোধ করেও যেন যথেষ্ট টাকা হাতে থাকে।

কাজ: নিম্নোক্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে নিট মুনাফার অনুপাত, বিনিয়োজিত মূলধনের আয় অনুপাত, চলতি অনুপাত ও তারল্য অনুপাত নির্ণয় করো।

	টাকা		টাকা
মোট মুনাফা	৪০,০০০	বিনিয়োজিত মূলধন	১,০০,০০০
নিট মুনাফা	১৮,০০০	চলতি সম্পদ	৩৫,০০০
বিক্রয়	১,২০,০০০	চলতি দায়	২০,০০০
		সমাপনী মজুদ পণ্য	৫,০০০

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। বিশদ আয় বিবরণীর ১ম ধাপের ফলাফল কোনটি?

ক) নিট বিক্রয় খ) নিট ক্রয় গ) মোট মুনাফা ঘ) বিক্রীত পণ্যের ব্যয়

২। বিক্রীত পণ্যের ব্যয় নির্ণয়ে কোনটি বিয়োগ করা হয়?

ক) প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য খ) সমাপনী মজুদ পণ্য গ) নিট ক্রয় ঘ) নিট বিক্রয়

৩। পরিচালন আয় হলো–

i) আসবাবপত্র বিক্রয়
ii) পণ্য বিক্রয়
iii) সেবা আয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৪। নিচের কোনটি সঠিক?

ক) মুনাফা মূলধনের অংশ
খ) মুনাফা মূলধনের হ্রাস ঘটায়
গ) মূলধন শুধুই মুনাফা থেকে আসে
ঘ) মুনাফা মূলধনের বৃদ্ধি ঘটায়

৫। মোট মুনাফা হলো–

ক) বিক্রীত পণ্যের ব্যয় – সমাপনী মজুদ
খ) নিট বিক্রয়– বিক্রীত পণ্যের ব্যয়
গ) বিক্রীত পণ্যের ব্যয় + প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য
ঘ) নিট মুনাফা – পরিচালন ব্যয়

৬। অন্যান্য আয়ের অন্তর্ভুক্ত হলো –

i) বিনিয়োগের সুদ
ii) বিক্রয়
iii) প্রাপ্ত বাট্টা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৭। বিক্রয় ১৮,০০০ টাকা, প্রারম্ভিক মজুদ ২,৫০০ টাকা, সমাপনী মজুদ ১,৭০০ টাকা, ক্রয় ১৩,৪০০ টাকা এবং ক্রয় পরিবহণ ৭০০ টাকা হলে; বিক্রীত পণ্যের ব্যয় কত?

ক) ১৪,৯০০ টাকা খ) ১৫,৯০০ টাকা গ) ১৬,৬০০ টাকা ঘ) ১৮,৩০০ টাকা

৮। অবচয় হলো–

ক) স্থায়ী সম্পদের ক্রয়কৃত মূল্য
খ) পুরাতন স্থায়ী সম্পদ বিক্রয়লব্ধ অর্থ
গ) ব্যবহারের ফলে স্থায়ী সম্পদের মূল্য অবনতি
ঘ) পুরাতন স্থায়ী সম্পদের প্রতিস্থাপন ব্যয়

৯। সম্ভাব্য কুঋণ সঞ্চিতি রাখা হয় যখন–

ক) দেনাদার দেউলিয়া হয়ে যায়
খ) দেনাদারকে খুঁজে পাওয়া যায় না
গ) দেনাদারের নিকট প্রাপ্য অর্থ নিশ্চিত পাওয়া যাবে না
ঘ) দেনাদারের নিকট প্রাপ্য অর্থ আদায় নাও হতে পারে

১০। যদি মোট মুনাফা ৭০,০০০ টাকা, পরিচালন ব্যয় ৩৫,০০০ টাকা, অন্যান্য আয় ১৫,০০০ টাকা হয়, তবে নিট মুনাফা কত হবে?

ক) ২০,০০০ টাকা খ) ২৫,০০০ টাকা গ) ৩৫,০০০ টাকা ঘ) ৫০,০০০ টাকা

১১। মোট লাভ হওয়া সত্ত্বেও নিট ক্ষতি হওয়ার কারণ কী?

ক) বিক্রীত পণের ব্যয় বৃদ্ধি খ) মজুদ পণ্য বৃদ্ধি গ) পরিচালন খরচ বৃদ্ধি ঘ) অন্যান্য আয় বৃদ্ধি

১২। কোনটি পরিচালন ব্যয়?

ক) অফিস খরচ খ) উত্তোলন গ) বিবিধ ক্ষতি ঘ) ঋণের সুদ

১৩। 'পাওনাদার' আর্থিক অবস্থার বিবরণীর কোন অংশে থাকে?

ক) চলতি সম্পদ খ) চলতি দায় গ) স্থায়ী সম্পদ ঘ) দীর্ঘমেয়াদি দেনা

১৪। লিনা ট্রেডার্সের হিসাবের বইতে মিনা এন্ড সন্স হিসাবে ডেবিট ব্যালেন্স ৫০০ টাকা দ্বারা লিনা ট্রেডার্সের কী বোঝায়?

ক) ব্যয় খ) আয় গ) সম্পদ ঘ) দায়

১৫। তারল্য অনুপাত নির্ণয়ের সূত্র কোনটি?

ক) $\dfrac{\text{চলতি দায় - (মজুদ পণ্য+অগ্রিম খরচ)}}{\text{চলতি সম্পত্তি}}$

খ) $\dfrac{\text{চলতি সম্পত্তি + (মজুদ পণ্য−অগ্রিম খরচ)}}{\text{চলতি দায়}}$

গ) $\dfrac{\text{চলতি সম্পত্তি}}{\text{চলতি দায়}}$

ঘ) $\dfrac{\text{চলতি সম্পত্তি - (মজুদ পণ্য+অগ্রিম খরচ)}}{\text{চলতি দায়}}$

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। ঢাকার "সততা ল' চেম্বার"–এর ২০১৭ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের রেওয়ামিল ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সমন্বয়ের বিষয় নিম্নরূপ:

সততা ল' চেম্বার
রেওয়ামিল
৩১ ডিসেম্বর ২০১৭

ক্রমিক নং	হিসাবের নাম	খ.পৃ.	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
১.	উত্তোলন ও মূলধন		৬০,০০০	৩,৫০,০০০
২.	অগ্রিম চেম্বার ভাড়া		১,২০,০০০	
৩.	আসবাবপত্র ও সরঞ্জাম		৮০,০০০	
৪.	সেবা আয়			৪,৭৫,০০০
৫.	ব্যাংক জমা		২,০০,০০০	
৬.	অগ্রিম সেবা আয়			৫০,০০০
৭.	আইন বই		৪০,০০০	
৮.	৬% বিনিয়োগ (১-৭-২০১৫)		২,৫০,০০০	
৯.	পুঞ্জীভূত অবচয় (সরঞ্জাম)			১৬,০০০
১০.	বেতন ও ভাতা		১,১০,০০০	
১১.	বিদ্যুৎ ও টেলিফোন বিল		২৪,০০০	
১২.	যাতায়াত খরচ		৭,০০০	
			৮,৯১,০০০	৮,৯১,০০০

সমন্বয়ের বিষয় :

১) একটি কোম্পানির নিকট থেকে আইনি সহায়তা প্রদানের জন্য অগ্রিম চেক গ্রহণ করা হয়েছে ৪০,০০০ টাকার, যা সেবা আয়ের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

২) এক মাসের বেতন ও ভাতা বকেয়া রয়েছে।

৩) অগ্রিম চেম্বার ভাড়ার অর্ধেকের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে।

৪) আসবাবপত্র ও সরঞ্জামের ১০% অবচয় ধরতে হবে।

ক. উপর্যুক্ত তথ্য হতে চলতি দায়ের পরিমাণ নির্ণয় করো।

খ. সততা ল' চেম্বারের বিশদ আয় বিবরণী প্রস্তুত করো।

গ. আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে মোট সম্পদের পরিমাণ শ্রেণিবিন্যাস করে নির্ণয় করো।

২। রিমঝিম এন্টারপ্রাইজের ২০১৭ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের কতিপয় খতিয়ান উদ্বৃত্ত ও প্রয়োজনীয় সমন্বয়সমূহ নিম্নরূপ :

হিসাবের নাম	খ: পৃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য		৩০,০০০	
ক্রয় ও বিক্রয়		২,৯০,০০০	৪,২০,০০০
আন্তঃপরিবহণ		৬,০০০	
ফেরত		১২,০০০	৫,০০০
বাট্টা		৭,০০০	১০,০০০
বেতন (৯ মাসের)		৫৪,০০০	
আমদানি শুল্ক		৫,০০০	
মনিহারি		৪,০০০	
বিজ্ঞাপন		১২,০০০	
প্রাপ্য বিল		১৫,০০০	
		৪,৩৫,০০০	৪,৩৫,০০০

সমন্বয়সমূহ:
১. সমাপনী মজুদ পণ্যের ক্রয়মূল্য ৪০,০০০ টাকা, যার বাজার মূল্য ২,০০০ টাকা বেশি। (২) প্রারম্ভিক মজুদ পণ্যের মধ্যে ৫০০ টাকার সাপ্লাইজ অন্তর্ভুক্ত আছে। (৩) সম্ভাব্য ক্রেতাদের মাঝে ৬,০০০ টাকার পণ্য বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে, যা হিসাবভুক্ত হয়নি। (৪) পরিবহণ খরচ ৩,০০০ টাকা বকেয়া রয়েছে, পক্ষান্তরে শুল্ক বাবদ ১,০০০ টাকা অগ্রিম প্রদান করা হয়েছে।

ক. উপর্যুক্ত তথ্য হতে নিট বিক্রয়ের পরিমাণ নির্ণয় করো।
খ. রিমঝিম এন্টারপ্রাইজের বিক্রীত পণ্যের ব্যয়ের পরিমাণ নির্ণয় করো।
গ. মোট মুনাফা ১,২৬,৫০০ টাকা ধরে বিশদ আয় বিবরণী প্রস্তুত করো।

৩। জাফরিন এন্ড সন্সের ২০১৭ সালের ৩০ জুন তারিখের রেওয়ামিল ও অন্যান্য তথ্য নিম্নরূপ :

জাফরিন এন্ড সন্স
রেওয়ামিল
৩০ জুন ২০১৭

হিসাবের নাম	খ: পৃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
ক্রয় ও পাওনাদার		১,৫০,০০০	৯০,০০০
দেনাদার ও বিক্রয়		৭৩,০০০	১,২৭,০০০
বহিঃপরিবহণ ও বহিঃফেরত		১৫,৫০০	৬,৫০০
১৫% ব্যাংক জমাতিরিক্ত (৩১-১-২০১৭)			৪০,০০০
মূলধন			১,০০,০০০
অগ্রিম ভাড়া		১০,০০০	
ব্যাংক চার্জ ও কুঋণ সঞ্চিতি		২,০০০	৩,৫০০
নগদ বাট্টা		৭,৫০০	১১,০০০
ইজারা সম্পত্তি (৮ বছরের)		১,২০,০০০	
		৩,৭৮,০০০	৩,৭৮,০০০

অন্যান্য তথ্য:
১. অবিক্রীত পণ্যের মূল্য ৬৩,৫০০ টাকা।
২. অগ্রিম ভাড়ার ৬,০০০ টাকার মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে।
৩. উক্ত বছরের কুঋণের পরিমাণ ৩,০০০ টাকা এবং ৫% হারে কু-ঋণ সঞ্চিতির ব্যবস্থা করতে হবে।
ক. উপর্যুক্ত তথ্য হতে বিক্রীত পণ্যের ব্যয় নির্ণয় করো।
খ. মোট মুনাফা ৪৭,০০০ টাকা ধরে জাফরিন এন্ড সন্সের বিশদ আয় বিবরণী প্রস্তুত করো।
গ. মালিকানা স্বত্বের সমাপনী উদ্বৃত্ত ১,০৬,৫০০ টাকা ধরে আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত করো।

৪। প্রিয়ন্তী এন্টারপ্রাইজের ২০১৭ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের রেওয়ামিল ও অন্যান্য তথ্যাদি নিম্নরূপ:

হিসাবের নাম	খ: পৃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
মূলধন			১,৪৮,০০০
বিক্রীত পণ্যের ব্যয়		১,৫২,০০০	
সমাপনী মজুদ পণ্য		৫৮,০০০	
বিক্রয়			৩,২৫,০০০
১০% বিনিয়োগ		১,২০,০০০	
বেতন ও সম্মানী		৭২,০০০	
প্রশিক্ষণ ভাতা		১৮,৮০০	
আসবাবপত্র		১,০০,০০০	
কমিশন		৭,২০০	৪,০০০
প্রাপ্ত বাট্টা			১১,০০০
প্রদেয় হিসাব			৪০,০০০
		৫,২৮,০০০	৫,২৮,০০০

অন্যান্য তথ্য: ১) চার মাসের বেতন ও সম্মানী বকেয়া রয়েছে। (২) আসবাবপত্রের ১০% অবচয় ধরতে হবে।
(৩) প্রাপ্য কমিশন ৪,০০০ টাকা হিসাবভুক্ত হয়নি।
ক. উপর্যুক্ত তথ্য হতে মোট মুনাফা বা ক্ষতি নির্ণয় করো।
খ. মোট মুনাফা ১,৭৩,০০০ টাকা ধরে বিশদ আয় বিবরণী প্রস্তুত করো।
গ. নিট মুনাফা ৬০,০০০ টাকা ধরে আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত করো।

৫। চন্দনা এন্টারপ্রাইজের ২০১৭ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের রেওয়ামিল ও সমন্বয় নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	হিসাবের নাম	খ:পৃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
১	মজুদ পণ্য (১-১-২০১৭)		৪০,০০০	
২	ক্রয় ও বিক্রয়		১,৯০,০০০	৩,৫০,০০০
৩	দফতর খরচ		৬৫,০০০	
৪	পরিবহণ খরচ		৩,০০০	
৫	হাতে নগদ		১৫,০০০	
৬	প্রাপ্য হিসাব ও প্রদেয় হিসাব		৬৩,০০০	২৫,০০০
৭	কুঋণ ও সন্দেহজনক দেনা সঞ্চিতি		–	৬,৫০০
৮	প্রাপ্ত বাট্টা		–	৭০০

২০২৫

ক্রমিক নং	হিসাবের নাম	খ:পৃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
৯	বিবিধি ক্ষতি		২,৫০০	
১০	সরঞ্জাম বিক্রয়জনিত মুনাফা			২,৫০০
১১	ব্যাংক চার্জ		৩,৫০০	
১২	ডক চার্জ		১,২০০	
১৩	ডাক ও তার খরচ		১,৫০০	
			৩,৮৪,৭০০	৩,৮৪,৭০০

সমন্বয়: ১। নগদে পণ্য বিক্রয় ১৫,০০০ টাকা হিসাবভুক্ত হয়নি।

২। কুঋণ হিসেবে ২,৫০০ টাকা অবলোপন করতে হবে এবং সম্ভাব্য কুঋণের জন্য ৫% সঞ্চিতি ধরতে হবে।

৩। ব্যবসায়ের মামলা পরিচালনা খরচ প্রদান ৫,০০০ টাকা, যা হিসাবভুক্ত হয়নি।

৪। অলিখিত আন্তঃফেরত ২,০০০ টাকা ও বহিঃফেরত ১,০০০ টাকা।

ক) উপর্যুক্ত তথ্য হতে সমাপনী নগদ তহবিলের পরিমাণ নির্ণয় করো।

খ) বিশদ আয় বিবরণী প্রস্তুত করে মোট মুনাফা বা ক্ষতি নির্ণয় করো।

গ) মোট মুনাফা ১,৩৪,৮০০ টাকা ধরে নিট মুনাফা বা ক্ষতি নির্ণয় করো।

৬। শতদল এন্টারপ্রাইজের ২০১৭ সালের ৩০ জুন সমাপ্ত বছরের অর্জিত মোট মুনাফা ১,২৮,০০০ টাকা। উক্ত তারিখে প্রতিষ্ঠানটির আংশিক রেওয়ামিল ও প্রয়োজনীয় সমন্বয়সমূহ নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	হিসাবের নাম	খ. পৃ.	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
১.	উত্তোলন ও মূলধন		১০,০০০	২,৮০,০০০
২.	অফিস সরঞ্জাম		২,৪০,০০০	
৩.	বেতন (৬ মাসের)		৭২,০০০	
৪.	প্রাপ্য নোট ও প্রদেয় নোট		২৫,০০০	২৬,০০০
৫.	বাড়ি ভাড়া আয়			৬,০০০
৬.	পুঞ্জীভূত অবচয় (অফিস সরঞ্জাম)			১২,০০০
৭.	৮% বিনিয়োগ (১-১-২০১৬)		১,০০,০০০	
৮.	কমিশন		৩,০০০	২,০০০
৯.	বিনিয়োগের সুদ			৪,০০০
১০.	১০% বন্ধকী ঋণ (১-২-২০১৭)			১,২০,০০০
			৪,৫০,০০০	৪,৫০,০০০

সমন্বয়:

(১) সমাপনী মজুদ পণ্যের ক্রয়মূল্য ১,২৮,০০০ টাকা, কিন্তু বাজারমূল্য ২০,০০০ টাকা বেশি।

(২) বাড়ি ভাড়া ২ বছরের জন্য পাওয়া গেছে।

(৩) অফিস সরঞ্জামের ৭.৫% অবচয় ধরতে হবে।

(৪) কমিশন বাবদ ২,০০০ টাকা অনাদায়ী রয়েছে।

ক. নিট বিক্রয় ৩,৫৬,০০০ টাকা ধরে বিক্রীত পণ্যের ব্যয় নির্ণয় করো।

খ. শতদল এন্টারপ্রাইজের ২০১৭ সালের ৩০ জুন সমাপ্ত বছরের বিশদ আয় বিবরণী প্রস্তুত করো।

গ. নিট ক্ষতি ২৭,০০০ টাকা ধরে হিসাবকালের শেষ তারিখের আর্থিক অবস্থা নিরূপণ করো।

৭। নিষ্ঠা ট্রেডার্সের ২০১৭ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের রেওয়ামিল ও অন্যান্য তথ্য নিম্নরূপ:

রেওয়ামিল
৩১ ডিসেম্বর ২০১৭

ক্রমিক নং	হিসাবের নাম	খ. প.	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
১.	ক্রয় ও বিক্রয়		২,৫০,০০০	৩,১৫,৭০০
২.	পরিবহণ		১৫,০০০	
৩.	বেতন ও ভাতা		৩০,০০০	
৪.	কর ও অভিকর		১৪,৫০০	
৫.	দস্তুরি		৭,৫০০	১৮,০০০
৬.	স্টেশনারি		৪,০০০	
৭.	বন্দর চার্জ		১২,০০০	
৮.	ইজারা ভাড়া ও প্রাপ্ত লভ্যাংশ		৬,৫০০	৩০,০০০
৯.	প্রদত্ত বাট্টা ও প্রাপ্ত বাট্টা		৭,০০০	১২,৮০০
১০.	মজুদ পণ্য (০১-০১-২০১৭)		৩০,০০০	
			৩,৭৬,৫০০	৩,৭৬,৫০০

অন্যান তথ্য:

(১) অবিক্রীত পণ্যের মুল্যায়ন করা হয়েছে ১,৩০,০০০ টাকা এবং এর মধ্যে ২,৫০০ টাকা মনিহারি মজুদ রয়েছে।

(২) ধারে বিক্রয় ১০,০০০ টাকা ও ক্রয় ৫,০০০ টাকা হিসাবভুক্ত হয়নি।

(৩) কর বাবদ ১,৫০০ টাকা বকেয়া রয়েছে, পক্ষান্তরে অভিকর ৫০০ টাকা অগ্রিম প্রদান করা হয়েছে।

ক. উপরিউক্ত তথ্য হতে নিট চলতি সম্পদের পরিমাণ নির্ণয় করো।

খ. বিশদ আয় বিবরণীর সাহায্যে মোট মুনাফা বা ক্ষতি নির্ণয় করো।

গ. মোট মুনাফা ১,২৫,০০০ টাকা ধরে নিট মুনাফা বা ক্ষতি নির্ণয় করো।

৮। শতাব্দী ব্রাদার্সের ২০১৭ সালের ৩০ জুন তারিখের রেওয়ামিল ও অন্যান্য তথ্য নিম্নরূপ:

রেওয়ামিল
৩০ জুন ২০১৭

ক্রমিক নং	হিসাবের নাম	খ. পৃ.	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
১.	উত্তোলন ও মূলধন		২,০০০	২,২০,০০০
২.	নগদ তহবিল		১৩,০০০	
৩.	আসবাবপত্র		১৮,০০০	
৪.	প্রাপ্য হিসাব		১০,০০০	
৫.	অগ্রিম বিমা সেলামি		৫০০	
৬.	১২% বন্ডে বিনিয়োগ (০১-০১-২০১৭)		২,০০,০০০	
৭.	ব্যাংক জমাতিরিক্ত উত্তোলন			৮,০০০
৮.	অতিরিক্ত মূলধন (০১-০১-২০১৭)			২০,০০০
৯.	বিলম্বিত বিজ্ঞাপন		৪,০০০	
১০.	আয়কর		১,৫০০	
১১.	বকেয়া বেতন			৭,৮০০
১২.	সাধারণ সঞ্চিতি			২৩,২০০
১৩.	যন্ত্রপাতি		৩০,০০০	
			২,৭৯,০০০	২,৭৯,০০০

অন্যান্য তথ্য:

(১) সমাপনী মজুদ পণ্যের মূল্য ৩০,৫০০ টাকা।

(২) ব্যবসায় হতে মালিকের ব্যক্তিগত জীবন বিমা প্রিমিয়াম বাবদ ৫,০০০ টাকা প্রদান যা, হিসাবভুক্ত হয়নি।

(৩) ২টি ১,০০০ টাকার নোট সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গিয়েছে যা, হিসাবভুক্ত করা প্রয়োজন।

(৪) বিনিয়োগের সুদ অনাদায়ী রয়েছে।

ক. উপর্যুক্ত তথ্য হতে মোট চলতি দায়ের পরিমাণ নির্ণয় কর।

খ. নিট মুনাফা ৪০,৫০০ টাকা ধরে মালিকানা স্বত্বে পরিবর্তন বিবরণী প্রস্তুত কর।

গ. হিসাবকালের শেষ তারিখে আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে মোট সম্পদের পরিমাণ নির্ণয় কর।

৯। রহমান এন্ড ব্রাদার্সের ২০১৬ ও ২০১৭ সালের কিছু হিসাব তথ্য দেওয়া হলো:

	২০১৬ টাকা	২০১৭ টাকা		২০১৬ টাকা	২০১৭ টাকা
মোট মুনাফা	১৬,০০০	১৫,৫০০	চলতি সম্পদ	৮,৫০০	১১,০০০
নিট মুনাফা	৬,৯০০	৫,৬০০	চলতি দায়	৬,৪০০	৯,৫০০
বিক্রয়	৯০,০০০	৯২,০০০	মজুদ পণ্য	১,২০০	৯০০
বিনিয়োজিত মূলধন	৫০,০০০	৭৫,০০০			

ক. ২০১৬ ও ২০১৭ সালের বিক্রীত পণ্যের ব্যয়ের পরিমাণ নির্ণয় কর।

খ. ২০১৬ সালের নিট মুনাফার অনুপাত ও বিনিয়োজিত মূলধনের আয় অনুপাত নির্ণয় কর।

গ. প্রতিষ্ঠানের ২০১৭ সালের স্বল্পমেয়াদি দায় পরিশোধ ক্ষমতা যাচাই কর।

১০। রায়হান এন্টারপ্রাইজ ২০১৭ সালে পাইকারি ব্যবসা করে ২৫,০০০ টাকা মোট লাভ করে। ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখের উক্ত প্রতিষ্ঠানের রেওয়ামিল ও অন্যান্য তথ্য নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	হিসাবের নাম	খ: পৃ:	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
১	ব্যাংক জমাতিরিক্ত			২৩,০০০
২	ক্রয় ও বিক্রয়		২২,০০০	৬০,০০০
৩	বিক্রয় ফেরত ও ক্রয় ফেরত		৩,০০০	১,০০০
৪	দেনাদার ও পাওনাদার		৩৫,০০০	৮,০০০
৫	১০% বিনিয়োগ		২০,০০০	
৬	স্থায়ী সম্পদ		৮০,০০০	
৭	প্যাকিং খরচ		২,০০০	
৮	কুঋণ ও সন্দেহজনক দেনা সঞ্চিতি			৪,০০০
৯	মূলধন			১,০০,০০০
১০	ব্যাংক জমাতিরিক্তের সুদ		৫,০০০	
১১	প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য		২৩,০০০	
১২	হাতে নগদ		৬,০০০	
			১,৯৬,০০০	১,৯৬,০০০

অন্যান্য তথ্য: ১. সমাপনী মজুদ পণ্যের ক্রয়মূল্য ২০,০০০ টাকা ও বাজারমূল্য ২২,০০০ টাকা।

২. ক্যাশ বাক্স হতে ৫০০ টাকার দুইটি নোট হারিয়ে গেল।

৩. ধারে পণ্য ক্রয় ২,০০০ টাকা হিসাবভুক্ত হয়নি।

ক. উপর্যুক্ত তথ্য হতে রায়হান এন্টারপ্রাইজের তারল্য অনুপাত নির্ণয় করো।

খ. উল্লিখিত মোট লাভ অন্তর্ভুক্ত করে বিশদ আয় বিবরণী প্রস্তুত করো।

গ. নিট লাভ ২৯,০০০ টাকা বিবেচনাপূর্বক আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত করো।

১১। সুরভী ট্রেডার্সের ২০১৭ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের রেওয়ামিলটি নিম্নরূপ:

ক্র/নং	হিসাবের নাম	খ.পৃ.	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
১	প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য		২০,০০০	
২	ক্রয় ও বিক্রয়		৮০,০০০	১,২০,০০০
৩	বিক্রয় ফেরত		৩,০০০	
৪	ক্রয় ফেরত			৪,০০০
৫	আসবাবপত্র		২৪,০০০	
৬	ক্রয় পরিবহণ		৪,০০০	
৭	বেতন		১২,০০০	
৮	ভাড়া		৫,০০০	
৯	সঞ্চিতি তহবিল			৩০,০০০
১০	খাজনা ও কর		৬,০০০	
১১	উত্তোলন ও মূলধন		১০,০০০	৮০,০০০
১২	অতিরিক্ত মূলধন (১/৭/১৭)			২০,০০০
১৩	যন্ত্রপাতি		৯০,০০০	
			২,৫৪,০০০	২,৫৪,০০০

অন্যান্য তথ্য:

১। সমাপনী মজুদ পণ্যের মূল্য ১৪,০০০ টাকা।

২। মালিক ব্যক্তিগত অর্থে ব্যবসায়ের কর্মচারীদের বেতন ১২,০০০ টাকা পরিশোধ করেন, যা হিসাবভুক্ত হয়নি।

৩। স্থায়ী সম্পদের উপর ১০% অবচয় ধার্য করো।

ক. বছর শেষে সুরভী ট্রেডার্সের স্থায়ী সম্পদের নিট মূল্য নির্ণয় করো।

খ. উপরিউক্ত তথ্যাদির আলোকে সুরভী ট্রেডার্সের নিট লাভ বা ক্ষতি নির্ণয় করো।

গ. উপর্যুক্ত তথ্যাদি অবলম্বনে সুরভী ট্রেডার্সের মালিকানা স্বত্বে পরিবর্তন বিবরণী প্রস্তুত করো। (নিট মুনাফা ৩৫,০০০ টাকা ধরে)।

১২। খাদিজা এন্ড কোং-এর ৩১শে ডিসেম্বর, ২০১৭ তারিখের রেওয়ামিলটি নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	হিসাবের নাম	খ.পৃ.	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
১	প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য		১৫,০০০	
২	পণ্য ক্রয় ও বিক্রয়		৪০,০০০	১,০৫,০০০
৩	বেতন		৫,০০০	
৪	ফেরত		৩,০৫০	১,৭৫০
৫	বিমা প্রিমিয়াম		৭৫০	
৬	ডাক ও তার		১,৩০০	
৭	পরিবহণ খরচ		২,৫০০	
৮	বিজ্ঞাপন খরচ		২,৭৫০	
৯	বাট্টা প্রাপ্তি			১,০০০
১০	কুঋণ ও সন্দেহজনক দেনা সঞ্চিতি			২,৬০০
১১	বিবিধ দেনাদার		৪০,০০০	
	মোট		১,১০,৩৫০	১,১০,৩৫০

সমন্বয়কসমূহ:

১. সমাপনী মজুদ পণ্য ১২,৩০০ টাকা।

২. পণ্য ক্রয় ২,০০০ টাকা হিসাবভুক্ত হয়নি।

৩. খাদিজা এন্ড কোং-এর স্বত্বাধিকারী ১,০০০ টাকার পণ্য উত্তোলন করেছেন, যা হিসাবভুক্ত হয়নি।

৪. দেনাদারের উপর ৪% হারে কুঋণ ও সন্দেহজনক দেনা সঞ্চিতি এবং ২% হারে বাট্টা সঞ্চিতি রাখা প্রয়োজন।

৫. বিজ্ঞাপন খরচ ৫ বছরের জন্য পরিশোধ করা হয়েছে।

ক. নিট দেনাদারের পরিমাণ নির্ণয় করো।

খ. উপর্যুক্ত তথ্যের আলোকে যথাযথ ছকে খাদিজা এন্ড কোং-এর মোট মুনাফা নির্ণয় করো।

গ. বছর শেষে খাদিজা এন্ড কোং-এর মোট মুনাফা ৫৭,৫০০ টাকা ধরে বিশদ আয় বিবরণী প্রস্তুত করো।

একাদশ অধ্যায়

পণ্যের ক্রয়মূল্য, উৎপাদন ব্যয় ও বিক্রয়মূল্য

ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে যে সমস্ত পণ্যসামগ্রী উৎপাদন, ক্রয় এবং বিক্রয় করা হয়, সে সমস্ত পণ্যদ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় ও বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করা অত্যন্ত জরুরি, সঠিক মূল্য নির্ধারণ করতে না পারলে ব্যবসায়ের ব্যবসায়িক ক্ষতির পাশাপাশি পারস্পরিক আরও নানাবিধ সমস্যার উদ্ভব হবে। ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য প্রতিটি পণ্যদ্রব্যের উৎপাদনের ক্ষেত্রে উৎপাদন ব্যয় বা পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে সঠিক ক্রয়মূল্য এবং সর্বোপরি সঠিক বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েরই স্বার্থ সংরক্ষণ করতে হয়।

চিত্র : উৎপাদনকৃত পণ্য বিক্রয়কেন্দ্র।

এই অধ্যায় শেষে আমরা–

- ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের পণ্যের ক্রয়মূল্য ও বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করতে পারব ;
- উৎপাদন ব্যয়ের উপাদানের শ্রেণিবিভাগ করতে পারব ;
- পণ্যের উৎপাদন ব্যয় বিবরণী প্রস্তুত করে মোট উৎপাদন ব্যয় ও বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করতে পারব।

ক্রয়মূল্য ও বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ :

প্রতিটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানেরই হিসাবরক্ষণের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো প্রকৃত লাভ-লোকসান নির্ণয় করা। প্রকৃত লাভ-লোকসান নির্ণয় তখনই সম্ভব হবে, যদি পণ্যের সঠিক ক্রয়মূল্য ও বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করা যায়। সাধারণত ক্রয়কৃত পণ্যের দামের সাথে যে সমস্ত খরচসমূহ সরাসরি জড়িত, সে সমস্ত খরচ যোগ করে ক্রয়মূল্য নিরূপণ করা হয়। পাশাপাশি ক্রয়মূল্যের সাথে পণ্যকে বিক্রয় উপযোগী করা পর্যন্ত যে সমস্ত খরচ সংঘটিত হয়, সেগুলোকে যোগ করে তার সাথে প্রত্যাশিত মুনাফার পরিমাণ যোগ করে পণ্যের বিক্রয়মূল্য নির্ণয় করা হয়ে থাকে।

ক্রয়মূল্য নিরূপণ :

সাধারণভাবে ক্রয়মূল্য বলতে বোঝায় পণ্য ক্রয়ের সময় বিক্রেতাকে যে মূল্য প্রদান করা হয়ে থাকে। কিন্তু প্রকৃত অর্থে বিক্রেতাকে দেওয়া প্রদত্ত অর্থের সাথে ক্রেতার গুদাম পর্যন্ত পণ্য পৌঁছানো বাবদ যে সমস্ত আনুষঙ্গিক খরচ সংঘটিত হয়ে থাকে, তার যোগফলের সমষ্টিই হচ্ছে ক্রয়মূল্য। ক্রেতার দোকান বা গুদামে পৌঁছানো পর্যন্ত যে সমস্ত খরচ সংঘটিত হয়, তাকে বলা হয় প্রত্যক্ষ খরচ। যেমন– ক্রয় পরিবহণ, আমদানি শুল্ক, ডক চার্জ, কুলি খরচ ইত্যাদি। উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি বোঝায় হলো:

গাজীপুরের সামাদ এন্ড সন্স চট্টগ্রাম থেকে ৫,০০০ লিটার সয়াবিন তেল ১২০ টাকা লিটার দরে ক্রয় করে। এর জন্য ট্রাক ভাড়া ১৫,০০০, টাকা; কুলি খরচ ১,২০০ টাকা; টোল খরচ ১,০০০ টাকা। গুদামে পণ্য খালাস খরচ ১,৫০০ টাকা পরিশোধ করা হলো। এক্ষেত্রে প্রতি লিটার তেলের ক্রয়মূল্য দাঁড়াবে:

	টাকা	টাকা
সয়াবিন তেল ক্রয় (৫০০০ লিটার × ১২০ টাকা)		৬,০০,০০০
(+) প্রত্যক্ষ খরচ :		
ট্রাক ভাড়া	১৫,০০০	
কুলি খরচ	১,২০০	
টোল খরচ	১,০০০	
পণ্য খালাস খরচ	১,৫০০	
		১৮,৭০০
মোট ক্রয়মূল্য		৬,১৮,৭০০

প্রতি লিটার তেলের ক্রয়মূল্য (৬১৮৭০০ ÷ ৫০০০) = ১২৩.৭৪ টাকা।

নিচের ছকে ক্রয়মূল্য, ক্রীত পণ্যের মোট ব্যয় ও বিক্রয়মূল্য দেখানো হলো:

প্রতিষ্ঠানের নাম

...........সালের ....তারিখের

বিবরণ	টাকা	টাকা
পণ্য ক্রয়ের জন্য প্রদত্ত অর্থ		****
যোগ: প্রত্যক্ষ খরচসমূহ		
• পরিবহণ	****	
• ডক চার্জ	****	
• শুল্ক	****	
		****
ক্রয়মূল্য		***
যোগ: পরোক্ষ খরচসমূহ		
• ভাড়া	****	
• বেতন	****	
• বিজ্ঞাপন	****	
		****
ক্রীত পণ্যের মোট ব্যয়		****
যোগ: প্রত্যাশিত মুনাফা		****
বিক্রয়মূল্য		****

বিক্রয়মূল্য নিরূপণ

ক্রয়কৃত পণ্য বা উৎপাদিত পণ্যকে বিক্রয় উপযোগী করে তোলার জন্য অর্থাৎ ভোক্তার নিকট পৌছানো পর্যন্ত ক্রয়মূল্যের সাথে অন্যান্য পরোক্ষ খরচ, যেমন– দোকান ভাড়া, কর্মচারীদের বেতন, বিদ্যুৎ খরচ, বিজ্ঞাপন খরচ, ইত্যাদি যোগ করে মোট ব্যয় নির্ধারণ করা হয়। এই মোট ব্যয়ের সাথে প্রত্যাশিত মুনাফা যোগ করে বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করা হয়। উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি বোঝায় হলো। যেমন: পূর্বের ক্রয়কৃত পণ্যের মোট ক্রয়মূল্য ছিল– ৬,১৮,৭০০ টাকা, এর সাথে পণ্য বিক্রয় বাবদ কর্মচারীদের বেতন ৬,০০০ টাকা, বিদ্যুৎ বিল ১,৫০০ টাকা, বিজ্ঞাপন খরচ ২,০০০ টাকা ও যাতায়াত খরচ ১,০০০ টাকা ব্যয় হয়। মোট ব্যয়ের ১০% মুনাফা ধরে বিক্রয়মূল্য হবে–

	টাকা	টাকা
মোট ক্রয়মূল্য		৬,১৮,৭০০
(+) পরোক্ষ খরচ:		
কর্মচারীদের বেতন	৬,০০০	
বিদ্যুৎ বিল	১,৫০০	
বিজ্ঞাপন খরচ	২,০০০	
যাতায়াত খরচ	১,০০০	
		১০,৫০০
মোট ব্যয়		৬,২৯,২০০
(+) প্রত্যাশিত মুনাফা (৬,২৯,২০০ × ১০%)		৬২,৯২০
বিক্রয়মূল্য		৬,৯২,১২০

প্রতি লিটার তেলের বিক্রয়মূল্য (৬৯২১২০ ÷ ৫০০০) = ১৩৮.৪২ টাকা

২০২৫

নিচের উদাহরণের সাহায্যে ক্রয়মূল্য, ক্রীত পণ্যের মোট ব্যয় ও বিক্রয়মূল্য দেখানো হলো :

উদাহরণ:

ঢাকার নাসির এন্টারপ্রাইজ ভিয়েতনাম থেকে প্রতি বান্ডিল ৪,০০০ টাকা দরে ১,০০০ বান্ডিল ঢেউটিন আমদানি করে। ১,০০০ বান্ডিল ঢেউটিনের জন্য নিম্নোক্ত খরচগুলো পরিশোধ করে – আমদানি শুল্ক ১৫,০০০ টাকা, জাহাজ ভাড়া ৭৫,০০০ টাকা, নৌ-বিমা খরচ ৮,০০০ টাকা, ক্লিয়ারিং চার্জ ৭,০০০ টাকা, কুলি খরচ ২,০০০ টাকা, ট্রাক ভাড়া ২০,০০০ টাকা, গুদাম ও দোকান ভাড়া ১২,০০০ টাকা, কর্মচারীদের বেতন ৭,০০০ টাকা। প্রতি বান্ডিল ঢেউটিন বিক্রয়ের জন্য ১০ টাকা হারে কমিশন প্রদান করে। উক্ত প্রতিষ্ঠান মোট ব্যয়ের উপর ১৫% লাভ ধরে ঢেউটিন বিক্রয় করে।

সমাধান:

নাসির এন্টারপ্রাইজ, ঢাকা

ক্রয়মূল্য ও বিক্রয়মূল্য বিবরণী

বিবরণ	টাকা	টাকা
ঢেউটিন ক্রয় (১,০০০ বান্ডিল × ৪,০০০ টাকা)		৪০,০০,০০০
যোগ: প্রত্যক্ষ খরচ		
আমদানি শুল্ক	১৫,০০০	
জাহাজ ভাড়া	৭৫,০০০	
নৌ-বিমা খরচ	৮,০০০	
ক্লিয়ারিং চার্জ	৭,০০০	
কুলি খরচ	২,০০০	
ট্রাক ভাড়া	২০,০০০	
		১,২৭,০০০
মোট ক্রয়মূল্য		৪১,২৭,০০০
যোগ: পরোক্ষ খরচ		
গুদাম ও দোকান ভাড়া	১২,০০০	
কর্মচারীদের বেতন	৭,০০০	
কমিশন (১০০০ ×১০)	১০,০০০	
		২৯,০০০
মোট ব্যয়		৪১,৫৬,০০০
যোগ: প্রত্যাশিত মুনাফা (৪১,৫৬,০০০ × ১৫%)		৬,২৩,৪০০
বিক্রয়মূল্য		৪৭,৭৯,৪০০

প্রতি বান্ডিল ঢেউটিনের মোট ব্যয় = (৪১,৫৬,০০০ ÷ ১০০০) = ৪,১৫৬ টাকা

প্রতি বান্ডিল ঢেউটিনের বিক্রয়মূল্য = (৪৭,৭৯,৪০০ ÷ ১০০০) = ৪,৭৭৯.৪০ টাকা

কাজ : খুলনার হান্নান এন্ড ব্রাদার্স চট্টগ্রাম থেকে ২০০ পাম্প মেশিন ক্রয় করলো। প্রতিটি পাম্প মেশিনের ক্রয়মূল্য ৫,০০০ টাকা। এর জন্য গাড়ি ভাড়া ২০,০০০ টাকা, পরিবহণ বিমা ২,০০০ টাকা, শুল্ক ১,০০০ টাকা, ডক চার্জ ১,২০০ টাকা পরিশোধ করল। এছাড়া গুদাম ভাড়া বাবদ ৪,০০০ টাকা, দোকান ভাড়া ৩,০০০ টাকা, কর্মচারীদের বেতন ২,৫০০ টাকা, বিদ্যুৎ খরচ বাবদ ২,০০০ টাকা পরিশোধ করা হয়। মুনাফা মোট ব্যয়ের ২৫%।
করণীয় : ক্রয়মূল্য, মোট ব্যয় ও বিক্রয়মূল্য নির্ণয়।

উৎপাদন ব্যয় ও উৎপাদন ব্যয়ের উপাদান

চিত্র : একটি বস্ত্রশিল্প প্রতিষ্ঠান।

উৎপাদন ব্যয়ের ধারণা ও তাৎপর্য :

স্বাভাবিকভাবে কোনো পণ্য উৎপাদন বা অর্জন করতে যে ব্যয় হয়, তার সমষ্টিই হচ্ছে উৎপাদন ব্যয়। কোনো অর্থনৈতিক সম্পদ অর্জনের জন্য যে মূল্য ত্যাগ করা হয়, তাকে ব্যয় (cost) বলে। সংক্ষেপে বলা যায় ব্যয় হচ্ছে মূল্য হিসাবে কিছু দেওয়া বা ত্যাগ করা। সুতরাং সহজ ভাষায় বলা যায়, কোনো পণ্য বা সেবা সৃষ্টি বা উৎপাদন করতে যে মূল্য ত্যাগ করতে হয় বা খরচ হয়, তাকেই উৎপাদন ব্যয় বলা হয়। কোনো দ্রব্য কারখানায় উৎপাদনের জন্য কাঁচামাল ক্রয় থেকে শুরু করে দ্রব্যটি ব্যবহার উপযোগী বা সমাপ্ত পণ্যে (Finished Goods) পরিণত করার জন্য যাবতীয় খরচের সমষ্টিই হলো ঐ দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয়। যেমন– ফার্নিচারের কারখানায় ফার্নিচার তৈরির জন্য ব্যবহৃত কাঠ, রং বার্নিশ এবং শ্রমের জন্য প্রদত্ত মজুরি, যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ব্যয় এবং অন্য সকল ব্যয়ের সমষ্টিকে বলা হবে ফার্নিচারের উৎপাদন ব্যয়। তেমনি ইট তৈরির কারখানায় বালু, মাটি, শ্রমিক এবং পোড়ানোর খরচের সমষ্টিই হলো ইটের উৎপাদন ব্যয়।

উৎপাদন ব্যয় হিসাববিজ্ঞানের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে উৎপাদন ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে প্রত্যাশিত মুনাফা অর্জন করা। শিল্প–কারখানার উৎপাদিত পণ্যের উৎপাদন ব্যয় নির্ধারণ, ব্যয় নিয়ন্ত্রণ, বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ, প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার নীতিনির্ধারণমূলক কাজে উৎপাদন ব্যয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত দ্রব্যের মোট খরচ এবং একক প্রতি উৎপাদন খরচ নির্ণয় করা অতি জরুরি। কারণ কোনো দ্রব্য বা সেবার মোট ব্যয় এবং একক ব্যয় সঠিকভাবে নির্ণয় করা না হলে সঠিক বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করা যায় না।

মোট উৎপাদন ব্যয় নির্ণয়ের সাথে যে সমস্ত উপাদান জড়িত অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ খরচের হিসাবগুলো সঠিকভাবে প্রয়োগ এবং সংরক্ষণের মাধ্যমে একদিকে যেমন– উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানের খরচ সম্পর্কে জানা যায়, অন্যদিকে অপচয় ও অপব্যবহার রোধ করে মোট উৎপাদন ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ও হ্রাস করে প্রতিষ্ঠানকে সাফল্যের স্বর্ণশিখরে পৌঁছানো যায়।

কাজ : উৎপাদন ব্যয় নির্ণয় একটি প্রতিষ্ঠানের জন্য অপরিহার্য কেন?

উৎপাদন ব্যয় নির্ণয়ের উদ্দেশ্য :

উৎপাদন ব্যয় নির্ণয় করা উৎপাদন ব্যয় হিসাববিজ্ঞানের প্রাথমিক উদ্দেশ্য। উৎপাদন ব্যয় নির্ণয়ের সাথে প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব ও সাফল্য বহুলাংশে নির্ভর করে। নিচে উৎপাদন ব্যয় নির্ণয়ের উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হলো:

১। **লাভ-লোকসান নির্ণয়** : প্রতিটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানেরই মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যবসায়ের সঠিক আর্থিক চিত্র তথা প্রকৃত লাভ-লোকসান সম্পর্কে অবগত হওয়া। উৎপাদন ব্যয় নির্ণয়ের মাধ্যমে সেই লাভ-লোকসান নির্ণয় করা সম্ভব।

২। **মজুদ পণ্যের মূল্য নির্ধারণ** : হিসাবকাল শেষে যে মজুদপণ্য গুদামে থেকে যায়, তার মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রেও উৎপাদন ব্যয় নির্ণয় করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

৩। **দায়িত্ব নির্ধারণ** : পূর্বনির্ধারিত উৎপাদন ব্যয়ের সাথে প্রকৃত ব্যয়ের তুলনা করে তারতম্য বা পার্থক্য বের করে পার্থক্য বা তারতম্যের কারণ এবং কোন ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে এবং এই পার্থক্যের জন্য কোন ব্যক্তি দায়ী তা নির্ধারণ করে ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

৪। **বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ** : প্রতিযোগিতামূলক বাজারে লাভজনক বিক্রয়মূল্য নির্ধারণের জন্য উৎপাদন ব্যয় নির্ণয় জরুরি, উৎপাদন ব্যয় নির্ণয় কৌশল প্রয়োগ করে প্রথমত পণ্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের এককপ্রতি উৎপাদন ব্যয় নির্ণয় করা হয়, পরবর্তীকালে পণ্যসামগ্রী বা সেবাকর্মের চাহিদা, বাজারে প্রতিযোগীর অবস্থান, সরকারি নিয়ন্ত্রণ এবং কোম্পানির মুনাফানীতি বিবেচনা করে উৎপাদন ব্যয়ের সাথে শতকরা হারে মুনাফার পরিমাণ যোগ করে উৎপাদিত পণ্যসামগ্রীর পাইকারি ও খুচরা মূল্য নির্ধারণ করা হয়।

৫। **বাজেট প্রণয়ন** : বাজেটকে বলা হয় কোম্পানির ভবিষ্যৎ কর্মপ্রণালির দিকনির্দেশনা। কোম্পানির প্রতিটি খরচের বাজেট প্রস্তুত করতে হয়। এককপ্রতি উৎপাদন ব্যয় নির্ণয় করার ফলে মোট ব্যয়ের বাজেট নির্ণয় করা সম্ভব হয়।

৬। **প্রকল্প মূল্যায়ন** : যেকোনো প্রতিষ্ঠানকে কোনো প্রকল্প হাতে নেওয়ার পূর্বে অর্থনৈতিক দিক থেকে প্রকল্পটি লাভজনক হবে কি না, তা মূল্যায়ন করে নিতে হয়। সুতরাং প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে (Feasibility Study) উৎপাদন ব্যয় নির্ণয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

কাজ : উৎপাদন ব্যয় নির্ণয়ে আর কী কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে?

উৎপাদন ব্যয়ের উপাদান :

কোনো পণ্য বা সেবা উৎপাদনের ক্ষেত্রে মোট ব্যয়ের পরিমাণ নির্ণয় করাই শেষ কথা নয়। যথাযথ নিয়ন্ত্রণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ব্যয় উপাদনগুলোর বিশ্লেষণ ও শ্রেণিবিভাগ করা প্রয়োজন। এ জন্য মোট ব্যয়কে উপাদান অনুযায়ী বিশ্লেষণ করা হয়। যে সকল উপকরণ ব্যয় এবং আনুষঙ্গিক উপরিখরচ নিয়ে পণ্যের বা সেবাকর্মের মোট উৎপাদন ব্যয় গঠিত হয়, তাদের প্রত্যেকটিকে ব্যয়ের উপাদান বলা হয়। সামগ্রিকভাবে ব্যয়ের উপাদান তিনটি নিচে উৎপাদন ব্যয়ের উপাদানের শ্রেণিবিভাগ ছকের সাহায্যে উপস্থাপন করা হলো−

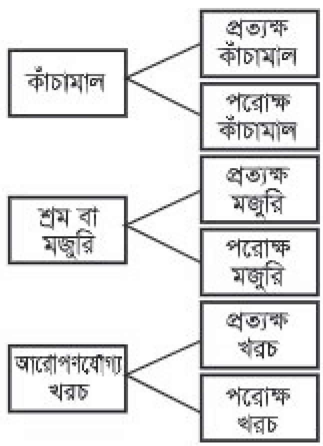

উপেরিউক্ত ব্যয় উপাদানের মাধ্যমে মোট ব্যয় (Total cost) নির্ধারিত হয়।
উৎপাদনের মোট ব্যয়কে নিম্নলিখিতভাবে বিশ্লেষণ করা যায়:

মুখ্য ব্যয় = প্রত্যক্ষ কাঁচামাল + প্রত্যক্ষ শ্রম + প্রত্যক্ষ খরচ

উৎপাদন ব্যয় = মুখ্য ব্যয় + কারখানা উপরিব্যয়

রূপান্তর ব্যয় = প্রত্যক্ষ শ্রম + কারখানা উপরিব্যয়

মোট ব্যয় = উৎপাদন ব্যয় + প্রশাসনিক উপরিব্যয় + বিক্রয় উপরিব্যয়

বিক্রয়মূল্য = মোট ব্যয় + প্রত্যাশিত মুনাফা

উৎপাদন ব্যয়ের উপাদানগুলোকে নিচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

১। <u>কাঁচামাল</u>

i) প্রত্যক্ষ কাঁচামাল : যে কাঁচামাল উৎপাদিত পণ্যের প্রধান উপাদান এবং এর খরচ সহজে ও সরাসরিভাবে উৎপাদিত দ্রব্যের ব্যয়রূপে চিহ্নিত করা যায়, তা-ই প্রত্যক্ষ কাঁচামাল। প্রত্যক্ষ কাঁচামাল মুখ্য ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যেমন– বই উৎপাদনে কাগজ, আসবাবপত্র তৈরিতে কাঠ, চটের জন্য পাট, চিনির জন্য ইক্ষু, সুতার জন্য তুলা কিংবা কাপড়ের জন্য সুতা হলো প্রত্যক্ষ কাঁচামাল।

ii) পরোক্ষ কাঁচামাল : প্রত্যক্ষ কাঁচামাল বাদে অন্য সমস্ত ধরনের মালামালই পরোক্ষ কাঁচামাল বলে। অর্থাৎ যেসব কাঁচামাল উৎপাদনের জন্য সরাসরি জড়িত নয়। যেমন– শার্ট তৈরির জন্য সুতা ও বোতাম। আসবাবপত্র তৈরির জন্য পেরেক, জুতা তৈরির আঠা ইত্যাদি। পরোক্ষ কাঁচামাল পণ্য তৈরিতে সহায়ক উপাদান হিসেবে কাজ করে।

২। শ্রম/মজুরি

i) প্রত্যক্ষ মজুরি : কোনো দ্রব্য উৎপাদন করতে সরাসরি যে শ্রম জড়িত থাকে, তাকে প্রত্যক্ষ শ্রম বলে। অর্থাৎ যেসব কারখানার শ্রমিক কাঁচামাল থেকে পণ্যকে সম্পূর্ণ উৎপাদনের দিকে নিয়ে যায় অথবা যারা আংশিক উৎপাদন স্তর থেকে আরম্ভ করে উৎপাদনটিকে পূর্ণতা দিয়ে থাকে, তাদের মজুরিকে প্রত্যক্ষ মজুরি বলে। যেমন– পাটকলে শ্রমিকের মজুরি, কাপড় বয়নের মজুরি, আসবাবপত্র প্রস্তুতের মিস্ত্রি খরচ ইত্যাদি।

ii) পরোক্ষ মজুরি : যেসব শ্রমিক সরাসরি উৎপাদন কার্যে জড়িত নয়, তবে উৎপাদন কাজে সহায়তা করে, তাদের শ্রমকে পরোক্ষ শ্রম বা মজুরি বলে। যেমন গার্মেন্টস কারখানার ম্যানেজারের বেতনকে পরোক্ষ শ্রম বলা হয়। কারণ, তার শ্রম সরাসরি উৎপাদন কার্যে জড়িত নয়। তাছাড়া তার শ্রমের ফলে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় না।

৩। আরোপণযোগ্য খরচ :

ক) প্রত্যক্ষ খরচ :

প্রত্যক্ষ কাঁচামাল বা মজুরির আওতাভুক্ত না হয়েও যে খরচগুলো পণ্যের সাথে সরাসরি চিহ্নিত করা যায়, তাকেই প্রত্যক্ষ খরচ বলে। এ খরচগুলোকে আরোপণযোগ্য খরচ (Chargeable Expenses) বলা হয়। যেমন–

* দালানকোঠা নির্মাণে বিশেষ কংক্রিট মিক্সারের ভাড়া
* স্থাপত্য নকশা প্রণয়ন খরচ
* জুতা তৈরির জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত করা ফর্মা বা পায়ের ছাঁচ
* কোনো চুক্তির ঠিকাকার্য পাওয়ার জন্য যে খরচ, যেমন– দরপত্রের ক্রয়মূল্য, ভ্রমণ ব্যয় ইত্যাদি।

খ) পরোক্ষ খরচ : যে ব্যয় উৎপাদিত প্রত্যেকটি পণ্যের জন্য আলাদাভাবে চিহ্নিত করা যায় না– তাকেই পরোক্ষ ব্যয় বলে। যেমন– একটি টেবিল তৈরি করতে কতটুকু পেরেক খরচ হয়েছে, তা চিহ্নিত করা যায় না। এ ধরনের ব্যয়গুলোকে পরোক্ষ ব্যয় হিসাবে গণ্য করা হয়। সাধারণত কোনো প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার জন্য এবং এর অভ্যন্তরের বিভিন্ন প্রকারের সহায়ক কাজ ও সরবরাহ অব্যাহত রাখার জন্য পরোক্ষ ব্যয় সংঘটিত হয়ে থাকে। পরোক্ষ খরচ তিন প্রকার। যথা:

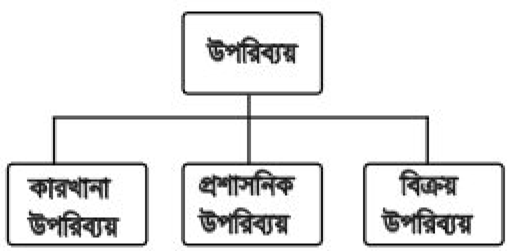

ক) কারখানা উপরিব্যয় : কারখানায় ব্যবহৃত প্রত্যক্ষ কাঁচামাল এবং প্রত্যক্ষ শ্রম ব্যতীত উৎপাদনের অন্য যাবতীয় পরোক্ষ খরচকে কারখানা উপরিখরচ বলা হয়। যেমন– কারখানার ভাড়া, অগ্নি বিমা/কারখানার বিমা খরচ, বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহ খরচ, জ্বালানি খরচ প্রভৃতি।

খ) প্রশাসনিক উপরিব্যয় : অফিস ও প্রশাসনসংক্রান্ত খরচকে প্রশাসনিক খরচ বলে। অর্থাৎ সমগ্র ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা ও অফিস ব্যবস্থাপনার সঙ্গে জড়িত পরোক্ষ খরচসমূহকে প্রশাসনিক খরচ বা উপরিব্যয় বলা হয়। যেমন– অফিস কর্মচারীদের বেতন, অফিসের ভাড়া এবং অফিসসংক্রান্ত অন্যান্য ব্যয়, যেমন– ডাক ও তার, টেলিফোন ও বিদ্যুৎ, ছাপা ও মনিহারি, যাতায়াত খরচ, আইন খরচ ইত্যাদি।

গ) বিক্রয় উপরিব্যয় : তৈরি মাল বিক্রয় এবং বিতরণের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় খরচকে বিক্রয় ও বিলি খরচ বলে। এ ধরনের খরচ সাধারণত পণ্যের ফরমায়েশ সংগ্রহ, নতুন বাজার সৃষ্টি, পুরাতন বাজার বজায় রাখা ও খরিদ্দারকে আকৃষ্ট করার জন্য করা হয়ে থাকে। যেমন– বিজ্ঞাপন খরচ, শো রুম ভাড়া, বিক্রয় পরিবহণ, বিক্রয় ম্যানেজার বা প্রতিনিধিকে প্রদত্ত বেতন বা কমিশন, বিক্রয় অফিস সংক্রান্ত যাবতীয় খরচ ইত্যাদি। আবার বিক্রয় পরবর্তী সময় তাকে পণ্যের সার্ভিসিং ও মেরামতের জন্য বা পণ্য বদল করে দেওয়ার জন্য যে খরচ হয়, তা-ও বিক্রয় খরচের অন্তর্ভুক্ত।

> কাজ : প্রত্যক্ষ কাঁচামাল ও প্রত্যক্ষ শ্রমের তিনটি করে উদাহরণ দাও।

উৎপাদন ব্যয় বিবরণী:

উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য উৎপাদন ব্যয়ের বিভিন্ন উপাদানকে ধারাবাহিকভাবে সাজিয়ে যে বিবরণী প্রস্তুত করে, তাকে উৎপাদন ব্যয় বিবরণী বা ব্যয় তালিকা বলে। উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ সাধারণত আর্থিক বছর শেষে তাদের আর্থিক বিবরণীর অংশ হিসাবে উৎপাদনে ব্যবহৃত উপাদানসমূহের খরচ দেখিয়ে ব্যয় বিবরণী প্রস্তুত করে। প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে ব্যয় বিবরণী মাসিক, ত্রৈমাসিক, অর্ধবার্ষিক, বার্ষিক যেকোনো সময়ের জন্য তৈরি করা যেতে পারে। পণ্যের উৎপাদন ব্যয়, বিক্রীত পণ্যের ব্যয় ও মুনাফা নির্ণয়ের জন্য মোট তিনটি ধাপে বিবরণী প্রস্তুত করা হয়। নিচে উৎপাদন ব্যয় বিবরণীর নমুনা ছক প্রদান করা হলো :

উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম . . . .

উৎপাদিত পণ্যের ব্যয় বিবরণী

.... সালের .... তারিখ পর্যন্ত .... সময়ের জন্য

ব্যয়ের উপাদান	বিস্তারিত টাকা	টাকা	মোট টাকা
কাঁচামালের প্রারম্ভিক মজুদ		XXX	
যোগ: কাঁচামাল ক্রয়	XXX		
ক্রয় পরিবহণ	XXX		
	XXX		
বাদ: ক্রীত কাঁচামাল ফেরত	-XXX		
		XXX	
ব্যবহার উপযোগী কাঁচামাল		XXX	
বাদ: কাঁচামালের সমাপনী মজুদ		-XXX	
ব্যবহৃত কাঁচামালের খরচ			XXX
যোগ: প্রত্যক্ষ মজুরি		XXX	
অন্যান্য প্রত্যক্ষ খরচ		XXX	
			XXX
মুখ্য ব্যয়			XXX
যোগ: কারখানা উপরিব্যয়			XXX
উৎপাদন ব্যয়			XXX
যোগ: চলতি কার্যের (অর্ধ সমাপ্ত পণ্যের) প্রারম্ভিক মজুদ			XXX
			XXX
বাদ: চলতি কার্যের (অর্ধ সমাপ্ত পণ্যের) সমাপনী মজুদ			-XXX
উৎপাদিত পণ্যের ব্যয়			XXX

প্রতিষ্ঠানের নাম............

বিক্রীত পণ্যের ব্যয় বিবরণী

সময়...........

বিবরণ	টাকা	টাকা
তৈরি পণ্যের প্রারম্ভিক মজুদ		xxx
যোগ : উৎপাদিত পণ্যের ব্যয়		xxx
বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয়		xxx
বাদ: তৈরি পণ্যের সমাপনী মজুদ		xxx
বিক্রীত পণ্যের ব্যয়		xxx

প্রতিষ্ঠানের নাম............

বিশদ আয় বিবরণী

সময়...........

বিবরণ	টাকা	টাকা
বিক্রয়	xxx	
বাদ: ফেরত	xxx	
নিট বিক্রয়		xxx
বাদ: বিক্রীত পণ্যের ব্যয়		xxx
মোট মুনাফা/লাভ		xxx
বাদ: পরিচালন ব্যয়–		
অফিস ও প্রশাসনিক খরচ	xxx	
বিক্রয় ও বিতরণ খরচ	xxx	xxx
নিট পরিচালন মুনাফা		xxx

উদাহরণ : নিচের তথ্যাবলি থেকে সীমান্ত ফুড প্রডাক্টসের ৩০/০৬/২০১৭ তারিখ পর্যন্ত অর্ধ বছরের একটি উৎপাদন ব্যয় বিবরণী প্রস্তুত করো।

	প্রারম্ভিক টাকা	সমাপনী টাকা
মজুদপণ্য :		
কাঁচামাল	৬,৪০০	৭,৬০০
চলতি কার্য (অর্ধ সম্পন্ন পণ্য)	১২,৩০০	১৫,০০০
উৎপাদিত পণ্য	১০,৫০০	৮,৭০০
প্যাকিং সামগ্রী	১,০০০	৮০০

ক্রয় :			
কাঁচামাল	৬৩,০০০		
প্যাকিং মালপত্র	৩,০০০	বিতরণ খরচ	২,০০০
আন্তঃমুখী বহন খরচ	১,০০০	বিক্রয় খরচ	৩,২০০
প্রত্যক্ষ শ্রমিকদের মজুরি	৪৪,৩০০	বিক্রয় ব্যবস্থাপক ও বিক্রয়কর্মীদের বেতন	৫,০০০
কারখানা খরচ	৮,৬০০	কারখানা দালানের মেরামত	২,২০০
যন্ত্রপাতির অবচয়	৪,৪০০	ব্যবস্থাপক/পরিচালকদের সম্মানী	১,৫০০
অফিস খরচাবলি	২,৫০০	বিক্রয়	১,৭৯,০০০

সমাধান:

সীমান্ত ফুড প্রডাক্টসের
উৎপাদিত পণ্যের ব্যয় বিবরণী
৩০ জুন ২০১৭ পর্যন্ত অর্ধ বছরের জন্য

বিবরণ	টাকা	টাকা	টাকা
কাঁচামালের প্রারম্ভিক মজুদ		৬,৪০০	
যোগ: কাঁচামাল ক্রয়	৬৩,০০০		
আন্তঃমুখী বহন খরচ	১,০০০		
		৬৪,০০০	
ব্যবহার উপযোগী কাঁচামালের মূল্য		৭০,৪০০	
বাদ: কাঁচামালের সমাপনী মজুদ		(৭,৬০০)	
ব্যবহৃত কাঁচামালের খরচ			৬২,৮০০
যোগ: প্রত্যক্ষ শ্রমিকের মজুরি			৪৪,৩০০
যোগ: প্রত্যক্ষ খরচ: প্যাকিং সামগ্রীর প্রারম্ভিক মজুদ		১,০০০	
যোগ: প্যাকিং সামগ্রী ক্রয়		৩,০০০	
		৪,০০০	
বাদ: প্যাকিং সমাগ্রীর সমাপনী মজুদ		(৮০০)	
			৩,২০০
মুখ্য ব্যয়			১,১০,৩০০
যোগ: **কারখানা উপরিখরচ**			
কারখানা খরচ		৮,৬০০	
যন্ত্রপাতির অবচয়		৪,৪০০	
কারখানা দালানের মেরামত		২,২০০	
			১৫,২০০
উৎপাদন ব্যয়			১,২৫,৫০০
যোগ: চলতি কার্যের প্রারম্ভিক মজুদ			১২,৩০০
			১,৩৭,৮০০
বাদ: চলতি কার্যের সমাপনী মজুদ			−১৫,০০০
উৎপাদিত পণ্যের ব্যয়			১,২২,৮০০

সীমান্ত ফুড প্রডাক্টসের
বিক্রীত পণ্যের ব্যয় বিবরণী
৩০ জুন ২০১৭ পর্যন্ত অর্ধ বছরের জন্য

বিবরণ	টাকা
উৎপাদিত পণ্যের প্রারম্ভিক মজুদ	১০,৫০০
যোগ: উৎপাদিত পণ্যের ব্যয়	১,২২,৮০০
বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয়	১,৩৩,৩০০
বাদ: উৎপাদিত পণ্যের সমাপনী মজুদ	−৮,৭০০
বিক্রীত পণ্যের ব্যয়	১,২৪,৬০০

সীমান্ত ফুড প্রডাক্টসের
বিশদ আয় বিবরণী
৩০ জুন ২০১৭ পর্যন্ত অর্ধ বছরের জন্য

বিবরণ		টাকা	টাকা
বিক্রয়			১,৭৯,০০০
বাদ: বিক্রীত পণ্যের ব্যয়			১,২৪,৬০০
মোট মুনাফা/লাভ			৫৪,৪০০
বাদ: **পরিচালন ব্যয়:**			
প্রশাসনিক উপরিখরচ			
অফিস খরচাবলি	২,৫০০		
ব্যবস্থাপক/পরিচালকের সম্মানী	১,৫০০		
বিক্রয় উপরিখরচ		৪,০০০	
বিক্রয় খরচ	৩,২০০		
বিতরণ খরচ	২,০০০		
বিক্রয় ব্যবস্থাপক ও বিক্রয়কর্মীদের বেতন	৫,০০০		
		১০,২০০	
			(১৪,২০০)
নিট পরিচালন মুনাফা			৪০,২০০

কাজ : সোনালি ম্যানুফ্যাকচারিং লিমিটেডের হিসাব বই থেকে ২০১৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে নিম্নোক্ত তথ্যাবলি সংগৃহীত হয়েছে—

	টাকা		টাকা
কাঁচামালের মজুদ (১.১০.২০১৭)	৭,৫০০	জ্বালানি ও শক্তি	১,২৫০
কাঁচামালের মজুদ (৩১.১২.২০১৭)	৯,৫০০	আন্তঃমুখী বহন খরচ	১,০০০
চলতি কার্যের মজুদ (১.১০.২০১৭)	২,৮০০	বহিঃমুখী বহন খরচ	১,৫০০
চলতি কার্যের মজুদ (৩১.১২.২০১৭)	৩,৬০০	পরোক্ষ মজুরি	১,৭৫০
তৈরি পণ্যের মজুদ (১.১০.২০১৭)	৫,৪০০	কলকব্জা ও যন্ত্রপাতির অবচয়	২,৫০০
তৈরি পণ্যের মজুদ (৩১.১২.২০১৭)	৩,৫০০	প্রত্যক্ষ খরচ	১,১০০
তৈরি পণ্য বিক্রয়	৬৫,০০০	অফিস ভাড়া	৩,৫০০
কাঁচামাল ক্রয়	৭,০০০	বিবিধ কারখানা খরচ	৪,৫০০
প্রত্যক্ষ মজুরি	৫,৬৫০	বিক্রয়কর্মীদের বেতন ও কমিশন	২,২৫০
		বিবিধ অফিস খরচ	২,০০০
		গণসংযোগ খরচ	১,৭০০

উৎপাদিত পণ্যের ব্যয় বিবরণী, বিক্রীত পণ্যের ব্যয় বিবরণী, বিশদ আয় বিবরণী প্রস্তুত করো।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। কারখানা উপরিব্যয় বলতে কোনটিকে বোঝায়?
- ক) প্রত্যক্ষ কাঁচামাল + পরোক্ষ কাঁচামাল + পরোক্ষ মজুরি
- খ) পরোক্ষ কাঁচামাল + পরোক্ষ মজুরি + কারখানার ভাড়া ও বিদ্যুৎ
- গ) প্রত্যক্ষ মজুরি + আসবাবপত্রের অবচয় + যন্ত্রপাতির মেরামত
- ঘ) কারখানার ভাড়া + অফিসের ভাড়া + দোকানের ভাড়া

২। উৎপাদন ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত খরচগুলো হলো–
- i) যন্ত্রপাতির অবচয়
- ii) টেন্ডার প্রাপ্তির জন্য বিশেষ খরচ
- iii) আসবাবপত্রের মেরামত

কোনটি প্রত্যক্ষ খরচ?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৩। জুতা তৈরির ক্ষেত্রে আরোপণযোগ্য খরচ কোনটি?

ক) চামড়া ক্রয় খ) আঠা ক্রয় গ) ছাঁচ বা ফর্মা তৈরি ঘ) সেলাইয়ের সুতা ক্রয়

নিচের তথ্যাবলি অবলম্বন করে ৪, ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

মুখ্য ব্যয় ৫০,০০০ টাকা, কারখানা উপরিব্যয় ১০,০০০ টাকা, প্রশাসনিক উপরিব্যয় ৫০০০ টাকা, বিক্রয় উপরিব্যয় ৩,০০০ টাকা এবং মুনাফা মোট ব্যয়ের ২০%

৪। বিক্রয়ের পরিমাণ কত?

ক) ৮১,৬০০ টাকা ক) ৮৩,৭০০ টাকা গ) ৮৪,৫০০ টাকা ঘ) ৯৮,৫০০ টাকা

৫। মুনাফার পরিমাণ কত?

ক) ১২,৬০০ টাকা খ) ১৩,৬০০ টাকা গ) ১৫,৬০০ টাকা ঘ) ১৮,৬০০ টাকা

৬। মোট উপরিব্যয় কত?

ক) ১২,০০০ টাকা খ) ১৮,০০০ টাকা গ) ৫৮,০০০ টাকা ঘ) ৬৮,০০০ টাকা

৭। অফিস উপরিব্যয়–

i) টেলিফোন বিল ii) শোরুম ভাড়া iii) মনিহারি দ্রব্যাদি ক্রয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৮। কোনটি বিক্রয় উপরিব্যয়?

ক) বিজ্ঞাপন খরচ খ) ছাপা ও মনিহারি গ) আসবাবপত্রের মেরামত ঘ) বিদ্যুৎ ও টেলিফোন বিল

৯। বিক্রীত পণ্যের ব্যয়= ?
- ক) বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয় + তৈরি পণ্যের প্রারম্ভিক মজুদ
- খ) বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয় + তৈরি পণ্যের সমাপনী মজুদ
- গ) বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয় – তৈরি পণ্যের প্রারম্ভিক মজুদ
- ঘ) বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয় – তৈরি পণ্যের সমাপনী মজুদ

১০। বই প্রকাশনী প্রতিষ্ঠানে কাগজ ক্রয়ের ব্যয় কোন ধরনের ব্যয় উপাদান?

ক) প্রত্যক্ষ কাঁচামাল খ) পরোক্ষ কাঁচামাল গ) কারখানা উপরিব্যয় ঘ) অফিস উপরিব্যয়

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। ঢাকার শাহীন ফ্রুট কর্নারের ২০১৭ সালের জুন মাসের প্রথম সপ্তাহের লেনদেন নিম্নরূপ:

- রাজশাহী থেকে প্রতি ঝুড়ি ৫০০ টাকা দরে ২০০ ঝুড়ি আম ক্রয়।
- প্রতি ঝুড়িতে আমের পরিমাণ ১০ কেজি। এর জন্য মোট ট্রাক ভাড়া দিতে হয় ৫,০০০ টাকা এবং প্রতি ঝুড়ি আমের জন্য প্যাকিং খরচ দিতে হয় ২০ টাকা।
- ঢাকায় ট্রাক থেকে আম নামানোর পর দেখা গেল, ১০ ঝুড়ি আম সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গিয়েছে এবং বিক্রয়ের অনুপযোগী।
- আম বিক্রয়ের জন্য উক্ত সপ্তাহে দোকান ভাড়া ২,০০০ টাকা এবং বিক্রয় কমিশন ১,০০০ টাকা প্রদান করা হয়।

ক. উপর্যুক্ত তথ্য হতে বিক্রয়যোগ্য আমের পরিমাণ (কেজি) নির্ণয় করো।

খ. শাহীন ফ্রুট কর্নারের বিক্রীত আমের মোট ব্যয় নির্ণয় করো।

গ. মোট ব্যয় ১,১৫,০০০ টাকা ধরে ২০% মুনাফায় প্রতি ঝুড়ি ও প্রতি কেজি আমের বিক্রয়মূল্য নির্ণয় করো।

২। আমিন পেপার হাউজ প্রতি দিস্তা ১৮ টাকা দরে ১০০ রিম কাগজ ক্রয় করে। এর জন্য মজুরি ৫০০ টাকা এবং গাড়ি ভাড়া ১,০০০ টাকা প্রদান করেন। কাগজ বিক্রয়ের জন্য দোকান ভাড়া বাবদ ২,০০০ টাকা, বিদ্যুৎ ও টেলিফোন বিল ১,০০০ টাকা এবং বিক্রয়কর্মীর কমিশন বাবদ ৫০০ টাকা ব্যয় করে। প্রতিষ্ঠানটি প্রতি দিস্তা কাগজে ২ টাকা লাভ করে থাকে।

ক. আমিন পেপার হাউজের প্রতি রিম কাগজের ক্রয়মূল্য নির্ণয় করো।

খ. আমিন পেপার হাউজের বিক্রীত প্রতি দিস্তা কাগজের মোট ব্যয় নির্ণয়

গ. বিক্রীত কাগজের মোট ব্যয় ৪০,০০০ টাকা ধরে আমিন পেপার হাউজের প্রতি দিস্তা কাগজের বিক্রয়মূল্য নিরূপণ করো।

৩। কুমিল্লার শাপলা প্রিন্টার্স, উত্তরা ব্যাংক প্রধান কার্যালয় থেকে ২০১৭ সালে ৫,৫০০টি ডায়েরি প্রস্তুতের একটি কাজ পেল। উপরোক্ত কাজের জন্য নিম্নোক্ত খরচগুলো হয় :

কাগজ ক্রয়	–	৭০,০০০ টাকা
ছাপার কালি ক্রয়	–	২৫,০০০ টাকা
প্রত্যক্ষ মজুরি	–	১২,৫০০ টাকা
আঠা ও সুতা ক্রয়	–	৫,০০০ টাকা
কারখানা ভাড়া	–	১০,০০০ টাকা
কারখানার বিদ্যুৎ খরচ	–	৩,৫০০ টাকা
অফিস ও প্রশাসনিক ব্যয়	–	১২,০০০ টাকা
আপ্যায়ন খরচ	–	১,৫০০ টাকা
বিল আদায় খরচ দরপত্রে উদ্ধৃত মূল্যের	–	২%
প্রতিটি ডায়রির দরপত্রে উদ্ধৃত মূল্য	–	৩৫ টাকা

ক. শাপলা প্রিন্টার্সের রূপান্তর ব্যয় নির্ণয় করো।

খ. শাপলা প্রিন্টার্সের প্রতিটি ডায়রির উৎপাদন ব্যয় নির্ণয় করো।

গ. মোট উৎপাদন ব্যয় ১,২৫,০০০ টাকা ধরে শাপলা প্রিন্টার্সের প্রতিটি ডায়রির লাভ বা ক্ষতি নির্ণয় করো।

৪। সোনালি গার্মেন্টস ২০১৭ সালের ১ মে হতে ৩১ মে পর্যন্ত মোট ৩০,০০,০০০ টাকা শার্ট বিক্রয় করে। শার্ট তৈরি ও বিক্রয়সংক্রান্ত খরচসমূহ নিম্নরূপ:

কাপড় ক্রয় ৪,২০,০০০ টাকা
বোতাম ও অন্যান্য সামগ্রী ক্রয় ৪২,০০০ টাকা,
অব্যবহৃত কাপড়ের মূল্য ৬৫,০০০ টাকা,
তৈরি শার্টের প্রারম্ভিক মজুদ ১,৪৫,০০০ টাকা,
শ্রমিকদের মোট মজুরি ১২,০০,০০০ টাকা,
কারখানার আনুষঙ্গিক খরচ ৫২,০০০ টাকা,
টেলিফোন ও বিদ্যুৎ বিল ৯,০০০ টাকা,
পরিবহণ খরচ ১১,৫০০ টাকা,
প্রারম্ভিক চলতি কার্য ৭২,০০০ টাকা,
তৈরি শার্টের সমাপনী মজুদ ১,০৫,০০০ টাকা,
শো'রুমের ভাড়া ২১,৩০০ টাকা,
অফিস ভাড়া ১৮,০০০ টাকা,
বিক্রয়কর্মীর কমিশন ২৫,০০০ টাকা,

ক. উপর্যুক্ত তথ্য হতে ব্যবহৃত কাঁচামালের ব্যয় নির্ণয় করো।

খ. সোনালি গার্মেন্টসের বিক্রীত শার্টের ব্যয় নির্ণয় করো।

গ. বিক্রীত পণ্যের ব্যয় ১৮,৫০,০০০ টাকা ধরে মুনাফা বা ক্ষতি নির্ণয় করো।

৫। আশরাফ এন্ড কোং এর ২০১৭ সালের ১ জানুয়ারি হতে ৩১ মার্চ পর্যন্ত সময়ের ইট তৈরি ও বিক্রয়সংক্রান্ত তথ্যাদি নিম্নরূপ:

	টাকা
মাটি ক্রয়	১,৬০,০০০
মাটি বহন খরচ	৩,০০,০০০
জ্বালানি খরচ	২,০০,০০০
শ্রমিকের মজুরি	১,৪০,০০০
ইট খোলার ভাড়া ও বিদ্যুৎ খরচ (প্রতি মাসে)	১০,০০০
মাটি ছানা করার খরচ	২০,০০০
অফিসের ভাড়া (প্রতি মাসে)	১২,০০০
যাতায়াত ও টেলিফোন	১৪,০০০
বিজ্ঞাপন খরচ	৪০,০০০
বিক্রয়কর্মীর বেতন	৬০,০০০
বিক্রয় (২,০০,০০০ ইট)..	১৬,০০,০০০
তৈরি ইটের প্রারম্ভিক মজুদ (৫০,০০০ ইট)	২,৫০,০০০
তৈরি ইটের সমাপনী মজুদ (৬০,০০০ ইট)	২,৪৩,০০০

ক) উপর্যুক্ত তথ্য হতে উৎপাদিত ইটের পরিমাণ নির্ণয় করো।

খ) আশরাফ এন্ড কোং–এর একটি ত্রৈমাসিক উৎপাদন ব্যয় বিবরণী প্রস্তুত করো।

গ) উৎপাদিত ইটের ব্যয় ৮,৫০,০০০ টাকা ধরে নিট মুনাফা নির্ণয় করো।

ইঙ্গিত : উৎপাদিত প্রারম্ভিক একক + তৈরি একক = বিক্রীত একক + উৎপাদিত সমাপনী একক।

দ্বাদশ অধ্যায়

পারিবারিক ও আত্মকর্মসংস্থানমূলক উদ্যোগের হিসাব

জীবনকে সুন্দর ও ভালোভাবে পরিচালনার জন্য সুচিন্তিত পরিকল্পনা ও সঠিক হিসাবব্যবস্থার প্রয়োগ অতীব গুরুত্বপূর্ণ। সঠিক আয়-ব্যয়ের প্রয়োগের উপরই সুশৃঙ্খল জীবনব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে। তাই সামাজিক ও পারিবারিক জীবনযাপনে আমাদের আয় বুঝে ব্যয় করা উচিত। পরিবারের আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ না করলে আয় বুঝে ব্যয় করা সম্ভব নয়। তাছাড়া আয়-ব্যয়ের কোনো পূর্বপরিকল্পনা তথা বাজেট প্রণয়ন করা না হলে সুষ্ঠুভাবে পরিবার পরিচালনা করা সম্ভব নয়। কাজেই প্রতিটি পরিবারেরই উচিত সঠিক পরিকল্পনা মাফিক পারিবারিক হিসাবব্যবস্থাকে আরও সুদৃঢ় করা এবং ব্যক্তি বা পরিবার স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য যদি কোনো আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্প হাতে নিতে হয়, তাহলে ঐ প্রকল্পের বাজেট তৈরি করা।

চিত্র: আত্মকর্মসংস্থানমূলক মৎস্য ও হাঁস-মুরগি চাষ প্রকল্প

এই অধ্যায় শেষে আমরা–

- পারিবারিক হিসাবব্যবস্থার ধারণা ও বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারব ;
- পারিবারিক বাজেট প্রণয়ন করতে পারব ;
- পারিবারিক আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করতে পারব ;
- আত্মকর্মসংস্থানমূলক উদ্যোগের বাজেট প্রণয়ন ও তার হিসাব সংরক্ষণ করতে পারব।

পারিবারিক হিসাবব্যবস্থার ধারণা :

মানুষের সুখের ঠিকানা হচ্ছে পারিবারিক বন্ধন। পরিবারের সুখের প্রত্যাশায় প্রতিটি মানুষ তার চিন্তা, কর্মে পরিবারের উন্নত জীবনযাপনের চিন্তাভাবনা করে। পরিবারকে সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য দরকার একটি পরিকল্পনা, আর এই পরিকল্পনার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হচ্ছে সঠিক হিসাবব্যবস্থার প্রয়োগ। পরিবারের আয়-ব্যয়ের মধ্যে যদি কোনো পরিকল্পনা না থাকে, তাহলে ঐ পরিবার কখনোই সুশৃঙ্খলভাবে জীবনযাপন করতে পারবে না। পরিবারের আয়-ব্যয়ের সঠিক হিসাব না থাকলে পরিবারে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে ফলে পরিবারের সুখ-শান্তি বিঘ্নিত হবে। তাই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মতো প্রতিটি পরিবারেরও আয়–ব্যয় হিসাব সংরক্ষণ করা খুবই প্রয়োজন।

পরিবার যেহেতু কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান নয়, তাই এর হিসাবব্যবস্থা সংগত কারণেই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মতো হবে না। মূলত পরিবার হচ্ছে একটি অমুনাফাভোগী চলমান প্রতিষ্ঠান। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মতো পরিবারেও আর্থিক লেনদেন সংঘটিত হয়। অর্থাৎ এখানে আয় আছে এবং ব্যয়ও আছে। সুতরাং, আয় ও ব্যয়ের পূর্বপরিকল্পনা থাকা জরুরি। সুষ্ঠুভাবে পরিবারকে পরিচালনা করতে হলে অর্থাৎ নির্দিষ্ট আয়ের মধ্যে সুখী জীবনযাপন করতে হলে পরিকল্পিত হিসাব–নিকাশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কাজ : পারিবারিক হিসাবব্যবস্থা সুন্দর জীবনযাপনে কেন প্রয়োজন–তোমার মতামত দাও।

পারিবারিক হিসাবব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য :

১। অমুনাফাভোগী সংগঠন :

পরিবারকে অমুনাফাভোগী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। যেহেতু লাভ-লোকসানের কোনো প্রশ্ন নেই, সেহেতু নির্দিষ্ট সময়ের আয়–ব্যয় বিবরণী তৈরির মাধ্যমে উদ্বৃত্ত বা ঘাটতি এবং আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত করা হয়।

২। স্বতন্ত্র একক নির্ধারণ :

প্রতিটি পরিবারকে তার কর্তাব্যক্তি বা অন্যান্য ব্যক্তি থেকে পৃথক বিবেচনা করে হিসাব নিকাশ সম্পন্ন করতে হয়।

৩। দায়বদ্ধতা :

পারিবারিক হিসাব-নিকাশ কারও নিকট পেশ করতে হয় না। সুতরাং হিসাব-নিকাশের ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা বা দায়বদ্ধতা নেই।

৪। নগদ লেনদেন :

পরিবারের লেনদেন বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নগদে সংঘটিত হয়ে থাকে। ফলে হিসাব-নিকাশ সংরক্ষণ করা অনেক সহজ।

৫। নির্ধারিত খাত :

বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পরিবারের হিসাব-নিকাশের খাত নির্ধারিত থাকে।

কাজ: পারিবারিক হিসাবব্যবস্থার বৈমিষ্ট্যগুলো কেন মুনাফাভোগী প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য থেকে আলাদা?

পারিবারিক হিসাবব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা :

নির্দিষ্ট আয়ের মধ্যে সুস্থ ও সুন্দর জীবনযাপনের জন্য সুষ্ঠু হিসাবব্যবস্থা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। নিচে পারিবারিক হিসাবব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করা হলো–

১। সুষ্ঠু পরিকল্পনা :

হিসাব-নিকাশে স্বচ্ছতা থাকলে সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে পারিবারিক বন্ধনকে অনেক বেশি উপভোগ করা সম্ভব।

২। পারিবারিক সচ্ছলতা :

'আয় বুঝে ব্যয় কর' -এ মতবাদ অনুযায়ী হিসাবব্যবস্থা পরিচালিত হলে পারিবারিক সুখ ও সচ্ছলতা বৃদ্ধি পাবে।

৩। মূল্যবোধ সৃষ্টি :

পারিবারিক হিসাব-নিকাশের মধ্যে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা হয় বলে তা নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টিতে সহায়ক হয়।

৪। পারিবারিক বাজেট :

হিসাব-নিকাশের পরিপূর্ণ তথ্য থাকলে সহজেই পারিবারিক বাজেট প্রণয়নের মাধ্যমে আয়-ব্যয়ের সুস্পষ্ট নির্দেশনা তৈরি করে সুষ্ঠুভাবে পরিবারকে পরিচালনা করা যায়।

৫। সঞ্চয় এবং ভোগপ্রবণতা :

ভবিষ্যতে সুন্দরভাবে জীবনযাপন করার জন্য বর্তমান আয়ের একটি অংশ সঞ্চয় করা উচিত। সুষ্ঠু হিসাব-নিকাশের মাধ্যমে সঞ্চয়ের প্রবণতা বৃদ্ধি পায় ও ভোগপ্রবণতা হ্রাস পায়।

৬। পারিবারিক শৃঙ্খলা :

স্বচ্ছ হিসাবব্যবস্থা বজায় থাকলে পরিবারের অন্য সদস্যদের সাথে কর্তাব্যক্তির মনোমালিন্য ও ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ থাকে না। ফলে পারিবারিক বিশৃঙ্খলা ও কলহ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

কাজ: উল্লিখিত প্রয়োজনীয়তা ছাড়াও পারিবারিক হিসাবব্যবস্থার আর কী কী প্রয়োজনীয়তা থাকতে পারে তা চিহ্নিত কর।

পারিবারিক বাজেট :

বাজেট বলতে বোঝায় পরিকল্পনার সংখ্যাত্মক প্রকাশ। অর্থাৎ নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের আয় ও ব্যয়ের পূর্বপরিকল্পনার সংখ্যাত্মক প্রকাশই হচ্ছে বাজেট। নির্দিষ্ট সময় বলতে কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। সাপ্তাহিক, মাসিক কিংবা বার্ষিকও হতে পারে। পারিবারিক বাজেট বলতে বোঝায় পরিবারকেন্দ্রিক আয়-ব্যয়ের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা। অর্থাৎ পরিবারের আয়ের উৎস এবং চাহিদার ভিত্তিতে ব্যয়ের খাত নির্ধারণ করে যে পূর্বপরিকল্পনা করা হয়, তাকেই পারিবারিক বাজেট বলা হয়। বাজেট প্রণয়ন করার মাধ্যমে পরিবারকে একটি নির্দিষ্ট কাঠামোর ভিতর আনা হয়, যাতে করে আয়ের অতিরিক্ত ব্যয়ের কোনো সুযোগ না থাকে। নির্দিষ্ট কাঠামোর ভিতর অর্থাৎ বাজেটের মাধ্যমে পারিবারিক হিসাব-নিকাশ পরিচালনা করতে পারলে নির্দিষ্ট আয়ের মধ্যেই সুষ্ঠু ও সুন্দর জীবনযাপন করা সম্ভব।

পারিবারিক বাজেটের প্রস্তুতপ্রণালি :

পারিবারিক বাজেট তৈরির জন্য কতগুলো পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি। বাজেট তৈরি ও বাস্তবায়ন তখনই সম্ভব হবে, যদি নির্ধারিত নিয়মনীতি মেনে বাজেট প্রস্তুত করা হয়। পদক্ষেপগুলো নিম্নরূপ–

১। প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির তালিকা প্রস্তুতকরণ :

যে সময়ের জন্য বাজেট প্রণয়ন করা হবে, যে সময়ে পরিবারের সদস্যদের কাঙ্ক্ষিত দ্রব্যের তালিকা নিয়ে তার মধ্যে থেকে প্রয়োজন ও চাহিদার গুরুত্ব অনুসারে তালিকা প্রস্তুত করতে হবে।

২। মূল্য নিরূপণ :

তালিকা অনুযায়ী প্রতিটি দ্রব্য বা সেবাকার্যের মূল্য জেনে নিয়ে একত্রে মোট মূল্য বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৩। **সম্ভাব্য আয় নির্ধারণ :**

পারিবারিক বাজেটে সাধারণত আয়ের উপর ভিত্তি করে ব্যয় নির্ধারণ করা হয়। সেই জন্য বাজেটকে কার্যকরী করতে হলে সম্ভাব্য আয়ের সকল উৎস সঠিকভাবে চিহ্নিত করে মোট আয় বাজেটে উপস্থাপন করতে হয়।

৪। **বাজেটের ভারসাম্য রক্ষা :**

প্রতিটি পরিবারেই বাজেটের মূল লক্ষ্য সীমিত আয়ের মধ্য থেকে সর্বোচ্চ সুবিধা গ্রহণের মাধ্যমে ভবিষ্যতের জন্য কিছু সঞ্চয় করা। বাজেট প্রণয়ন করার সময় খেয়াল রাখতে হবে আয়-ব্যয়ের মধ্য যেন ভারসাম্য বজায় থাকে অর্থাৎ ব্যয় যেন আয়ের চেয়ে বেশি না হয়।

৫। **যুগোপযোগী বাজেট প্রণয়ন :**

পারিবারিক বাজেট এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যেন তা বাস্তবধর্মী এবং যুক্তিসংগত হয়। তাছাড়া বাজেট নমনীয় হতে হবে, যাতে করে বিশেষ পরিস্থিতিতে কোনো একটি খরচ বেড়ে গেলে অন্য একটি খরচ কমানো যায়।

পারিবারিক বাজেটের নমুনা :

একটি সার্থক বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন নির্ভর করে পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর। পরিবারের গঠন, আকৃতি, পরিবারের আয়, সদস্যের রুচিবোধ, সামাজিক পরিচিতি ইত্যাদি উপাদানগুলো সক্রিয়ভাবে বাজেট প্রণয়নের সময় বিবেচনায় রাখতে হয়। তাছাড়া প্রতিটি পরিবারের বাজেট একরকম এবং একই মানে তৈরি করা সম্ভব হবে না। মোটকথা হলো আয়-ব্যয়ের ভারসাম্য থেকেই একটি পারিবারিক বাজেট তৈরি হয়। ব্যয়ের খাতওয়ারি বণ্টন নির্ভর করবে পারিবারিক কাঠামোর উপর। যেমন- খাদ্য খাতে শতকরা ২০%-২৫%, বস্ত্রখাতে ৫%-১০%, বাসস্থান খাতে ৩০%-৪০%, শিক্ষাখাত ১০%-১৫%, যানবাহন ১৫%-২০% খরচ করা যেতে পারে (আনুমানিক)। নিচে একটি পারিবারিক (০৬ জন সদস্য ধরে) বাজেটের নমুনা দেওয়া হলো:

মাসের নাম ——

আয়

আয়ের বিবরণ	সম্ভাব্য আয় টাকা	মোট আয় টাকা
বেতন খাতে আয়	৪০,০০০	
অন্যান্য উৎস (বাড়িভাড়া, কৃষি আয় ইত্যাদি)	১০,০০০	
		৫০,০০০

ব্যয়

ব্যয়ের বিবরণ	সম্ভাব্য ব্যয় টাকা	মোট খরচ টাকা	শতকরা হার %
১। খাদ্যসামগ্রী :			
চাল	১,৫৭৫		
ডাল	৩০০		
তৈল	৭০০		
লবণ	৭৫		
আটা	২০০		
ময়দা	১০০		
সেমাই/নুডলস	২০০		
চা, চিনি	১৫০		
মসলা	২০০	**৩,৫০০**	

ব্যয়ের বিবরণ	সম্ভাব্য ব্যয় টাকা	মোট খরচ টাকা	শতকরা হার %
কাঁচাবাজার:			
মাছ	১,৫০০		
মাংস	১,০০০		
মুরগি	১,২০০		
ডিম	৭০০		
শাকসবজি	১,৫০০		
ফল	৫০০		
পেঁয়াজ, রসুন, আদা	৪০০		
		৬,৮০০	২১%
		১০,৩০০	
২। **বাসস্থান:**			
বাসাভাড়া	১৫,০০০		
বিদ্যুৎ	১,০০০		
গ্যাস	৪০০		
অন্যান্য	৩০০		
		১৬,৭০০	৩৩%
৩। **বস্ত্র :**			
বস্ত্র ক্রয়	৫০০		
বস্ত্র ধৌত ও ইস্ত্রি	২০০		
সেলাই ইত্যাদি	৩০০		
		১,০০০	২%
৪। **শিক্ষা :**			
স্কুল/কলেজের বেতন	১,০০০		
কাগজ, খাতা, বই, কলম	৫,০০		
গৃহশিক্ষকের বেতন	২,০০০		
যাতায়াত খরচ	১,০০০		
		৪,৫০০	৯%
৫। **চিকিৎসা খরচ:**		২,১০০	৪%
৬। **সদস্যদের ব্যক্তিগত খরচ:**			
যাতায়াত আমোদ-প্রমোদ		২,০০০	৪%
৭। **অন্যান্য খরচ:**			
মেহমানদারি	১,০০০		
উপহারসামগ্রী	১,০০০		
খবরের কাগজ	৪০০		
গৃহভৃত্যের বেতন	১,০০০		
		৩,৪০০	৭%
৮। **ভবিষ্যৎ সঞ্চয়:**			
প্রভিডেন্ট ফান্ড	৭,০০০		
ডি পি এস	৩,০০০		
		১০,০০০	২০%
মোট খরচ		৫০,০০০	১০০%

কাজ: পারিবারিক বাজেটের মাধ্যমে কী কী সুবিধা পাওয়া যেতে পারে চিহ্নিত করো।

পারিবারিক আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকরণ :

পারিবারিক যে সমস্ত লেনদেন সংঘটিত হয় সেগুলো, বিভিন্ন হিসাব বহিতে লিপিবদ্ধ করা হয়। বিচ্ছিন্নভাবে লিপিবদ্ধকৃত লেনদেন থেকে পরিবারের আর্থিক অবস্থা এবং আয়–ব্যয়ের কোনো চিত্র খুঁজে পাওয়া যায় না। পরিবারের আর্থিক অবস্থা এবং আয়–ব্যয়ের চিত্র পাওয়ার জন্য আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করা অপরিহার্য। আর্থিক বিবরণীর মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ের আয়-ব্যয়ের চিত্র এবং আর্থিক অবস্থার বিবরণী তৈরির মাধ্যমে পরিবারের সম্পদ ও দায়ের একটি প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে। পারিবারিক আর্থিক বিবরণীর ধাপসমূহ হলো–

১। প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাব (Receipts and Payments Accounts)
২। আয়–ব্যয় বিবরণী (Statement of Income and Expenditure)
৩। আর্থিক অবস্থার বিবরণী (Statement of Financial Position)

১। **প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাব :** পারিবারিক দৈনন্দিন নগদ লেনদেনের সংরক্ষিত হিসাব থেকে বছর শেষে শ্রেণিবদ্ধভাবে এবং সংক্ষিপ্ত আকারে যে হিসাব প্রস্তুত করা হয়, তাকে প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাব বলা হয়। প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাব ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নগদান বইয়ের অনুরূপ; কিন্তু এটি নগদান বই নয়। এটি পারিবারিক হিসাব–নিকাশের প্রথম ধাপ। সকল প্রকার নগদ লেনদেনের সমন্বয় হিসাব প্রস্তুত করা হয়।

সকল প্রকার নগদ প্রাপ্তি ডেবিট পাশে এবং সকল প্রকার নগদ প্রদান ক্রেডিট পাশে হিসাবভুক্ত করা হয়। যেকোনো সালের মূলধন ও মুনাফাজাতীয় আয়সমূহ প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাবের ডেবিট দিকে এবং যেকোনো সালের মূলধন ও মুনাফাজাতীয় ব্যয়সমূহ ক্রেডিট দিকে লিখে প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাব তৈরি করা হয়।

২। **আয়-ব্যয় বিবরণী :** হিসাবকাল শেষে অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময় পর পরিবারের আয় ও ব্যয়ের উদ্বৃত্ত বা ঘাটতি নির্ণয়ের জন্য শুধু চলতি সালের মুনাফা জাতীয় আয় এবং মুনাফাজাতীয় ব্যয়ের সাহায্যে যে বিবরণী প্রস্তুত করা হয়, তাকেই আয়-ব্যয় বিবরণী বলা হয়। আয়-ব্যয় বিবরণীতে যদি ব্যয়ের চেয়ে আয়ের পরিমাণ বেশি হয়, তাহলে উদ্বৃত্তকে বলা হয় ব্যয়াতিরিক্ত আয় বা আয় উদ্বৃত্ত, আর যদি আয়ের চেয়ে ব্যয়ের পরিমাণ বেশি হয়, তাহলে তকে বলা হয় আয়াতিরিক্ত ব্যয় বা ঘাটতি। ব্যয়াতিরিক্ত আয় দ্বারা পারিবারিক তহবিল বৃদ্ধি হয় এবং ঘাটতি দ্বারা পারিবারিক তহবিল হ্রাস পায়।

৩। **আর্থিক অবস্থার বিবরণী :** সংক্ষেপে আর্থিক অবস্থার বিবরণী বলতে বোঝায় সম্পদ এবং দায়ের বিবরণী। অর্থাৎ কোনো একটি নির্দিষ্ট দিনের প্রতিষ্ঠানের সকল প্রকার সম্পদ এবং দায়ের সাহায্যে যে বিবরণী তৈরি করা হয়, তাকেই আর্থিক অবস্থার বিবরণী বলে। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মতো পরিবারেরও কিছু সম্পদ ও দায় থাকে। সম্পদসমূহ, যথা– ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র, বিনিয়োগ, নগদ টাকা ইত্যাদি। দায়সমূহ, যথা– ঋণ, বকেয়া খরচ, পাওনাদার ইত্যাদি। যেহেতু পরিবার কোনো ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান নয়, সেহেতু এর কোনো প্রারম্ভিক মূলধন থাকে না। তবে পরিবারের তহবিল নির্ণয় করা হয়। পারিবারিক তহবিল আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে দায় হিসেবে প্রদর্শন করা হয়। আয়–ব্যয় বিবরণীর ব্যয়াতিরিক্ত আয় পারিবারিক তহবিলে যোগ হয় এবং ঘাটতি হলে পারিবারিক তহবিল থেকে বাদ দিয়ে দেখানো হয়।

প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাবের একটি নমুনা ছক নিচে দেওয়া হলো:

প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাব

প্রাপ্তি	টাকা	প্রদান	টাকা
ব্যালেন্স বি/ডি	***	মুনাফাজাতীয় প্রদানসমূহ	***
মুনাফাজাতীয় প্রাপ্তিসমূহ	***	মূলধনজাতীয় প্রদানসমূহ	***
মূলধনজাতীয় প্রাপ্তিসমূহ	***	ব্যালেন্স সি/ডি	***
	*****		*****

প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাবের বৈশিষ্ট্য:

১। প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাব নগদান বইয়ের মতো।

২। এই হিসাবের বাম পার্শ্বে প্রারম্ভিক নগদ তহবিল ও ব্যাংক ব্যালেন্স দিয়ে শুরু হয় এবং ডান পার্শ্বে সমাপনী নগদ তহবিল ও ব্যাংক ব্যালেন্স দিয়ে শেষ হয়।

৩। এই হিসাবের বাম পার্শ্বে সকল প্রকার প্রাপ্তি এবং ডান পার্শ্বে সকল প্রকার পরিশোধ লেখা হয়।

৪। এই হিসাবের বিভিন্ন প্রাপ্তি ও পরিশোধ লেখার সময় কোনো সময়কাল বিবেচনায় আনা হয় না অর্থাৎ চলতি, পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সকল কালের হিসাবসমূহ লিপিবদ্ধ করা হয়।

৫। বর্তমান বছরের কোনো বকেয়া আয় বা বকেয়া ব্যয়ের লেনদেন এ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয় না।

৬। এ হিসাবের বাম দিক সর্বদাই বড় হয়। কারণ নগদ প্রাপ্ত টাকার চেয়ে নগদ প্রদান কখনো বেশি হতে পারে না।

৭। স্থায়ী সম্পদের অবচয়-সংক্রান্ত লেনদেন এ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয় না।

৮। এ হিসাব হতে নগদ প্রবাহ (Cash flow) জানা যায়।

কাজ: পারিবারিক হিসাব প্রস্তুতের ক্ষেত্রে প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাব কি ভূমিকা রাখতে পারে?

প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাব হতে আয়-ব্যয় বিবরণী প্রস্তুতপ্রণালি :

প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাব হতে আয়-ব্যয় বিবরণী প্রস্তুত করার নিয়মাবলি নিচে বর্ণনা করা হলো।

১। প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাবের ডেবিট দিকের মুনাফা জাতীয় প্রাপ্তিগুলো আয়-ব্যয় বিবরণীর আয়ের দিকে এবং ক্রেডিট দিকের মুনাফা জাতীয় ব্যয়সমূহ আয়–ব্যয় বিবরণীর ব্যয়ের দিকে লিখতে হবে।

২। প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাবের প্রারম্ভিক ও সমাপনী উদ্বৃত্ত আয়-ব্যয় বিবরণীতে দেখাতে হয় না।

৩। মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি ও প্রদান আয় ব্যয় বিবরণীতে হিসাবভুক্ত হবে না।

৪। মুনাফাজাতীয় প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাব আয়-ব্যয় বিবরণীতে হিসাবভুক্ত হবে।

৫। শুধু চলতি সালের মুনাফা জাতীয় আয় ও ব্যয়, আয় ব্যয় বিবরণীতে হিসাবভুক্ত হবে।

৬। বিগত ও পরবর্তী সালের কোনো আয়–ব্যয় আয়–ব্যয় বিবরণীতে আসবে না।

৭। প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাবে প্রদর্শিত সম্পদ ক্রয় ও বিক্রয় আয়– ব্যয় বিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত হবে না।

৮। চলতি বছরের প্রাপ্য আয় ও বকেয়া ব্যয় আয়–ব্যয় বিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত হবে।

৯। স্থায়ী সম্পদের অবচয় আয়–ব্যয় বিবরণীর ব্যয়ের দিকে বসবে।

কাজ: প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাবের কোন কোন দফা আয়–ব্যয় বিবরণীতে আসবে না চিহ্নিত করো।

প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাব হতে আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত প্রণালি :

পারিবারিক হিসাব-নিকাশের ক্ষেত্রে আর্থিক অবস্থার বিবরণী তৈরির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট সময় শেষে পরিবারের সম্পদ, দায় ও পারিবারিক তহবিল সম্পর্কে ধারণা লাভ করা।

প্রস্তুত প্রণালি :

১। পরিবারের প্রারম্ভিক সম্পদ থেকে প্রারম্ভিক দায় বাদ দিয়ে পারিবারিক তহবিল নির্ণয় করতে হবে।

২। প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাবের মূলধন জাতীয় প্রাপ্তিগুলো আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে দায় এবং মূলধন জাতীয় ব্যয়গুলো সম্পদ স্বরূপ দেখাতে হবে।

৩। প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাবের সমাপনী নগদ ও ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে সম্পদ স্বরূপ দেখাতে হবে।

৪। সম্পদের অবচয় আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে সংশ্লিষ্ট সম্পদ থেকে বাদ দিয়ে দেখাতে হবে।

৫। যাবতীয় অগ্রিম আয় আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে দায় এবং অগ্রিম ব্যয় আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে সম্পদ স্বরূপ দেখাতে হবে।

৬। আয়-ব্যয় বিবরণীর আয় উদ্বৃত্ত আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে পারিবারিক তহবিলের সাথে যোগ এবং ঘাটতি পারিবারিক তহবিল থেকে বাদ দিয়ে দেখাতে হবে।

৭। প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাবের প্রারম্ভিক নগদ ও ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত আসবে না। উক্ত উদ্বৃত্তসমূহ পারিবারিক তহবিল নির্ণয়ে ব্যবহৃত হবে।

কাজ: পারিবারিক তহবিল নির্ণয়ের ক্ষেত্রে প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাব হতে কোন কোন দফাসমূহ আসবে তা চিহ্নিত করো।

উদাহরণ : ১

সরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত মিসেস রুবিনা নিজের বেতন ও স্বামীর ব্যবসায়ের আয় দিয়ে পরিবার পরিচালনা করেন। ২০১৭ সালে তাঁর পরিবারের আয়-ব্যয়ের তথ্যাদি নিম্নরূপ:

মাসে বেতন প্রাপ্তি ৩৫,০০০ টাকা। বাড়িভাড়া বাবদ প্রদান করে মাসে ১৮,০০০ টাকা। বছরে খাদ্যসামগ্রী বাবদ মোট ব্যয় হয় ১,২০,০০০ টাকা। ঔষধ ও ডাক্তারের ফি ২৫,০০০ টাকা, ব্যবসায় হতে মুনাফা ৪,৮০,০০০ টাকা। কাপড় চোপড় ক্রয় ৩২,০০০ টাকা, লেখাপড়ার খরচ ৯৫,০০০ টাকা। ডাইনিং টেবিল ক্রয় ৪২,০০০ টাকা, আয়কর প্রদান ১৬,০০০ টাকা। কম্পিউটার ও প্রিন্টার ক্রয় ৭৬,০০০ টাকা, গ্যাস, পানি ও বিদ্যুৎ বিল প্রদান ৩৮,৫০০ টাকা। ডি.পি.এসে জমা প্রদান ৬০,০০০ টাকা।

অন্যান্য তথ্য: ১ জানুয়ারি ২০১৭ তাঁর পরিবারের নগদ তহবিল ২২,০০০ টাকা এবং আসবাবপত্র ১,৬৮,০০০ টাকা ছিল। বছর শেষে গ্যাস ও পানির বিল ২৪,০০০ টাকা বকেয়া রয়েছে।

করণীয় : উপর্যুক্ত তথ্য হতে প্রাপ্তি প্রদান হিসাব, আয়-ব্যয় বিবরণী ও আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত কর।

সমাধান:

মিসেস রুবিনার পরিবারের
প্রাপ্তি প্রদান হিসাব
২০১৭ সালের ৩১ ডিসেম্বর সমাপ্ত বছরের জন্য

ডেবিট ক্রেডিট

প্রাপ্তি	টাকা	প্রদান	টাকা
নগদ তহবিল (১/১/২০১৭)	২২,০০০	বাড়ি ভাড়া (১৮,০০০×১২)	২,১৬,০০০
বেতন প্রাপ্তি (৩৫,০০০ × ১২)	৪,২০,০০০	খাদ্যসামগ্রী বাবদ ব্যয়	১,২০,০০০
ব্যবসায় হতে মুনাফা	৪,৮০,০০০	ঔষধ ও ডাক্তারের ফি	২৫,০০০
		কাপড়চোপড় ক্রয়	৩২,০০০
		লেখা পড়ার খরচ	৯৫,০০০
		ডাইনিং টেবিল ক্রয়	৪২,০০০
		আয়কর প্রদান	১৬,০০০
		কম্পিউটার ও প্রিন্টার ক্রয়	৭৬,০০০
		গ্যাস, পানি ও বিদ্যুৎ বিল	৩৮,৫০০
		ডি.পি.এস জমা	৬০,০০০
		হাতে নগদ (৩১/১২/২০১৭)	২,০১,৫০০
	৯,২২,০০০		৯,২২,০০০

মিসেস রুবিনার পরিবারের
আয়-ব্যয় বিবরণী
২০১৭ সালের ৩১ ডিসেম্বর সমাপ্ত বছরের জন্য

বিবরণ	টাকা	টাকা	টাকা
আয়সমূহ:			
বেতন প্রাপ্তি		৪,২০,০০০	
ব্যবসায় হতে মুনাফা		৪,৮০,০০০	৯,০০,০০০
বাদঃ ব্যয়সমূহ-			
বাড়ি ভাড়া		২,১৬,০০০	
খাদ্যসামগ্রী বাবদ ব্যয়		১,২০,০০০	
ঔষধ ও ডাক্তারের ফি		২৫,০০০	
কাপড়চোপড় ক্রয়		৩২,০০০	
লেখা পড়া খরচ		৯৫,০০০	
আয়কর প্রদান		১৬,০০০	
গ্যাস, পানি ও বিদ্যুৎ বিল	৩৮,৫০০		
যোগ: বকেয়া	২৪,০০০	৬২,৫০০	
			(৫,৬৬,৫০০)
আয় উদ্বৃত্ত			৩,৩৩,৫০০

মিসেস রুবিনার পরিবারের
আর্থিক অবস্থার বিবরণী
৩১ ডিসেম্বর ২০১৭

বিবরণ	টাকা	টাকা	টাকা
সম্পদসমূহ: হাতে নগদ		২,০১,৫০০	
আসবাবপত্র	১,৬৮,০০০		
যোগ: ডাইনিং টেবিল ক্রয়	৪২,০০০	২,১০,০০০	
কম্পিউটার **ও প্রিন্টার**		৭৬,০০০	
ডি.পি.এস জমা		৬০,০০০	
মোট সম্পদ			৫,৪৭,৫০০
দায়সমূহ:			
বকেয়া গ্যাস ও পানি বিল		২৪,০০০	
পারিবারিক তহবিল **(নোট: ১)**	১,৯০,০০০		
যোগ: আয় উদ্বৃত্ত	৩,৩৩,৫০০		
		৫,২৩,৫০০	৫,৪৭,৫০০

নোট: ১. <u>পারিবারিক তহবিল নির্ণয়</u>

নগদ তহবিল+আসবাবপত্র=(২২,০০০+১,৬৮,০০০)= ১,৯০,০০০

উদাহরণ : ২

জনাব ওসমান গণির ১ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে সম্পদ ও দায়-দেনার পরিমাণ ছিল– বাড়ি ২০,০০,০০০; আসবাবপত্র ২০,০০০; তৈজসপত্র ১৩,০০০ এবং গৃহ নির্মাণ ঋণ ১৫,০০,০০০ টাকা। উক্ত বছরে তাঁর পরিবারের প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাব নিম্নরূপ:

প্রাপ্তি প্রদান হিসাব

প্রাপ্তিসমূহ	টাকা	প্রদানসমূহ	টাকা
বেতন প্রাপ্তি	২,৫০,০০০	খাদ্যসামগ্রী ক্রয়	৪০,০০০
কৃষি খাত থেকে আয়	২০,০০০	মুদির দোকান বিল	২,২৮০
পুরাতন খবরের কাগজ বিক্রয়	২,০০০	পৌরকর	৩,২২০
		কম্পিউটার ক্রয়	৫০,০০০
		গৃহনির্মাণ ঋণের সুদ	১০,০০০
		টেলিভিশন ক্রয়	৩২,০০০
		ফ্রিজ ক্রয়	৬০,০০০
		গ্যাস, পানি, বিদ্যুৎ	৫,৬০০
		আপ্যায়ন	৭,০০০
		মনিহারি	২,৫০০
		খবরের কাগজ বিল	৪,৮০০
		যাতায়াত ও অন্যান্য	৪,৪০০
		ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংকে জমা	৪৮,০০০
		হাতে নগদ (৩১/১২/২০১৭)	২,২০০
	<u>২,৭২,০০০</u>		<u>২,৭২,০০০</u>

করণীয়: ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ সালের আয়-ব্যয় বিবরণী ও ৩১ ডিসেম্বর তারিখের আর্থিক অবস্থার বিবরণী তৈরি কর।

সমাধান:

জনাব ওসমান গণির পরিবারের
আয়-ব্যয় বিবরণী
৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

বিবরণ	টাকা	টাকা
আয়সমূহ:		
বেতন	২,৫০,০০০	
কৃষি আয়	২০,০০০	
পুরাতন খবরের কাগজ বিক্রয়	২,০০০	
মোট আয়		২,৭২,০০০
ব্যয়সমূহ:		
খাদ্যসামগ্রী ক্রয়	৪০,০০০	
মুদি দোকানের বিল পরিশোধ	২,২৮০	
পৌরকর	৩,২২০	
গৃহনির্মাণ ঋণের সুদ	১০,০০০	
গ্যাস, পানি, বিদ্যুৎ	৫,৬০০	
আপ্যায়ন	৭,০০০	
মনিহারি	২,৫০০	
খবরের কাগজ বিল পরিশোধ	৪,৮০০	
যাতায়াত ও অন্যান্য	৪,৪০০	
মোট খরচ		৭৯,৮০০
আয় উদ্বৃত্ত/ ব্যয়াতিরিক্ত আয়		১,৯২,২০০

জনাব ওসমান গণির পরিবারের
আর্থিক অবস্থার বিবরণী
৩১ ডিসেম্বর ২০১৭

বিবরণ	টাকা	টাকা	টাকা
সম্পদসমূহ:			
বাড়ি		২০,০০,০০০	
আসবাবপত্র		২০,০০০	
তৈজসপত্র		১৩,০০০	
কম্পিউটার		৫০,০০০	
টেলিভিশন		৩২,০০০	
ফ্রিজ ক্রয়		৬০,০০০	
ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংকে জমা		৪৮,০০০	
হাতে নগদ		২,২০০	
মোট সম্পদ			২২,২৫,২০০
দায় ও পারিবারিক তহবিল:			
গৃহনির্মাণ ঋণ		১৫,০০,০০০	
পারিবারিক তহবিল (নোট: ১)	৫,৩৩,০০০		
(+) আয় উদ্বৃত্ত	১,৯২,২০০	৭,২৫,২০০	
মোট দায় ও পারিবারিক তহবিল			২২,২৫,২০০

নোট: ১ - পারিবারিক তহবিল নির্ণয়

পারিবারিক তহবিল= প্রারম্ভিক সম্পদ - প্রারম্ভিক দায়
= বাড়ি + আসবাবপত্র + তৈজসপত্র - গৃহনির্মাণ ঋণ
= (২০,০০,০০০+২০,০০০+১৩,০০০) - ১৫,০০,০০০
= ৫,৩৩,০০০ টাকা।

কাজ:

জনাব আজিজ পেশায় একজন চিকিৎসক। তিনি চাকরির পাশাপাশি প্রাইভেট প্র্যাকটিসের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করেন ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ সালের সমাপ্ত বছরের তার পরিবারের প্রাপ্তি প্রদান হিসাব ছিল নিম্নরূপ:

প্রাপ্তি - প্রদান হিসাব
৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ সমাপ্ত বছরের জন্য

প্রাপ্তি	টাকা	প্রদান	টাকা
হাতে নগদ (০১-০১-২০১৭)	২৫,০০০	শেয়ারে বিনিয়োগ	১,০০,০০০
ব্যাংক জমা (০১-০১-২০১৭)	৩৫,০০০	খাদ্যসামগ্রী ক্রয়	৪০,০০০
বেতন থেকে আয়	২,৫০,০০০	ড্রাইভারের বেতন	৬০,০০০
প্রাইভেট প্র্যাকটিস থেকে প্রাপ্তি	১,২০,০০০	গাড়ি মেরামত ও জ্বালানি খরচ	৪৫,০০০
বাড়ি ভাড়া থেকে প্রাপ্তি	৩০,০০০	পড়াশোনা খরচ	৫০,০০০
		আয়কর	৩১,০০০
		কম্পিউটার ক্রয়	৪০,০০০
		ঋণের সুদ	২০,০০০
		গ্যাস, পানি ও বিদ্যুৎ খরচ	৩৭,০০০
		আলমারি ক্রয়	১৫,০০০
		হাতে নগদ (৩১-১২-২০১৭)	২২,০০০
	৪,৬০,০০০		৪,৬০,০০০

০১-০১-২০১৭ তারিখে সম্পদ ও দায়ের উদ্বৃত্ত ছিল নিম্নরূপ:
আসবাবপত্র ১,২৫,০০০ টাকা, বাড়িঘর ৫,০০,০০০ টাকা, তৈজসপত্র ৪০,০০০ টাকা, গাড়ি ৭,৫০,০০০ এবং ঋণ ২,০০,০০০ টাকা।

৩১.১২.২০১৭ তারিখে অন্যান্য তথ্য:
ক) চলতি বছরের বেতন বকেয়া ৭,০০০ টাকা।
খ) বাড়ি ভাড়া ৩,২০০ টাকা এখনও আদায় হয়নি।
গ) ড্রাইভারের বেতন বকেয়া ২,৪০০ টাকা।

করণীয় :

১। জনাব আজিজের পরিবারের পারিবারিক তহবিলের পরিমাণ নির্ণয় করো।
২। জনাব আজিজের পরিবারের ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৭ তারিখে সমাপ্ত বছরের আয়-ব্যয় বিবরণী প্রস্তুত করো।
৩। উক্ত তারিখের জনাব আজিজের পরিবারের আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত করো।

আত্মকর্মসংস্থানমূলক উদ্যোগ :

পরিবার, সমাজ তথা রাষ্ট্রের উন্নয়নের জন্য যেকোনো ব্যক্তি ছোট খাটো আত্মকর্মসংস্থানমূলক উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। হাঁস–মুরগি প্রতিপালন, মৎস্য চাষ, গবাদি পশু পালন, মৌমাছি চাষ, তাঁত ও কুটির শিল্প ইত্যাদি প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব। যেকোনো ব্যক্তিই এসব আত্মকর্মসংস্থানমূলক উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্পের সফলতা নির্ভর করে উদ্যোক্তার দক্ষতা, মেধা এবং নির্ভুল হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থা ও দক্ষ ব্যবস্থাপনার উপর। নিম্নে দুইটি পারিবারিক আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্পের আয় ও ব্যয়ের বিবরণ উল্লেখ করা হলো:

প্রকল্প–১: মৎস্য খামার

প্রকল্প অর্থায়নের উৎস:

	টাকা
নিজস্ব মূলধন	১,৩০,৯৫০
ব্যাংক ঋণ (১৬%)	২,০০,০০০
মোট বিনিয়োগ	৩,০৩,৯৫০

ক) মূলধন বিনিয়োগ:

বিবরণ	টাকা
বার্ষিক লিজ খরচ	১,০০,০০০
পুকুর সংস্কার	২০,০০০
বিনিয়োগকৃত মোট ব্যয়	১,২০,০০০

খ) বাৎসরিক ভিত্তিতে এক একর আয়তনের পুকুরে রুই মাছ চাষ প্রকল্পের ব্যয়ের বিবরণ

ব্যয়ের বিবরণ	টাকা	টাকা
১) আনুষঙ্গিক খরচ		
রেটিনন (৫ কেজি, ৪৫০ টাকা দরে)	২,২৫০	
চুন (১০০ কেজি, ২০ টাকা দরে)	২,০০০	
পানি প্রবেশকরণ খরচ	৩,০০০	৭,২৫০
২) মাছের পোনা (২০,০০০ টি, প্রতিটি ৫ টাকা দরে)		১,০০,০০০
৩) সার প্রয়োগ:	২০,০০০	
জৈব সার (২০০০ কেজি, ১০ টাকা দরে)	১,২০০	
ইউরিয়া সার (৬০ কেজি, ২০ টাকা দরে)	১,৫০০	
টি এস পি (১৫০ কেজি, ১০ টাকা দরে)		২২,৭০০
৪) মাছের খাদ্য:	৫,০০০	
সরিষার খৈল (২৫০ কেজি, ২০ টাকা দরে)	৭,০০০	
প্যাকেটজাত খাবার (৭০ কেজি, ১০০ টাকা দরে)		১২,০০০
৫) মজুরি:		১৫,০০০
পাহারা, খাদ্য সরবরাহ, সার প্রয়োগ, আগাছা দমন		
	২,০০০	
৬) মাছ সংগ্রহ খরচ:	২০,০০০	
পানি নিষ্কাশন	৫,০০০	
জেলে খরচ		
বিবিধ		২৭,০০০
মোট ব্যয়		১,৮৩,৯৫০

গ) আয় ও ব্যয়ের সংক্ষিপ্তসার:

বিবরণ	টাকা	টাকা
মোট আয়: মাছ বিক্রয় (৩০০০ কেজি , ১৫০ টাকা দরে)		৪,৫০,০০০
বাদ: বিনিয়োগকৃত মোট ব্যয়	১,২০,০০০	
পরিচালনা ব্যয়	১,৮৩,৯৫০	
ব্যাংক ঋণের সুদ (২০০০০০× ১৬%)	**৩২,০০০**	
		৩,৩৫,৯৫০
নীট মুনাফা		১,১৪,০৫০

প্রকল্প–২: হাঁস–মুরগির খামার

প্রকল্প অর্থায়নের উৎস:

	টাকা
নিজস্ব মূলধন	১,৪৪,০০০
ব্যাংক ঋণ (১৫%)	৬,০০,০০০
মোট বিনিয়োগ	৭,৪৪,০০০

ক) মূলধন বিনিয়োগ:

বিবরণ	টাকা
পুকুর লিজ খরচ	১,০০,০০০
পুকুর সংস্কার	১০,০০০
মুরগির ঘরের মূল্য	১,২০,০০০
হাঁসের ঘরের মূল্য	১,২০,০০০
মুজুরি	৩০,০০০
বিনিয়োগকৃত মোট ব্যয়	৩,৮০,০০০

খ) হাঁস–মুরগির যৌথ চাষ প্রকল্পের বার্ষিক ব্যয়ের বিবরণ:

বিবরণ	টাকা	টাকা
হাঁসের খরচ:		
৬ মাস বয়সের ২০০টি হাঁস, প্রতিটি ১০০ টাকা দরে	২০,০০০	
হাঁসের খাদ্য দৈনিক ৩০ কেজি, ২০ টাকা দরে (৩০×২০×৩৬৫)	২,১৯,০০০	
হাঁসের ঔষধ ও আনুষঙ্গিক খরচ	১০০০০	২,৪৯,০০০
মুরগীর খরচ:		
মুরগির বাচ্চা (১ দিন বয়সের ৩০০ মুরগি, ৬০ টাকা দরে)	১৮,০০০	
মুরগির খাদ্য (৫০০০ কেজি, ১৫ টাকা দরে)	৭৫,০০০	
মুরগির খাবারের পানির পাত্র মূল্য	৫,০০০	
ঔষধ	৭,০০০	
বিবিধ	১০,০০০	১,১৫,০০০
মোট ব্যয়		৩,৬৪,০০০

গ) হাঁস–মুরগির যৌথ চাষ প্রকল্পের বার্ষিক আয়ের বিবরণ:

বিবরণ	টাকা	টাকা
হাঁস:		
ডিম বিক্রয় – প্রতি হাঁস বছরে গড়ে ১৮০টি, ৬ টাকা দরে (১৮০×৬×২০০)	২,১৬,০০০	
হাঁস বিক্রয় – প্রতিটি ২৫০ টাকা দরে (২৫০×২০০)	৫০,০০০	
মুরগির :		২,৬৬,০০০
ডিম বিক্রয় – প্রতি মুরগির বছরে গড়ে ২০০টি, ৬ টাকা দরে (২০০×৬×৩০০)	৩,৬০,০০০	
মুরগির বিক্রয় – প্রতিটি ২০০ টাকা দরে (২০০×৩০০)	৬০,০০০	
		৪,২০,০০০
বছর শেষে হাঁস ও মুরগির ঘর বিক্রয়		১,৮০,০০০
মোট আয়		**৮,৬৬,০০০**

ঘ) আয় ও ব্যয়ের সংক্ষিপ্তসার:

বিবরণ	টাকা	টাকা
মোট আয়		৮,৬৬,০০০
বাদ: বিনিয়োগকৃত মোট ব্যয়	৩,৮০,০০০	
প্রতিপালন ব্যয়	৩,৬৪,০০০	
ব্যাংক ঋণের সুদ (৬,০০,০০০×১৫%)	৯০,০০০	৮,৩৪,০০০
নীট মুনাফা		৩২,০০০

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। হিসাববিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পরিবারকে বিবেচনা করা হয়–

(ক) মুনাফাভোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে (খ) অমুনাফাভোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে

(গ) মুনাফাভোগী চলমান প্রতিষ্ঠান হিসেবে (ঘ) অমুনাফাভোগী চলমান প্রতিষ্ঠান হিসেবে

২। পরিবারের বেশিরভাগ লেনদেন সংঘটিত হয়–

ক) নগদে খ) চেকে গ) ধারে ঘ) বিনামূল্যে

৩। পারিবারিক বাজেট তৈরি হয়–

(ক) সম্ভাব্য আয়ের ভিত্তিতে (খ) প্রকৃত আয়ের ভিত্তিতে

(গ) সম্ভাব্য আয় ও ব্যয়ের ভিত্তিতে (ঘ) প্রকৃত আয় ও ব্যয়ের ভিত্তিতে

৪। প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাবে লিপিবদ্ধ করা হয়–

i) মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি ii) মুনাফা জাতীয় প্রাপ্তি iii) মুনাফা জাতীয় প্রদান

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৫। পারিবারিক আয় ও ব্যয় বিবরণীতে লিপিবদ্ধ করা হয়–

ক) চলতি বছরের মুনাফা জাতীয় ব্যয়

খ) বিগত ও চলতি বছরের মুনাফা জাতীয় ব্যয়

গ) চলতি ও পরবর্তী বছরের মুনাফা জাতীয় ব্যয়

ঘ) বিগত, চলতি ও পরবর্তী বছরের মুনাফা জাতীয় ব্যয়

৬। পারিবারিক আর্থিক বিবরণী কয়টি পর্যায়ে প্রস্তুত করা হয়?

ক) ২টি খ) ৩টি

গ) ৪টি ঘ) ৫টি

৭। পারিবারিক মুনাফা জাতীয় ব্যয়–

i) বাড়িঘর নির্মাণ

ii) শিক্ষা ব্যয়

iii) সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ খরচ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৮। পারিবারিক বাজেট প্রস্তুতের প্রথম পদক্ষেপ কোনটি?

ক. প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির তালিকাকরণ।

খ. সম্ভাব্য আয় নির্ধারণ।

গ. দ্রব্য বা সেবার মূল্য নির্ধারণ।

ঘ. দ্রব্য বা সেবার চাহিদা ও সরবরাহের তথ্য সংগ্রহকরণ

৯। পারিবারিক আর্থিক বিবরণীর ধাপ হলো–

i) নগদান হিসাব

ii) প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাব

iii) আয়–ব্যয় বিবরণী

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii

খ) i ও iii

গ) ii ও iii

ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। জনাব আহসান হাবিব মাসে ১২,০০০ টাকা বেতনে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন। এছাড়া তিনি একটি কলেজে পার্টটাইম লেকচারার হিসেবে মাসে ৫,০০০ টাকা সম্মানী পান। ২০১৭ সালের ১ জানুয়ারি তাঁর পরিবারের নগদ তহবিল ২,০০,০০০ টাকা এবং ডিপিএসে জমা ১,০০,০০০ টাকা ছিল। উক্ত বছরে তাঁর পরিবারের অন্যান্য লেনদেন নিম্নরূপঃ খাদ্যসামগ্রী ক্রয় ৩০,০০০ টাকা। বাড়িভাড়া প্রদান ৮০,৪০০ টাকা। দৈনন্দিন বাজার খরচ ২৪,০০০ টাকা। আসবাবপত্র ক্রয় ১৫,০০০ টাকা। মুদি ও মনিহারি বিল ২,৫০০ টাকা। গহনা ক্রয় ৬০,০০০ টাকা। ডিপোজিট পেনশন স্কিমে জমা ২৪,০০০ টাকা, পোশাক ক্রয় ১১,০০০ টাকা।

ক. উদ্দীপক হতে জনাব আহসান হাবিবের পারিবারিক তহবিলের পরিমাণ নির্ণয় করো।

খ. জনাব আহসান হাবিবের পরিবারের সমাপনী নগদ তহবিলের পরিমাণ নির্ণয় করো।

গ. উপর্যুক্ত তথ্যের আলোকে উক্ত পরিবারের আয় উদ্বৃত্ত বা ঘাটতি নির্ণয় করো।

২। ১ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে ডা. মাহাদীর পারিবারিক অবস্থা নিম্নরূপঃ

বাড়িঘর ১০,০০,০০০ টাকা, আসবাবপত্র ৯০,০০০ টাকা, বিনিয়োগ ১০,০০০ টাকা, গহনাপত্র ৮০,০০০ টাকা, হাতে নগদ ৩,০০০ টাকা এবং ব্যাংক ঋণ ৬,০০০ টাকা।

ডা. মাহাদীর পারিবারিক প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাব

৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ সালের সমাপ্ত বছরের

প্রাপ্তিসমূহ	টাকা	প্রদানসমূহ	টাকা
হাতে নগদ (১/১/১৭)	৩,০০০	খাদ্যসামগ্রী ক্রয়	৬০,০০০
বেতন	৩,৬৩,০০০	দৈনন্দিন বাজার	১,২০,০০০
বিনিয়োগের সুদ	১,৫০০	টেলিভিশন ক্রয়	২৩,০০০
রোগী দেখে প্রাপ্তি	১,২০,০০০	খবরের কাগজ	৩,৫০০
		শিক্ষা খরচ	২৮,০০০
		গ্যাস, পানি, বিদ্যুৎ	২১,০০০
		ব্যাংকে স্থায়ী আমানত	২,২৫,০০০
		উদ্বৃত্ত (৩১/১২/১৭)	৭,০০০
	৪,৮৭,৫০০		৪,৮৭,৫০০

২০২৫

অন্যান্য তথ্য :

১. গ্যাস, পানি ও বিদ্যুৎ খরচ ১,৫০০ টাকা বকেয়া আছে।
২. বিনিয়োগের সুদ ১,০০০ টাকা পাওয়া যায়নি।
ক. ডা. মাহাদীর পারিবারিক তহবিলের পরিমাণ নির্ণয় করো।
খ. ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে সমাপ্ত বছরের তার পরিবারের আয়-ব্যয় বিবরণী প্রস্তুত করো।
গ. উক্ত তারিখের ডা. মাহাদীর পরিবারের আর্থিক অবস্থার বিবরণী তৈরি করো।

৩। জনাব হান্নান একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত। তিনি মাসে ৩০,০০০ টাকা বেতন পান এবং বছরে ২ বার ২০,০০০ টাকা করে বোনাস পান। ২০১৭ সালের ১ জানুয়ারি তাঁর পরিবারের নগদ তহবিল ১২,০০০ টাকা, বাড়িঘর ৫,৫০,০০০ টাকা, সরঞ্জাম ৬,০০০ টাকা এবং সহকর্মীর নিকট ঋণ ছিল ৪০,০০০ টকা। সারা বছরে তাঁর পরিবারের অন্যান্য লেনদেন ছিল নিম্নরূপ:

খাদ্যসামগ্রী ক্রয় ৭৮,০০০ টাকা, সহকর্মীর ঋণ পরিশোধ ৩০,০০০ টাকা, ঔষধ ও ডাক্তারের ফি ১৮,০০০ টাকা, বাড়ি মেরামত খরচ ৩১,০০০ টাকা, মোবাইল সেট ক্রয় ১৪,০০০ টাকা। বিদ্যুৎ ও টেলিফোন খরচ ৮,৬০০ টাকা। কাপড়চোপড় ক্রয় ৭,৫০০, কৃষি ফসল বিক্রয় ৪৮,৫০০ টাকা, ফ্রিজ ক্রয় ৩৬,০০০ টাকা। লেখাপড়ার খরচ ৪২,০০০ টাকা, ডি.পি.এস এ জমা ৩৬,০০০ টাকা। এছাড়া বিদ্যুৎ বিল বাবদ ৩,৪০০ টাকা বকেয়া রয়েছে।

ক. উপর্যুক্ত তথ্য হতে প্রারম্ভিক পারিবারিক তহবিল নির্ণয় করো।
খ. ২০১৭ সালের ৩১ ডিসেম্বর উক্ত পরিবারের সমাপনী নগদ তহবিল নির্ণয়।
গ. জনাব হান্নানের পরিবারের আয়-ব্যয় বিবরণী প্রস্তুত করো।

৪। জনাব নান্নু মিয়ার পরিবারের ১ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখের আর্থিক অবস্থা নিম্নরূপঃ
নগদ তহবিল ২০,০০০ টাকা, বাড়িঘর ৩,৫০,০০০ টাকা, তৈজসপত্র ২৫,০০০ টাকা, আসবাবপত্র ৫০,০০০ টাকা, এবং ১২% ঋণ ৬০,০০০ টাকা। উক্ত বছরের শেষে তাঁর পরিবারের প্রাপ্তি প্রদান হিসাব নিম্নরূপঃ

প্রাপ্তি-প্রদান হিসাব
২০১৭ সালের ৩১ ডিসেম্বর সমাপ্ত বছরের

ডেবিট ক্রেডিট

প্রাপ্তিসমূহ	টাকা	প্রদানসমূহ	টাকা
ব্যালেন্স B/D	২০,০০০	খাদ্যসামগ্রী ক্রয়	৭৭,৫০০
বেতন	১,৮০,০০০	বাড়ি মেরামত	৮,০০০
পুরাতন টেবিল বিক্রয়	৫,০০০	ফ্রিজ ক্রয়	২৮,০০০
কৃষি ফসল বিক্রয়	৩০,০০০	বিদ্যুৎ বিল	৬,০০০
ফার্মেসী ব্যবসায়ের মুনাফা	৭৫,০০০	চিকিৎসা খরচ	৩,৫০০
		ডিপিএস জমা	৪৮,০০০
		সাইকেল ক্রয়	১২,০০০
		লেখাপড়ার খরচ	১৪,৫০০
		কাপড়চোপড় ক্রয়	১৬,৭০০
		ঋণের সুদ	৫,৮০০
		ব্যালেন্স C/D	৯০,০০০
	৩,১০,০০০		৩,১০,০০০

অন্যান্য তথ্য:
১) খাদ্যসামগ্রী ১,০০০ টাকার মজুদ আছে।
২) নির্ধারিত বিদ্যুৎ বিল ২ মাসের বকেয়া রয়েছে।

ক. চলতি বছরে উক্ত পরিবারের মূলধন জাতীয় ব্যয়ের পরিমাণ নির্ণয় করো।
খ. উপর্যুক্ত তথ্য হতে পারিবারিক আয়-ব্যয় বিবরণী প্রস্তুত করো।
গ. পারিবারিক তহবিল ৩,৮৫,০০০ টাকা ধরে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখের আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত করো।

উত্তরমালা

অষ্টম অধ্যায়

অনুশীলনীর সৃজনশীল প্রশ্নঃ ১। (খ) ক্যাশমেমোর টাকার পরিমাণ ২৮,৫০০ টাকা। (গ) সমাপনী হাতে নগদ ৯৬,০০০ টাকা। ২। (ক) অফিস সরঞ্জামের মূল্য ৭৮,০০০ টাকা। (খ) সমাপনী হাতে নগদ ৩২,০০০ টাকা ও ব্যাংক জমা ১,৫৫,০০০ টাকা। (গ) সমাপনী হাতে নগদ ১,০০,০০০ টাকা, ব্যাংক জমা ৫৭,৫০০ টাকা, প্রদত্ত বাট্টা ১,০০০ টাকা এবং প্রাপ্ত বাট্টা ৫,০০০ টাকা। ৩। (ক) ৫৮,৫০০ টাকা (খ) নগদ প্রাপ্তি জাবেদার যোগফলঃ নগদ ১,২৯,২৫০ টাকা, প্রদত্ত বাট্টা ৭৫০ টাকা, বিক্রয় ৪৫,০০০ টাকা, দেনাদার ২৫,০০০ টাকা এবং অন্যান্য হিসাব ৬০,০০০ টাকা। (গ) নগদ প্রদান জাবেদার যোগফলঃ ক্রয় ২৫,০০০ টাকা, পাওনাদার ৩০,০০০ টাকা, অন্যান্য হিসাব ২৪,০০০ টাকা, প্রাপ্ত বাট্টা ১,০০০ টাকা এবং নগদ ৭৮,০০০ টাকা। ৪। (খ) সমাপনী নগদ তহবিল ৬০,৭০০ টাকা। (গ) সমাপনী নগদ তহবিল ৫২,০০০ টাকা এবং ব্যাংক জমা ৩,৫০০ টাকা। ৫। (ক) মোট কন্ট্রা এন্ট্রির পরিমাণ ৫,০০০ টাকা। (খ) সমাপনী নগদ তহবিল ১৯,২৫০ টাকা এবং ব্যাংক জমা ২৬,০০০ টাকা। (গ) সমাপনী নগদ তহবিল ৪৩,০০০ টাকা, ব্যাংক জমাতিরিক্ত ১,৫০০ টাকা, প্রদত্ত বাট্টা ২০০ টাকা এবং প্রাপ্ত বাট্টা ২০০ টাকা। ৬। (ক) নগদ বাট্টার পরিমাণ ৩০০ টাকা, (খ) নগদ প্রাপ্তি জাবেদার যোগফল; নগদ ২৭,০০০ টাকা, প্রদত্ত বাট্টা ১০০ টাকা, বিক্রয় ৭,৬০০ টাকা, দেনাদার ৫,৫০০ টাকা এবং অন্যান্য হিসাব ১৪,০০০ টাকা। (গ) নগদ প্রদান জাবেদার যোগফলঃ ক্রয় ২৮,৫০০, পাওনাদার ৩,৫০০ টাকা, অন্যান্য হিসাব ৩,০০০ টাকা, প্রাপ্ত বাট্টা ২০০ টাকা এবং নগদ ৩৪,৮০০ টাকা। ৭। (খ) সমাপনী নগদ তহবিল ২,৫০০ টাকা, ব্যাংক জমাতিরিক্ত ৩,০০০ টাকা, প্রদত্ত বাট্টা ১৫০ টাকা এবং প্রাপ্ত বাট্টা ১৫০ টাকা। (গ) নগদ প্রদান জাবেদার যোগফলঃ ক্রয় ৭,০০০ টাকা, পাওনাদার ৯,০০০ টাকা, অন্যান্য হিসাব ৫,৫০০ টাকা, প্রাপ্ত বাট্টা ৪০০ টাকা এবং নগদ ২১,১০০ টাকা।

নবম অধ্যায়

অনুশীলনীর সৃজনশীল প্রশ্নঃ ১। (ক) ২৭,০০০ টাকা। (খ) রেওয়ামিলের যোগফল ১,৭৫,৫০০ টাকা (গ) মুনাফা জাতীয় আয় ৫০,৫০০ টাকা এবং মুনাফা জাতীয় ব্যয় ৫২,৫০০ টাকা। ২। (ক) ৪১,০০০ টাকা। (খ) রেওয়ামিলের যোগফল ২,২৩,০০০ টাকা, অনিশ্চিত হিসাব (ক্রেডিট) ১০,০০০ টাকা, (গ) মূলধন জাতীয় ব্যয়

৯৫,০০০ টাকা এবং মুনাফা জাতীয় ব্যয় ২০,০০০ টাকা। ৩। (ক) ৮০,০০০ টাকা। (খ) মুনাফা জাতীয় ব্যয় ১,৬১,০০০ টাকা। (গ) রেওয়ামিলের যোগফল ২,৯৪,০০০ টাকা। ৪। (ক) ৩৭,০০০ টাকা। (খ) রেওয়ামিলের যোগফল ২,৭৯,৫০০ টাকা। (গ) মুনাফা জাতীয় আয় ১,৬৭,৫০০ টাকা এবং ব্যয় ১,৫১,৫০০ টাকা। ৫। (ক) ২,৮৫,০০০ টাকা, (খ) সম্পদ ১,৬৫,০০০ টাকা এবং দায় ১,৩২,০০০ টাকা। (গ) রেওয়ামিলের যোগফল ৪,৭২,০০০ টাকা। ৬। (ক) সমন্বিত ক্রয় ২,৬৫,০০০ টাকা, (খ) রেওয়ামিলের যোগফল ৮,৭০,০০০ টাকা। (গ) সমাপনী মালিকানা স্বত্ব ৩,৫৬,৫০০ টাকা।

দশম অধ্যায়

অনুশীলনীর সৃজনশীল প্রশ্নঃ ১। (ক) চলতি দায় ১,০০,০০০ টাকা। (খ) ব্যয়াতিরিক্ত আয় ২,৩১,০০০ টাকা। (গ) মোট সম্পদ ৬,২১,০০০ টাকা। ২। (ক) নিট বিক্রয় ৪,০৮,০০০ টাকা, (খ) বিক্রীত পণ্যের ব্যয় ২,৮১,৫০০ টাকা (গ) নিট মুনাফা ৩৫,০০০ টাকা। ৩। (ক) বিক্রীত পণ্যের ব্যয় ৮০,০০০ টাকা (খ) পরিচালন ক্ষতি ২,০০০ টাকা ও নিট মুনাফা ৬,৫০০ টাকা (গ) আর্থিক অবস্থার বিবরণীর যোগফল ২,৩৯,০০০ টাকা। ৪। (ক) মোট মুনাফা ১,৭৩,০০০ টাকা (খ) নিট মুনাফা ৬০,০০০ টাকা (গ) আর্থিক অবস্থার বিবরণীর যোগফল ২,৮৪,০০০ টাকা। ৫। (ক) সমাপনী নগদ তহবিল ২৫,০০০ টাকা (খ) মোট মুনাফা ১,২৯,৮০০ টাকা (গ) পরিচালন মুনাফা ৬০,৮৭৫ টাকা এবং নিট মুনাফা ৬১,৫৭৫ টাকা। ৬। (ক) বিক্রীত পণ্যের ব্যয় ২,২৮,০০০ টাকা, (খ) পরিচালন ক্ষতি ৩৭,০০০ টাকা এবং নিট ক্ষতি ২৭,০০০ টাকা। (গ) আর্থিক অবস্থার বিবরণীর যোগফল ৪,৬৯,০০০ টাকা।
৭। (ক) নিট চলতি সম্পদ ১,৪০,৫০০ টাকা, (খ) মোট মুনাফা ১,৪১,২০০ টাকা, (গ) পরিচালন মুনাফা ৫৭,০০০ টাকা এবং নিট মুনাফা ১,১৭,৮০০ টাকা। ৮। (ক) চলতি দায় ১৫,৮০০ টাকা (খ) সমাপনী মালিকানা স্বত্ব ২,৯৫,২০০ টাকা, (গ) মোট সম্পদ ৩,১১,০০০ টাকা। ৯। (ক) ২০১৬ সালে ৭৪,০০০ টাকা ও ২০১৭ সালে ৭৬,৫০০ টাকা, (খ) নিট মুনাফার অনুপাত ৭.৬৭% ও বিনিয়োজিত মূলধনের আয় অনুপাত ১৩.৮%। (গ) চলতি অনুপাত ১.১৬ঃ১ এবং তারল্য অনুপাত : ১.০৬ঃ১। ১০। (ক) তারল্য অনুপাত ১.২৭ঃ১, (খ) নিট মুনাফা ২৩,০০০ টাকা (গ) আর্থিক অবস্থার বিবরণীর যোগফল ১,৬২,০০০ টাকা। ১১। (ক) স্থায়ী সম্পদের নিট মূল্য ১,০২,৬০০ টাকা (খ) নিট ক্ষতি ১৫,৪০০ টাকা, (গ) সমাপনী মালিকানা স্বত্ব ১,৬৭,০০০ টাকা। ১২। (ক) নিট দেনাদার ৩৭,৬৩২ টাকা, (খ) মোট মুনাফা ৫৭,৫০০ টাকা, (গ) পরিচালন মুনাফা ৫০,১৩২ টাকা এবং নিট মুনাফা ৫১,১৩২ টাকা।

একাদশ অধ্যায়

অনুশীলনীর সৃজনশীল প্রশ্ন: ১। (ক) বিক্রয়যোগ্য আম ১,৯০০ কেজি। (খ) মোট ব্যয় ১,১২,০০০ টাকা। (গ) প্রতি ঝুড়ির বিক্রয়মূল্য ৭২৬.৩২ টাকা এবং প্রতি কেজির বিক্রয়মূল্য ৭২.৬৩ টাকা। ২। (ক) প্রতি রিম কাগজের ক্রয়মূল্য ৩৭৫ টাকা। (খ) প্রতি দিস্তা কাগজের মোট ব্যয় ২০.৫০ টাকা। (গ) প্রতি দিস্তা কাগজের বিক্রয়মূল্য ২২ টাকা। ৩। (ক) রূপান্তর ব্যয় ৩১,০০০ টাকা, (খ) প্রতিটি ডায়রীর উৎপাদন ব্যয় ২২.৯১ টাকা। (গ) প্রতিটি ডায়রিতে লাভ ৯.১২ টাকা। ৪। (ক) ব্যবহৃত কাঁচামালের ব্যয় ৩,৬৬,৫০০ টাকা। (খ) বিক্রীত শার্টের ব্যয় ১৭,৭২,৫০০ টাকা (গ) নিট মুনাফা ১০,৭৬,৭০০ টাকা। ৫। (ক) উৎপাদিত ইট ২,১০,০০০ টি। (খ) উৎপাদন ব্যয় ৮,৫০,০০০ টাকা। (গ) নিট মুনাফা ৫,৯৩,০০০ টাকা।

দ্বাদশ অধ্যায়

অনুশীলনীর সৃজনশীল প্রশ্ন: ১। (ক) পারিবারিক তহবিল ৩,০০,০০০ টাকা, (খ) সমাপনী নগদ তহবিল ১,৫৭,১০০ টাকা (গ) ব্যয়াতিরিক্ত আয় ৫৬,১০০ টাকা। ২। (ক) পারিবারিক তহবিল ১১,৭৭,০০০ টাকা (খ) আয় উদ্বৃত্ত ২,৫১,৫০০ টাকা, (গ) আর্থিক অবস্থার বিবরণীর যোগফল ১৪,৩৬,০০০ টাকা। ৩। (ক) পারিবারিক তহবিল ৫,২৮,০০০ টাকা, (খ) সমাপনী নগদ তহবিল ১,৫৯,৪০০ টাকা, (গ) আয় উদ্বৃত্ত ২,৬০,০০০ টাকা। ৪। (ক) মূলধন জাতীয় ব্যয় ৪০,০০০ টাকা, (খ) আয় উদ্বৃত্ত ১,৫১,৪০০ টাকা। (গ) আর্থিক অবস্থার বিবরণীর যোগফল ৫,৯৯,০০০ টাকা।

সমাপ্ত

২০২৫ শিক্ষাবর্ষ

নবম ও দশম : হিসাববিজ্ঞান

আত্মবিশ্বাস সাফল্যের চাবিকাঠি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।